www.AmarIslam.com

লেখকের প্রকাশিত গ্রন্থসমূহ

- আল্লামা ইবনে হাজিব (রহ.) রচিত আল্-কাফিয়া'র বাংলা ব্যাখ্যা গ্রন্থ "কাশ্‌ফুল গুমাহ্"
- শানে রেসালত
  মূল: আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা খান (রহ.)
- ওয়াহাবীদের ভ্রান্ত আক্বীদাহ্ ও তাদের বিধান
  মূল: আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা খান (রহ.)

ফাতাওয়া-ই আফ্রিকা
অনুবাদঃ মাওলানা মুহাম্মদ ইছমাইল
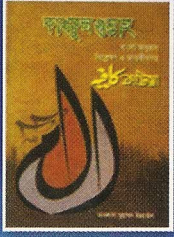
ফাতাওয়া-ই আফ্রিকা

মূলঃ আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা খান ফাযেলে বেরলভী (রহ.)

অনুবাদঃ মাওলানা মুহাম্মদ ইছমাইল

www.AmarIslam.com

ফাতাওয়া-ই আফ্রিকা

মুলঃ
আ'লা হযরত ইমামে আহ্‌লে সুন্নাত মুজাদ্দিদে দ্বীনো মিল্লাত শাহ্
আহমদ রেযা খান ফাযেলে বেরলভী
(রহমাতুল্লাহি আলাইহি)

অনুবাদ
মাওলানা মুহাম্মদ ইছমাইল

প্রথম প্রকাশ ঃ ১০ আগষ্ট ২০০৭ ইং
দ্বিতীয় প্রকাশ ঃ ১ ফেব্রুয়ারী ২০০৮ ইং

কম্পিউটার কম্পোজ
মুহাম্মদ অহিদুল আলম

প্রকাশনায় ঃ
লিলি প্রকাশনী
কর্ণফুলী, চট্টগ্রাম। ০১৮১৯-৬৪৫০৫০

শুভেচ্ছা বিনিময়ঃ ১২০/- মাত্র

Fatawa-e Africa (Urdu), by: A'la Hazrat Imam Ahmed Reza Khan Baralavi (Rh.), Translated by: Molana Mohammed Ismail, Vice Principal of Katirhat Mofidul Islam Fazil Madrasha, Hathazari, Chittagong.

যাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞ

* **আল্লামা সৈয়দ মুহাম্মদ খোরশিদ আলম**
  অধ্যক্ষ, কাটিরহাট মুফিদুল ইসলাম ফাযিল মাদ্রাসা, হাটহাজারী।
* **মাওলানা আবুল কালাম আমেরী**
  সিনিয়র আরবী প্রভাষক, হালিশহর মাদ্রাসা-ই তৈয়্যবিয়া ফাযিল, চট্টগ্রাম।
* **মাওলানা মাহমুদুল হাসান**
  প্রধান ফকীহ, কাদেরিয়া তৈয়্যবিয়া কামিল মাদ্রাসা,ঢাকা।
* **মাওলানা মুহাম্মদ নেজামুদ্দীন**
  সিনিয়র মুদার্রিস, হালিশহর মাদ্রাসা-ই তৈয়্যবিয়া ফাযিল, চট্টগ্রাম।
* **মাওলানা মুহাম্মদ ইসমাঈল রেজভী**
  সভাপতি ও পৃষ্ঠপোষক, আ'লা হযরত রিসার্স সেন্টার,শিকলবাহা।
* **মাওলানা মুহাম্মদ ছাঈদ**
  মুদার্রিস, আশেকানে আউলিয়া কামিল মাদ্রাসা, চট্টগ্রাম।

بسم الله الرحمن الرحيم

فقیر کو یہ جان کر بے حد مسرت ہوئی کہ میرے جد امجد اعلیحضرت امام اهل سنت مولنا الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی قدس سرہ کی تصنیف لطیف "السنية الانيقة في فتاوى افريقه" کو عزیزم مولنا محمد اسماعیل سلمه نے بنگله زبان میں ترجمه کیا هے۔ الله تعالی کی بارگاه میں دعا کرتا هوں که عزیزم سلمه سے زیاده سے زیاده مسلك اعلیحضرت کی خدمت لے۔ أمین بجاه سید المرسلین صلی الله علیه وسلم۔

دعاگو

(علامه محمد اخترضا قادری ازهری)

سجاده نشین۔ استانه عالیه رضویه

বাণীর অনুবাদ

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

অধম জেনে অত্যন্ত খুশি হয়েছি যে, আমার দাদাজান আ'লা হযরত ইমামে আহলে সুন্নাত মাওলানা শাহ আহমদ রেযা খান ফাযেলে বেরলভী কুদ্দিসা সিররুহুল আযীয'র অতিসূক্ষ্ম পুস্তক 'আস্ সানিয়াতুল আনীকা ফী ফাতাওয়া-ই আফ্রিকা'কে স্নেহের মাওলানা মুহাম্মদ ইছমাইল সাল্লামাহু বাংলা ভাষায় অনুবাদ করেছেন। আল্লাহর দরবারে দোয়া করছি, আল্লাহ তায়ালা সে স্নেহভাজন থেকে মসলকে আ'লা হযরতের প্রচার-প্রসারে আরো অধিক খিদমত কবুল করুন! আমিন বিজাহে সায়্যিদিল মুরসালীন।

দোয়া কামনায়

আল্লামা মুহাম্মদ আখতার রেযা কাদেরী আযহারী

সাজ্জাদানশীন, আস্তানায়ে আলীয়া রেজভিয়া,

৮২ সওদাগরান, বেরেলী শরীফ, ইন্ডিয়া।

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده ونصلی علی رسوله الکریم۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا قادری فاضل بریلوی رضی الله تعالی عنه نے عالم اسلام میں اسلام وسنیت کیلئے جو کارهائے نمایاں انجام دیئے هیں۔ اسکی صدیوں تک مثال نهیں ملتی هے۔ اعلیٰ حضرت قدس سره کی تصانیف کا ذخیره اردو، عربی اور فارسی زبان میں هے۔ مگر آج کے حالات کے پیش نظر ضرورت اس بات کی هے که علاقائی نشیں زبانوں میں تعلیمات رضا کو روشناس کرایا جائے، تراجم کرائے جائے اور جهاں جهاں جس زبان کی ضرورت هے وهاں پر اس زبان میں تصانیف کی اشاعت هے۔

الله تعالی جزاء خیر دے حضرت مولنا محمد اسماعیل صاحب زید مجده وائس پرنسپل کاتیرهات مفید الاسلام چاٹگام، بنگله دیش کو که آپ نے امام احمد رضا فاضل بریلوی کی تصنیف "فتاوی افریقه" کا بنگله زبان میں ترجمه کرکے امت مسلمه بنگله دیش میں پهنچارهے ہیں۔ مولنا محمد اسماعیل صاحب نے اس کتاب کے علاوه اور بهی متعدد کتابیں شائع کی هیں۔

الله تعالی سے دعا هے که مولنا کی خدمات کو قبولیت سے سرفراز فرمائی۔ آمین۔ ثم آمین۔

বাণীর অনুবাদ

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

নাহমাদুহু ওয়া নুসাল্লী আলা রাসূলিহিল করীম,
আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা খান ফাযেলে বেরলভী কাদেরী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু ইসলামী জগতে ইসলাম ও সুন্নিয়তের জন্য যে কাজ-কর্ম ও অবদান রেখে গেছেন, শতাব্দী অবধি তার কোন জুড়ি মিলেনি। আ'লা হযরত কুদ্দিসা সিররুহুল আযীয'র লিখিত বহু কিতাব উর্দু, আরবী ও ফার্সী ভাষায় রয়েছে। কিন্তু সাম্প্রতিক কালের প্রয়োজন অনুপাতে স্বদেশীয় ভাষায় রেযা দর্শনকে প্রচার করা, তরজমা করা এবং যেখানে যে ভাষায় দরকার সে ভাষায় পুস্তকাদি প্রকাশ করা সময়ের দাবী।
আল্লাহ তায়ালা হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইছমাইল সাহেব যীদা মাজদুহু উপাধ্যক্ষ, কাটিরহাট মুফিদুল ইসলাম ফাযিল মাদ্‌রাসা, চট্টগ্রাম, বাংলাদেশকে উত্তম প্রতিফল দান করুক। তিনি ইমাম আহমদ রেযা ফাযেলে বেরলভী'র লিখিত 'আস্ সানিয়াতুল আনীকা ফী ফাতাওয়া-ই আফ্রিকা'র বাংলা তরজমা করে বাংলাদেশের মুসলিম জাতির কাছে পৌছায়েছেন। মাওলানা মুহাম্মদ ইছমাইল সাহেব এ গ্রন্থ ছাড়া আরো গ্রন্থাদি প্রকাশ করেছেন।
আল্লাহর দরবারে দোয়া- আল্লাহ তায়ালা মাওলানা সাহেবের খিদমতকে কবুল করুন। আমিন, ছুম্মা আমিন।

সালামান্তে,
মাওলানা শিহাব উদ্দিন রেজভী বেরলভী
সম্পাদক, সুন্নি দুনিয়া,
বেরেলী শরীফ, ইন্ডিয়া।

www.AmarIslam.com

প্রাক কথন

আল্‌হামদু লিল্লাহ! আল্লাহর অফুরন্ত মেহেরবাণী যে, আ'লা হযরত ইমাম আহমদ রেযা খান ফাযেলে বেরলভী রহমাতুল্লাহি আলাইহি'র লিখিত দেড় সহস্রাধিক কিতাব থেকে السنية الانيقة فى فتاوى افريقة (আস্ সানিয়াতুল আনীকা ফী ফাতাওয়া-ই আফ্রিকা) গ্রন্থ খানার অনূদিত কপি বাংলা ভাষাভাষীদের হাতে উপস্থাপন করতে পেরেছি। সুদূর আফ্রিকা মহাদেশ থেকে তাঁর কাছে বহুবার প্রশ্ন করা হয়েছিল, যার সমষ্টি এ কিতাব। প্রশ্নকর্তা একেক আফ্রিকান হলেও ব্যক্তি ম্যানশন থেকে রক্ষা পেতে এ কিতাবে যায়েদ ও আমরকে নায়ক ধরা হয়। এ ফাতওয়াগুলো এত সহজবোধ্যভাবে লিখিত-প্রবাদ ও উদ্ধৃতি বাদ দিলে যে কোন আলিম তা বুঝতে সক্ষম। কিন্তু সাধারণ শিক্ষিত মাতৃভাষায় প্রকাশনার অভাবে তা থেকে বঞ্চিত। সাম্প্রতিককালে আমাদের দেশে সাহিত্য চর্চার ন্যায় ধর্ম চর্চা চলছে মাতৃভাষায়। শরীয়তের মাসআলাকে সাবলীল ও প্রাঞ্জলভাবে জন সাধারণের বোধগম্য করে গড়ে তোলা আজ সময়ের দাবী। এরই নিরিখে এ অনুবাদ কাজে হাত দিয়েছি। কিছু লিখতে গেলে সমালোচনার জন্য প্রস্তুত থাকতে হয় তা আমি হাড়ে হাড়ে বুঝেছি পূর্বে ক'টি বই ছাপিয়ে। সমালোচনায় ভয় পাইনি আর ক্ষান্তও হব কেন? সেই শিক্ষা দিয়েছেন দূর্দমনীয় অসীম সাহসী ও প্রতিভাধর আ'লা হযরত (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) যার ক্ষুরধার লেখনীতে সমালোচকদের অন্তর ভেঙ্গে যায়। ইস্পাত কঠিন শক্ত হয় নবী প্রেমিকদের হৃদয়। বলীয়ান মনের এক গুপ্তধন তিনি। জ্ঞান রূপী তাঁর এ ধনাগার থেকে আলো বিতরণ করতঃ মুসলমানদেরকে তেজোদীপ্ত করা প্রয়োজন। বিশেষতঃ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের বিশ্বাস মতে মাসআলা-মাসাঈল বর্ণনা করা একান্ত বাঞ্চনীয়। সে চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে মাদ্‌রাসার অর্পিত দায়িত্ব পালনের ফাঁকে ফাঁকে দু'এক পৃষ্ঠা করে উক্ত কিতাবের অনুবাদ সম্পন্ন করি। খবর পেয়ে আমার বন্ধু বিশিষ্ট লেখক ও অনুবাদক মাওলানা মুহাম্মদ নিজামুদ্দীন এ গ্রন্থের ৮৩ ও ৮৪নং প্রশ্নোত্তরের তরজমা 'পীর, মুরীদ ও বায়আত; একটি তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ' নামে ছাপানো পুস্তিকা দিয়ে সাহায্য করে আমাকে ঋণী করেছেন। তাঁর প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। জ্ঞানের দৈন্যতা ও অপরিপক্কতার কারণে কোন বিষয়কে যথাযথ ফুটিয়ে তুলতে না পারলে তজ্জন্য আমি নিজেই দায়ী; মূল লিখক নয়। আল্লাহর অশেষ শোকরিয়া যে, পাঠকদের ব্যাপক চাহিদার প্রেক্ষিতে পাঁচ মাসের মাথায় **দ্বিতীয় সংস্করণের** কাজ সম্পন্ন করতে হয়েছে। মোবাইল ফোনে কিংবা ব্যক্তিগতভাবে অনেকে গঠনমূলক পরামর্শ দিয়েছেন। তাই সে পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীদের প্রতি জানাই ধন্যবাদ। তা আমার ভবিষ্যৎ চলার পথে হবে বড় পাথেয়। পাঠক উপকৃত হলেই আমি ধন্য। আল্লাহ গ্রন্থকারের ফুয়ূযাত আমাদের দান করুন। আমিন!

অনুবাদক

www.AmarIslam.com

بسم الله الرحمن الرحيم

সূচিপত্র

ক্রম বিষয়/পৃষ্ঠা

ক্রম বিষয়/পৃষ্ঠা

ক্রম বিষয়/পৃষ্ঠা

ক্রম বিষয়/পৃষ্ঠা

ক্রম বিষয়/পৃষ্ঠা

www.AmarIslam.com

ক্রম বিষয়/পৃষ্ঠা

www.AmarIslam.com

ক্রম বিষয়/পৃষ্ঠা

السّنيّة الانيقة فى فتاوى افريقه ١٣٣٦ھ

بسم الله الرحمن الرحيم
نحمده ونصلى على رسوله الكريم

রাসূল প্রেমিক,বিদ‘আতের শত্রু,খাদিমুল আউলিয়া আব্দুল মোস্তফা জনাব আলহাজ্ব ইসমাঈল মিয়া বিন হাজী আমীর মিয়া শেখ সিদ্দিকী হানাফী কাদেরী কাঠিয়া দাড়ী (আল্লাহ তায়ালা তাকে নিরাপত্তা দান করুক) দক্ষিণ আফ্রিকার ভূটাভূটি অঞ্চলের বরটিস বাসুটুলিন্ড এলাকা থেকে কতিপয় মাসআলা-মাসাইল সম্পর্কে পুরো ভারতবর্ষ এবং পৃথিবীর প্রত্যন্ত অঞ্চলের ফতোয়া প্রদানের কেন্দ্র বিন্দু বেরেলী শরীফে তিন দফায় কতগুলো প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন- যেগুলোর যথাযথ উত্তর প্রদান করা হয়েছে। সে মাওলানা সাহেবের বিশেষ অনুরোধে মুসলিম ভাইদের সামগ্রীক উপকারার্থে তরজমাসহ সেগুলো ছাপিয়ে দেয়া হয়। আল্লাহ তায়ালা হাজী সাহেবের দ্বীনি মহব্বত এবং দ্বীন-দুনিয়ার বরকত আরো বৃদ্ধি করুক। আমিন! ১৩৩৬ হিজরীর ২৩শে সফর প্রথম বারের প্রশ্নাবলী। হে ওলামা কেরাম! নিম্নলিখিত মাসআলা সম্বন্ধে কি বলছেন?

প্রশ্ন-প্রথমঃ

যায়েদ প্রশ্ন করেছে- আল্লাহ তায়ালা একজন পুরুষকে দুই-দুই, তিন-তিন এবং চার-চারটি মহিলা বিয়ে করার অনুমতি দিয়েছেন। কেন একজন মহিলাকে অনুরূপ দুই-দুই, তিন-তিন বা চার-চারটি বিয়ে করার অনুমতি দেননি? শরীয়তের দৃষ্টিতে এ প্রশ্নকারীর বিধান কি?

উত্তরঃ আল্লাহ তায়ালা ফরমায়েছেন, ان الله لايأمربالفحشاء ‘নিশ্চয় আল্লাহ নির্লজ্জ (অশ্লীল) কর্মের আদেশ দেন না।’ এক মহিলার কাছে দু’পুরুষের সমাবেশ ঘটা অবশ্যই নির্লজ্জতা। মানুষতো মানুষ। এরূপ ব্যাপার প্রাণীদের মধ্যে নিকৃষ্টতম শূকরই বৈধ মনে করতে পারে। যেনা হারাম করার হেকমত বংশকে সংরক্ষিত রাখা। অন্যথায় বাচ্ছাটি কার সে পাত্তা থাকে না। এক মহিলাকে দু’পুরুষ বিয়ে করলে এমন সমস্যায় পড়তে হয় যা যেনার মধ্যে হয়ে থাকে। জানাই যাবে না সন্তানটি কার? এ ধরনের প্রশ্ন অত্যন্ত নেক্কারজনক। যায়েদ গন্ডমুর্খ, বেয়াদব না হলেও ধর্ম বিমুখ। এরূপ না হলে একান্ত মুর্খ,বেয়াদব। والله تعالى اعلم

প্রশ্ন- দ্বিতীয়ঃ

এক মুসলমান যেনাকারিনী কাফির মহিলাকে ইসলামে দীক্ষিত করার পর বিয়ে করল। সে মহিলা গর্ভিত হয়ে গেল। মুসলমানের সাথে সে মহিলার বিয়ে বৈধ কিনা? যায়েদ বলেছে-গর্ভ সে পুরুষ থেকে হলেও বিয়ে বৈধ নয়। সাক্ষী ও মজলিসে উপস্থিত ব্যক্তিদের মাধ্যমে সে বিয়ে ভঙ্গ হয়ে যায়। ‘মাজমূয়া খানী’র দ্বিতীয় খন্ড ৩৯ পৃষ্ঠায় রয়েছে-

درہدایه و کافی آدرده است عورتے حربیه درد ارالاسلام آمد بران
عورت عدّت لازم نشودخواه اسلام دردارحرب آ ورده باشد خواه
نیاورده باشدواین قول امام اعظم ست رحمة الله علیه ونزدیك
امام ابویوسف وامام محمدرحمهماالله تعالی عدّت لازم شود
وباتفاق علمابر کنیز کے کھ درتاخت گیرند عدت لازم نیست
فاما استبراالازم ست واگرحربیه که در داراسلام آمده است
وحامله تاآنزماں که فرزندنزایدنکاح نکند دیگرروایت ازامام
آنست که نکاح درست است اگر حامله باشدفامانزدیکی بان
عورت شوہرنکند تاآنزماں که فرزندنزاید چنانچه اگرعورت
رااززنا حمل مانده است خواستن او رواست ونزدیکی کردن
روانیست تاآنزماں که فرزندنزایداگریکی ازمیاں زن
وشوہرمرتدشد فرقت میاں ایشاں واقع شود فاماطلاق واقع
نشوداین قول امام اعظم وامام ابویوسف رحمهماالله تعالی
ونزدیك امام محمد اگرمرد مرتدشده است فرقت واقع شود
بطلاق واگرزن مرتدشده است فرقت واقع شودبے طلاق پس
اگرمردمرتدشده است وبازن نیزدیکی کرده باشد تمام
مہربرمردلازم شودواگرنزدیکی نه کرده است چیزے ازمہرلازم
نشودونفقه نیزلازم نشود اگرخودازخانه مرد بیروں آمده باشد
واگرخودازخانه مردبیروں نیامده باشد نفقه برمردلازم شود -

অর্থাৎ হেদায়া-তে বর্ধিতাকারে এসেছে, কোন হারবী মহিলা দারুল ইসলামে প্রবেশ করলে তার উপর ইদ্দত আবশ্যক নয়। সে দারুল হারবে ইসলাম কবুল করুক বা না করুক। এটা ইমাম আযম আবু হানিফা (রহ)'র অভিমত। ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম

স্বামী-স্ত্রীর কেউ মুরতাদ্দ হয়ে গেলে উভয়ের মাঝে পৃথকতা সৃষ্টি হবে। ইমাম আযম আবু হানিফা ও ইমাম আবু ইউসুফ (র)'র মতে তালাক পতিত হবে না। ইমাম মুহাম্মদের মতে স্বামী মুরতাদ্দ হলে উভয়ের মাঝে তালাকসহ পৃথকতা সৃষ্টি হবে আর স্ত্রী মুরতাদ্দ (ধর্মত্যাগী) হলে উভয়ের মাঝে পৃথকতা সৃষ্টি হবে তালাকবিহীন। স্ত্রীর সাথে সহবাস করার পর স্বামী মুরতাদ্দ (ধর্মত্যাগী) হয়ে গেলে সে পুরুষের ওপর সমস্ত মহর আবশ্যক। সহবাস না হলে মহর ও খোরপোষ কিছুই আবশ্যক হবে না যদি স্বামীর ঘর থেকে স্বেচ্ছায় বের হয়ে যায়। স্বেচ্ছায় স্বামীর ঘর থেকে বের না হলে খোর পোষ পুরুষের ওপর আবশ্যক।

উত্তরঃ যেনার দ্বারা গর্ভিত হলে নাউযুবিল্লাহ! এবং সে মহিলা স্বামীবিহীন হলে তার সাথে যেনাকারী এবং যেনাকারী নয় এমন যে কোন ব্যক্তির বিয়ে বৈধ। পার্থক্য এতটুকু যে, যে ব্যক্তি সে মহিলার সাথে যেনাকারী নয় এমন ব্যক্তি বিয়ে করলে গর্ভপাত হওয়া পর্যন্ত তার সাথে সহবাস করার অনুমতি নেই। যার যেনায় গর্ভিত হয়েছে সে বিয়ে করলে তার জন্য সহবাস বৈধ। দুররুল মুখতার -এ রয়েছে,

صح نکاح حبلے من زناوان حرم وطوهاودواعیه حتی تضع لئلا یسقے ماوه
زرع غیره اوالشعرینبت منه ولونکحها الزانی حل له وطوها اتفاقًا۔

'যেনার দ্বারা গর্ভিত মহিলার বিয়ে শুদ্ধ। যদিও গর্ভপাত পর্যন্ত তার সাথে সহবাসও সহবাসের প্রতি ধাবিত বিষয়াদি হারাম।যাতে তার পানি অন্যের ক্ষেতে না দেয় এবং তার কারণে কেশ উদগত হয়। যেনাকারী তাকে বিয়ে করলে সর্বসম্মতিক্রমে তার জন্য সহবাস বৈধ।

যায়েদের উক্তি ভুলে ভরা। তার উক্তি গর্ভিত সে পুরুষের যেনার কারণে হলেও বিয়ে বৈধ নয় এবং স্বাক্ষী গাওয়াহ্‌র মাধ্যমে বিয়ে ভঙ্গ হয়ে যাবে এটা শরীয়তের ওপর এক মস্তবড় অপবাদ। মাজমূয়াখানী থেকে যে ইবারত সে নকল করেছে তা স্পষ্টভাবে তার মতের খেলাপ,

اگرعورت رااززناحمل ماند است خواستن
اوررواست ونزدیکی کردن روانیست تاانکه نزاید

যেনার কারণে গর্ভিত হলে সে বিয়ে বৈধ তবে সহবাস করা বৈধ নয়। উহাতে আরো নকল করেছে যে, হারবী কাফিরের গর্ভিত স্ত্রী দারুল ইসলামে এসে মুসলমান হয়ে গেছে; সে গর্ভ যেনার কারণে নয়। والله تعالی اعلم

প্রশ্ন- তৃতীয়ঃ

কোন কাফির নারী বা পুরুষ ইসলাম কবুল করেছে। জীবনে নামাযের সিজদা দেয়নি। এমন ব্যক্তির জানাযার নামায পড়া এবং মুসলমানের কবরস্থানে দাফন করা বৈধ কিনা?

উত্তরঃ অবশ্যই তার জানাযার নামায ফরয। তা মুসলমানের কবরস্থানে দাফন করা হবে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ ফরমায়েছেন,

الصلوة واجبة عليكم على كل مسلم يموت برًا كان اوفاجرًا وان هو عمل الكبائر-

'তোমাদের ওপর প্রত্যেক মুসলমানের জানাযার নামায পড়া ফরয চায় সে নেক্কার বা বদকার হিসেবে মৃত্যু বরণ করুক। যদিও সে কবীরা গুণাহ করে।' উক্ত হাদিসখানা ইমাম আবু দাউদ, আবু ইয়ালা এবং ইমাম বায়হাকী (রাদ্বি) তার সুনানে বিশুদ্ধ সূত্রে হযরত আবু হুরায়রা (রাদ্বি) থেকে বর্ণনা করেছেন। পাঁচ ওয়াক্ত নামায তার ওপর ফরয ছিল সে শয়তানের ধোকায় পড়ে তা ত্যাগ করেছে। মুসলমানের জানাযাভ নামায পড়া আমাদের ওপর ফরয। তাই বলে আমরা কেন আমাদের ফরয পরিত্যাগ করব? والله تعالى اعلم

প্রশ্ন- চতুর্থঃ

যায়েদ প্রশ্ন করেছে অধিকাংশ আরবস্থানে কন্যা সন্তানকে খত্না করার রেওয়াজ রয়েছে। ভারত বর্ষে সে প্রচলন নেই কেন?

উত্তরঃ কন্যা সন্তানকে খত্না করা জোরালো নির্দেশ নেই। ভারতবর্ষে সেটার প্রচলন না থাকার কারণে এখানে করলেও সাধারণ লোকেরা হাসবে এবং অপবাদ দিবে যা মহাপাপে পতিত হওয়ার কারণ হয়ে দাঁড়াবে। ইসলাম ধর্মকে হেফাযত করা আবশ্যক বিধায় এখানে সে বিধান নেই। আশবাহ-তে রয়েছে, لايسن ختانها وانما هومكرمة 'কন্যা শিশুকে খত্না করা সুন্নাত নয়; ইহা উত্তম। মুনিয়াতুল মুফতি এবং গমযুল উয়ূন-এ আছে, انما كان الختان فى حقها مكرمة لانه يزيد فى اللذة 'কন্যাদের বেলায় খত্না করা উত্তম। কেননা এতে স্বাদ বৃদ্ধি পায়।' দুররুল মুখতার-এ রয়েছে,

ختان المرأة ليس سنة بل مكرمة للرجال وقيل سنة اه وجزم به البزازى فى وجيزه والحدادى فى سراجه وقال فى الهندية عن المحيط اختلف الروايات فى ختان النساء ذكر فى بعضها انه سنة هكذا حكى عن بعض المشائخ وذكر شمس الائمة الحلوانى فى ادب القاضى للخصاف ان ختان النساء مكرمة اه ورأيتنى كتبت عليه اى فيكون مستحبا وهو عند الشافعية واجب فلا يترك ماقاله الاستحباب مع احتمال الوجوب لكن الهنود لايعرفونه ولوفعل احد يلومونه ويسخرون به فكان الوجه تركه كيلا يبتلى المسلمون بالاستهزاء بامر شرعى وهذا نظيرماقال العلماء ينبغى للعالم ان لا يرسل

العذبة على ظهره وان كان سنة اذاكان الجهال يسخرون منه ويشبهونه بالذنب فيقعون فى شديد الذنب هذا واجتج البزازى على استنانه بان لوكان مكرمة لم تختن الخنثى لاحتمال ان تكون امرأة ولكن لاكالسنة فى حق الرجال اه وتعقبه العلامة ش فقال ختان الخنثى الاحتمال كونه رجلا وختان الرجل لايترك فلذا كان سنة احتياطاً ولا يفيد ذالك سنيته للمراة تامل اه وكتبت فى ماعلقت عليه — اقول كان يمشى هذالولم يختن منها الاالذكراذلامعنى لختان الفرج قصدا الى الختان لاحتمال الرجولية قد صرح فى السراج ان الخنثى تختن من كلاالفرجين ولاشك ان النظرالى العورة لاتباح لتحصيل مكرمة اه لكن هذا هونص الحديث فقد اخرج احمد عن والد ابى المليح والطبرانى فى الكبير عن شدادبن اوس وكابن عدى عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهم بسند حسن حسنه الامام السيوطى ان النبى صلى الله تعالى عليه وسلم قال الختان سنة للرجال ومكرمة للنساء- اقول ولا يندفع الاشكال بمافعل الامام البزازى فانه ان فرض سنة فليست كل سنة يباح لها النظرالى العورة ومسهلالوترى ان الاستنجاء بالماء سنة ولايحل له كشف العورة فان لم يجد سترا وجب عليه تركه وانما ابيح ذالك فى ختان الرجل لانه من شعائرالاسلام حتى لوتركه اهل بلدة قاتلهم الامام كما فى فتح القدير والتنوير وغيرهما وليس هذا منها فان الشعار يظهر والخفاض مأمور فيه بالاخفاء فسقط الاحتجاج ولامخلص الافى قصرختانها على الذكرخلافا لمافى السراج الان يحمل على ما اذاختنت قبل ان تراهق-

অর্থাৎ মহিলাকে খত্না করা সুন্নাত নয় বরং পুরুষের স্বাদ লাভের বিষয়। কেউ বলেছেন সুন্নাত। এ প্রসংগে বাযযাযী ওয়াজীরা গ্রন্থে এবং হাদ্দাদী তার সিরাজ কিতাবে দৃঢ়তা আরোপ করেছেন। আলমুহীত্ব'র রেফারেন্সে হিন্দিয়া কিতাবের গ্রন্থাকার বলেছেন, মহিলাদের খত্নার ব্যাপারে রেওয়ায়াতের ভিন্নতা রয়েছে। এক রেওয়ায়াত মতে সুন্নাত। কতেক মাশায়েখ থেকে অনুরূপ বর্ণিত রয়েছে। ইমাম খাসসাফের আদাবুল কাযী-এ শামসুল আইম্মা আল হালওয়ানী বলেছেন, মহিলাদের খত্না করা উত্তম। আমি মনে করি তা মুস্তাহাব। শাফেয়ীগণের মতে ওয়াজিব। ওয়াজিব হওয়ার অবকাশের সাথে মুস্তাহাবের চেয়ে হালকা মনে করে পরিত্যাগ করা যাবে না। কিন্তু ভারতীয়রা তা মনে

উত্তরঃ অবশ্যই তার জানাযার নামায ফরয। তা মুসলমানের কবরস্থানে দাফন করা হবে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ ফরমায়েছেন,

الصلوۃواجبة عليكم على كل مسلم يموت برًا كان اوفاجرًا وان هو عمل الكبائر-

'তোমাদের ওপর প্রত্যেক মুসলমানের জানাযার নামায পড়া ফরয চায় সে নেক্কার বা বদকার হিসেবে মৃত্যু বরণ করুক। যদিও সে কবীরা গুণাহ করে।' উক্ত হাদিসখানা ইমাম আবু দাউদ, আবু ইয়ালা এবং ইমাম বায়হাকী (রাদ্বি) তার সুনানে বিশুদ্ধ সূত্রে হযরত আবু হুরায়রা (রাদ্বি) থেকে বর্ণনা করেছেন। পাঁচ ওয়াক্ত নামায তার ওপর ফরয ছিল সে শয়তানের ধোকায় পড়ে তা ত্যাগ করেছে। মুসলমানের জানাযাভ নামায পড়া আমাদের ওপর ফরয। তাই বলে আমরা কেন আমাদের ফরয পরিত্যাগ করব? والله تعالى اعلم

প্রশ্ন- চতুর্থঃ

যায়েদ প্রশ্ন করেছে অধিকাংশ আরবস্থানে কন্যা সন্তানকে খত্না করার রেওয়াজ রয়েছে। ভারত বর্ষে সে প্রচলন নেই কেন?

উত্তরঃ কন্যা সন্তানকে খত্না করা জোরালো নির্দেশ নেই। ভারতবর্ষে সেটার প্রচলন না থাকার কারণে এখানে করলেও সাধারণ লোকেরা হাসবে এবং অপবাদ দিবে যা মহাপাপে পতিত হওয়ার কারণ হয়ে দাঁড়াবে। ইসলাম ধর্মকে হেফাযত করা আবশ্যক বিধায় এখানে সে বিধান নেই। আশবাহ-তে রয়েছে, لايسن ختانها وانما هومكرمة 'কন্যা শিশুকে খত্না করা সুন্নাত নয়; ইহা উত্তম। মুনিয়াতুল মুফতি এবং গমযুল উয়ূন-এ আছে, انما كان الختان فى حقها مكرمة لانه يزيد فى اللذة 'কন্যাদের বেলায় খত্না করা উত্তম। কেননা এতে স্বাদ বৃদ্ধি পায়।' দুররুল মুখতার-এ রয়েছে,

ختان المرأة ليس سنةبل مكرمة للرجال وقيل سنة اه وجزم به البزازى فى وجيزه والحدادى فى سراجه وقال فى الهندية عن المحيط اختلف الروايات فى ختان النساء ذكر فى بعضها انه سنة هكذا حكى عن بعض المشائخ وذكر شمس الائمة الحلوانى فى ادب القاضى للخصاف ان ختان النساء مكرمة اه ورأيتنى كتبت عليه اى فيكون مستحبا وهو عند الشافعية واجب فلايترك ماقاله الاستحباب مع احتمال الوجوب لكن الهنودلايعرفونه ولوفعل احديلومونه ويسخرون به فكان الوجه تركه كيلا يبتلى المسلمون بالاستهزاء بامرشرعى وهذا نظيرماقال العلماء ينبغى للعالم ان لا يرسل

العذبة على ظهره وان كان سنة اذاكان الجهال يسخرون منه ويشبهونه بالذنب فيقعون فى شديد الذنب هذا واجتج البزازى على استنانه بان لوكان مكرمة لم تختن الخنثى لاحتمال ان تكون امرأة ولكن لاكالسنة فى حق الرجال اه وتعقبه العلامة ش فقال ختان الخنثى الاحتمال كونه رجلا وختان الرجل لايترك فلذا كان سنة احتياطاً ولا يفيد ذالك سنيته للمراة تامل اه وكتبت فى ماعلقت عليه — اقول كان يمشى هذاولم يختن منها الاالذكراذلامعنى لختان الفرج قصدا الى الختان لاحتمال الرجولية قد صرح فى السراج ان الخنثى تختن من كلاالفرجين ولاشك ان النظرالى العورةلاتباح لتحصيل مكرمة اه لكن هذا هونص الحديث فقد اخرج احمد عن والد ابى المليح والطبرانى فى الكبير عن شدادبن اوس وكابن عدى عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهم بسند حسن حسنه الامام السيوطى ان النبى صلى الله تعالى عليه وسلم قال الختان سنة للرجال ومكرمة للنساء- اقول ولا يندفع الاشكال بمافعل الامام البزازى فانه ان فرض سنة فليست كل سنة يباح لها النظرالى العورة ومسهلالوترى ان الاستنجاء بالماء سنة ولايحل له كشف العورة فان لم يجد سترا وجب عليه تركه وانما ابيح ذالك فى ختان الرجل لانه من شعائرالاسلام حتى لوتركه اهل بلدة قاتلهم الامام كما فى فتح القدير والتنوير وغيرهما وليس هذا منها فان الشعار يظهر والخفاض مأمور فيه بالاخفاء فسقط الاحتجاج ولامخلص الافى قصرختانها على الذكرخلافا لمافى السراج الاان يحمل على ما اذاختننت قبل ان تراهق-

অর্থাৎ মহিলাকে খত্না করা সুন্নাত নয় বরং পুরুষের স্বাদ লাভের বিষয়। কেউ বলেছেন সুন্নাত। এ প্রসংগে বাযযাযী ওয়াজীরা গ্রন্থে এবং হাদ্দাদী তার সিরাজ কিতাবে দৃঢ়তা আরোগ করেছেন। আলমুহীত্ব'র রেফারেন্সে হিন্দিয়া কিতাবের গ্রন্থাকার বলেছেন, মহিলাদের খত্নার ব্যাপারে রেওয়ায়াতের ভিন্নতা রয়েছে। এক রেওয়ায়াত মতে সুন্নাত। কতেক মাশায়েখ থেকে অনুরূপ বণিত রয়েছে। ইমাম খাসসাফের আদাবুল কাযী-এ শামশুল আইম্মা আল হালওয়ানী বলেছেন, মহিলাদের খত্না করা উত্তম। আমি মনে করি তা মুস্তাহাব। শাফেয়ীগণের মতে ওয়াজিব। ওয়াজিব হওয়ার অবকাশের সাথে মুস্তাহাবের চেয়ে হালকা মনে করে পরিত্যাগ করা যাবে না। কিন্তু ভারতীয়রা তা মনে

করেনা। কেউ করলে তাকে নিন্দা করে এবং ধিক্কার দেয়। এই কারণে তা ত্যাগ করা হয়েছে। যাতে শরয়ী বিধানকে হালকা মনে করার দায়ে মুসলমানেরা দোষী না হয়। উহার একটি দৃষ্টান্ত ওলামা কেরাম পেশ করেছেন। ওলামা কেরাম বলেছেন, আলিমের উচিত পিঠের ওপর পাগড়ীর আঁচল ছেড়ে না দেওয়া যদিও সুন্নাত। কেননা মুর্খরা একে হেয় এবং লেজের সাথে তুলনা করবে। এতে তারা হবে কঠিন গুনাহয় লিপ্ত। বাযযাযী ইহা সুন্নাত হওয়ার উপর দলীল দিয়েছেন। উত্তম হওয়া সত্ত্বেও ও হিজড়াকে খত্না করা হয় না। কেননা মহিলা হওয়ার অবকাশ রয়েছে। কিন্তু তা পুরুষের বেলায় যেরূপ সুন্নাত সেরূপ নয়। আল্লামা শামশুল আইম্মা এর পরপরই বলেছেন, পুরুষ হওয়ার অবকাশ থাকাতে হিজড়াকে খত্না করা হবে। পুরুষের খত্না পরিত্যাগ করা যায় না বিধায় তার বেলায় সতর্কতামূলক সুন্নাত। তা মহিলার জন্য খত্না সুন্নাত হওয়ার ফায়দা দেয়না। গবেষণা করুন! আমি বলছি, কথা চলছে যদি পুরুষাঙ্গ ব্যতীত অন্য অঙ্গ খত্না করা না হয় তাহলে মহিলার লজ্জাস্থানকে পুরুষত্বের অবকাশ থাকায় খত্না করার কোন অর্থ নেই। সিরাজ কিতাবে বর্ণনা করা হয়েছে হিজড়াকে উভয় লজ্জাস্থানে খত্না করা হবে। সন্দেহ নেই যে, উত্তমতা অর্জনের জন্য লজ্জাস্থানের দিকে দৃষ্টিপাত করা বৈধ নয়। কিন্তু এ পর্যন্ত হাদীসের ভাষ্য। হযরত ইবনে আব্বাস (রাদ্বি) থেকে বর্ণিত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, খত্না পুরুষের জন্য সুন্নাত, মহিলার জন্য উত্তম। আমি বলছি, ইমাম বাযযাযী যা বলেছেন তা দ্বারা আপত্তি দূর হয় না। কেননা ইহাকে সুন্নাত ধরে নেয়া হলেও প্রত্যেক সুন্নাতের জন্য সতরের দিকে দৃষ্টিপাত করা মুবাহ নয়। তুমি কি দেখনি যে, শৌচকার্য পানির দ্বারা করা সুন্নাত তজ্জন্যে সতর খোলা হালাল নয়, যদি পর্দা পাওয়া না যায়, উহাকে পরিত্যাগ করা ওয়াজিব। উহা শুধু পুরুষের খত্না করার ক্ষেত্রে বৈধ করা হয়েছে। কেননা ইহা ইসলামের নিদর্শন। এমনকি শহরবাসীরা তা ত্যাগ করলে বাদশা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করবে। যেরূপ ফতহুল ক্বাদীর ও তানভীর ইত্যাদিতে বর্ণিত। আর মহিলার খত্না নিদর্শন নয়। কেননা নিদর্শন প্রকাশ করা হয়। মহিলার লজ্জাস্থানতো গোপন রাখার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। সুতরাং উহার দ্বারা দলীল গ্রহণ বাদ পড়ে যায়। পুরুষের জন্য খত্নাকে নির্দিষ্ট করাই ইহার একমাত্র সমাধান। এটা সিরাজ এ বর্ণিত মাসআলার বিপরীত। তবে তা প্রযোজ্য হবে মহিলা বালেগা হওয়ার পূর্বে খত্না করার ওপর। والله تعالى اعلم

প্রশ্ন- পঞ্চমঃ

গরম ঘিয়ে মুরগীর বাচ্চা পরে মরে গেলে সে ঘি খাওয়া বৈধ কিনা?

উত্তরঃ পাক করার তিনটি পদ্ধতি। প্রথম পদ্ধতি- ঘিয়ের সমপরিমান পানি মিশিয়ে সিদ্ধ করতে করতে ঘি উপরে উঠে গেলে তা বের করে নিবে। দ্বিতীয় বার সে পরিমান পানি মিশিয়ে সিদ্ধ করে ঘি বের করে নিবে। তৃতীয়বারও সেভাবে ধুয়ে নিবে। ঘি ঠান্ডা হয়ে জমাটবদ্ধ হয়ে গেলে সমপরিমান পানি মিশিয়ে সিদ্ধ করলে ঘি উপরে উঠে যাবে আর তা

নিয়ে নিবে। আমি বলব, প্রথম বারই সিদ্ধ করা প্রয়োজন। অতঃপর ঘি পাতলা হয়ে গেলে পানি মিশিয়ে গরম করলেই যথেষ্ট ।দুরর কিতাবের গ্রন্থকার বলেছেন,

لوتجنس الدهن يصب عليه الماء فيغلى فيعلوالدهن الماء فيرفع بشئ هكذا ثلاث مرات اه وهذا عند ابى يوسف خلافالمحمدوهو اوسع وعليه الفتوى كما فى شرح الشيخ اسمعيل عن جامع الفتاوى وقال فى الفتاوى الخيرية لفظة فيغلے ذكرت فى بعض الكتب والظاهرانها من زيادة الناسخ فانالم نرمن شرط التطهيرالدهن الغليان مع كثرة النقل فى المسألة والتتبع لهاالاان يراد به التحريك مجاز فقد صرح فى مجمع الرواية وشرح القدورى انه يصب عليه مثله ماء ويحرك فتأمل اه اويحمل على ما اذاجمدالدهن بعد تنجسه ثم رأيت الشارح صرح بذلك فى الخزائن فقال والدهن السائل يلقى فيه الماء والجامدويغلى به حتى يعلو۔

অর্থাৎ তৈল নাপাক হয়ে গেলে পানি ঢেলে দিয়ে সিদ্ধ করলে পানি তৈলকে ওপরে উঠিয়ে দেয়। কিছু দ্বারা তা তুলে নিতে হবে। এভাবে তিনবার করতে হবে। তা ইমাম আবু ইউসুফের অভিমত। ইমাম মুহাম্মদ ইহার বিরোধিতা করেছেন। এটা সহজতর হওয়াতে তারই ওপর ফাতওয়া। যেরূপ জামেউল ফাতাওয়া থেকে শেখ ইসমাইলের ব্যাপারে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, ফাতাওয়া খায়রিয়্যা-তে فيغلے শব্দটি রয়েছে। যা কয়েকটি কিতাবে বর্ণিত। প্রকাশ্য বিষয় যে, ইহা লেখকের বৃদ্ধি। এ মাসআলায় অনেক উদ্ধৃতি ও গবেষণা সত্ত্বেও তৈল পবিত্র করতে সিদ্ধ করার শর্ত আমরা দেখিনি। তবে রূপকভাবে এর দ্বারা উদ্দেশ্য নড়াচড়া করা। মাজমাউর রেওয়ায়াত ও শরহুল কুদূরীতে বর্ণনা করা হয়েছে উহার সমপরিমাণ পানি ঢেলে হেলানো হবে। অথবা তা তৈল নাপাক হয়ে যাওয়ার পর জমাটবদ্ধ হওয়ার ওপর প্রযোজ্য। আমি ব্যাখ্যাকারীকে খাযায়িন-এ এরূপ বর্ণনা করতে দেখেছি। তিনি বলেছেন, পাতলা তৈলে পানি নিক্ষেপ করা হবে আর জমাটবদ্ধ তৈলকে সিদ্ধ করা হবে। এমনকি তা ওপরে উঠে যাবে।

দ্বিতীয় পদ্ধতিঃ নাপাক ঘি পাত্রে জমাটবদ্ধ হয়ে গেলে আগুনে তা গলানোর পর পাক তরল ঘি তাতে ঢালতে হবে। পাত্র থেকে উপচে পড়লে সব ঘি পাক হয়ে যাবে। জামিউর রুমূয গ্রন্থে রয়েছেন,

المائع كالماء والدبس وغيرهما طهارته باجرائه مع جنسه مختلطابه۔

তরলবস্তু পানি, ঘি ইত্যাদির মত, উহার সমপরিমান পবিত্র বস্তু মিশ্রিত করলে পাক হয়ে যায়।

তৃতীয় পদ্ধতিঃ ওপরে ঘিয়ের পাত্র এবং নীচে একটি খালি পাত্র রেখে উভয়ের সংযোগের

জন্য একটি নালা তৈরী করা হবে। নাপাক ঘিয়ের সাথে পাক ঘি মিশ্রিত করে একই ধারায় নালা দিয়ে ঢালতে হবে। নাপাক ঘিয়ের সাথে পাক ঘি মিশ্রিত হয়ে নামতে থাকলে সব ঘি পবিত্র হয়ে যায়। খাযানা গ্রন্থে বর্ণিত,

اناء ان ماء احدهما طاهروالاخرنجس فصبا من مكان عال فاختلطافى الهواء ثم نزلاطهر كله

'দু'পাত্রের একটির পানি পাক অপরটি নাপাক। উভয় পানি ওপর থেকে নীচের দিকে মিশ্রিত হয়ে নামলে সব পানি পাক হয়ে যাবে।' প্রথম পদ্ধতিতে ঘি তিনবার পানি দিয়ে ধৌত করলে ঘি নষ্ট হওয়ার আশংকা থাকে। দ্বিতীয় পদ্ধতিতে উপচে পড়লে কিছু ঘি নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা। তৃতীয় পদ্ধতি একেবারে পরিস্কার। তবে বেশি সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন। পাক করার আগে পরে যাতে নাপাক ঘিয়ের কোন একটি ফোঁটাও যেন পাক ঘিয়ের মধ্যে না পড়ে। নালা দিয়ে ঢেলে দেওয়ার সময় একটি ফোঁটাও ছিটকে পাক ঘিয়ের মধ্যে পড়লে সব ঘি নাপাক হয়ে যাবে। আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত।

প্রশ্ন- ষষ্ঠঃ

মুক্তাদী ইমামের অনুসারী। হানাফী ইমাম শাফিয়ী মুক্তাদী সুরা ফাতিহা পড়ার জন্য অপেক্ষা করা উচিত কিনা? যায়দ বলেছে অপেক্ষা করতে হবে।

উত্তরঃ হানাফী মাযহাবী ইমামের জন্য শাফিয়ী মুক্তাদী সুরা ফাতিহা পড়ার সুযোগ দানের জন্য সুরা ফাতিহা পড়ে কিছুক্ষণ নিরব থাকলে গুনাহ্গার ও নামায অসম্পূর্ণ হবে। উহাকে পুনরায় পড়ে দেয়া ওয়াজিব। সুরা ফাতিহার পর অন্য একটি সূরা বা সূরাংশ অবিচ্ছেদ্যভাবে মিলানো ওয়াজিব। ইচ্ছাপূর্বক ওয়াজিব ত্যাগ করলে গুনাহ্গার হবে। সিজদা সাহু দ্বারাও শোধরানো যাবে না। কেননা তা ভুলক্রমে হয়নি। তাই নামায পুনরায় পড়তে হবে। রাদ্দুল মুহতার- এ বর্ণিত,

لوقرأها اى الفاتحة فى ركعة من الاولين مرتين وجب سجود السهولتاخير الواجب وهوالسورة كما فى الذخيرة وغيرها وكذالوقرالاكثرها ثم اعادها كما فى الظهيريه اولتاخير الواجب وهو السورة عن محله لفصله بين الفاتحه والسورة باجنبى۔

প্রথম দু'রাকাতের প্রথম রাকাতে সুরা ফাতিহা দু'বার পড়লে সুরা মিলানো ওয়াজিবটা বিলম্বিত হওয়ার কারণে সিজদা সাহু ওয়াজিব। যখীরা ও অন্যান্য কিতাবে অনুরূপ রয়েছে। অনুরূপভাবে সুরা ফাতিহার অধিকাংশ পড়ে পুনরায় পড়লে সিজদা সাহু ওয়াজিব। যেরূপ যহীরিয়্যাতে রয়েছে। উহাতে আরো আছে ফাতিহা ও সুরার মাঝে ভিন্ন অংশের অনুপ্রবেশে সুরা মিলানো যে ওয়াজিব তা বিলম্বিত হয়ে যাওয়ার কারণে সিজদা সাহু ওয়াজিব। তদুপরি তাতে শরীয়তের বিধান লঙ্গন হবে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম বলেছেন, انما جعل الامام ليوتم به ইমাম নির্বাচন করা হয় মুক্তাদী তার অনুসরণের জন্য; ইমাম মুক্তাদীর অনুসরণের জন্য নয়।

فان فيه قلب الموضوع 'এতে শরীয়তের আইন পরিবর্তন হয়ে যায়।' যায়েদ যে বলেছে ইমাম মুক্তাদীর জন্য অপেক্ষা করা উচিত তা একেবারে অজ্ঞতা। তা কোন শাফেয়ী মাযহাব বা গায়রে মুকাল্লিদ থেকে শুনেছে বা সে নিজেই গায়রে মুকাল্লিদ। والله تعالى اعلم

প্রশ্ন- সপ্তমঃ

যার মাতা কাফির এবং পিতা মুসলমান এমন অবৈধ সন্তানের জানাযার নামায পড়া এবং মুসলমানের কবরস্থানে দাফন করা বৈধ কিনা?

উত্তরঃ মুসলমান হওয়ার কারণে তার জানাযার নামায পড়া ফরয। মুসলমানের কবরস্থানে তাকে দাফন করা অবশ্যই জায়েয। যদিও তার মাতা বা পিতা অথবা উভয়েই কাফির। ইহার উত্তর তৃতীয় প্রশ্নে হাদীস শরীফসহ অতিবাহিত হয়েছে। অবৈধ হওয়াতে সে সন্তানের কোন অপরাধ নেই। والله تعالى اعلم

প্রশ্ন- অষ্টমঃ

মুসলমান দন্ডায়মান হয়ে প্রশ্রাব করা বৈধ কিনা? যায়েদ বলেছে উঁচু স্থানে জায়েয।

উত্তরঃ দন্ডায়মান হয়ে প্রশ্রাব করা মাকরূহ এবং নাসারাদের তৃরীকা। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, من الجفاان يبول الرجل قائمًا দন্ডায়মান হয়ে প্রশ্রাব করা বিয়াদবি । এ হাদীস শরীফ খানা ইমাম বাযযাযী বিশুদ্ধ সূত্রে হযরত বুরাইদা (রাদ্বি) থেকে বর্ণনা করেছেন। এ সম্পর্কে সন্দেহের অপনোদনসহ বিশ্লেষণধর্মী আলোচনা আমার ফাতাওয়ায় রয়েছে। والله تعالى اعلم

প্রশ্ন- নবমঃ

শৌচকার্যে কাগজ ব্যবহার করে পবিত্র হওয়া বৈধ কিনা? যায়েদ বলেছে রেলগাড়ীতে বৈধ।

উত্তরঃ কাগজ দ্বারা শৌচকার্য করা মাকরূহ, নিষিদ্ধ এবং নাসারাদের তৃরীকা। সাদা কাগজকে সম্মান করা যেখানে বিধান সেখানে লিখিত কাগজকে অবশ্যই সম্মান করতে হবে। দুররুল মুখতার- এ বিবৃত كره تحريما بشى محترم 'সম্মানজনক বস্তু দ্বারা শৌচকার্য করা মাকরূহ তাহরীমা।'

রাদ্দুল মুহতার এ রয়েছে,

يدخل فيه الورق قال فى السراج قيل انه ورق الكتابة وقيل ورق الشجره وايهما كان فانه مكروه اه واقره فى البحر وغيره والعلة فى الورق الشجركونه علفا للدواب ونعومته فيكون علوثا غير مزيل وكذاورق الكتابة

لصقالـه وتقومـه ولـه احترام ايضا لكونه الة كتابة العلم ولذاعله فى التاترخانية بان تعظيمه من ادب الدين ونقلوا عندنا ان للحروف حرمة ولومقطعه وذكر بعض القراء ان حروف الهجاء قران انزلت على هود عليه الصلوة والسلام-

'পৃষ্ঠা তার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। সিরাজ গ্রন্থের গ্রন্থকার বলেছেন, কেউ কেউ বলেছেন, লিখিত পৃষ্ঠা বা গাছের পাতা যে ধরনের হোক না কেন তা মাকরূহ। বাহর ও অন্যান্য কিতাবে উহার কারণ নির্ণয় করা হয়েছে যে, গাছের পাতা চুতষ্পদ জন্তুর খাদ্য। শৌচকার্য করলে তা স্থায়ী নাপাক হয়ে যায়। অনুরূপ লিখিত পৃষ্ঠা মসৃণ ও মুল্যবান হওয়ার কারণে সম্মানিত। এ কারণে তা-তারখানীয়া গ্রন্থে কারণ নির্ণয় করা হয়েছে যে, উহার সম্মান করা ধর্মীয় শিষ্টাচারিতা। ওলামা কিরাম বর্ণনা করেছেন, আমাদের হানাফী মাযহাব মতে, একটি আরবী হরফেরও সম্মান রয়েছে যদিও মুক্বাত্বা'য়া (বিচ্ছিন্ন অক্ষর) হয়। কতেক আলিম বলেছেন, হরফে হিজা'র ঐশী গ্রন্থ কুরআন যা হযরত হুদ (আ) 'র উপর অবতীর্ণ হয়েছে।'

রেলগাড়ীর ওযর শুধু যায়দের হয় অন্যান্য মুসলমানের কি হয় না? গাড়ীতে মাটির টিল বা পুরানো কাপড় সঙ্গে রাখতে পারে। খৃষ্টানদের রীতি অনুসরণ করলে বুঝা যায় তার অন্তরে রোগ, চিকিৎসা করা প্রয়োজন। আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত।

প্রশ্ন-দশমঃ

কোন মুসলমান মুখে ঢুকার মত গোঁফ লম্বা করার বিধান কি? যায়েদ বলেছে তুর্কীরাও মুসলমান, তারা তো দীর্ঘ গোঁফ রাখে।

উত্তরঃ মুখে ঢুকে এমন দীর্ঘ গোঁফ রাখা হারাম ও পাপ। মুশরিক, অগ্নিপুজক, ইহুদী, খৃষ্টানদের রীতি-নীতি। বিশুদ্ধ হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ ফরমায়েছেন,

احفوا الشوارب واعفوا اللحى ولاتشبهوا باليهود رواه الامام الطحاوى عن انس بن مالك-

গোঁফ ছাঁট, দাঁড়ি ছাড়, ইহুদীদের সাদৃশ্যপূর্ণ হয়োনা। ইমাম ত্বাহাভী (রহ) হযরত আনাসা বিন মালিক (রাদ্বি) থেকে বর্ণনা করেছেন। মুসলিম শরীফের শব্দ হযরত আবু হুরায়রা (রাদ্বি) থেকে এভাবে বর্ণিত রয়েছে, جزوا الشوارب وارخوا اللحى وخالفوا المجوس 'গোঁফ ভালভাবে ছাঁট, দাঁড়ি ছাড় এবং অগ্নিপুজকদের বিরোধিতা কর।' মুর্খ তুর্কী সৈন্যদের কাজ কি দলীল না রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম'র বাণী। আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত।

প্রশ্ন-এগারতমঃ

অবৈধ সন্তানের মা সন্তান নাবালেগ অবস্থায় ঈমান এনেছে। সে সন্তানও কি মুসলমানের মধ্যে গণ্য হবে?

উত্তরঃ হ্যাঁ! সে সন্তান মুসলমানের মধ্যে গণ্য। فان الولد يتبع خير الابوين دينا কেননা সন্তান ধর্মের দিক থেকে মাতা-পিতার মধ্যে যে উত্তম তারই অনুসরণ করে। তবে সে বুদ্ধিমান হয়ে কুফরী করলে কাফির হয়ে যাবে। فان ردة الصبى العاقل صحيحة عندنا كما فى التنوير وغيره 'তানভীর ইত্যাদিতে রয়েছে আমাদের হানাফী মাযহাব মতে বুদ্ধিমান শিশুর ধর্ম ত্যাগ গ্রহনযোগ্য।' والله تعالى اعلم

প্রশ্ন-বারতমঃ

পুরুষদের মাঝে কোন মহিলা এবং মহিলাদের মাঝে কোন পুরুষ ইন্তিকাল করলে কে গোসল দেবে?

উত্তরঃ কোন মহিলা বা খায়েস সম্পন্না মেয়ে শিশু মারা গেলে সেখানে কোন মহিলা না থাকলে দশ-এগার বছরের ছেলে বা কোন কাফির মহিলা অন্যজনের নির্দেশনায় হলেও গোসল দিতে পারে। অন্যথায় কোন মুহরিম ব্যক্তি তায়াম্মুম করে দিবে। মৃত বাঁদী হলে তার স্বামী বা অপরিচিত ব্যক্তি তায়াম্মুম করাবে। বাঁদীও নয় এবং কোন মুহরিম পাওয়া না গেলে এমতাবস্থায় স্বামী হাতে কাপড় জড়ায়ে মৃতাকে তায়াম্মুম করাবে। স্বামীও না থাকলে অন্য কোন অপরিচিত লোক চক্ষু বন্ধ করে তা করবে। পক্ষান্তরে কোন পুরুষ বা বুদ্ধিমান ছেলে মারা গেলে সেখানে পুরুষ না থাকলে যে স্ত্রী এখনো আকদের অধীনে রয়েছে সে গোসল দিতে পারবে নতুবা সাত- আট বছরের মেয়ে বা কাফির অপরের শেখানোর মাধ্যমে হলেও গোসল দিবে। অন্যথায় যে মহিলা মুহরিম বা মৃত্যের শরয়ী বাঁদী সে তায়াম্মুম করাবে। স্বাধীনা অপরিচিতা মহিলা হলে হাতে কাপড় বেধে তায়াম্মুম করাতে হবে। তবে পুরুষ লাশের ক্ষেত্রে মৃতের ওপর দৃষ্টি প্রদানে নিষিদ্ধতা নেই। বিস্তারিত দলীলসহ অনুরূপভাবে আল্ ফাতাওয়া-ই রিজভীয়া গ্রন্থে বর্ণিত আছে। والله تعالى اعلم

প্রশ্ন-তেরতমঃ

কোন পুরুষ একজন মহিলাকে বিয়ে ব্যতীত ঘরে রাখলে সে ব্যক্তির যবেহকৃত পশু খাওয়া বৈধ কিনা?

উত্তরঃ ধরে নেয়া যাক তার সাথে যেনাও প্রমাণিত হয়ে গেছে। তারপরও সে যেনাকারীর যবেহকৃত পশু খাওয়া জায়েয। যবেহের জন্য আসমানী কোন ধর্মাবলম্বী হওয়া শর্ত; আমল শর্ত নয়। আমাদের সামনে বিয়ে না হলেও এমনিতে ঘরে মহিলা রাখলে যেনার অপবাদ দেয়া যায় না। ইহাকে কুরআন মজীদে অকাট্য দলীল দ্বারা হারাম ঘোষণা করা হয়েছে। বিবির মত ঘরে রাখলে এবং বিবির মত আচরণ করলে তাদেরকে স্বামী-স্ত্রী মনে

করা যায়। বিয়ে আমাদের সামনে না হলেও তাদের বিয়ের সাক্ষ্য দেওয়া হালাল। যেরূপ হেদায়া এবং দুররুল মুখতার, হিন্দিয়া ইত্যাদি গ্রন্থে রয়েছে। আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত।

প্রশ্ন-চৌদ্দতমঃ

কুরবানী করা ওয়াজিব। কেউ যিলহজ্ব মাসের দশ তারিখ প্রথম প্রহর (সুবহি সাদিক) এরপর এবং ঈদের নামাযের পূর্বে কুরবানী করলে তা বৈধ কিনা?

উত্তরঃ গ্রামে ঈদের নামায জায়েয নেই। গ্রামে সকাল উদিত হওয়ার পর কুরবানী করতে পারে। যদিও শহুরে কুরবানীর পশু গ্রামে পাঠায়ে দেয়। পশু শহরে থাকলে যেখানে ঈদের নামায আবশ্যক অথবা কুরবানীদাতা গ্রামে এবং পশু শহরে থাকলে নামাযের পরে কুরবানী করা আবশ্যক। নামাযের পূর্বে কুরবানী করলে তা হবে না। দুররুল মুখতার- এ বর্ণিত,

اول وقتها بعد الصلوة ان ذبح فى مصراى بعد اسبق صلاة عيد ولوقبل الخطبة لكن بعدها احب (وبعدطلوع فجريوم النحران ذبح فى غيره) والمعتبرمكان الاضحية لامكان من عليه محيلة مصرى ارادالتعجيل ان يخرجهالخارج المصر فيضحى بها اذا طلع الفجر مجتبى-

'কুরবানীর পশু শহরে যবেহ করলে ঈদের নামাযের পর কুরবানীর সময় শুরু হয়। যদিও খুৎবার পূর্বে করা যায় কিন্তু খুৎবার পরে কুরবানী করা মুস্তাহাব। শহর ছাড়া অন্যত্র কুরবানীর দিন ফজরের পর যবেহ করা যাবে। কুরবানীর স্থানই গ্রহণযোগ্য, কুরবানী দাতা নয়। শহরে অবস্থানকারী তাড়াতাড়ি কুরবানী পশু যবেহ করতে চাইলে পশুকে শহরের বাইরে পাঠায়ে দিবে এবং সূর্য উদয়ের পর কুরবানী করলে তা গ্রহণযোগ্য। আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত।

প্রশ্ন-পনেরতমঃ

কুরবানীর গোস্তকে তিন অংশে বিভক্ত করা হয়। একাংশ নিজের, একাংশ আত্মীয় স্বজনদের এবং আরেকাংশ মিসকিনদের জন্য। যদি মিসকিনরা মুসলমান না হয় তাহলে তার হুকুম কি? কোন ব্যক্তি কুরবানী করতঃ তিন ভাগ না করে নিজের ঘরে সবগুলো খেয়ে ফেললে তার কুরবানী বৈধ হবে কিনা?

উত্তরঃ তিন ভাগে বিভক্ত করা মুস্তাহাব; জরুরী নয়। চাই সে নিজে ভক্ষণ করুক বা আত্মীয় স্বজনদেরকে প্রদান করুক অথবা সবগুলো মিসকিনদের মাঝে ভাগ ভাটোয়ারা করে দিক। মুসলমান মিসকিন পাওয়া না গেলে কোন কাফিরকে মোটেই দেবে না। সে যদি কাফির জিম্মি না হয় তাহলে কুরবানী বা অন্য কোন সাদ্কা দান করাতে কোন পূণ্য পাবে না।

দুররুল মুখতার-এ রয়েছে اماالحربى ولو مستامنا فجميع الصدقات لاتجوزله

اتفاقا نجرعن الغاية وغيرها 'অতঃপর হারবী যদিও মুস্তামিন হয়, সর্বপ্রকারের সাদকা তার জন্য ঐক্যমতের ভিত্তিতে না-জায়েয। গায়িয়া ইত্যাদিতে বর্ণিত রয়েছে।' বাহরুর রায়িক'র মধ্যে মিরাজুদ্ দেরায়া শরহে হেদায়া থেকে বর্ণিত صلته لاتكون برّاشرعاولذالم يجز االتطوع اليه فلم يقع قربة 'গায়রে জিম্মী কাফিরকে দান করা শরীয়তের দৃষ্টিতে কোন ছাওয়াব হবে না। তাই তাকে নাফেলা কিছু দান করা বৈধ নয় এবং তাতে নৈকট্য লাভ হবে না।' والله تعالى اعلم

প্রশ্ন-ষোলতমঃ

মাওলানা সাহেব! আপনার এগারতম প্রশ্নের উত্তরে জানতে পেরেছি- ঐ শিশুটিকে মুসলমান গণ্য করা হবে। মাওলানা মুহাম্মদ শাব্বির সাহেব থেকে উত্তর হল- নাবালেগ শিশুর মা কাফির হলে সে শিশুটিও কাফির। মাওলানা সাহেবের উত্তরের যথার্থতা কি?

উত্তরঃ মেহেরবাণী করুন! মাওলানা মুহাম্মদ শাব্বির সাহেব যে প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন তা আমার ঐ মাসআলাসমূহের মধ্যে এগারতম প্রশ্ন নয়; বরং তা সপ্তম প্রশ্ন। এগারতম প্রশ্ন তো ছিল অবৈধ সন্তানের মা তার শিশু বালেগ হওয়ার পূর্বে ঈমান আনলে ঐ শিশুটি মুসলমান সাব্যস্ত করা হবে কিনা? এ প্রশ্নের উত্তর আমি এভাবে দিয়েছিলাম যে, ঐ শিশুটি মুসলমান ধরা হবে তবে যদি বুদ্ধিমান হওয়ার পর কুফরী করে তাহলে কাফির হবে। উক্ত প্রশ্নের উত্তর এটাই। যে প্রশ্নের উত্তর উল্লেখিত মাওলানা সাহেব দিয়েছেন সে সপ্তম প্রশ্ন ছিল অবৈধ সন্তানের জানাযার নামায পড়া এবং মুসলমানদের কবরস্থানে দাফন করা বৈধ কিনা? অবৈধ সন্তানের মা কাফির এবং পিতা মুসলমান হলে, তার উত্তর আমি এভাবে দিয়েছিলাম যে, যেহেতু সে মুসলমান সেহেতু তার জানাযার নামায পড়া ফরয এবং মুসলমানের কবরস্থানে তাকে দাফন করা নিঃসন্দেহে বৈধ। যদিও তার মাতা কিংবা পিতা অথবা উভয়েই কাফির হয়। এটা উক্ত প্রশ্নের উত্তর যা আমি নগণ্য উপস্থাপন করেছি।

সে শিশু মুসলমান হওয়ার শর্ত এ জন্য আরোপ করেছিলাম যে, শিশুটি অবুঝ আর মাতা কাফির। বুদ্ধিমান হওয়ার পর নিজে কুফরী করলে তার জানাযার নামায হতে পারে না এবং মুসলমানের কবরস্থানে দাফন করা যাবে না; যেহেতু সে মুসলমান নয়। ফাতওয়া-ই আব্দিল হাই কিতাবে যে সাধারণ হুকুম বর্ণিত রয়েছে 'বালেগ হওয়ার পূর্বে মায়ের দলভুক্ত। মা কাফির হলে নাবালেগ শিশু কাফির এবং মা মুসলমান হলে শিশুটিও মুসলমান।' এ ফাতওয়াটি একেবারে ভুল ;এ হুকুম শুধু বাচ্ছা অবুঝ হলে। যদি বুদ্ধিমান হওয়ার পর নাবালেগ অবস্থায় ইসলাম গ্রহণ করে তাহলে অবশ্যই সে মুসলমান যদিও বা বৈধ সন্তানের মা-বাপ উভয়েই কাফির হয়। সে বয়সে নাবালেগ কুফরী করলে নিশ্চয় সে কাফির, যদিও মা-বাপ উভয়েই মুসলমান হয়। والله تعالى اعلم

প্রশ্ন-সতেরতমঃ

তেরতম প্রশ্নের উত্তরে যেনাকারিনী মহিলার যবেহকৃত পশু জায়েয বলা হয়েছে। যায়েদ

বলেছে- কিভাবে বৈধ? চল্লিশদিন পর্যন্ত যেনাকারীর গোসল বৈধ হয় না। যায়েদের উক্তি সত্য কিনা? যেনাকারীর গোসল শুদ্ধ হয় কিনা?

উত্তরঃ যায়েদ একেবারে ভুল বলেছে। যেনাকারীর শরীরের বাহ্যিক অংশ প্রথমবার ধৌত করার সাথেই পাক হয়ে যাবে। তবে আত্মার পবিত্রতা তাওবার দ্বারা হবে। এতে চল্লিশ দিনের সীমা আরোপ করা ভুল। চল্লিশ বছর তাওবা না করলে চল্লিশ বছরেও আত্মিক পবিত্রতা অর্জিত হবে না। গোসল না করলে যবেহকৃত পশু অবৈধ হওয়ার সাথে তার সম্পর্ক কি? পবিত্রতা অর্জন করা যবেহের শর্ত নয়। নাপাক ব্যক্তির যবেহকৃত পশুও বৈধ। বরং যার গোসল বাস্তবে কখনো হয়নি তথা কাফির কিতাবীর হাতে যবেহকৃত পশু সব কিতাব এমনকি কুরআনেও হালাল ঘোষণা করা হয়েছে- طعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم 'আহলে কিতাবের খাবার তোমাদের জন্য হালাল ঘোষণা করা হয়েছে।' কাফিরের গোসল শুদ্ধ না হওয়ার কারণ- গোসলের একটি ফরয হচ্ছে কণ্ঠনালী পর্যন্ত সমস্ত দেহের রন্দ্রে রন্দ্রে পানি পৌঁছা। দ্বিতীয় ফরয- নাসিকার দু'ছিদ্রে নরম হাড্ডি পর্যন্ত পানি পৌঁছানো। প্রথমটিতো অসতর্ক অবস্থায়ও মুখ ভরে পানি পান করলে আদায় হয়ে যায়। তবে দ্বিতীয়টির জন্য পানি নস্যের ঘ্রাণ নিয়ে ঢুকানো প্রয়োজন। যেরূপ সে কখনো করেনা। কাফিরতো দূরের কথা বর্তমানে লক্ষ লক্ষ মুর্খ মুসলমান উহা থেকে গাফেল হওয়ার কারণে গোসল শুদ্ধ হয় না এবং নামায বাতিল হয়ে যায়। ইমাম ইবনু আমীরুল হাজ্ব হালবী হুলিয়্যার মধ্যে বলেছেন, আল মুহীত্বে রয়েছে ইমাম মুহাম্মদ রহমাতুল্লাহি আলাইহি' আস্ সিয়ারুল কাবীর'এ বলেছেন,

وينبغى للكافر اذااسلم ان يغتسل غسل الجنابة لان المشركين لا يغتسلون من الجنابة ولا يدرون كيفية الغسل

'কাফির মুসলমান হলে তার জন্য জানাবাতের গোসল করা উচিত। কারণ মুশরিকরা জানাবাতের গোসল করে না এবং তার পদ্ধতি জানে না। 'যখীরা' কিতাবে রয়েছে-

من المشركين من لايدرى الاغتسال من الجنابة ومنهم من يدرى كقريشى فانهم توارثوا ذالك من اسمعيل عليه الصلوة والسلام الاانهم لايدرون كيفيته لا يتمضمضون ولا يستنشقون وهما فرضان الاترى ان فرضية المضمضة والاستنشاق خفيت على كثير من العلماء فكيف على الكفار فحال الكفار على ماشار اليه فى الكتاب اما ان لا يغتسلوا من الجنابة اويغتسلون ولكن لايدرون كيفيته واى ذالك كان يومرون بالاغتسال بعد الاسلام لبقاء الجنابة وبه تبين ان ماذكر بعض مشائخنا ان الغسل بعد الاسلام مستحب فذالك فيمن لم يكن جنبا

'এমন কতেক মুশরিক রয়েছে যারা জানাবাতের গোসল করতে জানে না আর কতেক রয়েছে- যারা গোসল করতে জানে। যেমন কুরাইশরা হযরত ইসমাইল আলাইহিস সালাম থেকে তা ধারাবাহিকভাবে জেনে আসছে কিন্তু তারা জানাবাতের গোসলের পদ্ধতি জানে না। তারা কুলি ও নাকে পানি প্রবেশ করতে পারে না; অথচ এ দু'টি ফরয। তুমি কি দেখছনা? কাফিরের কথা বাদ দাও অনেক আলেমের কাছেও কুলি করা এবং নাকে পানি দেয়ার ফরযটা অস্পষ্ট রয়েছে। কাফিরের অবস্থাতো এরূপ- যে দিকে ইমাম মুহাম্মদ (রহ) স্বীয় কিতাবে ইঙ্গিত দিয়েছেন- হয়ত তারা জানাবাতের গোসল করেনা, গোসল করলেও তার পদ্ধতি জানে না। এ কারণে জানাবাত বাকী থাকাতে ইসলাম গ্রহনের পর গোসলের প্রতি তারা আদিষ্ট। এর দ্বারা স্পষ্ট হয়ে গেছে যা কতেক মাশায়েখ উল্লেখ করেছেন যে, ইসলাম গ্রহনের পর গোসল করা মুস্তাহাব। যা জুনুবী ছিল না তাদের বেলায় এরূপ হবে।' সারকথা-অপ্রয়োজনে জানাবাতের অবস্থায় যবেহ না করা উচিত। যবেহ ইবাদাতে ইলাহী যাতে বিশেষ করে সম্মান প্রদর্শন করতে হয়। এতে বিছমিল্লাহ পড়া ও তাকবীর বলা আল্লাহর যিকির। যদিও নিষিদ্ধ নয়। তবুও যতটুকু সম্ভব পবিত্রতা অর্জনের পরে যবেহ করতে হয়। দুররুল মুখতার- এ রয়েছে,

لا يكره النظر الى القران لجنب كما لا تكره ادعيته اى تحريما والا فالوضوء لمطلق الذكر مندوب وتركه خلاف الاولى

'জুনুবী অবস্থায় কুরআনের প্রতি দৃষ্টিপাত করা মাকরূহ নয় যেভাবে দোয়াসমূহ পড়া মাকরূহ তাহরীমা নয়। অন্যথায় সাধারণ যিকির করতে অজু করা মুস্তাহাব। উহা পরিত্যাগ করা উত্তমতার বিপরীত।' والله تعالى اعلم

প্রশ্ন-আটারতমঃ

যায়েদ বলেছে মাওলানা আহমদ রেযা খান প্রত্যেক চিঠি পত্রে লিখে থাকেন 'লিখক আবদুল মোস্তফা' অথচ আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো বান্দা কিভাবে হতে পারে? আমি নগন্য উত্তর দিয়েছি আরে ভাই! আবদুল মোস্তফা দ্বারা গোলামে মোস্তফা উদ্দেশ্য নেয়া হয়েছে; বান্দা উদ্দেশ্য নয়।

উত্তরঃ আল্লাহ তায়ালা বলেছেন- وانكحوا الايامى منكم والصلحين من عبادكم وامائكم 'তোমরা তোমাদের বিধবাকে বিয়ে দাও এবং তোমাদের দাস দাসীদের মধ্যে উপযুক্তদেরকে।' এখানে আমাদের দাস-দাসীদেরকে আমাদের বান্দা বলা হয়েছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'য়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লামা বলেছেন- ليس على المسلم فى عبده ولا فرسه صدقة 'মুসলমানের ওপর তার বান্দা ও ঘোড়ার ব্যাপারে কোন যাকাত নেই।' এ হাদিস খানা সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমসহ বাকী সব বিশুদ্ধ কিতাবে রয়েছে। হযরত ওমর ফারুক রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু অনেক সাহাবাকে একত্রিত করতঃ সকলের উপস্থিতিতে মিম্বরের ওপর স্পষ্ট ঘোষণা দিয়েছেন- كنت مع رسول

اللّٰه صلى الله تعالى عليه وسلم وكنت عبده وخادمه 'আমি সরকারে দো'আলম সাল্লাল্লাহু তা'য়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লাম'র সাথে ছিলাম আর আমি তাঁর গোলাম এবং খাদেম।' এ হাদীসকে ওহাবী নেতা ইসমাঈল দেহলভীর বড় দাদা জনাব শাহ অলি উল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী হযরত ইমাম আযম আবু হানিফা রহ'র রেফারেন্সে 'ইযালাতুল খেফা' এবং 'কিতাবুর রিয়াদিন নাদরা'র মধ্যে লিখেছেন। ইমাম আবু হানিফা থেকে তার সনদ নেওয়াতে গ্রহণযোগ্য হয়েছে। মাসনভী শরীফে হযরত বেলাল রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু'র ক্রয়ের ঘটনায় হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) হুযুর সায়্যিদে আলম সাল্লাল্লাহু তা'য়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লাম'র দরবারে আরয করলেন-

گفت ما دو بندگان کوئے تو - کر دمش آزادهم بر روئے تو

'তিনি আরো বলেন আমরা দু'জন আপনারই গোলাম, আপনার নূরানী চেহরার সৌজন্যে তাঁকে মুক্ত করেছি।'

আল্লাহ তায়ালা বলেছেন-

قل يٰعبادى الذين اسرفوا علىٰ انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم

'হে মাহবুব! আপনি আপনার উম্মতদেরকে সম্বোধন করে বলে দিন, হে আমার বান্দারা! যারা তাদের আত্মার ওপর অত্যাচার করেছো তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত হয়োও। নিশ্চয় আল্লাহ সব পাপকে ক্ষমা করেছেন। অবশ্যই তিনি ক্ষমাশীল দয়ালু।' মসনবী শরীফে রয়েছে-

بندۂ خود خواند احمد در رشاد - جملہ عالم را بخواب قل یعباد

ওহাবী সম্প্রদায়ের হাকীমুল উম্মত আশরাফ আলী থানবী সাহেবও পাক্কা মুসলমান দাবীদার হয়ে 'হাশীয়ায়ে শামায়িমু ইমদাদিয়্যা'তে কুরআনে করীমের উদ্দেশ্য এরূপ হবে বলে জোর দিয়েছে যে, সারা জাহান রাসুল সাল্লাল্লাহু তা'য়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লাম'র বান্দা। বাহ্যিক চাকচিক্যে পড়ে গাঙ্গুহী সাহেব উহাকে বড় শিরক বলেছেন- অথচ সবচেয়ে বড় শিরকের শিকার হয়ে স্বয়ং গাঙ্গুহী সাহেব 'বারাহীনে ক্বাতিয়া'র মধ্যে পরিষ্কারভাবে শয়তানকে খোদার সমকক্ষ মেনে নিয়েছে- যার বিশদ বর্ণনা হারামাইন শরীফাইনের ওলামা কিরামের ফতোয়া حسام الحرمين على منحر الكفر والمين (হুসামুল হারামাইন আলা মানহারিল কুফরি ওয়াল মাইন)এ রয়েছে। উক্ত মাসয়ালার বিশ্লেষণমূলক বর্ণনা আমার লিখিত بذل الصفا لعبد المصطفى তে বিদ্যমান আছে। ওহে কাঙ্গাল! আল্লাহর বান্দা তথা খোদার সৃষ্ট এবং খোদার মালিকানাধীন তো মু'মিন কাফির সকলেই। মু'মিন ঐ ব্যক্তি যে মোস্তফার গোলাম (আবদুল মোস্তফা)। ইমামুল আউলিয়া হযরত সায়্যিদুনা সাহল বিন আব্দুল্লাহ তাসতরী (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু) বলেছেন من لم ير نفسه فى ملك النبى صلى الله عليه وسلم لا يذوق حلاوة الايمان

'যে ব্যক্তি নিজকে নবীর মালিকানাধীন মনে করবে না সে ঈমানের স্বাদ পাবে না।' এটা কি দেখনি(?)আল্লাহ হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তা'য়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লাম'র নূর যখন হযরত আদম আলাইহিস সালাম'র কপালে আমানত রেখে ছিলেন। নূরের সম্মানার্থে সব ফিরিশতাকে সিজদার হুকুম করলে সকলেই সিজদা করলেন অভিশপ্ত ইবলীস ব্যতীত। সে ইবলীস ঐ সময় আল্লাহর বান্দা (আবদুল্লাহ), আল্লাহর মাখলুক এবং তাঁর মালিকাধীন ছিল না? অবশ্যই আল্লাহর বান্দা (আব্দুল্লাহ) ছিল কিন্তু নবীর নূরের সম্মানে সিজদা না করাতে আব্দুল মোস্তফা (নবীর গোলাম) হয়নি বিধায় চিরতরে অভিশপ্ত ও প্রত্যাখ্যাত হয়েছে। মানুষের স্বাধীনতা রয়েছে যে, ইচ্ছা করলে আব্দুল মোস্তফা (নবীর গোলাম) এবং ফিরিশতাদের সাথী হবে অথবা তা অস্বীকার করে অভিশপ্ত ইবলীসের সঙ্গী হবে। আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত।

প্রশ্ন-উনিশতমঃ

যায়দ বলেছে যে, মাওলানা আহমদ রেযা খান 'তামহীদে ঈমান' এ প্রায় স্থানে লিখেছেন- দেখ! তোমাদের প্রভু বলেছেন, আল্লাহ জাল্লা শানুহু কি মাওলানা সাহেবের খোদা নন?

উত্তরঃ মুর্খরা অজ্ঞতা ও শত্রুতা বশতঃ আপত্তির উদ্দেশ্যে মুখ খুলে থাকে। অথচ নিজে আঁচ করতে পারে না যে, এ আপত্তি কোথায় পৌঁছে? এ ধরনের হলে সকল প্রেরিত নবী, নৈকট্যপ্রাপ্ত ফিরিশতা, স্বয়ং সরকারে দো'আলম ও কুরআনে করীমের ওপর আপত্তি আসে। এ বিষয়ে অনেক আয়াতে কুরআন ও হাদীস শরীফ রয়েছে নমুনা স্বরূপ কয়েকটি উল্লেখ করছি।

আয়াতঃ ১, استغفروا ربكم انه كان غفارا অর্থাৎ হযরত সায়্যিদুনা নূহ আলাইহিস সালাম নিজ সম্প্রদায়ের অভিযোগের প্রেক্ষিতে উপস্থাপন করেছেন আমি তাদেরকে উদ্দেশ্য করে বললাম, তোমরা তোমাদের প্রভুর নিকট ক্ষমা চাও, নিশ্চয় তিনি অতিশয় ক্ষমাশীল। নাউযুবিল্লাহ! তিনি কি নুহ আলাইহিস সালাম'র প্রভু নন।

আয়াতঃ ২, ياقوم استغفروا ربكم ثم توبوا اليه

হযরত হুদ আলাইহিস সালাম আ'দ গোত্রের কাফিরদেরকে সম্বোধন করে বলেছেন- হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা তোমাদের প্রভুর নিকট ক্ষমা চাও, অতঃপর তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তন কর। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কি হযরত হুদ আলাইহিস সালাম'র প্রভু নন? নাউযুবিল্লাহ!

আয়াতঃ ৩, ربكم ورب ابائكم الاولين

সায়্যিদুনা হযরত মুসা (আলাইহিস সালাম) ফিরাউনকে লক্ষ্য করে বলেছেন- আল্লাহ তিনিই- যিনি তোমাদের এবং তোমাদের পূর্ব পুরুষদের প্রভু। মাযাল্লাহ! তিনি হযরত মুসা আলাইহিস সালাম'র প্রভু নন কি?

আয়াত ঃ ৪, اعجلتم امر ربكم

মুসা (আলাইহিস সালাম) নিজ সম্প্রদায়কে বলেছেন, তোমরা কি তোমাদের প্রভুর হুকুমের তাড়াহুড়া করেছো?

আয়াতঃ ৫, واذ قال موسى لقومه يقوم انكم ظلمتم انفسكم باتخاذكم العجل فتوبواالى بارئكم فاقتلوا انفسكم ذالكم خير لكم عند بارئكم

হে মাহবুব! আপনি সে সময়ের কথা স্বরণ করুন, যখন মুসা আলাইহিস সালাম তাঁর সম্প্রদায়কে লক্ষ্য করে বলেছেন- হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা গো বৎস ধারণ করার কারণে নিজেদের আত্মার ওপর অত্যাচার করেছো, তোমরা তোমাদের স্রষ্টার কাছে তাওবা কর, নিজেদেরকে হত্যা কর। এটি তোমাদের স্রষ্টার দরবারে তোমাদের জন্য কল্যানকর। নাউযুবিল্লাহ! আল্লাহ কি মুসা আলাইহিস সালাম'র স্রষ্টা নন?

আয়াত ঃ ৬, انی اٰمنت بربکم فاسمعون

হযরত হাবীবে নাজ্জার (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু) নিজ কাফির সম্প্রদ্রায়কে উদ্দেশ্য করে বলেছেন নিশ্চয় আমি তোমাদের প্রভুর ওপর ঈমান এনেছি। তোমরা আমার কথা শ্রবণ কর। তিনি কি তাঁর প্রভু নয়? এরূপ বলাতে জান্নাতের প্রবেশানুমতি প্রদান করতঃ বলা হয়েছে- قيل ادخل الجنة

আয়াতঃ ৭, قالوا معذرة الى ربكم ولعلكم يتقون

মুক্তিপ্রাপ্ত লোকেরা নিরবতা অবলম্বনকারীদের উদ্দেশ্যে বলেছেন আমরা পাপাচারিদেরকে পাপ থেকে বারণ করতেছি যাতে তোমাদের প্রভুর নিকট ওযর হয়ে যায় এবং সম্ভবতঃ তারা ভয় করবে। আল্লাহ তাদের প্রভু ছিল না? তারা মুক্তি পেয়েছে- যারা তোমাদের প্রভু বলেছিল। انجينا الذين ينهون عن السوء 'আমি তাদেরকে মুক্তি দিয়েছি যারা মন্দ থেকে বারণ করে।'

আয়াত ঃ ৮, انی قد جئتکم بایة من ربکم

হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম বণী ইসরাঈলকে বলেছেন- আমি তোমাদের প্রভুর পক্ষ থেকে নিদর্শন নিয়ে এসেছি। মা'জাল্লাহ! আল্লাহ কি তাঁর প্রভু নয়?

আয়াতঃ ৯, حتى اذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلى الكبير

যখন আসমানে অহী অবতীর্ণ হতো এবং ফিরিশতারা হুঁশ হারিয়ে যাওয়ার পর তাঁদের অন্তর থেকে ভয় বিদূরিত হয়ে যায় তখন তাঁরা পরস্পরের মধ্যে জিজ্ঞাসাবাদ করে- তোমাদের প্রতিপালক কি বললেন? তদুত্তরে তারা বলেছেন- যা সত্য তিনি তা বলেছেন। তিনি সুউচ্চ মহান। ফিরিশতারা কি তাকে প্রভু মানেন না?

আয়াতঃ ১০, ونادىٰ اصحب الجنة اصحب النار ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعدربكم حقا قالو انعم

দোযখীরা বেহেশতিদেরকে ডাক দিয়ে বলে- নিশ্চয় আমাদের প্রভু আমাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন আমরা তা সত্যভাবে পেয়েছি। তোমাদের প্রভু যা ওয়াদা দিয়েছেন

তা কি তোমরা সঠিকভাবে পেয়েছো? তদুত্তরে বলেছে- হ্যাঁ।

এখানে অধিকাংশ আপত্তিকারী এ মনে করবে যে, বেহেশতিরা প্রভু মেনে থাকে। এক প্রভু নিজেদের যার ওয়াদা সঠিক পেয়েছে। দ্বিতীয় প্রভু দোযখীদের-যার প্রতিশ্রুতির ব্যাপারে তারা জিজ্ঞাসা করছে, আমরা আমাদের প্রভুর প্রতিশ্রুতি ঠিক পেয়েছি তোমাদের প্রভুর ওয়াদার কি খবর?

لا حول ولاقوة الا بالله العلى العظيم

'তোমাদের প্রভু'বলার ব্যাপারে নিম্ন বর্ণিত হাদিস পেশ করা হল-

হাদিসঃ ১, সিহাহ সিত্তায় রয়েছে হযরত জরীর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু তা'য়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লামা বলেছেন,

انكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون فى رويته

'নিশ্চয় তোমরা অচিরেই তোমাদের প্রভুকে দেখবে যেভাবে তোমরা এ চন্দ্রকে দেখতে পাচ্ছ, এমতাবস্থায় যে, তোমরা তা প্রত্যক্ষ করতে ভিড় নেই।'

হাদিসঃ ২, সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম ইত্যাদি গ্রন্থে হযরত আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু থেকে বর্ণিত আছে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা ইরশাদ ফরমায়েছেন, قال ربكم انا اهل ان اتقى فلا يجعل معى اله فمن اتقى ان يجعل معى الها فانا اهل ان اغفرله 'তোমাদের প্রভু বলেছেন- আমি এ উপযুক্ততা রাখি যে, আমাকে ভয় করবে এবং আমার সাথে অন্য কাউকে শরীক করবেনা। যে ব্যক্তি আমার সাথে অন্য কোন উপাস্যকে শরীক করা থেকে বিরত থাকে আমি তাকে ক্ষমা করে দিই।'

হাদিসঃ ৩, ইমাম আবু দাউদ এবং নাসায়ী সহীহ সনদে হযরত বুরাইদা (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু) থেকে বর্ণনা করেছেন,রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা ফরমায়েছেন لاتقولوالمنافق سيدنا فانه ان يكن سيدا فقد اسخطتم ربكم عزوجل 'হে মু'মিনরা! তোমরা মুনাফিককে সায়্যিদ বলোনা, কেননা সে সায়্যিদ (নেতা) হলে তোমাদের প্রভু রাগান্বিত হয়ে যায়।'

হাদিসঃ ৪, ইমাম আবু দাউদ এবং নাসায়ী রহমাতুল্লাহি আলাইহি হাসান ও সহীহ সনদে আমীরুল মু'মিনীন হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন, রাসুলে খোদা সাল্লাল্লাহু তা'য়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লামা তাঁকে সম্বোধন করে বলেছেন, ان ربّك تعالى ليعجب من عبده اذا قال رب اغفرلى ذنوبى 'নিশ্চয় তোমার প্রভু স্বীয় বান্দার প্রতি তখনই রাজি হয়ে যায়, যখন সে বলে- হে প্রভু! আমার পাপসমূহ ক্ষমা করুন।'

হাদিসঃ ৫, ইমাম বায়হাকী হযরত জাবির রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন- রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা বিদায় হজ্বে বারই যিলহজ্ব ভাষণ দানকালে ইরশাদ করেছেন- يايهاالناس ان ربكم واحد وان اباكم واحد 'হে মানব জাতি! তোমাদের প্রভু এক, তোমাদের পিতা এক।'

হাদিসঃ ৬, ইমাম আহমদ ও ইমাম হাকিম হযরত আবু হুরায়রা (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু) থেকে বর্ণনা করেছেন- রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা বলেছেন- قال ربكم لو ان عبادى اطاعونى لا سقيتهم المطر بالليل ولاطلعت عليهم الشمس بالنهار ولمااسمعتهم صوت الرعد 'তোমাদের প্রভু বলেছেন- যদি আমার বান্দারা আমার অনুগত হয় তাহলে রাত্রে বৃষ্টি বর্ষণ, দিনে সুর্য উদয় করতাম এবং তাদেরকে গর্জনের আওয়াজ শুনাতাম না।'

হাদিসঃ ৭, সহীহ ইবনে খোযাইমা কিতাবে হযরত সালমান ফারসী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা শাবান মাসের বিদায় লগ্নে রমযানুল মোবারকের ফযীলত ও গুরুত্ব সম্পর্কে বক্তব্য উপস্থাপন করতঃ বলেছেন, واستكثر وافيه من اربع خصال خصلتين ترضون بهما ربكم وخصلتين لا غنى بكم عنهما فاما الخصلتان اللتان ترضون بهما ربكم فشهادة ان لااله الاالله وتستغفر ونه اما الخصلتان اللتان لاغنى بكم عنهما فتسالون الله الجنة وتعوذون به من النار 'তোমরা এ মাসে চারটি স্বভাব (কাজ) অতি মাত্রায় কর। তন্মধ্যে দু'টি স্বভাব এমন রয়েছে যেগুলো দ্বারা তোমাদের প্রভুর সন্তুষ্টি অর্জন করতে পার। অপর দু'টি স্বভাব যা তোমাদের জন্য জরুরী। তোমাদের প্রভুর সন্তুষ্টি অর্জন করতে পার এমন দু'টি স্বভাব হল- আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নেই বলে সাক্ষ্য দেয়া এবং তার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করা। অপর দু'টি স্বভাব যা তোমাদের প্রয়োজন তা হচ্ছে তোমরা আল্লাহর নিকট জান্নাত কামনা করবে এবং দোযখ থেকে পানাহ চাইবে।'

হাদিসঃ ৮, ইমাম ত্বাবরানী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু স্বীয় কবীরে মুহাম্মদ বিন মাসলামা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা ফরমায়েছেন, ان لربكم فى ايام دهركم نفحات فتعرضوالهالعل ان يصيبكم نفحة منها فلاتشقون بعدها ابدا 'তোমাদের প্রভুর রয়েছে তোমাদের কালাতিপাতে অনেক তাজাল্লী, তোমরা তা তালাশ কর। হয়তো তাঁর একটি তাজাল্লী তোমাদের কাছে পৌছলে এরপরে তোমরা কখনো হতভাগা হবে না।'

হাদিসঃ ৯, ইমাম আহমদ হযরত আমর বিন আয়সা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন- আমি রাসুলের খেদমতে হাজির হয়ে কিছু প্রশ্ন করেছিলাম, তন্মধ্যে এক প্রশ্ন -উত্তম হিজরত কোনটি? তদুত্তরে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা বলেছেন ان تهجر ماكره ربك তোমার প্রভু যা অপছন্দ করে তা বর্জন করা।

হাদিসঃ ১০, সহীহ বুখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত আবু ত্বালহা আনসারী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু থেকে বর্ণিত, বদর যুদ্ধে নিহত ২৪ জন কাফির নেতার মরদেহ রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা একটি নর্দমার কূপে নিক্ষেপ করেন। নিয়ম ছিল বিজিত স্থানে তিন দিন অবস্থান করা। সে অনুপাতে বদর প্রান্তরে তৃতীয় দিন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা স্বীয় উষ্ট্রী শরীফে হাওদা বসায়ে সাহাবা কেরামসহ ঐ কূপে

তাশরীফ নিলেন। কাফির নেতাদের পিতাসহ নাম উচ্চারণ করে আহবান করলেন- হে অমুকের ছেলে অমুক! ওহে অমুকের ছেলে অমুক! ايسركم انكم اطعتم الله ورسوله فانا وجدنا ماوعدنا حقا فهل وجدتم ما وعدربكم حقا 'আল্লাহ ও স্বীয় রাসুলের আনুগত্য স্বীকার করলে নিশ্চয় তোমাদেরকে আনন্দিত করত। আমাদের প্রতিপালক আমাদেরকে যে ওয়াদা দিয়াছেন তা আমরা বাস্তবে পেয়েছি। তোমরা কি তোমাদের প্রভুর ওয়াদাকে বাস্তবে পেয়েছো?'

এ দশম হাদিসখানা দশম আয়াতের অনুরূপ। আলোচনায় আসা যাক কোথায় তোমাদের প্রভু আর কোথায় আমাদের প্রভু বলতে হয়। মূলতঃ তা অলংকার শাস্ত্র এবং অবস্থার চাহিদানুপাতে হয়। মুর্খ আপত্তিকারীদের সামনে তা উল্লেখ করা একেবারে অনর্থক। সামান্য সচেতন ব্যক্তি পরস্পরের পরিভাষা থেকেও তা জানতে পারে। যেমন কোন ব্যক্তির একজন অবাধ্য সন্তান থাকলে তার অপর অনুগত সন্তান হেদায়াতের উদ্দেশ্যে বলে ভাই! ওনি তোমার পিতা। ওনি কি বলে শোন! ঐ সময় একথা বলার সুযোগ নেই যে, ওহে ভাই! ওনি আমার পিতা। উহার দৃষ্টান্ত এক্ষনি পঞ্চম হাদিসে তা অতিবাহিত হয়েছে। হে লোকেরা! তোমাদের পিতা এক অর্থাৎ হযরত আদম আলাইহিস সালাম। এখানে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা আমার পিতা বলেনটি অথচ বাহ্যিক জগতে তিনি হুযুর আক্দাসসহ সকলের পিতা। তাই ইমাম ইবনুল হাজ্ব মক্কীর মাদখালে রয়েছে সায়্যিদুনা আদম (আলাইহিস সালাম) রাসুলে মাকবুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা) কে স্মরণ করলে বলতেন- يا ابنى صورة و ابالى معنى 'ওহে আমার আকৃতিগত সন্তান এবং প্রকৃতিগত পিতা! والله تعالى اعلم

প্রশ্ন-বিশতমঃ

কাঠিয়া দাড রাজ্যের জামনগর নিবাসী জনাব সৈয়দ হাজী মুহাম্মদ শাহ মিয়া ইবনে সৈয়দ আব্বা মিয়া তাঁর লিখিত 'মৌলুদ শরীফ শরফুল আনাম' কিতাবের শেষাংশে লিখেছেন যে, এ রাজ্যে অধিকাংশ লোক জরুরী মাসআলা সম্পর্কে অজ্ঞাত এবং যারা উর্দু পড়ুয়া তারাও ফিকহের কিতাবাদি থেকে অনেক দূরে। এমনকি তারা ইসলামী মৌলিক বিধান জানা যে ফরয তাও জানে না। যে ব্যক্তি জরুরী মাসআলা জানে না তার ইমামতি এবং তার হাতে যবেহকৃত পশু বৈধ নয়। মাওলানা সাহেব! আপনার খেদমতে আমার প্রশ্ন- যদি প্রকৃত অবস্থা তা হয় তাহলে অধিকাংশ মানুষতো নামাযের ফরয সম্পর্কে অজ্ঞাত হওয়া সত্ত্বেও পশু যবেহ করে, এগুলো খাওয়া কি হারাম হবে?

উত্তরঃ প্রত্যেক বিষয়ে এতটুকু জ্ঞান রাখা জরুরী যতটুকু ঐ বিষয়ের শুদ্ধ-অশুদ্ধ, হালাল-হারামের সাথে সম্পৃক্ত। যবেহ করার জন্য নামাযের ফরয সম্পর্কে জানা জরুরী নয়।অনুরূপভাবে নামাযের জন্য যবেহের শর্তাবলী জানা দরকার নেই। কোন কাজের জন্য যে বিষয়গুলো জানা পূর্বশর্ত সেগুলো অজানা থাকলে কোন কোন সময় তা ঐ কাজকে পন্ড করে দেয়। যেমন কোন ব্যক্তি নামায পড়ে, অথচ সে জানেনা এগুলো কি

ফজরের নামায, না যোহরের নামায আর সময় হয়েছে কিনা? সন্দেহাবস্থায় নামায পড়লে তা হবে না; যদিও বাস্তবে ওয়াক্ত হয়ে যায়। কোন কোন সময় পূর্বশর্ত গুলো না জানাতে কাজটি হারাম হয়ে যায়, যদি না জানাতে কাজটি বাস্তবায়িত হওয়ার অন্তরায় হয়। অজানা সত্ত্বেও আমল করলে তা আবার সঠিক হয়ে যায়। যেমন গোসলের সময় নাকের ভিতরে নরম অংশ পর্যন্ত ধৌত করা ফরয। উহা পর্যন্ত পানি না পৌঁছলে গোসল, নামায হবে না। আজীবন নাপাক থাকবে। যদি ঘটনাক্রমে পানি উহা পর্যন্ত পৌঁছে যায়। অনিচ্ছা সত্ত্বেও নাসারন্ধ্র ধুয়ে গেলে গোসল হয়ে যাবে। যদিও উহা ফরয হওয়ার ব্যাপারে তার কোন খবর না থাকে। যবেহের যে সবশর্ত রয়েছে উদাহরণ স্বরূপ বিছমিল্লাহ তথা তাকবীর বলা এবং চারটি রগের তিনটি কর্তন করা এগুলো সম্পর্কে মতানৈক্য রয়েছে। কতেক ওলামা কিরাম এ গুলোকে প্রথম প্রকারের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। অর্থাৎ এগুলোকে জানা অত্যন্ত জরুরী। এ অনুপাতে শরফুল আনামের উদ্ধৃতি ঠিক আছে। প্রনিধানযোগ্য অভিমত-শর্ত হওয়ার ব্যাপারে তার জ্ঞান থাকলেও তার বাস্তবায়ন জরুরী হওয়া অনুপাতে তাঁর উক্তি সঠিক নয়। ইচ্ছাপূর্বক বিসমিল্লাহ বর্জন এবং তিনের চেয়ে কম রগ কর্তন না পাওয়া পর্যন্ত যবেহকৃত পশু হারাম হবে না। বিসমিল্লাহ পড়লে এবং রগগুলো যথাযথ কর্তন করলে যবেহকৃত পশু হালাল। যদিও সে ব্যক্তি যবেহের জরুরী মাসআলা সম্পর্কে না জানে। দুররুল মুখতার- এ রয়েছে كون الذابح يعقل التسمية والذبح شرط অর্থাৎ যবেহকারীর শর্ত হল বিসমিল্লাহ এবং যবেহ সম্পর্কে জানা। রাদ্দুল মুহতার-এ রয়েছে

زاد فی الهداية ويضبط واختلف فی معناه فی العناية قيل يعنی يعقل لفظ التسمية وقيل يعقل ان حل الذبيحة بالتسمية ويعلم شرائط الذبح من فری الاوداج والحلقوم اه ونقل ابو السعود عن مناهی الشرنبلالية ان الاوّل الذی ينبغی العمل به لان التسمية شرط فيشترط حصوله لا تحصيله اه وهكذا ظهرلی قبل ان اراه مسطور اويؤيده مافی الحقائق والبزازية

হেদায়াগ্রন্থে يضبط তথা আত্মস্থ করা শব্দটি বৃদ্ধি পেয়েছে। এর অর্থ প্রসংগে ওলামা কিরাম মতানৈক্য করেছেন। এনায়া কিতাবে রয়েছে- কেউ বলেছেন يضبط শব্দের অর্থ হল তাকবীরের শব্দাবলী জানা। কেউ বলেছেন- যবেহকৃত পশু বিসমিল্লাহ দ্বারা হালাল হওয়া জানা এবং যবেহের শর্ত তথা রগগুলো ও শিরা কাটতে জানা। আল্লামা আবুস্ সাউদ (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু) হযরত সারানবুলালী থেকে বর্ণনা করেছেন যে, প্রথমোক্ত অভিমত অনুযায়ী আমল করা উচিত। কেননা বিছমিল্লাহ শর্ত; উহা অর্জিত হওয়া শর্তারোপ করা হয়। উহাকে বুঝে সুজে সেখানে স্বেচ্ছায় অর্জন করা শর্ত নয়। তা দেখার পূর্বে আমার কাছে এরূপই স্পষ্ট হয়েছিল। 'হাকায়িক ও বাযযাযিয়া'র উদ্ধৃতি

এটাকে সমর্থন করে। তা হল- لو ترك بالتسمية ذاكر الها غير عالم بشرطيتها فهو فی معنی الناسی অর্থাৎ বিসমিল্লাহ শর্ত হওয়ার ব্যাপারে অজানা অবস্থায় স্মরণ থাকা সত্ত্বে তা বর্জন করলে ভ্রমকারীর হুকুমে হবে। والله تعالی اعلم

প্রশ্ন-একুশ, বাইশ ও তেইশতমঃ

ইসলামের চতুর্থ রুকন যাকাত। যে সুস্থ মস্তিস্ক, প্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তির নিকট কর্জ ব্যতীত সাড়ে বায়ান্ন তোলা রূপা থাকবে; বসবাসের ঘর, কাপড় চোপড়, আসবাবপত্র এবং আরোহনের জানোয়ার ব্যতীত নেসাবের মালিক হলে তার ওপর শতে আড়াই রুপিয়া (টাকা) হারে, যাকাত আবশ্যক হয়। যায়েদ বলেছে যদি মহিলাদের অলংকার এক থেকে দশ হাজার মুদ্রামান হলে তার ওপর যাকাত ওয়াজিব নয়। এ পরিমান অলংকার জরুরী মালের অন্তর্ভুক্ত। তবে অলংকার দ্বিগুণ হলে, অনুরূপভাবে কাপড়ের ওপর যাকাত ওয়াজিব। মাওলানা সাহেব! যায়েদের উক্তি কি সত্য না শরীয়ত বিরোধী? ঘর, কাপড়-চোপড়, জরুরী আসবাব এবং আরোহনের জন্তুর ব্যাপারে শরীয়তের সীমারেখা কি? বসবাসের ঘর ব্যতীত অন্য ঘর থাকলে তার ওপর যাকাত কি মুল্য অনুপাতে, না ভাড়া হিসেবে ওয়াজিব হবে?

উত্তরঃ যায়েদ বলেছে অলংকার মোটেই মৌলিক চাহিদাভুক্ত নয়। অথচ যদি স্বর্ণ-রৌপ্যের পাতি বা একটি রেণুও হয় তাহলে অবশ্যই যাকাতের অন্তর্ভুক্ত। তবে কর্জসহ অন্য সকল মৌলিক চাহিদা থেকে মুক্ত হতে হবে।

দুররুল মুখতার- এ আছে اللازم فی مضروب كل منهما ومعموله ولو تبراًاوحليا مطلقا مباح الاستعمال اولاولوللتجمل لانهما خلقا اثمانا فيزكيهما كيف كانا ربع عشر

অর্থাৎ স্বর্ণ-রৌপ্য প্রত্যেকটি পাতে এবং ব্যবহার্য বস্তুতে যাকাত আবশ্যক। যদিও বৈধ ব্যবহার যোগ্য সাধারণ প্লেট বা অলংকার হয় বা অবৈধ; সাজের জন্য হলেও। কেননা স্বর্ণ-রৌপ্য মূল্যবান হিসাবে সৃষ্টি করা হয়েছে। তাই এ দু'টোতে এক চল্লিশাংশ যাকাত দিতে হবে। অলংকারে যাকাত ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে অনেকগুলো হাদিস বর্ণিত হয়েছে। যে সব অলংকারে যাকাত দেয়া হবে না সেগুলো জাহান্নামের আগুনে উত্তপ্ত করে পরিধান করা হবে। ঘর-বাড়ি, পোষাক, আসবাব পত্র এবং সওয়ারীর ক্ষেত্রে মানুষের প্রয়োজনীয়তা বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে। কারো জন্য চার গজের কক্ষ যথেষ্ট, কারো জন্য কিল্লা প্রয়োজন। এভাবে অনুমান করুন! যাকাত শুধুমাত্র তিন প্রকারের বস্তুতে দিতে হয়। প্রথমতঃ স্বর্ণ-রৌপ্য, নোট, শিলিং (Shelling) , আকিন্না (মুদ্রার নাম) এবং পয়সা ইত্যাদি মুদ্রা যখন বাজারে চালু থাকে। দ্বিতীয়তঃ ব্যবসায়ী সম্পদ যদি মাটিও হয়। তৃতীয়তঃ চারণভুমিতে বিচরণকারী উট, মহিষ, ভেড়া, ছাগল, দুম্বা, নর-মাদী যে শ্রেণীর হোক। ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) মতে ঘোড়া-ঘোড়ী জোড়া হলে। এগুলো ব্যতীত অন্য

কোন বস্তুর ওপর যাকাত ওয়াজিব নয়। যদিও লক্ষ টাকার জায়গা-জমি, হিরা-মুক্তা থাকে। তবে বাড়ী-ঘর থেকে অর্জিত অর্থ কিংবা ভাড়া-বাবদ প্রাপ্ত টাকা পয়সাকে যাকাতের মালের মধ্যে শামিল করা হবে। আরোহনের জানোয়ারে যাকাত ওয়াজিব নয়। সওয়ারী জন্তু বিদ্যমান থাকা যাকাত ওয়াজিব হওয়ার শর্ত নয়। যাকাত ইসলামের চতুর্থ রুকন নয় বরং তৃতীয় রুকন। রোযার পূর্বে এবং নামাজের পরে তার স্থান। والله تعالى اعلم

প্রশ্ন-চব্বিশতমঃ

ইসলামের পঞ্চম ভিত্তি বায়তুল্লাহ্ শরীফের হজ্ব আদায় করা জীবনে একবার ফরয; একের অধিক করা মুস্তাহাব। যদি আসা-যাওয়ার খরচ, ফিরে আসা পর্যন্ত পরিবার পরিজনের খোরপোষের ব্যবস্থা, রাস্তা নিরাপদ থাকে এবং লুণ্ঠনকারীদের অভয়রন্য না হয়। মাসআলা হল পাগল, অসুস্থ, অন্ধ, খোঁড়া এবং কয়েদীর ওপর হজ্ব ফরয নয়। পাথেয় সম্বল থাকা সত্ত্বেও যে ব্যক্তি হজ্ব আদায় করে না তাদের সম্পর্কে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম'র হাদিস- হযরত আলী (রা.) থেকে বর্ণিত,

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ملك زادا ورا حلة تبلغه الى بيت الله ولم يحج فلا عليه ان يموت يهوديا او نصرانيا

রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা) বলেছেন- যে ব্যক্তি এমন পাথেয় সম্বলের মালিক হয় যা তাকে বায়তুল্লাহ শরীফে পৌছিয়ে দেয়; এতদসত্ত্বেও সে হজ্ব আদায় করেনি সে ইহুদী বা নাসারা হিসেবে মারা যাওয়ার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। যায়েদ বলেছে- রোজে আযলে লাব্বাইক বলে সাড়া না দিলে কিভাবে একজন মানুষ হজ্ব আদায় করতে পারে? আল্লাহ তায়ালা পাথেয় সম্বলের ব্যবস্থা করার পরও বান্দা লাব্বাইক আওয়াজ না করলে কি যায়েদের মতে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা'র হাদিস শরীফ মিথ্যা হয়ে যাবে?

উত্তরঃ যায়েদ মুর্খতা বশতঃ বাড়াবাড়ি করছে। লাব্বাইক না বলার অপরাধী সে হবে- যে খলিলুল্লাহ আলাইহিস সালাম'র আল্লাহ নির্দেশিত আওয়াজ পিতা পৃষ্ঠে শোনার পরও লাববাইক বলে সাড়া দেয়নি। জন্মের পর সাড়া না দেওয়ার ওপর অধিষ্টিত থাকেএবং সম্পদশালী হওয়ার পর হজ্ব একেবারে না করে। এমন ব্যক্তির শাস্তি ইহুদী কিংবা নাসারা হয়ে মারা যাওয়া। নাউযুবিল্লাহ! যায়েদ যদিও হাদিস শরীফকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে কিন্তু আয়াতে করীমাকে কোথায় নিবে? সেখানেও তো হজ্ব ফরয হওয়ার ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা সুস্পষ্ট ঘোষণা করেছেন।

من كفر فان الله غنى عن العلمين যে কুফরী করে (তার জেনে রাখা উচিত) নিশ্চয় আল্লাহ সমগ্র জগত থেকে অমুখাপেক্ষী। মাসআলা- যে ব্যক্তি হজ্বকে ফরয বিশ্বাস করে না সে কাফির। যে সম্বল থাকাসত্ত্বেও হজ্ব আদায় করেনি সে আল্লাহর নেয়ামত অস্বীকার

করল। সামর্থবান হওয়ার পরও যে হজ্বের ইচ্ছা করেনি এমতাবস্থায় মারা গেলে সেতো নাউযুবিল্লাহ! আল্লাহর হুকুমকে হালকা মনে করেছে। তার শেষ পরিণতি মন্দ হওয়াসহ কঠোর শাস্তির ঘোষণা রয়েছে। যাকে চায় আল্লাহ শাস্তি থেকে রক্ষা করতে পারেন তা আল্লাহর ইচ্ছার সাথে শর্তযুক্ত। يغفر مادون ذالك لمن يشاء

প্রশ্ন- পঁচিশতম, ছাব্বিশতম, সাতাইশতম, আটাইশতম, উনত্রিশতম ও ত্রিশতমঃ

মৃত ব্যক্তি কাফন দেওয়ার সময় কাফনে যমযমের পানি ছিটকিয়ে দেয়া, পবিত্র মাটি দ্বারা কালিমা তায়্যিবা لااله الاالله محمد رسول الله লেখা, জানাযার নামাযের পর কবরে মৃত্যুকে রেখে সুরা ইখলাস পড়ে মাটি দেয়া, মৃত্যুর পর লাশ কবরে রেখে আরবীতে আহাদ নামা লিখে কবরের দেয়ালে রাখা, দাফনের পর কবর বন্ধ করে চতুর্দিকে গোলাকৃতিতে দাঁড়িয়ে সুরা মুযযাম্মিল ও সুরা ফাতিহা পড়ে মানুষেরা দূর চলে গেলে আযান দেয়া, ঘর থেকে লাশ নিয়ে রাওয়ানা হওয়ার সময়ে সরকারে দো'আলম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা)'র না'ত, উর্দূ, আরবী শে'র পড়া- এসব কল্যাণমূলক কাজ কিনা? এর দ্বারা মৃত ব্যক্তির ওপর আল্লাহর রহমত হয় কিনা? যায়দ বলেছে- এসব জায়েয নেই।

উত্তরঃ কাফনের ওপর কালিমা-ই তায়্যিবা কিংবা আহাদ নামা লেখার অনুমতি আছে। দুররুল মুখতার-এ রয়েছে, كتب على جبهة الميت اوعمامته او كفنه عهدنامه يرجى ان يغفر الله تعالى للميت অর্থাৎ মৃত ব্যক্তির কপালে বা পাগড়ীতে কিংবা কাফনের ওপর আহাদ নামা লেখলে আশা করা যায় যে, আল্লাহ তায়ালা মৃতকে ক্ষমা করে দেবেন। হালবী আলাদ দুররে গ্রন্থে আছে, المعنى ان يكتب شئى مما يدل انه على العهد الازلى الذى بينه وبين ربه يوم اخذ الميثاق من الايمان والتوحيد والتبرك باسمائه تعالى ونحو ذالك অর্থাৎ যাকে বিশেষতঃ আহাদ নামা বলে তা লেখা জরুরী নয় বরং এর দ্বারা উদ্দেশ্য এমন কিছু লেখা যা বান্দা ও আল্লাহর মাঝে সংঘটিত আযলী ওয়াদা এবং ইয়ামুল মীছাকের দিন ঈমান, তাওহীদ সম্পর্কে তিনি যে ওয়াদা নিয়েছেন তার ওপর বুঝায়। তা দ্বারা উদ্দেশ্য আল্লাহর নামসমূহ ইত্যাদি দ্বারা বরকত হাসিল করা। এ মাসআলার পরিপূর্ণ বর্ণনা ও বিশ্লেষণ আমার রিসালা الحرف الحسن فى الكتابة على الكفن এর মধ্যে রয়েছে। উত্তম হল আহাদ নামা বা পবিত্র শাজরা কবরে খিলান বানিয়ে তার মধ্যে রাখা যাতে মৃত ব্যক্তি থেকে কোন আদ্রতা বের হলে তা থেকে হেফাযত থাকে। শাহ আব্দুল আযিয দেহলভী সাহেব এ খিলান (তাক) মাথার দিকে বলেছেন। আর ফকিরের মতে কিবলার দিকে দেয়ালে রাখা বাঞ্ছনীয়। এতে মৃত লোকের সামনে থাকলে দৃষ্টি তার গোচর হবে। শাহ আবদুল আযিয দেহলভী সাহেব 'রিসালায়ে ফয়যে আম' এ বলেছেন (ফার্সী থেকে অনূদিত) প্রশ্নঃ কবরে শাজরা রাখা যাবে কিনা? রাখলে পদ্ধতি কি?

উত্তর- শাজরা কবরে দেয়া বুযর্গদের আমল। ইহার দু'টো পদ্ধতি রয়েছে। (ক) ইহাকে মৃত ব্যক্তির বক্ষের

ওপর কাফনের ভিতরে বা কাফনের বাইরে রাখবে। ইসলামী আইন শাস্ত্রবিদরা এ পদ্ধতিকে নিষেধ করেছেন। মৃত ব্যক্তির শরীর থেকে আদ্রতা বের হলে তা বুযর্গদের পবিত্র নামের বেয়াদবি হবে। (খ) মৃত ব্যক্তির মাথার দিকে খিলান (তাক) করে সেখানে শাজরার কাগজ রাখা।

কবরে সুরা ইখলাস পড়ে মাটি দেয়া আল্লাহর নাম ও কালামের তাবাররুক। দুররুল মুখতার থেকে হালবীর বর্ণিত والتبرك باسمائه উহাকে অন্তর্ভুক্ত করে। আর কুরআন করীম নূর, হেদায়াত, বালা-মসিবত দূরকারী, রহমত অবতীর্ণ হওয়ার মাধ্যম এবং হাজার হাজার বরকত লাভের অসীলা।

কবরের চতুর্দিকে বৃত্তাকারে দাঁড়ালে কোন অসুবিধা নেই। তবে অন্য কোন কবরের ওপর যেন পা না পড়ে সেদিকে নজর রাখতে হবে। বাধ্যবাধকতা ব্যতীত কবরের ওপর পা রাখা না-জায়েয। এমনকি ওলামা কিরাম বলেছেন- যার প্রিয়জনের চতুর্দিকে কবর। কবরের ওপর পা রাখা ব্যতীত নিজের প্রিয়জনের কবরে যাওয়া সম্ভব না হলে সেখানে যাওয়ার অনুমতি নেই। দূর থেকে ফাতিহা পড়বে। দুররুল মুখতার-এ আছে, يكره المشى فى طريق ظن انه محدث حتى اذالم يصل الى قبره الا بوطء قبر নব সৃষ্ট রাস্তা এমন রাস্তা দিয়ে হাঁটা মাকরুহ। কবরের ওপর পা দেয়া ব্যতীত তার কবর পর্যন্ত পৌছতে না পারলে তা পরিত্যাগ করবে।' বৃত্তাকারে একত্রে সবাই পড়া অবশ্যই উত্তম। তবে এ সময় সকলে চুপে চুপে পড়া আবশ্যক। কুরআন করীমে সকলে এক সাথে বড় আওয়াজে পড়ে ঝঞ্জাট সৃষ্টি করা এবং একে অপরের পড়া না শোনা অবৈধ, হারাম। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, واذا قرى القران فاستمعوا له وانصتوالعلكم ترحمون 'কুরআন পাঠ করা হলে তোমরা তা শ্রবণ কর, কর্ণপাত কর-যাতে তোমরা রহমত প্রাপ্ত হও।' তালক্বীন করার জন্য মানুষেরা প্রস্থান পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। মানুষেরা দাফন শেষে চলে গেলে অধিকাংশ সময় নকীর দু'জন প্রশ্ন করার জন্য আসে। উদ্দেশ্য পরীক্ষা করা আর তা একাকিত্বে হয়। কবরের চতুর্দিকে মানুষের সমাগম থাকলে মৃত ব্যক্তির অন্তর শক্ত থাকে বিধায় একাকিত্বে প্রশ্ন করতে আসে।

وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم

আযান পরিবেশন করার জন্য অপেক্ষা করতে হয়না বরং দাফনের সাথে সাথে হওয়া উচিত। উহার দ্বারা উদ্দেশ্য ভয় ভীতি ও শয়তান দূর করা, রহমত নাযিল এবং প্রশান্তি লাভ করা। ইহার বিস্তারিত বিবরণ আমার রিসালা ايذان الاجر فى اذان القبر এ রয়েছে। জানাযার সাথে কালিমা শরীফ, দরূদ শরীফ বা না'তে রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা) পড়লে কোন অসুবিধা নেই। এগুলো যিকরে ইলাহী। সহীহ হাদীসে বর্ণিত আছে, مامن شئى انجى من عذاب الله من ذكرالله খোদায়ী শাস্তি থেকে আল্লাহর যিকিরের চেয়ে অধিক পরিত্রাণকারী অন্য কোন বস্তু নেই। এগুলো তো যিকরে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা। বড় বড় ইমামগণ থেকে বর্ণিত আছে

عندذكر الصالحين تنزل الرحمة 'নেক্কারদের আলোচনার সময় রহমত নাযিল হয়।' রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা নেক্কারদের সরদার, শুধু তা নয় বরং হুযুর পুর নুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এমন এক সত্ত্বা যার আনুগত্যের কারণে নেক্কার লোকেরা নেক্কারিয়াত লাভ করে। এ মাসআলার চুলচেরা বিশ্লেষণ আমার ফতোয়ায় আছে, আল্লাহর ফযলে তা সব অপনোদনের অবসান ঘটাবে। আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত।

এসব কর্ম-কান্ডকে যায়দ না-জায়েয বলার দাবী যদি ওহাবী মতবাদের কারণে হয় তাহলে সেটাতো একেবারে ধর্মবিমুখতা ও গোমরাহী। অন্যথায় শরীয়তের মাসআলা সম্পর্কে অজ্ঞ। যে কাজ থেকে আল্লাহ ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা নিষেধ করেননি সেগুলো সে কিভাবে নিষেধ করবে? এ কথা বারংবার বলে আসছি এ পরিত্রানের উপায় হল- যা ইমাম আরিফ বিল্লাহ মুসলিম জাহানের হিতাকাংখী আল্লামা আব্দুল ওহাব শে'রানী (কুঃছি) كتاب مستطاب البحر المورود فى المواثيق والعهود এর মধ্যে বলেছেন-

اخذ علينا العهود ان لا نمكن احدا من الاخوان ينكرشيا مما ابتدعه المسلمون على وجه القربة الى الله تعالى ورأوه حسنافان كل ما ابتدع على هذا الوجه من توابع الشريعة وليس هومن قسم البدعة المذمومة فى الشرع

অর্থাৎ আমাদের থেকে ওয়াদা নেয়া হয়েছে যে, আমরা যেন কোন ভাইকে এমন কিছু অস্বীকার করার সুযোগ না দিই যে বিষয়গুলোকে মুসলমানেরা আল্লাহর নৈকট্য লাভের জন্য উদ্ভাবন করেছেন এবং তারা উহাকে ভাল হিসেবে দেখেন। এ উদ্দেশ্যে যা কিছু উদ্ভাবন করা হয় সবগুলো শরীয়তের অনুগামী। শরীয়তের দৃষ্টিতে তা নিন্দিত বেদায়াতের প্রকারভুক্ত নয়। আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত।

প্রশ্ন-একত্রিশ, বত্রিশ ও তেত্রিশতমঃ

যেখানে সকল মুসলমান ভাইয়েরা একত্রিত হয়ে একটি জায়গা নামাযের জন্য নির্ধারণ করতঃ মুসলমানের কবরস্থানও সেখানে প্রতিষ্ঠা করে। অথচ সেখানে গভর্মেন্টের কোর্ট অনুমতি নেই। জুমা ও দু'ঈদের নামায পড়া হয়, পেশ ইমাম নিয়োগ প্রাপ্ত থাকে এবং ইবাদাতখানা নামে একটি ঘর নির্মিত হয়। সেখানে জুমা ও দু'ঈদের নামায পড়া ঠিক হবে কিনা? ইহা ব্যতীত দূরে কাছে অন্য কোন মসজিদও নেই। মৃত্যুবরণ করলে পঞ্চাশ, ষাট মাইল দূরত্ব থেকে ঐ কবরস্থানে দাফন করা হয়। তা ভোটাভুটি স্থানের মত জঙ্গলও বটে। কতেক ওলামা কিরাম বলেছেন যে, জুমার পর আরো চার রাকাত নামায পড়বে সতর্কতামূলক। শরীয়তের দৃষ্টিতে এ নামাযগুলোর বিধান কি? যারা পড়ে তাদেরকে নিষেধ করা যাবে কিনা?

উত্তরঃ জুমা ও ঈদের নামায শুদ্ধ ও জায়েয হওয়ার জন্য আমাদের ইমামদের মতে শহর

শর্ত। শহরের বিশুদ্ধ সংজ্ঞা-ঐ সব এলাকা যেখানে কয়েকটি মহল্লা, স্থায়ী বাজার এবং এমন জেলা বা পরগণা থাকবে যেখানে কয়েকটি গ্রাম-প্রত্যেকটিতে এমন প্রশাসক যে অত্যাচারী থেকে অত্যাচারিত ব্যক্তির অধিকার নিতে পারে যদিও তা না নেয়।

গুনিয়া শরহে মুনিয়া-তে রয়েছে صرح فی التحفة عن ابی حنیفه رضی الله تعالی انه بلدة كبيرة فيها سكك واسواق ولها رساتيق وفيها وال يقدر على انصاف المظلوم من الظالم بحشمته وعلمه اوعلم غيره يرجع الناس اليه فيما يقع من الحوادث وهذا هوالاصح

অর্থাৎ তোহফাতুল ফোকাহা কিতাবে হযরত আবু হানিফা (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, ইহা এমন একটি বড় শহর-যাতে অনেক অলি-গলি, বাজার, গ্রামসমূহ এবং উহাতে এমন একজন প্রশাসক থাকে-যে অত্যাচারী থেকে অত্যাচারিত ব্যক্তির অধিকার নিজের দাপট ও জ্ঞান দ্বারা নিতে সক্ষম হয় কিংবা অন্য এক ব্যক্তির জ্ঞান দ্বারা যার নিকট মানুষেরা বিভিন্ন ঘটনায় দ্বারস্থ হয়। এটাই শহরের বিশুদ্ধ সংজ্ঞা। আরো সুস্পষ্ট হল যে, ইহা দ্বারা ইসলামী শহর উদ্দেশ্য। যদি প্রতিমা পুজারীদের কোন শহর হয়-যার বাদশাও মুর্তিপুজারী আর দশ লাখের মত অধিবাসী মুর্তিপুজারী। শুধু চার-পাঁচজন মুসলমান ব্যবসা করতে গিয়ে পনের দিন পর্যন্ত অবস্থানের নিয়ত করলে ঐ জায়গায় জুমা ফরয হবে যদি বাদশা প্রতিবন্ধক না হয়। শহর বলতে সাধারণ শহর বুঝানোর ব্যাপারে শরীয়তে কোন কিছু সাব্যস্ত নেই। যাহির রেওয়ায়াত মতে-শহর বলতে অবশ্যই ইসলামী শহরই বুঝাবে। নাদির রেওয়ায়াত যাকে নির্বোধরা অকেজো মাযহাব মনে করে তাতেও ইমাম আবু ইউসুফ রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু'র রেফারেন্সে সাহেবে বাদায়ে স্বীয় কিতাবে এবং ইমাম ইবনু আমিরুল হাজ্ব হুলিয়া-তে বলেছেন,

اذا اجتمع فی قرية من لا يسعهم مسجد واحد بنى لهم جامعاونصب لهم من يصلى بهم الجمعة

'যখন কোন গ্রামে এত বেশি মানুষের সমাবেশ ঘটে যে, একটি মসজিদ তাদেরকে ধারণ করতে পারে না তখন মুসলিম বাদশা তাদের জন্য একটি জামে মসজিদ নির্মাণ করবে এবং তাদেরকে নিয়ে জুমার নামায পড়াতে পারে এমন ইমাম নিয়োগ দিবে-উক্ত ইবারতে بنى এবং نصب শব্দদ্বয়ের সর্বনাম ইসলামী বাদশার দিকে প্রত্যাবর্তন করবে। ইহার সমর্থনে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম'র হাদীস له امام عادل او جائر 'তার জন্য মুসলিম শাসক হতে হবে ন্যায়কারী হোক বা অন্যায়কারী।' অনৈসলামিক শহর জুমার স্থান নয়। এর বিপরীত দাবী করলে দলীল প্রয়োজন। ইসলামী বস্তি ব্যাপকার্থে ব্যবহৃত চাই বর্তমানে স্বাধীন মুসলমানের অধীনে হোক বা ইসলামী রাষ্ট্রের অধীনে বা প্রথমতঃ এ দু'অবস্থায় ছিল কিন্তু এখন কাফিরের প্রবলতা। তবে চার পার্শ্বে

ইসলামের বিজয় কিংবা শাসক অমুসলিম হলেও পূর্ব থেকে এখন পর্যন্ত ইসলামের নিদর্শনাদি নির্ঘাতভাবে প্রচলিত আছে।

আমার ফাতওয়ায় উল্লেখিত বর্ণনার সার সংক্ষেপ এটাই। চব্বিশ প্রকারের জায়গা রয়েছে- যার মধ্যে ষোলটি স্থান ইসলামী এবং আটটি অনৈসলামী। যে পরগণার মধ্যে মুসলিম হোক বা অমুসলিম একজন ক্ষমতাবান শাসক থাকবে সেখানে জুমা ও ঈদ ফরয। আর সেখানে তা আদায় করা জায়েয ও শুদ্ধ অন্যথায় তা না-জায়েয।

দুররুল মুখতার-এ রয়েছে, يكره تحريما لانه اشتغال بمالا يصح لان المصر شرط الصحة

'ইহা মাকরূহ তাহরীমা ,কেননা তা শরীয়তের দৃষ্টিতে অশুদ্ধ কাজে লিপ্ত থাকা। কারণ শহর হওয়া জুমা-ঈদ শুদ্ধ হওয়ার জন্য পূর্বশর্ত'। যেখানে নিঃসন্দেহভাবে শর্তগুলো অনুপস্থিত থাকে সেখানে জুমা পড়া জায়েয নেই। ইহার পর যোহরের নামায না পড়লে ফরয পরিত্যাগকারী হবে। জামাতবিহীন নামায পড়লে ওয়াজিব পরিত্যাগকারী হবে। এমন জায়গায় সতর্কতামূলক চার রাকাত নামায পড়ার বিধান নেই। যেখানে উক্ত শর্তগুলো সমবেত হওয়ার সন্দেহ থাকে এবং অন্য কোন কারণে জুমা শুদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে সংশয় সৃষ্টি হয় সেখানে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের জন্য চার রাকাত নামায রয়েছে। বিশেষতঃ এমন নিয়ত করবে যে, উক্ত যোহরের নামায পাওয়া সত্ত্বেও আমি পড়িনি তাই এ চার রাকাত নামায পড়ছি। প্রতি রাকাতে আলহামদু শরীফের পর সুরা মিলাবে। সাধারণ মানুষের জন্য তাও প্রয়োজন নেই। যেমন- রাদ্দুল মুহতার কিতাবে বর্ণিত রয়েছে এবং উহাকে আমার ফাতওয়ায় বিশ্লেষণ করেছি। আমাদের মাযহাব মতে যেখানে জুমার নামায নেই সেখানে সাধারণ মানুষেরা জুমার নামায পড়লেও তাদের বাধা দেয়া যাবে না। অন্ততঃ আল্লাহর নাম উচ্চারিত হচ্ছে বিধায় কতেক ওলামা কেরামের মতে তা শুদ্ধ হবে। আমাদের মাযহাব মতে জায়েয না হওয়ার কারণে নিজে শরীক হবে না যেরূপ দুররুল মুখতার কিতাবে বিদ্যমান রয়েছে। তাতে হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত হাদিস শরীফ বিদ্যমান। والله تعالى اعلم

প্রশ্ন- চৌত্রিশতমঃ

জুমার দিন খুৎবায় মুসলমানদের বাদশার জন্য দোয়া করা ফরয। এরূপ দোয়া করা ঠিক হবে কিনা? اللهم اعز الاسلام والمسلمين بالامام العادل ناصر الاسلام والملة والدين যায়েদ বলেছে তা ঠিক নয়। বাদশার নাম উল্লেখ করতঃ দোয়া করা উচিত।

উত্তরঃ খুৎবায় মুসলিম বাদশার জন্য দোয়া করা ফরয নয়; এটি মুস্তাহাব। এ ধরনের দোয়া প্রশ্নে উল্লেখিত অংশের দ্বারা অবশ্যই আদায় হয়। তবে দুররুল মুখতার-এ রয়েছে يندب ذكر الخلفاء الراشدين و العمين لا الدعاء للسلطان وجوزه القهستانى 'খোলাফা রাশেদীন ও রাসুলের চাচাদ্বয়ের উল্লেখ করা মুস্তাহাব, বাদশার

জন্য দোয়া নয়। আল্লামা কাহস্তানী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু উহা জায়েয বলেছেন।' ঐ সব শহরে বাদশার নামে দোয়া করা জরুরি যে রাজ্য বাদশার অধীনস্ত, মুদ্রা ও খুৎবা রাজ্যের নিদর্শন। রদ্দুল মুহতার- এ আছে,

الدعاء للسلطان على المنابر قد صار الان من شعار السلطنة فمن تركه يخشى عليه 'মিম্বরের ওপর বাদশার জন্য দোয়া করা এখন রাজ্যের নিদর্শনে পরিণত হয়েছে। যে ব্যক্তি উহা পরিত্যাগ করবে তার ব্যাপারে আশংকা দেখা দেয়।' আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত।

প্রশ্ন- পঁয়ত্রিশ, ছত্রিশতমঃ

জুমার খুৎবা আরবীতে উর্দু তরজমাসহ পাঠ করা শুদ্ধ কিনা? প্রথম খুৎবা পড়ে মিম্বরের ওপর বসা এবং দোয়া করা জায়েয কিনা?

উত্তরঃ খুৎবায় আরবী ব্যতীত অন্য কোন ভাষা মিলানো মাকরূহ এবং সুন্নাতের খেলাপ। কেননা তা সাহাবা কিরামের প্রচলিত আমলের খেলাপ। আমার ফতোয়ায় তা বর্ণনা করেছি। প্রথম খুৎবা পড়তঃ তিন আয়াত পড়ার পরিমাণ বসা সুন্নাত। এ সময় ইমাম সাহেব দোয়া প্রার্থনা করার অনুমতি রয়েছে। দুররুল মুখতার- এ আছে,

ليس خطبتان خفيفتان بجلسة بينها بقدر ثلاث ايات على المذهب وتاركها مسئ على الاصح

'দুটি হালকা খুৎবার মাঝখানে তিন আয়াত পরিমাণ বসা আমাদের মাযহাব অনুসারে সুন্নাত। বিশুদ্ধতম বর্ণনা অনুপাতে উহা পরিত্যাগকারী কুকর্মের শিকার।'

والله تعالى اعلم

প্রশ্ন-সাইত্রিশতমঃ

বিতরের নামাযের পর সিজদায় মাথা রেখে سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح পাঁচবার পড়ে মাথা উঠায়ে আয়াতুল কুরসী পড়তঃ পুনরায় سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح পাঁচবার সিজদায় পড়ার প্রমাণ শরীয়তে আছে কিনা? অধিকাংশ ধার্মিকেরা সর্বদা এ অজিফা আদায় করে থাকে।

উত্তরঃ ফোকাহা কিরামের মতে এ কাজ মাকরূহ। যে হাদীস এ প্রসংগে উল্লেখ করা হয় মুহাদ্দিসগণের মতে তা বানোয়াট ও বাতিল। গুনিয়া কিতাবে বিচিত্র মাসআলা বর্ণনা প্রসংগে উল্লেখ রয়েছে-

قد علم مما صرح به الزاهدى كراهة السجود بعد الصلوة بغير سبب واما مافى التاتارخانية عن المضمرات ان النبى صلى الله عليه وسلم قال ما من مؤمن ولا مومنة يسجد سجدتين يقول سجوده خمس مرات سبوح قدوس رب الملئكة والروح ثم يرفع رأسه ويقرء اية الكرسى مرة ثم يسجد ويقول

خمس مرات سبوح قدوس رب الملئكة والروح والذى نفس محمد بيده لايقوم من مقامه حتى يغفر الله له واعطاه ثواب مائة حجة ومائة عمرة واعطاه الله ثواب الشهداء وبعث اليه الف ملك يكتبون له الحسنات وكا نماعتق مائة رقبة واستجاب له دعاء و يشفع يوم القيامة فى ستين من اهل النار واذامات شهيدًا فحديث موضوع باطل لا اصل له ولايجوز العمل به

'আল্লামা যাহেদীর বর্ণনা থেকে বুঝা যায়-নামাযের পর অকারণে সিজদা করা মাকরূহ। তবে তাতার খানিয়্যা-তে মুযমিরাত থেকে বর্ণিত, নিশ্চয় নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন- প্রত্যেক মু'মিন নর-নারী দু'টো সিজদা করবে। সিজদায় পাঁচবার سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح পড়তঃ মাথা তুলে একবার আয়াতুল কুরসী পড়বে। অতঃপর পুনরায় সিজদায় অনুরূপভাবে পাঁচবার পড়বে। সেই মহান সত্ত্বার শপথ যার কুদরতী হাতে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার প্রাণ রয়েছে সে তার বৈঠক থেকে সরতেই আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দিবেন এবং তাকে একশত হজ্ব ও একশত ওমরার ছাওয়াব প্রদান করবেন। তাকে আল্লাহ দান করবেন শহীদানের ছাওয়াব, তার কাছে প্রেরণ করবেন এক হাজার ফিরিশতা যারা তার জন্য নেকী লিপিবদ্ধ করবেন। যেন সে একশত গোলাম আযাদ করেছে। আল্লাহ তার দোয়া এবং কিয়ামতের দিন জাহান্নামী ষাটজন ব্যক্তির ব্যাপারে তার সুপারিশ কবুল করবেন। মারা গেলে শহীদের মৃত্যু। এ হাদীস বানোয়াট, বাতিল এবং তার কোন ভিত্তি নেই। আর তদানুপাতে আমল করা জায়েয নেই।

রাদ্দুল মুহতার-এ আছে, رايت من يواظب عليها بعد صلاة الوتر ويذكران لها اصلا وسندا فذكرت له ماهنا فتركها

'আমি এক ব্যক্তিকে বিতরের নামাযের পর নিয়মিত এরূপ করতে দেখেছি এবং সে ইহার ভিত্তি ও সনদ আছে বলে উল্লেখ করতো। আমি তার সামনে উপরোল্লেখিত ইবারত বর্ণনা করলে সে তা ত্যাগ করে।'

আমার বিশ্লেষণ হল- ইসলামী আইনশাস্ত্রবিদদের মতে এ সিজদা স্বয়ং মাকরূহ নয়; বরং মুবাহ। মুর্খরা এটাকে সুন্নাত বা ওয়াজিব মনে করার আশংকায় মাকরূহ বলা হয়েছে। নির্জনে এ সিজদা করলে মাকরূহ হবে না।

দুররুল মুখতার-এ বিদ্যমান تكره بعد الصلاة لان الجهلة سنة اوواجبة وكل مباح يودى اليه فمكروه 'নামাযের পর এ সিজদা করা মাকরূহ। কেননা মুর্খরা উহাকে সুন্নাত কিংবা ওয়াজিব মনে করবে। প্রত্যেক বৈধ কাজ যা সংশয়ে ফেলে তা মাকরূহ।' মুলতঃ এটি আল্লামা যাহেদী মু'তাযালীর মুজতবা শরহে কুদুরীর ইবারত। উহা থেকে গুনিয়া অতপর দুররুল মুখতার-এ নেয়া হয়েছে। হাদীস বানোয়াট হলে কোন কাজ

নিষিদ্ধ হয় না। যেমন- আমি منير العين فى حكم تقبيل الابهامين بما تجب استفادته কিতাবে বিশ্লেষণ করেছি। ত্বাহত্বাভী আলাদ্দুরর-এ রয়েছে,

الموضوع لا يجوز العمل به بحال اى حيث كان مخالفا لقواعد الشريعةاما لوكان داخلافى اصل عام فلامانع منه لا لجعله حديثابل لدخوله تحت الاصل العام-

'শরীয়তের মূলনীতি বিরোধী হলে বানোয়াট হাদিস অনুযায়ী আমল করা জায়েয নেই। শরীয়তের সাধারণ মূলনীতির অধীনে প্রবিষ্ট থাকার কারণে আমল করলে অসুবিধা নেই। তা হাদিস গ্রহন করার কারণে নয়;বরং সাধারণ মূলনীতির অধীনে প্রবিষ্ট থাকার কারণে। والله تعالى اعلم-

প্রশ্ন-আটত্রিশতমঃ

যায়েদ ঈমান আনার পর খত্না করেনি, তার যবেহকৃত পশু জায়েয হবে কিনা? যায়েদ বলেছে তা ভক্ষণ করা জায়েয নেই।

উত্তরঃ নিঃসন্দেহভাবে তার যবেহকৃত পশু ভক্ষণ করা বৈধ। যায়েদের কথা ভুল। আমাদের ইমামগণের মতে তার যবেহকৃত পশু মাকরূহও নয়। তবে তাকে খত্না করার বিধান রয়েছে। একান্ত দূর্বলতার কারণে খত্না করতে অক্ষম না হওয়া সত্ত্বেও যদি তা বর্জন করে তাহলে সুন্নাতে মুয়াক্কাদা এবং শেয়ারে ইসলামের পরিত্যাগকারী হবে। তাতে যবেহকৃত পশুতে কোন ক্ষতি হবে না।

দুররুল মুখতার-এ রয়েছে, كون الذابح مسلما او كتابيا ولوامرأة او صبيا او اقلف اواخرس 'যবেহকারী মুসলিম বা কিতাবী হওয়া শর্ত। যদিও মহিলা কিংবা শিশু বা খতনাবিহীন বা বধীর হয়। রদ্দুল মুহতারের ভাষ্য-

احترازاعماروى عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما انه كان يكره ذبيحته

'খত্নাবিহীন ব্যক্তির যবেহকৃত পশু জায়েয হওয়ার উল্লেখ হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু'র বর্ণিত হাদিস থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য। তিনি উক্ত ব্যক্তির যবেহকৃত পশু অপছন্দ করতেন। এক রেওয়ায়াতে এতটুকু পর্যন্ত সুযোগ দেয়া হয়েছে যে, যুবক নিজেই নিজের খত্না করতে সক্ষম হলে করবে নতুবা খত্না করতে পারে এমন মহিলাকে বিয়ে করবে কিংবা খত্না করতে জানে এমন বাদী ক্রয় করবে। এটাও সম্ভব না হলে খতনা তার জন্য ক্ষমাযোগ্য। ফাতওয়ায়ে আলমগীরিতে রয়েছে-

الشيخ الضعيف اذا اسلم ولا يطيق الختان ان قال اهل البصر لا يطيق يترك كذا فى الخلاصة قيل فى ختان الكبير اذا امكن ان يختن نفسه فعل والالم يفعل الاان يمكنه ان يتزوج او يشترى ختانة فتختنه -

'দুর্বল বৃদ্ধ মুসলমান হওয়ার পর খত্না করতে সক্ষম না হলে আর বিজ্ঞজনেরাও বলেন যে, আসলে সে সক্ষম নয় তাহলে খত্না ত্যাগ করা হবে। অনুরূপভাবে আল্ খোলাসা কিতাবে প্রাপ্ত বয়স্ক লোকের খত্না সম্পর্কে বলা হয়েছে সম্ভব হলে নিজে খত্না করবে অন্যথায় করবে না। তা না হলে সে খত্নাকারী মহিলা বিয়ে করবে বা খত্নাকারী দাসী ক্রয় করবে যে তাকে খত্না করে দিবে। ইমাম কারখী জামেউস সগীরে উল্লেখ করেছেন يختنه الحمامى 'ক্ষৌরকার তাকে খত্না করবে। ফতোয়ায়ে ইনাবিয়্যা-তে অনুরূপ রয়েছে। আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত।

প্রশ্ন- উনচল্লিশতমঃ

যে কোন মুসলমান নর-নারী যদি নিজ হাতে গলা কেটে দেয় অথবা ফাঁসিতে অবৈধভাবে মারা যায় তাহলে তার জানাযার নামায পড়া এবং মুসলমানের কবরস্থানে দাফন করা জায়েয কিনা? যায়দ বলেছে-জানাযা পড়া এনং মুসলমানের কবরস্থানে দাফন করা যাবে না। যদি যায়দের কথা সত্য হয় তাহলে তৃতীয় প্রশ্নে উহার উত্তর রয়েছে। অবশ্য তার জানাযা ফরয এবং তাকে মুসলমানের কবরস্থানে দাফন করা যাবে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা বলেছেন- الصلاة واجبة عليكم على كل مسلم يموت براكان او فاجرا وان عمل الكبائر 'প্রত্যেক মৃত মুসলমানের জানাযার নামায পড়া ওয়াজিব; চাই নেক্কার হোক বা বদকার। যদিও কবীরা গুনাহ করে। হযরত ইমাম আবু দাউদ, আবু ইয়ালা এবং ইমাম বায়হাকী তার সুনানে হযরত আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে আমাদের মূলনীতি অনুযায়ী সহীহ সনদে তা বর্ণনা করেছেন।

উত্তরঃ যায়েদের উত্তর সঠিক নয়। প্রকৃত ফতোয়া তার জানাযা পড়া হবে। মুসলমানের কবরস্থানে দাফন করা যাবে না মর্মে যায়েদের উক্তি একেবারে বাতিল, নিজ মনগড়া কথা। দুররুল মুখতার-এ রয়েছে, من قتل نفسه عمدا يغسل ويصلى عليه يفتى যে ব্যক্তি ইচ্ছাপূর্বক নিজেকে হত্যা করল তাকে গোসল দেয়া হবে এবং তার জানাযা পড়া হবে। ইহার ওপরই ফতোয়া। আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত।

প্রশ্ন-চল্লিশতমঃ

কোন ইসলামপন্থী দস্তরখানা বা খাজাঞ্চির ওপর জোতা পরিহিত অবস্থায় খানা খেলে তার হুকুম কি?

উত্তরঃ খানা খাওয়ার সময়ে জোতা খুলে ফেলা সুন্নাত। ইমাম দারেমী, ত্বাবরানী, আবু ইয়ালা এবং হাকিম সহীহ সনদে হযরত আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা বলেছেন-

اذاكلتم الطعام فاخلعوا نعالكم فانه اروح لا قدامكم وانها سنة جميلة

'তোমরা খানা ভক্ষণ করার সময় জোতা খুলে ফেল, কেননা ইহা তোমাদের পায়ের আরাম আর ইহা একটি উত্তম সুন্নাত। শার'আতুল ইসলাম -এ রয়েছে يخلع نعليه عند

الطعام 'খানার সময় জোতা খুলে ফেলা হয়।' যদি এই অজুহাতে জোতা পরিহিত থাকে যে, মাটির উপর বিছানা নেই, একেবারে মাটিতে বসে খেতে হয় তখন শুধু একটি সুন্নাতে মুস্তাহাবা ত্যাগ হবে। তখনো তার জন্য জোতা খুলে ফেলা উত্তম। মেঝে খাদ্য আর চেয়ারে জোতা পরিহিত অবস্থায় খানা খাওয়া নাসারাদের ত্বরিকা। তাও বর্জন করবে। আর রাসূলের বাণী من تشبه بقوم فهو منهم 'যে ব্যক্তি যে সম্প্রদায়ের সাথে সাদৃশ্য রাখে সে তাদের অন্তর্ভুক্ত। স্মরণ রাখবে! ইমাম আহমদ, আবু দাউদ, আবু ইয়ালা এবং ইমাম ত্বাবরানী হযরত আমর রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে মু'জামুল কবীরে ও হযরত হোযাইফা রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে মু'জামুল আওসাতে বর্ণনা করেছেন। উক্ত রেওয়ায়াত হাসান সনদে বর্ণিত। আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত।

প্রশ্ন-এক চল্লিশতমঃ

যায়দ তেলাওয়াতে কোরান, হাদীস শরীফের কিতাব পাঠ অথবা ওয়াজ নসীহত করার সময় সিগারেট বা হুক্কা পান করে থাকে, ইহার হুকুম কি?

উত্তরঃ তেলাওয়াতে কোরানের সময়ে সিগারেট, হুক্কা পান করা অথবা ওয়াজ নসীহতের সময় কোন বস্তু খাওয়া বেয়াদবি। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমায়েছেন- طيبوا افواهكم بالسواك فان افواهكم طريق القران 'তোমরা মিছওয়াক দ্বারা তোমাদের মুখ পরিস্কার কর. কেননা তোমাদের মুখ কুরআন উচ্চারিত হওয়ার রাস্তা।' আবু মুসলিম আল্ কাসী রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু, ওয়াদ্বীন বিন আত্বা রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে মুরসাল হিসাবে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন। এভাবে হাদীস পাঠদান কালে, সবক্ব নেওয়ার সময়ে, পরস্পর তাকরার, ওয়াজ-নসীহত এবং মিলাদ মাহফিল পড়ার সময়ে হুক্কা, সিগারেট, তামাক ইত্যাদি পান করা খেলাপে আদব ও দোষণীয়। তবে পাঠদান, ওয়াজ-নসীহতে এখনো মগ্ন হয়নি। এমনিতে বন্ধু-বান্ধব নিয়ে আলাপকালে প্রচলিত নিয়মানুপাতে হুক্কা ইত্যাদি পান করতে পারে। এমতাবস্থায় কারো থেকে শরীয়ত বিরোধী কথা উচ্চারিত হলে তাকে নসীহত করাতে অসুবিধা নেই। সে সময় নসীহত স্বরূপ একটি বা অর্ধেক হাদীস বর্ণনা করা নিষিদ্ধ নয়। এটাকে হাদীস পড়া অবস্থায় হুক্কা পান বলা যাবে না। এগুলো প্রচলিত নিয়মের উপর নির্ভর করে। আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত।

প্রশ্ন- বিয়াল্লিশতমঃ

যায়দ গোসল খানায় জানাবাতের গোসল বা স্বপ্ন দোষের গোসল করে। অজু করে কাপড় খুলে গোসল করলে গোসল খানার উপরে বন্ধ কিংবা খোলা থাকলে উভয়াবস্থায় হুকুম কি?

উত্তরঃ সমস্ত শরীরে পানি পৌঁছালে গোসল হয়ে যাবে। মুখমন্ডল কণ্ঠনালীসহ এবং নাকের নাশারন্ধ্র গোসলের বিধানেভ অন্তরর্ভুক্ত। এগুলো যথাযথ পাওয়া গেলে গোসল হয়ে

যাবে। তবে খোলা গোসল খানায় উলঙ্গ না হওয়া উত্তম। যদি পার্শ্বে এমন উঁচু স্থান থাকে যে, কারো দৃষ্টি পড়ার সম্ভাবনা থাকে তাহলে সতর ঢেকে রাখার তাগিদ রয়েছে। দৃষ্টি পড়ার যতবেশি সম্ভাবনা ততবেশি সতর ঢেলে রাখার জোর তাগিদ দেয়া হয়েছে। দৃষ্টি পড়ার প্রবল ধারণা হলে কাপড় পরিধানে রাখা ওয়াজিব। ঐ সময় উলঙ্গ গোসল করা গুনাহ। আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত।

প্রশ্ন-তেতাল্লিশতমঃ

যদি হানাফী মাযহাব অনুসারী ত্বরীকায়ে ক্বাদেরীয়া মোতাবেক ফরয নামাযের পর এগার বার করে لا اله الا الله محمد رسول الله উঁচু আওয়াজে পড়ার পর সুন্নাত নামায আদায় করে ,তার হুকুম কি?

উত্তরঃ এটা একটি নেক কাজ। তবে যোহর, মাগরিব ও ঈশার সুন্নাতের পরে পড়া উত্তম। ফরযের পর বলতে সুন্নাতের পর বুঝানো হয়। কেননা সুন্নাত ফরযের অনুগামী। সেখানে কোন মানুষ নামায বা যিকররত বা অসুস্থ থাকলে তখন এমন উঁচু আওয়াজ করবে না-যাতে তার কষ্ট ও বিরক্তির কারণ হয়। ইহার বিস্তারিত বিবরণ আল্লাহর অনুগ্রহে আমার ফাতওয়ায় রয়েছে। আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত।

প্রশ্ন-চুয়াল্লিশতমঃ

ত্রিশ-চল্লিশ মাইল জঙ্গল পার হয়ে লাশ অন্যত্র দাফন করার উদ্দেশ্যে নিয়ে যাওয়ার সময় লাশ বহনকারী ব্যক্তিরা খানা-পিনা করতে পারবে কিনা?

উত্তরঃ জঙ্গলে দাফন করতে কোন প্রতিবন্ধকতা নেই। কোন জবরদস্তি এবং বিশেষ কারণ না থাকলে লাশ এত দূর নিয়ে যাওয়া শরীয়তের দৃষ্টিতে নিষিদ্ধ। তবে দু'এক মাইল অসুবিধা নেই। কারণ শহরের কবরস্থান অধিকাংশ এ পরিমাণ দূরত্বে হয়ে থাকে। ফাতওয়া-ই খোলাসা-তে রয়েছে, ان نقل قبل الدفن قدرميل او ميلين فلا بأس به 'দাফনের পূর্বে এক বা দু'মাইল স্থানান্তর করা হলে কোন অসুবিধা নেই।'

রাদ্দুল মুহতারে বিবৃত ولا بأس بنقله قبل دفنه قيل مطلقا وقيل الى مادون مدة السفر وقيده محمد بقدر ميل او ميلين لان مقابرالبلدربما بلغت هذه المسافة فيكره فيمازاد قال فى النهر عن عقد الفرائد وهو الظاهراقول فيترجح على اطلاق الدر تبعاللخانية لاباس بنقله قبل دفنه لفظ الخانية لومات فى غير بلده يستحب تركه فان نقل الى مصراخرفلا باس به -

'দাফনের পূর্বে কারো মতে সাধারণভাবে লাশ স্থানান্তর করা অসুবিধা নেই। আর কারো মতে-সফরের মুদ্দতের পরিমাণের চেয়ে কম হলে অসুবিধা নেই। ইমাম মুহাম্মদ রহমাতুল্লাহি আলাইহি এক বা দু'মাইলের সাথে শর্তযুক্ত করেছেন। কেননা শহরের কবরস্থান অধিকাংশ এ পরিমাণ দূরত্বে হয়ে থাকে। ইহার চেয়ে অতিরিক্ত দূরতে

মাকরূহ। ইকদুল ফরায়েদ'র রেফারেন্সে নাহরুল ফায়েক কিতাবে তিনি বলেছেন এটি প্রকাশ্য উক্তি। আমি বলছি- খানিয়ার অনুসরণার্থে দুররুল মুখতারের সাধারণ বিধানের ওপর ইহাকে অগ্রাধিকার দেয়া হবে। আর তাহল দাফনের পূর্বে লাশকে স্থানান্তর করা অসুবিধা নেই। খানিয়া'র ভাষ্য যদি কোন ব্যক্তি তার স্বীয় শহর ছাড়া ভিন্ন স্থানে মারা যায় ওখানে তাকে দাফন করা মুস্তাহাব। অন্য শহরে স্থানান্তর করা হলে অসুবিধা নেই।'

হাদীস-ফিকাহ'র ভাষ্য মতে যতদূর সম্ভব দাফন তাড়াতাড়ি করা উচিত। বেশিদূর লাশ স্থানান্তর করা শরীয়তের উদ্দেশ্যের খেলাপ। এতবেশি দূরে নড়াচড়ার কারণে শরীরের আদ্রতা তরাঙ্গিত হওয়া এবং নাপাক দ্বারা কাফন বরবাদ হয়ে যাওয়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। তদুপরি লাশ দূর্গন্ধময় হওয়া এবং এর দ্বারা জীবিত ও ফিরিশতারা কষ্ট পাওয়ার চাক্ষুষ প্রমাণ আছে। এছাড়া এতবেশি দূরে কাঁধে বহন করে নিয়ে যাওয়া কষ্টকর। গাড়ী ইত্যাদি দ্বারা বহন করলে মাথায় আঘাত লাগে। দুররুল মুখতারে বিবৃত- كره حمله على ظهرودابة 'পিটে বা সওয়ারীতে লাশ বহন করা মাকরূহ।' যদি এরূপ হয় তাহলে লাশের সহযাত্রীদের খানা-পিনা থেকে বাঁধা দেয়া যাবে না। এটা অনিচ্ছা সত্ত্বে; তবে যেন লাশের নিকটে না হয়। لاحول ولا قوة الا بالله العلى العظيم

প্রশ্ন- পঁয়তাল্লিশতমঃ

একটি ঘটনা বর্ণনা করছি মৌলভী মিয়া আব্দুল্লাহ সুলতান নিবাসীর লিখিত লাহোর মুস্তাফায়ী ছাপা খানা থেকে মুদ্রিত 'দালীলুল ইহসান' কিতাবের ষষ্ঠ পৃষ্ঠায় বর্ণিত (ফার্সী থেকে অনুদিত) একদা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে নববী শরীফে ছোট বড় অনেক সাহাবা কেরামের সাথে বসে ওয়াজ-নসীহত এবং হাদিস শরীফ বর্ণনা করতে লাগলেন। এমতাবস্থায় হযরত জীব্রাঈল (আঃ) অহী নিয়ে আগমন করলে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওয়াজ-নসীহত এবং হাদিস বর্ণনায় লিপ্ত থাকার কারণে জীব্রাঈল (আঃ) মলিন মুখে মনোভঙ্গ হয়ে বললেন- আশ্চার্য! আল্লাহর পক্ষ থেকে কালামে রাব্বানী এসেছে আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অন্য মনস্ক হয়ে রইলেন। তখনই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা হযরত জীব্রাঈল (আঃ)'র ব্যাথা বুঝতে পেরে তাঁকে নিকটে ডেকে সান্তনার বাণী শুনালেন- হে ভাই জীব্রাঈল! বলোতো, কালামে রাব্বানী কোন জায়গা থেকে তোমার কর্ণকুহরে পৌছে? উত্তর দিলেন- ইয়া রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! আরশোপরে কক্ষের মত একটি নূরের গম্বুজ যাতে একটি ছিদ্র রয়েছে, ঐ স্থান থেকে আমার কানে আওয়াজ পৌছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমালেন-ফিরে যাও বল, কার থেকে এ সংবাদ গ্রহণ করে থাকো? রাসূলের কথা মত জিব্রাঈল (আঃ) আরশের উপরে গিয়ে দেখলেন সেই নূরের গম্বুজের ভিতরে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম'র নূরের গম্বুজ আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেখানে উপবিষ্ট রয়েছেন। তৎক্ষণাৎ সম্মানিত দূত হযরত জীব্রাঈল (আঃ) যমিনে ফিরে এসে দেখলেন রাসূলে মাকবুল

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঐ স্থানে সাহাবা কিরামকে নিয়ে হাদীস ও ওয়াজ-নসীহতে মশগুল রইলেন। হযরত জীব্রাঈল চাক্ষুষভাবে এ অবস্থা দেখে হতবাক ও লজ্জিত হয়ে বললেন-হে খোদা! আমি ভুল করেছি, আমাকে ক্ষমা কর।

এখন প্রশ্ন (?)এ রকম বিবৃতি আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের মতে শুদ্ধ হবে কিনা? রাসূলে খোদা এমন মর্যাদার অধিকারী কিনা? রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সম্মান করা বড় পূণ্য। আপনার পুস্তক তামহীদ ঈমান আয়াতে কুরআন' এর চতুর্থ পৃষ্ঠায় সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

لايومن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين

'তোমাদের কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত ঈমানদার হবে না যতক্ষণ না আমি তার কাছে মাতা-পিতা, সন্তান-সন্তনি এবং সকল মানুষ থেকে অধিক প্রিয় হব না।'

এ হাদিস শরীফখানা সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম শরীফে হযরত আনাস বিন মালিক আনসারী রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু হতে বর্ণিত রয়েছে। তিনি তো সুস্পষ্টভাবে এ কথা ঘোষণা করেছেন, যে ব্যক্তি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম'র চেয়ে অন্য কাউকে প্রিয় মনে করবে সে কক্ষনো ঈমানদার নয়। যদি কেউ এ প্রশ্ন করে যে, ইলমে গায়ব মহান আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো জন্য সাব্যস্থ নেই। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট শুরু-শেষ সকল ইলমে গায়ব অর্জিত রয়েছে মর্মে আপনার রিসালা 'ইবনাউল মোস্তফা বিহালে ছিররীন ওয়া আখফা'র মধ্যে অকাট্য দলীল দ্বারা সাব্যস্ত করা হয়েছে. প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত যা ছিল এবং যা হবে সব কিছু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম'র কাছে সুস্পষ্ট।

উত্তরঃ لااله الاالله محمد رسول الله جل وعلا وصلى الله تعالى عليه وسلم اشهد ان لااله الاالله وحده لاشريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله عز جلاله وعليه افضل الصلاة والسلام

নিশ্চয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম'র সম্মান ঈমানের ভিত্তি। যে তাঁকে সম্মান করবে না সে কাফির। অবশ্যই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম'র প্রেম ঈমানের মূল। যার কাছে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সমগ্র জগত থেকে অতি প্রিয় হবে না সে মুসলমান নয়। রাসূলের সম্মানই তার বিশ্বাস। মা'য়াযাল্লা! মিথ্যা প্রতিপন্ন করার চেয়ে বড় হেয় আর কি হবে? রাসুল প্রেমই সত্যের অনুসরণ। আল্লাহ পানাহ দান করুক! মিথ্যা আরোপ করা রাসুলের প্রতি দুশমনী। নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা তাঁর প্রিয় নবীকে যা ছিল এবং যা হবে সবকিছুর খুঁটিনাটি এবং পুংখানুপুংখ জ্ঞান দান করেছেন। এখানে জীব্রাঈলের অন্তকরণে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিভাবে উদীয়মান হল সে সম্পর্কে আলোচনা নয় বরং উপরোক্ত ঘটনার বিশ্লেষণ করা। ইহার বাহ্যিক অর্থ থেকে মুর্খ সাধারণ মানুষের কাছে বোধগম্য হয় যে, এটাতো পরিষ্কার ভাষায় রাসুল সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লামকে খোদা বলা- যা কুফরী হওয়ার ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিভিন্নভাবে তা প্রতিরোধ করার ঘোষণা করেছেন। হযরত ঈসা (আ)'র উম্মত তাঁর সুমহান মর্যাদা দেখে সীমালঙ্গন করতঃ তাঁকে খোদা বা খোদারপুত্র দাবী করে কাফির হয়ে গেছে। রাসুলের সম মর্যাদাবান কে হতে পারবে? যারা যে মর্যাদার অধিকারী হয়েছে সকলে তাঁর অসীলায়।

আল্লামা শরফুদ্দীন বূসরী তাঁর হামযিয়্যা শরীফে বলেছেন-

انما مثلوا صفاتك للنا س = كما مثل النجوم الماء

'নিশ্চয় তারা মানুষের জন্য আপনার গুণাবলীকে রূপায়িত করে যেরূপ পানির মধ্যে তারাকগুলো মূর্ত হয়ে উঠে।' হে প্রিয়জন! কোথায় তারাকা আর কেমন জ্যোতির্ময় চক্ষু? যার প্রতিটি অবস্থা থেকে খোদার জলওয়া দেখা যায়। যাতে আকদাস (দঃ) খোদায়ী দর্পন, তাঁর মধ্যে খোদার সত্ত্বা গুণাবলীসহ প্রস্ফুটিত হয়। من رانى فقد رأى الحق 'যে আমাকে প্রত্যক্ষ করেছে সে অবশ্যই সত্য (হকবারী তায়ালা) কে দেখেছে।' যে কেউ সে তাজল্লী দেখে هذا ربى هذا اكبر 'ইনি আমার প্রভু, তিনিই আমার মহান সত্ত্বা না বলে পারবে না। তাই রহমাতুল্লীল আলামীন উম্মতের প্রতি দয়া পরবশ হয়ে তাদের ঈমানের হেফাযতের জন্য প্রতিটি মুহূর্তে প্রত্যেক অবস্থায় নিজের আবদিয়্যাত এবং প্রভূর খোদায়িত্ব প্রকাশ করেছেন। কালিমা-ই শাহাদাতে رسوله এর পূর্বে عبده রয়েছে যাতে তাঁর রিসালাতের স্বীকৃতির সাথে সাথে তার বান্দা হওয়া প্রকাশ পায়। গন্ড মুর্খ ওহাবীরা এ সবস্থানে বুঝে শুনে মুসলমানকে কাফির বলে। প্রাগুক্ত ঘটনার এ অর্থ গ্রহণ করে যে, কুরআন স্বয়ং রাসুলের বাণী। আরশের ওপর তিনি খোদা আর যমিনের ওপর তিনি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা, যেরূপ কতেক মিথ্যুক বানোয়াট সূফী এবং ধর্ম বিমুখ ব্যক্তিরা বলে থাকে। এটাতো স্পষ্ট কুফরী ,শক্ত নাপাক এবং নাসারাদেরকেও হার মানায়। যে ব্যক্তি এরূপ বিশ্বাস করে এবং তা বৈধ মনে করে সে নিঃসন্দেহে কাফির, মুরতাদ। তার জীবন মৃত্যু সব বিষয়ে অভিশপ্ত মুরতাদের হুকুম হবে। উপরোক্ত ঘটনার এ অর্থ হলে তুমি নিজেও লেখকের ওপর কুফরীর বিধান আরোপ করবে। তবে অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন ব্যক্তিরা মনে করেন যে, ইহার দ্বারা উদ্দেশ্য আরশের ওপর নূরের গম্বুজে 'হাকিকতে মুহাম্মদীয়া' সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা দৃশ্যমান আর পৃথিবীর সকল ফুয়ূযাত তাঁরই মাধ্যমে লাভ করা যায়। انما انا قاسم والله المعطى 'আমি বন্টনকারী আর আল্লাহ দাতা।' অহীর অবতরণও একটি প্রকাশ্য ফয়য। এটাও প্রথমে আল্লাহর তরফ থেকে হাকিকতে মুহাম্মদীয়ার ওপর অবতীর্ণ হয়। আরশের ওপরে নূরের গম্বুজ বিদ্যমান হাকিকতে মুহাম্মদীয়া হযরত জীব্রাঈল (আ)'র ওপর ঐশী বাণী ঢেলে দেন। হযরত জীব্রাইল (আ) তো যমীনে বিদ্যমান মুহাম্মদী সত্ত্বার নিকট পৌছায়ে থাকেন। এ অর্থ গ্রহণ করলে নাউযুবিল্লাহ কুফরী তো দূরের কথা গোমরাহী ও হবে না। এ ঘটনা অবশ্যই অবাস্তব যে, হযরত জীব্রাঈল (আ), অহী নিয়ে

এসেছেন আর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা) অমনযোগী ছিলেন। জীব্রাঈলের অহীর দিকে তিনি তাকাননি তা হতে পারে না। নবীতো অহীর প্রতি এতই আশক্ত ছিলেন যে, কয়েকদিন অহী অবতরণ বন্ধ হয়ে গেলে তিনি পাহাড় থেকে লাফ দিতে চাইতেন। হযরত জীব্রাঈল সত্তর এসে নবীকে সান্তনা দিয়ে বলতেন- ইয়া রাসুলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা! আল্লাহর শপথ, আপনি আল্লাহর রাসুল, আপনাকে আল্লাহ ধবংস করবেন না। ঐশী বাণী অবশ্যই আসবে। এ হাদীস শরীফ খানা হযরত উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়িশা (রা) থেকে ইমাম বুখারী (রহ) বর্ণনা করেছেন। মুহাম্মদী সত্ত্বা অহীর প্রতি অত্যন্ত আশক্ত হওয়া সত্ত্বেও অহীর প্রতি না তাকিয়ে ওয়াজ-নসীহতে লিপ্ত থাকা অযোক্তিক। হাকিকতে মুহাম্মদীর ওপর অহী পৌছে যাওয়ার কারণে মুহাম্মদী সত্ত্বা তা থেকে অমুখাপেক্ষী হওয়া কখনো হতে পারে না। অহীর সংরক্ষণে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এত বেশী চেষ্টা করতেন যে, হযরত জীব্রাঈল (আ)'র সাথে সাথে তিনি জপ্ত করতেন- যাতে কোন অক্ষর ও বাদ না যায়। এ মর্মে আল্লাহ তায়ালা কোরানে ইরশাদ করেছেন- لاتحرك به لسانك لتعجل به ان علينا جمعه وقرانه 'তড়িগড়ি শিখে নেয়ার জন্য আপনি দ্রুত অহী আবৃত্তি করবেন না। এর সংরক্ষণ করা ও পাঠ আমার দায়িত্বে।'

খোদায়ী ঐশী বাণীর চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কোন ওয়াজ নসীহত হতে পারে? (তুলনা যোগ্য নয় তারপরও) কোন পরাক্রমশালী সম্মানিত বাদশা প্রিয় ব্যক্তিকে প্রধানমন্ত্রীর নিকট কানুন সম্বলিত কোন চিঠি নিয়ে পাঠালেন আর প্রধানমন্ত্রী বাদশার ফরমানের দিকে মনোনিবেশ না করে প্রজাদের সাথে কথায় লিপ্ত থাকলে তা হবে বাদশার ফরমানকে হালকা মনে করা। নাউযুবিল্লাহ! তাতো রাসুলের ক্ষেত্রে একেবারে অসম্ভব। মোদ্দাকথা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা হাকিকতে মুহাম্মদীয়া অনুপাতে আমাদের আলোচনার চেয়ে বহুগুন মর্যাদাবান এবং অনেক মরতবার উপযোগী। তবে এ ঘটনাটি বাতিল ও ভুল। তা বর্ণনা করা হারাম। এটা প্রত্যাখ্যানযোগ্য।

জরুরী সতর্কতাঃ

'দালীলুল ইহসানে যে ইবারত প্রশ্নে উত্থাপন করা হয়েছে স্বয়ং সে ইবারতে صلى الله عليه وسلم এর স্থানে صلعم লেখা হয়েছে। তা মোটেই জায়েয নেই। এটা সাধারণ মানুষতো দূরের কথা চৌদ্দশত বৎসরের বড় বড় বিজ্ঞ ও মহাপুরুষদের মাঝে প্রসারিত হয়েছে। কেউ عليه الصلوة والسلام এর পরিবর্তে কেউ ؐ কেউ صلم কে صلعم বা ؑ লিখে থাকে। সামান্য কালি, এক আঙ্গুল কাগজ বা এক সেকেন্ড সময় বাঁচানোর জন্য কতই বঞ্চিত ও হতভাগ্য হয়ে যায়। ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী (রহ) বলেছেন- যে ব্যক্তি দরূদ শরীফকে প্রথমে সংক্ষেপ করেছিল তার হাত কর্তন করা হয়েছে। আল্লামা সৈয়দ তাহত্বাভী (রহ) হাশিয়ায়ে দুররুল মুখতার-এ বলেছেন,

ফাতওয়ায়ে তাতার খানীয়া থেকে বর্ণিত من كتب عليه السلام بالهمزه والميم يكفره لانه تخفيف وتخفيف الانبياء كفر 'যে ব্যক্তি عليه السلام কে ءم লিখে তাকে কাফির বলা হবে কেননা তা হেয় করা আর নবীদেরকে হেয় করা কুফরী। যদি নাউযুবিল্লাহ! হেয় প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যে হয় তাহলে অবশ্যই নির্ঘাত কুফরী। অলসতা ও অজ্ঞতা বশতঃ এমন করলে উপরোক্ত বিধানের আওতায় পড়বে না। তবে অবশ্যই তা যে বরকতহীন, বদকিসমত ও দূর্ভাগ্য এতে কোন সন্দেহ নেই। আমি বলছি এটা প্রকাশ্য যে, القلم احدى اللسانين 'কলম এক রসনা' صلى الله عليه وسلم এর জায়গায় অর্থহীন صلعم লেখা তা যেন নবীজির নাম শুনে দরূদ না পড়ে الم غلم উচ্চারণ করা।

আল্লাহ তায়ালা বলেছেন- فبدل الذين ظلموا قولا غير الذى قيل لهم فانزلنا على الذين على الذين ظلموا زجزا من السماء بما كانوا يفسقون- 'যারা অন্যায় করেছিল তারা তাদেরকে যা বলা হয়েছিল তার পরিবর্তে অন্য কথা বলল। অনাচারীদের প্রতি আমি আসমান থেকে শাস্তি প্রেরণ করলাম তাদের কুকর্মের কারণে।' বণী ঈসরাঈলদেরকে বলা হয়েছিল قولوا حطة 'তোমরা বল- আমাদের গুণাহ ক্ষমা করুন।' তৎপরিবর্তে তারা বলেছিল حنطة 'গম দিন।' এটিতো অর্থবোধক ছিল। এখানে তো আল্লাহ একটি নে'মাতের উল্লেখ করতঃ নির্দেশ করছেন- يايها الذين امنوا صلو عليه وسلموا تسليما 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা নবীর ওপর দরূদ সালাম প্রেরণ কর।'

اللهم صلى وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه ابدا 'ওয়াজিব কিংবা মুবাহ যেভাবে হোক প্রত্যেক বার নবীর নাম শুনলে, মুখে উচ্চারণ করলে কিংবা কলম দ্বারা লিখতে এ বিধান প্রযোজ্য। লেখাতে হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা'র নাম মোবারক আসলে صلى الله عليه وسلم লেখার বিধান রয়েছে। এরই পরিবর্তে অর্থহীন صلعم - صللم - - ع م লিখলে তার পরিণামে আল্লাহর গযব নাযিল হওয়ার কি ভয় করে না? আলইয়াযু বিল্লাহি রাব্বিল আলামীন। এটা দরূদের বিষয় যা হালকা মনে করলে কুফরী হবে। তাঁর নিম্নস্তরের সাহাবা ও আউলিয়া কেরামের নাম মোবারকে رضى الله تعالى عنه এর পরিবর্তে রা লিখলে ওলামা কেরাম মাকরূহ এবং বঞ্চিত ব্যক্তির লক্ষণ বলেছেন। আল্লামা সৈয়দ তাহত্বাভী বলেছেন- يكره الرمز بالترضى بالكتابة بل يكتب ذالك كله بكماله লেখার সময় রাদিয়াল্লাহুকে ইশারায় লেখা মাকরূহ বরং তা পূর্ণাঙ্গভাবে লিপিবদ্ধ করতে হবে। ইমাম নববী শরহে মুসলিম শরীফে বলেছেন- ومن اغفل هذا حرم خيرا عظيما وفوت فضلا جسيما 'যে উহা থেকে গাফেল হয় সে বড় কল্যান থেকে বঞ্চিত এবং মহা অনুগ্রহ হারিয়েছে।' নাউযুবিল্লাহ! অনুরূপভাবে رحمة الله عليه تعالى বা قدس سرّه এর পরিবর্তে ق কিংবা রহ লেখা

www.AmarIslam.com

বোকামী ও বরকতহীন। এ সব বিষয় থেকে বিরত থাকা উচিত। আল্লাহ তায়ালা নেক কাজ করার সুযোগ দান করুন। আমিন! আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত।

প্রশ্ন-ছিচল্লিশতম ও সাতচল্লিশতমঃ

নিম্নলিখিত পংক্তিগুলো ঠিক আছে কিনা?

روبروئے احمد کے ہم کو۔ خوش وسیلہ أج تم ہو

خادموں میں ہم کو سجھو ۔ المدد یاعبد القادر

تم شب معراج اکر ۔ دوش بر پائے پیمبر

لے چڑھے عرش بریں پر۔ المدد یاعبد القادر

উত্তরঃ প্রথমোক্ত দু'টি পংক্তি খুবই অর্থবহ। হযরত সায়্যিদুনা গাউছে আযম (রাদি) বলেছেন- اذا سألتم الله حاجة فاسئلوه بى 'তোমরা আল্লাহর নিকট কোন হাজতের জন্য দোয়া করলে তখন আমার অসীলা নিয়ে দোয়া কর।' আরো বলেছেন-

من استغاث بى فى كربة كشفت عنه ومن نادى باسمى فى شدة فرجت عنه 'যে ব্যক্তি কোন বিপদে আমার সাহায্য চাইবে সে বিপদমুক্ত হয়ে যাবে এবং যে কঠিন মুহূর্তে আমার নাম ধরে ডাকবে সে সংকট মুক্ত হয়ে যাবে।' এ উক্তিদ্বয় ইমাম আবুল হাসান (কুদ্দিসা ছিঃ) বাহজাতুল আসরার শরীফে এবং অন্যান্য ওলামা কেরাম তাঁদের স্বরচিত কিতাবে বর্ণনা করেছেন। ولله الحمد

পরবর্তী পংক্তিদ্বয়ে ভুল রয়েছে। 'তাফরীহুল খাতির' ইত্যাদি কিতাবে আছে- হুযুর আকদাস সায়্যিদে আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা মীরাজের রাত্রিতে হুযুর গাউছে আযম (রা)'র কাঁধ মোবারকের ওপর কদম শরীফ রেখে বুরাকের ওপর আরোহন করেছিলেন। কারো বর্ণনায় পাওয়া যায় যে, আরশের ওপর আরোহনের সময় হুযুর আকদাস সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা তাঁর কাঁধের ওপর ভর করেছিলেন। এ বর্ণনাতো সঠিক নয় যে, গাউছে পাক (রা) রাসূলের কদম শরীফ কাঁধে নিয়ে মীরাজের রাত্রিতে স্বয়ং আরশে গিয়েছিলেন। পংক্তিদ্বয় নিম্নরূপ হলে রেওয়ায়াত মোতাবেক হতো।

تہا تمہارا دوش اطہر ۔ زینۃ پائے پیمبر

جب گئے عرش بریں پر ۔ المدد یاعبد القادر

'আপনার পবিত্র স্কন্ধ নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা'র কদম শরীফের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করেছিল যখন তিনি আরশ আযীমে তাশরীফ নিয়েছিলেন। হে আব্দুল কাদির (রা)! সাহায্য করুন। পংক্তিদ্বয় এরূপ হলে ব্যাপকার্থ প্রদান করে। جب گئے এর দ্বারা যে সময় বা যে রাত্রি উভয়টি বুঝায়। এর মধ্যে প্রথম অবস্থা ও প্রবিষ্ঠ হয়। পংক্তি

www.AmarIslam.com

অংশ المددیا غوث اعظم হলে আরো উত্তম হতো। স্বয়ং নাম দিয়ে আহবান করার পরিবর্তে উপাধি দিয়ে আহবান করা বহুল প্রচলিত। یاعبد القادر এর মধ্যস্থিত লামে তা'রীফও আনতে হয় না; যাতে তাক্তী (تقطیع) ঠিক থাকে। والله تعالی اعلم

প্রশ্ন- আটচল্লিশতমঃ

আফ্রিকা দেশে কোন কোন স্থানে এ প্রচলন রয়েছে যে, কোন কন্যার মা-বাপ দশ বা বিশটি প্রাণী বা তৎসম মূল্য নিয়ে স্বীয় কন্যাকে অপর ব্যক্তির কাছে সোপর্দ করে দেয়। এটা সাধারণ রেওয়াজ হয়ে গেছে। ঐ কন্যার মা-বাপ মুসলমান আবার কতেক কাফেরও। যায়েদ ঐ কন্যাকে বিয়ে করতে পারবে কিনা? যায়েদ বলেছে- ঐ কন্যা যদি ক্রয়কৃত বাঁদী হয় তাহলে তার সাথে বিয়ের প্রয়োজন নেই। যায়েদের বক্তব্য কি সত্য না শরীয়ত বিরোধ। বিয়ে ব্যতীত ঘরে রাখলে যে সন্তান হবে তা অবৈধ হবে কিনা? এখানে গোলাম বাঁদী ক্রয়-বিক্রয়েরও প্রচলন নেই। যেমন ভারত বর্ষে হিন্দুরা কন্যা দিয়ে দু'হাজার বা ততোধিক গ্রহন করে এখানেও সেরূপ প্রচলন রয়েছে।

উত্তরঃ যায়েদ ভুল বলেছে। প্রথমতঃ খন্ডন শুরু করছি। প্রশ্নে ইঙ্গিত রয়েছে যে, উহার দ্বারা ক্রয়-বিক্রয় উদ্দেশ্য নয়। তাইতো কেউ এত টাকা দিয়ে কন্যাকে বিক্রি করেছি বা এরা গোলাম বয়াদী বলা হয় না। বরং এটা এক ধরনের রসম হয়ে গেছে যে, কন্যা দাতাকে উপহার স্বরূপ এত দেয়া হবে- যেরূপ ঠাকুর ও মুশরিকদের মাঝে প্রচলিত। দ্বিতীয়তঃ যদিও মেনে নেয়া হয় যে, সেটা ক্রয়-বিক্রয়। এমনকি ক্রয়-বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে আমি বিক্রয় করলাম এবং আমি ক্রয় করলাম বলে এবং সে কাফির হারবীও হয় তারপরও সে শরীয়তের দৃষ্টিতে বয়াদী হতে পারে না। কাজেই বিয়ে ব্যতীত হালাল হবে না। স্বাধীনা মহিলার ক্রয়-বিক্রয় মূলে অবৈধ। বাতিল হওয়াতে তা মূলতঃ শুদ্ধ হয়নি। তাই সম্পর্ক বৈধতায় কোন প্রভাব পড়ে না। বিয়ে ছাড়া ঘরে রাখলে যেনা হবে এবং সন্তান অবৈধ। 'আশবাহ' কিতাবে আছে الحرلایدخل تحت الید 'স্বাধীন ব্যক্তি কারো কবজায় প্রবিষ্ঠ হয় না।' হেদায়াতে بیع المیتة والدم والحرباطل لانهالیست اموالا فلاتکون محلا للبیع 'মৃত, রক্ত এবং আযাদ ব্যক্তির বেচাকেনা বাতিল। কেননা তা মাল নয় বিধায় বেচা কেনার উপযুক্ত নয়।' তাতে আরো রয়েছে- والباطل لایفید ملك التصرف 'বাতিল বেচাকেনা ক্ষমতা প্রয়োগের ফায়দা দেয় না।' 'যহিরীয়্যা' কিতাবে রয়েছে- اهل الحرب احرار 'হারবীরা স্বাধীন।' রাদ্দুল মুহতারে আছে-

هم ارقاء بعد الاستیلاء علیهم اما قبله فاحرار لمافی الظهیریة وفی المحیط دلیل علیه منیة المفتی

'হারবীরা ক্ষমতাধীন হওয়ার পর গোলাম আর পূর্বে স্বাধীন। যহিরিয়্যাতে অনুরূপ রয়েছে এবং মুহীত কিতাবে দলীলসহ বর্ণিত আছে।' নাহরুল ফায়েক এবং ইবনে আবেদীনে রয়েছে-

باع الحربی هناك ولده من مسلم لایجوزولو دخل دارنا بامان مع ولده فباع الولد لا یجوز فی الروایات والوالجیه ۔

'দারুল হারবে কাফির হারবী মুসলমানের নিকট তার সন্তানকে বিক্রি করা জায়েয নেই। যদিও আমাদের দেশে তার সন্তানসহ নিরাপত্তার সাথে প্রবেশের পর সন্তানকে বিক্রি করে। ঐকমত্যের ভিত্তিতে তা জায়েয হবে না। ওয়ালিজিয়্যা, ত্বাহত্বাবী এবং শামীতে উল্লেখ আছে-

لان فی اجازة بیع الولد نقص امانه

'কেননা সন্তান বিক্রির অনুমতির ক্ষেত্রে নিরাপত্তার বিঘ্ন সৃষ্টি হয়।' সে কাফির যদি হারবী হতো এবং অমুসলিম অধ্যুষিত শহরে মুসলমানের হাতে বিক্রি করতো। মুসলমান জবরদস্তিমুলক ভাবে তাকে কাফিরদের করায়ত্ব থেকে বের করতঃ ইসলামী রাজ্যে নিয়ে আসলে তখন শরীয়তের দৃষ্টিতে মালিক হবে। তা বিক্রির অজুহাতে নয় বরং ব্যাপকর্থের কারণে। মুহীত, জামেউর রুমূয, দুররু মুন্তাকা এবং রাদ্দুল মুহতার-এ রয়েছে,

دخل دارهم مسلم بامان ثم اشتری من احدهم ابنه ثم اخرجه الی دارنا قهرا ملکه وهل یملکه فی دارهم خلاف والصحیح لا

'কোন মুসলমান নিরাপত্তা নিয়ে দারুল হারবে প্রবেশ করতঃ সেখানকার কারো সন্তান ক্রয়- করত জবরদস্তিমূলক ভাবে দারুল হারবে মালিক হবে কিনা সে বিষয়ে মতানৈক্য বিদ্যমান। সঠিক অভিমত হল মালিক হবে না।' আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত।

প্রশ্ন- উন্‌পঞ্চাশতমঃ

যায়দ এক মহিলাকে পঞ্চাশ রুপিয়া মহর ধায্যে বিয়ে করল। দু'বা তিন বছরের শর্তে। এ বিয়ে জায়েয হবে কিনা? উক্ত সময়ে মহর পরিশোধ করতে হবে কি না? ঐ সময়ে তালাক প্রাপ্তা হবে কিনা? যদি অতিরিক্ত সময় ঐ মহিলাকে রাখতে চায় তাহলে পুনরায় বিয়ে করতে হবে কিনা?

উত্তরঃ যে বিয়েতে নির্দিষ্ট সময়ের শর্তারোপ করা হবে তা বাতিল। যথাঃ পুরুষ বলল আমি তোমাকে দু'বছর বা দশ বছর কিংবা এক দিনের জন্য বিয়ে করেছি। মহিলা বলল- আমি কবুল করেছি। অথবা মহিলা কোন মুসাফিরকে সম্বোধন করে বলল যত দিন তুমি এখানে অবস্থান করবে ততদিনের জন্য আমি তোমাকে বিয়ে করলাম। পুরুষ তা গ্রহণ করল। এ ধরনের বিয়ে বাতিল, ফাসিদ-তা ভঙ্গ করা আবশ্যক। এ সব নর-নারীর তৎক্ষণাৎ পৃথক হয়ে যাওয়া আবশ্যক। বিচারক অবগত হলে শক্তি প্রয়োগ করতঃ পৃথক করে দেবেন। সহবাসের পূর্বে পৃথক হলে মহর ওয়াজিব নয়; অন্যথা উক্ত মহিলাকে মহর মিছিল দিতে হবে। ধায্যকৃত পরিমাণের চেয়ে বেশি দেবে না। যেমন পঞ্চাশ রূপিয়া ধায্যকৃত হওয়া অবস্থায় ঐ মহিলার মহর মিছলে তা হোক বা অতিরিক্ত হোক পঞ্চাশ রূপিয়াই প্রদান করা হবে। মহরে মিছলের চেয়ে কম হলে, সে পরিমাণই দেয়া হবে

যদিও তা তিন রূপিয়া হয়; পঞ্চাশ রূপিয়া প্রদান করা হবে না। তালাকতো হয় শুদ্ধ বিয়েতে। এখানে ভঙ্গ ধরে নেয়া হবে। যদিও তালাক শব্দ প্রয়োগ করা হয়। সত্বর ভঙ্গ করা ওয়াজিব। ভঙ্গ না করার পর্যন্ত ওয়াজিব বহাল থাকবে। মিয়াদপূর্ণ হোক বা না হোক কিংবা উত্তীর্ণ হোক। মিয়াদপূর্ণ হলেও তা আপনাপনি ভঙ্গ হবে না। যখনই ইচ্ছা তা বর্জন করতঃ সঠিক বিয়েতে আবদ্ধ হতে পারে মিয়াদের পূর্বে হোক বা পরে হোক; শুদ্ধ বিয়ে ব্যতীত হারাম থেকে বাঁচার কোন উপায় নেই। মুল আকদে নিকাহতে নির্দিষ্ট সময়ের শর্তারোপ করা হলে উপরোক্ত হুকুম হবে। তবে যদি নির্দিষ্ট সময়ের শর্তারোপ করা না হয়, তবে অন্তরে থাকে যে, এত দিনের জন্য করছি তারপর ছেড়ে দেব। অথবা আকদে নিকাহ্র সময় নির্দিষ্ট সময়ের পর তালাক দেয়ার শর্তারোপ করা হয়েছে। যেমন পুরুষ বলল নির্দিষ্ট সময়ের পর তালাক প্রদানের শর্তে তোমাকে বিয়ে করেছি অথবা প্রথমে নির্দিষ্ট দিনের জন্য বিয়ে করার আলোচনা হল। এরপর বিয়ে হয়েছে শর্তবিহীন। এসব পদ্ধতিগুলোতে বিয়ে শুদ্ধ হবে। বিয়ের সময় যে পরিমাণ মহর নির্ধারণ করা হয়েছে স্বামীর ওপর তা আবশ্যক হবে। সে মিয়াদ আসলেও তালাক হবে না যতক্ষণ স্বেচ্ছায় তালাক দেবে না। মিয়াদ পার হয়ে গেলেও মহিলাকে সে বিয়েতে অধিষ্ঠিত রাখা হবে।

দুররুল মুখতার-এ আছে بطل نكاح متعة وموقت وان جهلت المدة اوطالت فى الاصح وليس منه مالونكحها على ان يطلقها بعد شهر اونوى مكثه معها مدة معينة

'নিকাহে মুতা' এবং সাময়িক বিয়ে বাতিল যদিও সময় অজ্ঞাত থাকে বা দীর্ঘ হয় এটা বিশুদ্ধতম অভিমত। কেউ যদি কোন মহিলাকে এক মাস পর তালাক দেয়ার শর্তে বিয়ে করে বা ঐ মহিলার সাথে নির্দিষ্ট সময় সহাবস্থান করার নিয়ত করলে অসুবিধা হবে না।'

হেদায়াতে রয়েছে,

النكاح الموقت باطل وقال زفرصحيح لازم لان النكاح لايبطل بالشروط الفاسدة ولناانه الى بمعنى المتعة والعبرة فى العقود للمعانى۔

'সাময়িক বিয়ে বাতিল। ইমাম যুফার (রাঃ) বলেছেন ছহী সাব্যস্ত। কেননা বিয়ে শর্তে ফাসেদ দ্বারা বাতিল হয় না। আমাদের দলীল নির্দিষ্ট সময়ের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার অর্থ হল মুতা'। আকদের মধ্যে অর্থই গ্রহণযোগ্য। মুজতবা, বাহর এবং রাদ্দুল মুহতার -এ আছে,

كل نكاح اختلف العلماء فى جوازه كالنكاح بلا شهود فالدخول فيه موجب للعدة

'প্রত্যেক বিয়ে যা জায়েয হওয়ার ব্যাপারে ওলামা কেরামের মধ্যে মতানৈক্য। যেমন সাক্ষ্য ছাড়া বিবাহ, এ সব বিয়েতে সহবাস পাওয়া গেলে ইদ্দত পালন করা ওয়াজিব। দুররুল মুখতার এ বর্ণিত,

يجب مهر المثل فى نكاح فاسد بالوطء فى القبله لاغيره كالخلوط لحرمة وطيها ولم يزد على المسمى لرضاها بالحط لوكان دون المسمى لزم مهر المثل لفساد التسميه بفساد العقد ويثبت لكل منهما فسخه ويجب على القاضى التفريق بينهما وتجب العدة بعد الوطء من وقت التفريق اومتاركه الزوج۔

'যৌনাঙ্গে সহবাস করার কারণে ফাসেদ বিয়েতে মহরে মিছল ওয়াজিব। সহবাস করা অবৈধ হওয়াতে যৌনাঙ্গ ব্যতীত অন্যস্থানে মেলামেশা করলে মহরে মিছল ওয়াজিব হবে না। উল্লেখিত (নির্ধারিত) পরিমানের ওপর মহর দেবে না মহিলা মহর ঘাটতিতে রাজী থাকার কারণে। মহরে মিছল যদি পরস্পর উল্লেখ করা মহরের চেয়ে কম হয় তাহলে মহরে মিছল ওয়াজিব। আকদ ফাসেদ হওয়ার কারণে উল্লেখ করা মহরও ফাসেদ হয়ে যাবে। নর-নারী উভয়ের জন্য আকদ ভঙ্গ করার অধিকার রয়েছে। কাজীর দায়িত্ব হল উভয়ের মধ্যে আলাদা করে দেয়া। সহবাসের পরে পৃথকতা সৃষ্টি করলে পৃথকতার সময় থেকে বা স্বামী পরিত্যাক্ত হওয়া থেকে ইদ্দত পালন করবে। والله تعالى اعلم

প্রশ্ন- পঞ্চাশতমঃ

কোন কাফিরের কন্যা ঈমান আনার পর বিয়ের সময় তার কাফির পিতার নাম উল্লেখ করা হবে, না অন্য কাউকে তার পিতা সাব্যস্ত করা হবে? নাকি আদম (আঃ)'র নাম ফুলান বিনতে আদম বলে উল্লেখ করা হবে? কেননা তিনিই তো সকলের পিতা।

উত্তরঃ যদি মহিলা বিয়ে অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকে আর আকদের সময় তার দিকে ইঙ্গিত করা হয় যেমন বিবাহকারী বলল- আমি এই মহিলাকে এ পরিমাণ মহরের ভিত্তিতে বিয়ে করলাম। মহিলা বা তার ওকিল বা অভিভাবক তথা মুসলমান ভাই কবুল করল। অথবা মহিলার ওকিল বা অভিভাবক বিবাহকারীকে বলল আমি এই মহিলাকে এ পরিমাণ মহরের ভিত্তিতে তোমার বিয়েতে সোপর্দ করলাম আর সে বলল আমি গ্রহণ করলাম। এ পদ্ধতিতে মহিলার নাম নেয়ার প্রয়োজন নেই। যেমন সামনাসামনি ঈজাব-কবুল করা। স্বামী বা তার ওকিল বা অভিভাবক মহিলাকে উদ্দেশ্য করে বলল-আমি তোমাকে আমার নিজের বা অমুকের ছেলে অমুকের সাথে বিয়ে দিয়েছি। মহিলা তা গ্রহণ করেছে। অথবা মহিলা বলল- আমি নিজ স্বত্ত্বাকে তোমার বা অমুকের ছেলে অমুকের সাথে বিয়ে দিয়েছি। স্বামী বা ওকিল বা অভিভাবক কবুল করেছে। উত্তম পুরুষ বা মধ্যম পুরুষের সর্বনাম ব্যবহার করলে নাম উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই। যদি এ সব প্রক্রিয়ায় মহিলার পিতা বা মহিলার নামও ভুল হয় তবু বিয়ের ক্ষেত্রে কোন সমস্যা হবে না। সে আলাপকারিনী, সম্বোধিতা বা ইঙ্গিতকৃতা মহিলার সাথে বিয়ে সম্পন্ন হবে। উদাহরণ স্বরূপ মহিলা লায়লা বিনতে যায়েদ বিন আমর। বিবাহকারী তাকে বলল- হে সালমা বিনতে বকর বিন খালেদ! আমি তোমাকে বিয়ে করলাম। লায়লা বা ওকিল বা অভিভাবক কবুল করল। অথবা লায়লা বলল আমি সায়ীদাহ বিনতে সায়িদ বিন মাসউদ

নিজ স্বত্ত্বাকে তোমার সাথে বিয়ে দিলাম আর বিবাহকারী কবুল করেছে। অথবা লায়লা বৈঠকে উপস্থিত থাকাবস্থায় ওকিল বা অভিভাবক তার দিকে ইঙ্গিত করে বলল- এই হামিদা বিনতে হামিদ মাহমুদ নাম্মী মহিলাকে আমি তোমার কাছে নিকাহ দিলাম অথবা বিবাহকারী বলল- আমি রশীদ বিনতে রশীদ বিন কাশেমকে আমার বিবাহে আবদ্ধ করেছি। অপর পক্ষ কবুল করেছে। এ সব অবস্থায় লায়লার বিয়ে হয়ে গেছে; যদিও তার এবং তার বাপ-দাদা সকলের নাম ভুল করে। তবে যদি মহিলা সম্বোধিতা বা আলাপকারিনী বা বৈঠকে উপস্থিত থাকা অবস্থায় তার দিকে ইঙ্গিত না হয় তাহলে অবশ্যই তাকে নির্দিষ্ট করা প্রয়োজন হয়ে পড়বে। এ নির্দিষ্টকরণ অধিকাংশ তার নিজ নাম এবং পিতার নাম দ্বারা নির্ণয় করা হয় সেখানে দাদার নামোল্লেখ প্রয়োজন নেই। এমতাবস্থায় আবশ্যক হল তার সে বাপ-দাদার নাম উল্লেখ করা- যার থেকে সে জন্ম লাভ করেছে। অপরের নাম নিলে বা অনির্দিষ্টভাবে বিনতে আদম বললে বিয়ে হবে না। তার বাপ-দাদা কাফির হলেও বিয়ের সময় বংশ পরিক্রমা বর্ণনা করতে বাঁধা নেই। যেমন হযরত সায়্যিদুনা ইকরামা (রাঃ) কে আবু জেহেলের ছেলে বলা হতো। যদিও আবু জেহেল কট্টর কাফির, খোদার দুশমন ছিল। ইকরামা (রাঃ) হলেন সম্মানিত সাহাবী ইসলামী সেনাপতি যার খাতিরে রাসূলে মাকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা আবু জেহেলকে জান্নাতে এক থোকা আঙ্গুর প্রদান করবেন অথচ বেহেশতের সাথে তার কোন প্রকার সম্পর্ক থাকা আশ্চর্যের বিষয়। এ সম্পর্কের একমাত্র সূতিকা বন্ধন হযরত ইকরামা (রাঃ)। খাত্তাব, আফফান এবং আবু তালেব মুসলমান না হওয়া সত্ত্বেও ওমর বিন খাত্তাব, ওসমান বিন আফফান এবং আলী বিন আবী তালেব (রাঃ) বলা হয়। তা يخرج الحى من الميت و يخرج الميت من الحى (তিনি মৃত থেকে জীবিত এবং জীবিত থেকে মৃত সৃষ্টি করেন) আয়াতের বাস্তবতা। তানবীরুল আবছার ও দুররুল মুখতার এ বর্ণিত-

غلط وكيلها بالنكاح فى اسم ابيها بغير حضورهالم يصح للجهالة وكذالوغلط فى اسم بنته الااذاكانت حاضرة واشار اليها فيصح

'মহিলা আক্‌দ অনুষ্ঠানে উপস্থিত না থাকা অবস্থায় ওকিল তার পিতার নামে অজ্ঞতাবশতঃ ভুল করলে বিয়ে শুদ্ধ হবে না। তার কন্যার নামে ভুল করলে অনুরূপ। তবে যদি উপস্থিত থাকে এবং তার দিকে ইঙ্গিত করা হয় তাহলে বিয়ে শুদ্ধ হবে।' রাদ্দুল মুহতার এ বর্ণিত,

لان الغائب يشترط ذكراسمها واسم ابيها وجدها واذاعرفها الشهوديكفى ذكراسمها فقط لان ذكر الاسم وحده لا يصرفها عن المراد الى غيره بخلاف ذكر الاسم منسوبا الى اب اخرفان فاطمة بنت احمد لاتصدق على فاطمة بنت محمد وكذا يقال فيما لوغلط فى اسمها الااذاكانت حاضرة فانها لو كانت

مشارا اليها وغلط فى اسم ابيها اواسمها لا يضرلان تعريف الاشارة الحسية اقوى من التسمية لما فى التسميه من الاشتراك العارض فتلغوالتسمية عندها كما لو قال اقتديت بزيد هذا فاذا هو عمر وفانه يصح

'কেননা অনুপস্থিত মহিলার নাম এবং তার বাপ-দাদার নাম উল্লেখ করা শর্ত। সাক্ষীরা তাকে চিনলে শুধু তার নাম উল্লেখ করা যথেষ্ট। কেননা শুধু নাম উল্লেখ করলে লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় না। অন্য-পিতার দিকে সম্পর্কিত করে নাম উল্লেখ করাটা তার বিপরীত। কেননা আহমদের মেয়ে ফাতিমা মুহাম্মদের মেয়ে ফাতেমার ওপর প্রযোজ্য হয় না। অনুরূপ হুকুম হবে যদি মহিলার নামে ভুল করে। তবে যখন সে মহিলা উপস্থিত থাকে এবং তার দিকে ইঙ্গিত করা হয় তখন তার পিতা ও তার নামে ভুল করলে কোন অসুবিধা হবে না। কারণ ইন্দ্রিয় ইঙ্গিত দ্বারা পরিচয় দেয়া নাম উল্লেখের চেয়ে শক্তিশালী। কেননা বাহ্যিকভাবে একই নামধারী অনেকে হতে পারে। তাই ইঙ্গিত পাওয়া গেলে নাম অগ্রাহ্য। যেমন কোন ব্যক্তি নামাযের নিয়ত করতে গিয়ে বলল- আমি এই যায়েদের পিছনে ইকতিদা করেছি বস্তুত সে আমর হলেও তার নিয়ত শুদ্ধ হবে। والله تعالى اعلم

প্রশ্ন- একান্নতমঃ

বর হানাফী মাযহাবের অনুসারী আর সাক্ষী শাফেয়ী পন্থী হলে বিয়ে শুদ্ধ হবে কিনা? যায়েদ বলেছে, এটা হবে না। বর হানাফী হলে ওকিল ও সাক্ষী প্রত্যেকে হানাফী হতে হবে। এ মাসআলার সমাধান কি?

উত্তরঃ যায়েদ মুর্খ, মনগড়া কথা বলেছে। বিয়ের ওকিল, সাক্ষী, কাজী অভিভাবক এবং স্ত্রী সকল শাফেয়ী বা মালেকী বা হাম্বলী কিংবা একেকজন একেক মাযহাবের অনুসারী বা হাম্বলী কিংবা ভিন্ন ভিন্ন মাযহাবের অনুসারী হলেও হানাফী মাযহাবের অনুসারী ব্যক্তির বিয়ে শুদ্ধ হবে। বর ব্যতীত অন্যরা তিনজন তিন মাযহাবের হলেও। চার মাযহাবপন্থী সকলে পরস্পর প্রকৃত ভাই তাদের মূল শরীয়ত এবং ইসলাম। ত্বাহতাভী আলাদ্দুররিল মুখতার এ রয়েছে-

هذه الطائفة الناجية قد اجتمعت اليوم فى مذاهب اربعة وهم الحنفيون والمالكيون والشافعيون والحنبليون رحمهم الله تعالى ومن كان خارجاعن هذه الاربعة فى هذا الزمان فهو من اهل البدعة والنار۔

এগুলো মুক্তিপ্রাপ্ত দল। বর্তমানে তারা চার মাযহাবে একত্রিত হয়েছে- তারা হানাফী, মালেকী, শাফেয়ী ও হাম্বলী। যারা বর্তমানে এ চারটি মাযহাবের বাইরে রয়েছে তারা বিদয়াতী ও দোযখী। মুসলিম মহিলার বিয়েতে সাক্ষী বদ মাযহাবী যেমন তাফযিলীপন্থী হলেও বিয়েতে কোন অসুবিধা হবে না। তবে যে সব সাক্ষীদের গোমরাহী কুফরও ধর্মচ্যুত হওয়া পর্যন্ত পৌছবে যথা-ওহাবী, রাফেযী, দেওবন্দী, নেছারী (প্রকৃতিবাদী),

গায়রে মুকাল্লিদ, কাদিয়ানী, চাকড়ালবী হলে অবশ্যই বিয়ে হবে না। যেহেতু মুসলিম মেয়ের বিয়ের ক্ষেত্রে দু'জন মুসলিম সাক্ষী শর্ত। তবে যদি মুসলমান কোন কাফির কিতাবী মহিলাকে বিয়ে করে তখন দু'জন কাফির সাক্ষী হলেও যথেষ্ট। ওকিল মুসলমান ও হানাফী হওয়া কোন অবস্থায় শর্ত নয়।

দুররুল মুখতারে রয়েছে,

شرط حضور شاهدين مسلمين لنكاح مسلمة ولو فاسقين وصح نكاح مسلم ذمية عند ذميين ولومخالفين لدينها.

'মুসলিম মহিলার বিয়ের জন্য দু'জন মুসলমান সাক্ষী উপস্থিত থাকা শর্ত, যদিও এ দু'জন ফাসিক হয়। দু'যিম্মীর উপস্থিতিতে এক যিম্মী মহিলার বিয়ে শুদ্ধ হয় যদিও মাযহাবগত পরস্পর ভিন্ন হয়।

বাদায়ে কিতাবে রয়েছে,

تجوز وكالة المرتدبأن وكل مسلم مرتد اوكذالوكان مسلما وقت التوكيل ثم ارتد فهو على وكالته الاان يلحق بدارالحرب فتبطل وكالته

'মুসলমান কোন মুরতাদকে ওকিল বানালে ঐ মুরতাদের ওকালতি বৈধ। অনুরূপ ওকিল বানানোর সময় মুসলমান ছিল পরে মুরতাদ হলে তার ওকালতি বহাল থাকবে। তবে সে যদি দারুল হারবে মিলে যায় তার ওকালতি বাতিল হয়ে যাবে। والله تعالى اعلم

প্রশ্ন- বায়ান্নতমঃ

যায়েদ ফরজ নামায আদায় করার সময় একই নামাযে দু'টি ওয়াজিব ছুটে যায়, উদাহরণ স্বরূপ আসরের নামায পড়তে গিয়ে প্রথমতঃ উচ্চ আওয়াজে কেরাত পড়াতে একটি ওয়াজিব পরিত্যক্ত হয়েছে আর প্রথম বৈঠকে 'আবদুহু ওয়া রাসুলুহু এর পর দরূদে ইব্রাহীম পাঠ করলে দ্বিতীয় ওয়াজিব বাদ পড়ে। এমতাবস্থায় একবার সাহু সিজদা দিলে উভয় ওয়াজিব আদায় হবে কিনা? নাকি নামায পুনরায় আদায় করতে হবে?

উত্তরঃ যদি একই নামাযে ভুলক্রমে দশটি ওয়াজিব বাদ পড়ে তবুও দু'টো সিজদা সাহুই যথেষ্ট। বাহরুর রায়েক-এ রয়েছে لوترك جميع واجبات الصلاة سهوالايلزمه الاسجدتان 'যদি ভুলক্রমে নামাযের সমস্ত ওয়াজিব বাদ পড়ে যায় তাহলে দু'টি সিজদাই আবশ্যক হয়।' والله تعالى اعلم

প্রশ্ন- তিপ্পান্নতমঃ

কতেক নামাযী অধিক নামায পড়ার কারণে নাক ও কপালে যে কাল দাগ হয় তার কারণে ঐ নামাযী কবরে ও হাশরে আল্লাহর রহমতের ভাগিদার হবে কিনা? যায়েদ বলেছে, যে ব্যক্তির অন্তরে হিংসার কাল দাগ থাকে সে অমঙ্গলে তার নাকে-কপালে কাল দাগ হয়ে যায়। যায়েদের এ উক্তি বাতিল কিনা?

উত্তরঃ আল্লাহ তা'আলা রাসুলের সাহাবা কেরামের প্রশংসায় বলেছেন- سيماهم فى وجوههم من اثر السجود 'তাদের চিহ্ন তাদের চেহারায় রয়েছে সিজদার নিশানা।' সাহাবা ও তাবেয়ীন থেকে উক্ত নিশানার ব্যাপারে চারটি অভিমত বর্ণিত আছে।

প্রথমঃ কিয়ামতের দিন সিজদার বরকতে তাদের চেহারায় সেই নূর প্রকাশ পাবে। এটা হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ, ইমাম হাসান বসরী, আতিয়া আওনী, খালিদ হানাফী এবং মুকাতিল বিন হায়য়ান (রাঃ) থেকে বর্ণিত।

দ্বিতীয়ঃ নম্র, বিনয়ী ও সদ্ব্যবহারের প্রভাব দুনিয়ার মধ্যে সালিহীনের চেহারায় বানোয়াট ব্যতীত প্রকাশিত পায়। তা হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস ও ঈমাম মুজাহিদের অভিমত।

তৃতীয়ঃ রাত্রি জাগরণ তথা কিয়ামুল লায়ল এর কারণে চেহারা হলুদ রং ধারণ করা, তা ইমাম হাসান বসরী, দ্বাহহাক, ইকরাম ও শেমর বিন আত্বিয়া থেকে বর্ণিত।

চতুর্থঃ তা হল অজুর পানির আদ্রতা ও মাটির প্রভাব যা জমিতে সিজদা করার কারণে নাকেও কপালে লেগে যায়। এটা ইমাম সাঈদ বিন জুবাইর ও ইকরামা (রাঃ) এর অভিমত। এ চারটি অভিমতের মধ্যে প্রথম দু'টি প্রনিধানযোগ্য ও শক্তিশালী। এ দু'টোর ব্যাপারে সরাসরি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার হাদিস বর্ণিত রয়েছে। তা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা থেকে হাসান সনদ দ্বারা সাব্যস্ত যা ইমাম তাবরানী (রাঃ) তার লিখিত মু'জামুল আওসাত ও ছগীর এবং ইবনে মারদূভীয়া হযরত ওবাই বিন কা'ব (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেছেন- রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা আল্লাহর বাণী سيماهم فى وجوههم من اثر السجود এর ব্যাপারে বলেছেন- النور يوم القيامة 'কিয়ামত দিবসের নূর' উদ্দেশ্য। তাইতো ইমাম জালালুদ্দীন মহল্লী (রাঃ) এ কথার ওপর সম্মতি জ্ঞাপন করেছেন।

আমি বলছি তৃতীয় অভিমতটি ঈষৎ দূর্বল। কপালের দাগ রাত্রি জাগরণের চিহ্ন, সিজদার চিহ্ন নয়। সিজদার উদ্দেশ্যে রাত্রি জাগরণ পাওয়া গেলে সঠিক হয়। চতুর্থ অভিমত একেবারে দূর্বল। অজুর পানি সিজদার চিহ্ন নয়। নামাযের পর কপালের মাটি ঝেড়ে ফেলার হুকুম রয়েছে। সিজদার চিহ্ন বা سيما হলে তাকে দূর করার বিধান আসতো না। মনে হয় ঐ অভিমত সাঈদ বিন জুবাইর হতে (রাঃ) সাব্যস্ত নয়। বস্তুতঃ কতেক মানুষের কপালে অধিক সিজদার কারণে যে কাল দাগ পড়ে নবীর হাদিসে তার ভিত্তি নেই। বরং হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস, সায়িব বিন ইয়াযিদ ও মুজাহিদ (রাঃ) এ ধরনের হাদিসকে অস্বীকার করেছেন। এ সম্পর্কে ইমাম ত্বাবরানী (রাঃ) তাঁর লিখিত মু'জামুল কবীরে এবং ইমাম বায়হাকী তাঁর সুনানে হযরত হামিদ বিন আব্দুর রহমান থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি সায়িব বিন ইয়াযিদ (রাঃ)'র নিকট উপস্থিত ছিলেন। এমতাবস্থায় এক ব্যক্তি আগমন করল যার চেহারার ওপর সিজদার দাগ ছিল। সায়িব (রাঃ) বলেছেন,

لقد افسد هذا وجهه اما والله ماهى السيماالتى سمى الله ولقد صليت على جبهتى منذثمانين سنة ماأثر السجود بينى عين -

'এ ব্যক্তি তার চেহারাকে পাল্টে দিয়েছে। খবরদার! আল্লাহর কসম, এটা সে চিহ্ন নয় যা আল্লাহ কুরআনে উল্লেখ করেছেন। নিশ্চয় আমার এ কপালে আমি আশি বছর নামায পড়েছি আমার কপালেতো দাগ পড়েনি। সাঈদ বিন মনছুর, আবদু ইবনে হামিদ, ইবনে নসর ও ইবনে জরীর (রাঃ) হযরত মুজাহিদ (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন যার বর্ণনা ভঙ্গি এরূপ-

حدثنا ابن حميد ثنا جريرعن منصور عن مجاهد فى قوله تعالىٰ سيماهم فى وجوههم من اثرالسجود قال هو الخشوع فقلت هو اثر السجود فقال انه يكون بين عينيه مثل ركبة العنزوهو كماشاء الله۔

ইমাম মুজাহিদ (রাঃ) বলেছেন, সেটা বিনয়। হযরত মনছুর (রাঃ) বললেন- আমি বললাম সেটা সিজদার চিহ্ন তিনি বললেন এটা কপালে ছাগলের গিরার জটের মত দেখায়। আল্লাহর যা ইচ্ছা সেরূপ হয়ে থাকে। এ ধরনের দাগ মুনাফিকের কপালেও পড়ে। হযরত ইবনে জরীর হযরত মুজাহিদ (রাঃ) এর বরাতে হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন,

امانه ليس بالذى ترون ولكنه سيماالاسلام ومجيته وسمته وخشوعة

'সাবধান! এটা সে চিহ্ন নয়, যা তোমরা মনে করছো। কিন্তু তা ইসলামের আলো, স্বভাব, চিহ্ন ও বিনয়। তাফসীরে খতীব শারবিনী ও ফতূহাতে সোলায়মানীতে রয়েছে-

قال البقاعى ولايظن ان من السيماما يصنعه بعض المرائين من اثرهيأة سجود فى جبهته فان ذالك من سيماالخوارج وعن ابن عباس عن النبى صلى الله عليه وسلم انه قال لا بغض الرجل واكرهه اذارأيت بين عينيه اثر السجود

'বুকায়ী বলেছেন সেটা কুরআনে বর্ণিত سيما বা চিহ্নের অন্তর্ভুক্ত নয় যা কতেক লৌকিকতা প্রদর্শনকারী তার কপালে সিজদার আকৃতিতে বানায়। নিশ্চয় তা খারিজীদের চিহ্ন। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা থেকে বর্ণনা করেছেন তিনি বলেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা বলেছেন, নিশ্চয় আমি সে ব্যক্তিকে ঘৃণা ও অপছন্দ করি যার কপালে সিজদার চিহ্ন দেখতে পায়।'

আমি বলব- আল্লাহই জানেন, এ বর্ণনাগুলোর অবস্থা। এ প্রমাণ্যতা মেনে নেয়া হলেও তা প্রযোজ্য হবে সেই ব্যক্তির ওপর যে লৌকিকতার উদ্দেশ্যে মাথা ও নাকের মাটি না ঝাড়ে। যাতে লোকেরা তাকে সিজদাকারী মনে করে। এ চিহ্নকে অস্বীকার করা মূলতঃ লৌকিকতার কারণে। অন্যথায় অধিক সিজদা অবশ্যই প্রশংসনীয়। কপালে দাগ পড়া বন্ধ করা বা দাগ দূর করা তার শক্তি নেই। স্বয়ংক্রিয়ভাবে দাগ পড়লে সেটাকে অন্য উদ্দেশ্যে বলা বা অস্বীকার ও তিরস্কার করার কোন জো নেই। বরং সেটা আল্লাহর পক্ষ

অংশ المدديا غوث اعظم হলে আরো উত্তম হতো। স্বয়ং নাম দিয়ে আহবান করার পরিবর্তে উপাধি দিয়ে আহবান করা বহুল প্রচলিত। ياعبد القادر এর মধ্যস্থিত লামে তা'রীফও আনতে হয় না; যাতে তাক্বতী (تقطيع) ঠিক থাকে। আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত।

প্রশ্ন- আটচল্লিশতমঃ

আফ্রিকা দেশে কোন কোন স্থানে এ প্রচলন রয়েছে যে, কোন কন্যার মা-বাপ দশ বা বিশটি প্রাণী বা তৎসম মূল্য নিয়ে স্বীয় কন্যাকে অপর ব্যক্তির কাছে সোপর্দ করে দেয়। এটা সাধারণ রেওয়াজ হয়ে গেছে। ঐ কন্যার মা-বাপ মুসলমান আবার কতেক কাফিরও। যায়দ ঐ কন্যাকে বিয়ে করতে পারবে কিনা? যায়দ বলেছে- ঐ কন্যা যদি ক্রয়কৃত বাঁদী হয় তাহলে তার সাথে বিয়ের প্রয়োজন নেই। যায়দের বক্তব্য কি সত্য না শরীয়ত বিরোধি। বিয়ে ব্যতীত ঘরে রাখলে যে সন্তান হবে তা অবৈধ হবে কিনা? এখানে গোলাম বাঁদী ক্রয়-বিক্রয়েরও প্রচলন নেই। যেমন ভারত বর্ষে হিন্দুরা কন্যা দিয়ে দু'হাজার বা ততোধিক গ্রহণ করে এখানেও সেরূপ প্রচলন রয়েছে।

উত্তরঃ যায়দ ভুল বলেছে। প্রথমতঃ খন্ডন শুরু করছি। প্রশ্নে ইঙ্গিত রয়েছে যে, উহার দ্বারা ক্রয়-বিক্রয় উদ্দেশ্য নয়। তাইতো কেউ এত টাকা দিয়ে কন্যাকে বিক্রি করেছি বা এরা গোলাম বাঁদী বলা হয় না। বরং এটা এক ধরনের রসম হয়ে গেছে যে, কন্যা দাতাকে উপহার স্বরূপ এত দেয়া হবে- যেরূপ ঠাকুর ও মুশরিকদের মাঝে প্রচলিত। দ্বিতীয়তঃ যদিও মেনে নেয়া হয় যে, সেটা ক্রয়-বিক্রয়। এমনকি ক্রয়-বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে আমি বিক্রয় করলাম এবং আমি ক্রয় করলাম বলে এবং সে কাফির হারবীও হয় তারপরও সে শরীয়তের দৃষ্টিতে বাঁদী হতে পারে না। কাজেই বিয়ে ব্যতীত হালাল হবে না। স্বাধীনা মহিলার ক্রয়-বিক্রয় মূলে অবৈধ। বাতিল হওয়াতে তা মূলতঃ শুদ্ধ হয়নি। তাই সম্পর্ক বৈধতায় কোন প্রভাব পড়ে না। বিয়ে ছাড়া ঘরে রাখলে যেনা হবে এবং সন্তান অবৈধ। 'আশবাহ' কিতাবে আছে الحر لايدخل تحت اليد 'স্বাধীন ব্যক্তি কারো কবজ্বায় প্রবিষ্ঠ হয় না।' হেদায়াতে بيع الميتة والدم والحرباطل لانهاليست اموالا فلاتكون محلا للبيع 'মৃত, রক্ত এবং আযাদ ব্যক্তির বেচাকেনা বাতিল। কেননা তা মাল নয় বিধায় বেচা কেনার উপযুক্ত নয়।' তাতে আরো রয়েছে- والباطل لايفيد ملك التصرف 'বাতিল বেচাকেনা ক্ষমতা প্রয়োগের ফায়দা দেয় না।' 'যহিরীয়্যা' কিতাবে রয়েছে- اهل الحرب احرار 'হারবীরা স্বাধীন।' রাদ্দুল মুহতারে আছে-

هم ارقاء بعد الاستيلاء عليهم اما قبله فاحرار لمافى الظهيرية وفى المحيط دليل عليه منية المفتى

'হারবীরা ক্ষমতাধীন হওয়ার পর গোলাম আর পূর্বে স্বাধীন। যহিরিয়্যাতে অনুরূপ রয়েছে এবং মুহীত কিতাবে দলীলসহ বর্ণিত আছে।' নাহরুল ফায়েক এবং ইবনে আবেদীনে রয়েছে-

এসেছে তোমরা তোমাদের চেহারাকে দাগী কর না এবং হযরত আব্দুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদিসে আছে, এক ব্যক্তির চেহারায় সিজদার প্রভাব দেখে তিনি বলেছেন- তোমার নাক ও মুখের সমন্বয়ে তোমার আকৃতি। তুমি তোমার চেহারাকে দাগী কর না। এসব হাদিস যশ-খ্যাতির জন্য চেহারাকে দাগী করার ওপর প্রযোজ্য। আর এ চিহ্ন মা'নবী বা অর্থগত হওয়াও বৈধ। আর তা হল চেহারা নূরানী ও রওশন হওয়া। কাশশাফ-এ রয়েছে,

المواد بها السمة التى تحدث فى جبهة السجادمن كثرة السجود وقوله تعالى من اثر السجود يفسرها اى من التاثير الذى يؤثره السجود وكان كل من العليين على بن الحسين زين العابدين وعلى بن عبد الله بن عباس ابى الاملاك يقال له ذو الثفنات لان كثرة سجودهما احدثت فى مواقعه منهما اشباه ثفنات البعيرة وكذا عن سعيدبن جبير هى السمة فى الوجه فان قالت فقد جاء عن النى صلى الله عليه وسلم لا تعلبوا صوركم وعن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما انه رأى رجلا قد اثر فى وجهه السجود فقال ان صورة وجهك انفك فلا تعلب وجهك ولا تشن صورتك قلت ذالك اذااعتمد بجبهته على الارض لتحدث فيه تلك رياء ونفاق يستعاذبالله منه ونحن فيما حدث فى جبهه السجاد الذى لا يسجد الاخالصالوجه الله تعالى وعن بعض المتقدمين كنا نصلى فلا يرى بين اعيننا شئ ونرى احدنا الأن يصلى فيرى بين عينيه ركبة البعيرفماندرى اثقلت الارؤس ام خشنت الارض وانما ارادبذالك من تعمد ذالك للنفاق وفى تفسير علامه ابى السعود افنديى (سيماهم) اى سمتهم (فى وجوههم) اى فى جباههم (من اثر السجود) اى من التاثير الذى يوثره كثرة السجود وماروى من قوله صلى الله تعالى عليه وسلم لا تعلبواصوركم اى لا تسموها انما هوفيما اذااعتمد بجبهته على الارض ليحدث فيهاتلك السمةوذالك محض رياء ونفاق والكلام فيما حدث فى جبهة السجاد الذى لا يسجد الا خالصا لوجه الله عز وجل وكان الامام زين العابدين وعلى بن عبد الله بن عباس رضى الله تعالى عنهم يقال لهاذو الثفنات لما احدثت كثرة سجودهما فى مواقعه منهما اشباه ثفنات البعير قال قائلهم -

ديار على والحسين وجعفر - وحمزة والسجادذى الثفنات

নেহায়া ও মাজমাউল বিহার এ আছে,

فى حديث ابن عمر رضى الله تعالىٰ عنهمانه رأى رجلا بانفه اثر السجود فقال لا تعلب صورتك يقال عليه اذا وسمه المعنى لاتؤثر فيها بشدة اتكائك على انفك فى السجود-

'হযরত আব্দুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ)'র হাদিসে রয়েছে তিনি এক ব্যক্তির নাকে সিজদার চিহ্ন দেখে বললেন, তোমরা চেহারা দাগী কর না। অর্থাৎ সিজদার সময় নাকের ওপর অধিক ভর দিয়ে তাতে ঘষবে না।'

নাযির আইনিল গরীবিয়্যিন ও মাজমাউ বিহারিল আনওয়ার'র উদ্ধৃতি-

لاتشينن صورتك شدة انتحائك على انفك

মোদ্দাকথা, যায়েদের উক্তি একেবারে বাতিল। ইমাম যায়নুল আবেদীন ও হযরত আলী বিন আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) এর চেহারা মোবারকে এ ধরনের চিহ্ন থাকাতে যায়েদের উক্তি আরো বেশি প্রত্যাখ্যাত। এক দল ওলামা কেরামের অভিমত-এ আয়াতে করীমার উদ্দেশ্য অনুপাতে সাহাবা কেরামের (রাঃ) চেহারায়ও এ চিহ্ন থাকা প্রকাশ পায়। যে কারণে আল্লাহ তায়ালা তাঁদের প্রশংসা করেছেন। যায়েদের উক্তির আর কোন ভিত্তি থাকে না। আমি বলছি এ সম্পর্কে আমার বিশ্লেষণধর্মী অভিমত হল লোক দেখানোর জন্য ইচ্ছাপূর্বক চেহারা দাগী করা অকাট্যভাবে হারাম ও কবীরা গুনাহ এবং তাওবা না করা পর্যন্ত এ চিহ্ন তার জাহান্নামী হওয়ার নিশান। নাউযুবিল্লাহ।।

লৌকিক সিজদা করার কারণে এ চিহ্ন এমনিতেই পড়লে সে জাহান্নামী। কপালের দাগ যদিও অপরাধ নয় কিন্তু লোক দেখানোর কারণে তা দোষণীয় হয়েছে। এটা জাহান্নামীর দাগ। যদি সিজদা একমাত্র আল্লাহর রেজামন্দির উদ্দেশ্যে হয় কিন্তু কপালে দাগ পড়াতে সে এ মর্মে খুশি হয়েছে যে, লোকেরা আমাকে ইবাদতকারী-সিজদাকারী মনে করুক। তখন এ কাজে লৌকিকতা এসে গেছে বিধায় তার সিজদা নিন্দনীয় হবে। যদি এ দিকে তার কোন ভ্রূক্ষেপ না থাকে তাহলে সে দাগ হবে প্রশংসনীয় চিহ্ন। একদল ওলামা কেরামের মতে আয়াতে করীমায় তাদের প্রশংসা রয়েছে বিধায় আশা করা যায় যে, কবরে ফিরিশতাদের নিকট তা হবে ঈমান ও নামাযের চিহ্ন এবং কিয়ামতের দিন তা সূর্যের চেয়ে আলোকিত হবে। যদি সে সিজদাকারী আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আক্বীদাপন্থী ও হক্কানী হয়। অন্যথা ধর্মবিমুখ ভ্রান্ত ব্যক্তির ইবাদতের কোন গুরুত্ব নেই। যেমন ইবনে মাজা ও অন্যান্য হাদিস গ্রন্থে রয়েছে যে, ঐ দাগ খারিজীদের আলামত। মূলকথা ভ্রান্ত আক্বীদা পোষণকারীদের কপালের দাগ নিন্দনীয় আর সুন্নীদের দাগ দু'ধরনের অবকাশ রাখে। লৌকিকতার উদ্দেশ্যে হলে নিন্দনীয় অন্যথা প্রশংসনীয়। কোন সুন্নীর ওপর লৌকিকতার অপবাদ দেয়া এত নিন্দনীয় যে, কুধারণার চেয়ে বড় মিথ্যা আর কিছু হতে পারে না। যেরূপ রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা হাদীসে পাকে বলেছেন। والله تعالى اعلم

প্রশ্ন- চুয়ান্নতমঃ

যায়দ ঈমানে মুফাচ্ছল امنت بالله الخ পড়তঃ এ বিশ্বাস প্রকাশ করে যে, যায়েদ মদ্যপায়ী, যেনাকারী, হারাম ভক্ষণকারী, নামায পরিত্যাগকারী, রমযান শরীফের সিয়াম ত্যাগকারী, চুরিকারী ও আল্লাহ রাসূলের নাফরমানী করলেও এসব কিছুর ভাল মন্দ والقدر خيره و شره من الله تعالى এর বিধানানুপাতে আল্লাহর দিকে সম্পর্কিত করে থাকে। আমর যায়েদের এসব কুধারণা প্রত্যাখ্যান করতঃ কুরআনে করীমের আয়াত ও হাদিস দ্বারা দলীল গ্রহণ করে। মুসান্নিফের লিখিত পুস্তিকা 'তামহীদে ঈমান' এর ২৮ পৃষ্ঠায় দলীল রয়েছে শরহে ফিক্‌হ আকবর এ বর্ণিত-

فى الموافق لايكفرا هل القبلة الافيما فيه انكار ما علم مجيئه بالضرورة او المجمع عليه كاستحلال المحرمات اه

'মাওয়াকিফে রয়েছে আহলে কিবলাকে কাফির বলা যাবে না তবে ধর্মের আবশ্যকীয় বিধান (জরুরতে দ্বীন) ও ঐকমত্য বিষয়কে অস্বীকার করলে কাফির বলা যাবে। যেমন- হারামকে হালাল মনে করা। এটা গোপনীয় নয় যে, কোন গুনাহর কারণে আহলে কিবলাকে কাফির বলা বৈধ নয় মর্মে ওলামা কেরাম যে অভিমত পেশ করেছেন তা শুধু কিবলার দিকে মুখ করা উদ্দেশ্য নয়। জরুরতে দ্বীন বাদ দিয়ে কিবলার দিকে মুখ করলেও মুসলমান বলা যাবে না। যেমন-কট্টর রাফেযীরা বলে থাকে যে, হযরত জীব্রাঈল (আঃ) কে হযরত মাওলা আলী (রাঃ)'র নিকট প্রেরণ করা হয়েছিল তিনি ঐশী বাণী প্রেরণে প্রতারণার স্বীকার হয়েছেন। কেউ কেউ মাওলা আলী (রাঃ) কে খোদা বলে থাকে। এরা কিবলার দিকে মুখ ফিরায়ে নামায পড়লেও মুসলমান নয়। হাদিসের উদ্দেশ্য হল-যারা আমাদের মত নামায পড়ে, আমাদের কিবলার দিকে মুখ ফিরায় এবং আমাদের যবেহকৃত পশু ভক্ষণ করে তারা মুসলমান যদি জরুরতে দ্বীনের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করে এবং ঈমান বিধ্বংসী কোন কথা না বলে। কেন মিঞা! والقدر خيره وشره من الله تعالى এর উদ্দেশ্য অনুপাতে মদ্যপান ও যেনা করা ইত্যাদি ঈমানের বিপরীত নয়? যায়েদ বলেছে والقدر خيره وشره من الله تعالى এ বাণী কি মিথ্যা? তার উত্তর হুযুরের লিখিত পুস্তিকা 'খালিছুল ই'তিকাদ'র ৪র্থ পৃষ্ঠায় পাওয়া যাবে। উদাহরণ স্বরূপ আল্লাহর জন্য হাত ও চক্ষু থাকার মাসআলা। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন يد الله فوق ايديهم 'আল্লাহর হাত তাদের হাতের ওপর রয়েছে।' আরো বলেছেন- ولتصنع على عينى এখানে يد অর্থ হাত, عين অর্থ চক্ষু। যে ব্যক্তি বলে, আমাদের মত আল্লাহর হাত ও চক্ষু রয়েছে, সে নিঃসন্দেহে কাফির। আল্লাহ তাবারকা ওয়াতালাকে হাত-চক্ষু থেকে পবিত্র মনে করা জরুরতে দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত। অনুরূপভাবে والقدر خيره وشره من الله تعالى এর ওপর বিশ্বাস স্থাপন করা জরুরতে দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত। যায়দ বলেছে, হাদিস শরীফে বলা হয়েছে, মায়ের জরায়ুতে গর্ভস্থিত হলে আল্লাহ দু'জন ফিরিশতাকে নির্দেশ দেন তার ভাগ্যে ভাল-মন্দ লিপিবদ্ধ করে দাও। তার জীবন থেকে মরণ পর্যন্ত

ভাল মন্দ সব লিখে দেয়া হয়। ভাগ্যের লিখন কিভাবে খন্ডিবে? যায়েদ এ প্রমাণ উপস্থাপন করে যে, আমাদের আদি পিতা সায়্যিদুনা হযরত আদম (আঃ) কে গমের দানা খাওয়া থেকে বারণ করা হয়েছিল। তাঁর ভাগ্যে লিপিবদ্ধ ছিল বিধায় তিনি ভুলে গম খেয়েছিলেন। মাশাআল্লাহ! এটা কি ইনসাফের কথা? কোথায় গম? আর কোথায় মদ্যপান ও যিনা করা? وكتبه و رسوله এর বিধানতো শুরুতে এসেছে, তা কি ছেড়ে দেবে? তা বর্জনের শাস্তি তামহীদে ঈমান'র ৩২ পৃষ্ঠায় সুন্দরভাবে বর্ণিত আছে। তোমাদের প্রভু বলেছেন- افتومنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض الخ তোমরা কি কোরানের কিছু অংশকে মান্য কর আর কিছুকে অস্বীকার করে থাক। তোমাদের মধ্যে যে কেউ এরূপ করবে তার একমাত্র প্রতিদান হল দুনিয়াতে অপমান আর কিয়ামতের দিনে কঠোর শাস্তি। আল্লাহ তোমাদের কৃত কর্ম থেকে অমনোযোগী নন। এরা আখিরাতের পরিবর্তে দুনিয়া অর্জন করেছে। এদের শাস্তি হ্রাসে সহযোগিতা করা হয় না। যায়েদ যদি والقدر خيره وشره من الله تعالى এর উদ্দেশ্যের বিপরীত কর্মকান্ড করে তাহলে দেওবন্দী ওহাবিদের ষড়যন্ত্র যা মুসান্নিফের পুস্তিকা پیکان جانگداز بر جان مکذبان بے نیاز ২১ থেকে ৩৯ পৃষ্ঠায় বর্ণিত রয়েছে। খোদাভীরু ওলামা কেরামের নিকট সমাধানের আশা-উভয়ের মধ্যে কে সালফে সালিহীনের বিশ্বাসের ওপর অধিষ্ঠিত আর কে বদমাযহাবী জাহান্নামী?

উত্তরঃ প্রশ্নকারী যে কথা লিখেছে তা থেকে প্রকাশ পায় যে, সব কিছু আল্লাহর পক্ষ থেকে ভেবে যায়েদ হয়তো হারামকে হালাল মনে করে অথবা অন্ততঃ তার কাজে আপত্তি করা চলবে না। যেহেতু তা আল্লাহর পক্ষ থেকে ঘটে এবং ভাগ্যলিপি অনুপাতে হয়। আমর তার অভিমতকে প্রত্যাখ্যান করে বলেছে এটা ধর্মীয় বিধানাবলীকে অস্বীকার করা। আর তা কুফরী। যায়েদ والقدر خيره وشره من الله تعالى দ্বারা দলীল গ্রহণ করে, পক্ষান্তরে আমর তদুত্তরে তাকদীরকে আয়াতে মুতাশাবিহাতের সাথে সাদৃশ্যতা আরোপ করে। আয়াতে মুতাবিহাতের মত তাকদীরের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন ফরয, এ দিক সেদিক বলা হারাম। যায়েদ মুর্খতা বশতঃ ভাগ্যলিপির দ্বারা অজুহাত পেশ করে। আমর তদুত্তরে বলেছে ঈমানে মুছাচ্ছলে বর্ণিত والقدرالخ অংশের পূর্বে وكتبه ورسوله রয়েছে। সমস্ত আসমানী কিতাব ও রাসুলগণ নিষিদ্ধ বস্তুকে হারাম এবং তা সম্পাদনকারী শাস্তি যোগ্য ও আপত্তিকর বলেছেন। প্রাগুক্ত আয়াত অনুপাতে বুঝা যায়- যায়েদের পক্ষ থেকে ঈমানে মুফাচ্ছলের একাংশকে মান্য করা এবং অন্য অংশকে অস্বীকার করা পাওয়া গেল। উল্লেখিত অবস্থায় আমর সত্যপন্থী এবং তার আক্বীদা সালফে সালেহীনের মত বিশুদ্ধ। যায়েদের উদ্দেশ্য সেরূপ হলে অবশ্যই সে জাহান্নামী ও বদমাযহাবী। তার উক্তি সুস্পষ্ট কুফরী ও ধর্মচ্যুতি। আল্লাহর ফজলে সে অভিশপ্ত সংশয়কে দূর করার জন্য এতটুকু যথেষ্ট যে, ভাগ্য কাউকে জবরদস্তি করে না। এরূপ মনে করা ডাহা মিথ্যাও অভিশপ্ত ইবলীশের প্রতারণা। ভাগ্যের লিখন অনুপাতে বান্দা সব কিছু করে, কক্ষনো তা

নয় বরং মানুষ যেরূপ কার্য সম্পাদনকারী হওয়ার ছিল সেরূপ ভাগ্য লিপিবদ্ধ ভাগ্যলিপি ইলম অনুপাতে, ইলম জ্ঞাত বিষয় অনুযায়ী হয়। জ্ঞাত বিষয় ইলম অনুপাতে হওয়া বাঞ্চনীয় নয়। অর্থাৎ বান্দার ইচ্ছা বা ঝোঁক অনুপাতে ইলম জারী হয়। এ জগতে যায়েদ জন্ম লাভের পর যেনাকারী আর আমর নামায প্রতিষ্ঠাকারী, অদৃশ্যজ্ঞানের অধিকারী আল্লাহ তায়ালা তাঁর অবিনশ্বর জ্ঞান দ্বারা সে অবস্থাগুলো অবগত ছিলেন। যে যেরূপ হওয়ার ছিল আল্লাহ তার ভাগ্যে সেরূপ লিখে দিয়েছেন। যদি জন্ম লাভের পর উল্টো করে এভাবে যে, আমর যেনা করে ও যায়েদ নামায পড়ে। তাহলে আল্লাহ তা'আলা তার এ অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞাত হয়ে তাই লিখে দেন। মুর্খ-আহমক শয়তানের দল এইভাগ্য লিপির ব্যাপারে অযথা কথা বলে। ধরে নেয়া যাক- কোন কিছু না লিখলেও আল্লাহ তা'আলা সারা জাহানের সবকিছু কথা, কাজ, অবস্থা নিঃসন্দেহে রোজ আযলেও জানতেন। সম্ভব নয় যে, কোন কিছু তার জ্ঞানের (ইলম) খেলাপ হবে। সামান্য জ্ঞানের অধিকারী ও এ কথা বলবে না যে, আল্লাহর জ্ঞানে ছিল যে যায়েদ যেনা করবে, তাই তাকে অগত্যা যেনা করতে হবে। যায়েদ নিজেই কুপ্রবৃত্তির শিকার হয়ে যেনা করেছে। কেউ তার হাত-পা বেঁধে বাধ্য করেনি। কুপ্রবৃত্তির শিকার হয়ে যেনা করাকে সকল জ্ঞানের আধার রোজে আযল থেকে আল্লাহর জানা ছিল। খোদার ইলম যেহেতু সে বান্দাকে জবরদস্তি করে না সেহেতু খোদায়ী ভাগ্য লিখন কিভাবে তাকে বাধ্য করবে। বান্দা বাধ্য হয়ে গেলে নাউযুবিল্লাহ তার ইলম ও ভাগ্যলিপিতে ছিল যে, সে কুপ্রবৃত্তির তাড়নায় যেনা করবে। ভাগ্যলিপির কারণে বাধ্য হয়ে গেলে তো বুঝা যাবে সে বাধ্য হয়ে যেনা করেছে; কুপ্রবৃত্তির বশীভূত হয়ে নয়। তখন আল্লাহর ইলম ও ভাগ্যলিপির খেলাপ হবে যা অসম্ভব। ولكن الظالمين بايت الله يجحدون 'কিন্তু জালিমরা আল্লাহর আয়াতকে অস্বীকার করে।' والله تعالى اعلم

প্রশ্ন- পঞ্চান্নতমঃ

যায়েদ বলেছে আউলিয়া কেরামের যেয়ারতের উদ্দেশ্যে যাওয়া মহিলার জন্য হারাম। মাওলভী আব্দুল হাই সাহেবের উনিশতম খুৎবায় ১৭৪ পৃষ্ঠাতে কবীরা গুণাহ ও নিষিদ্ধ বস্তুর প্রসংগে খতীবে হারামাঈন শরীফাইনের নিম্নলিখিত পংক্তিগুলো রয়েছে-

عورات عرس میں ہوں یا غیر عرس مین ۔ نزدیک تربیون کے بہی جانا حرام ہے

بچوں کے بال قبر پہ لاکے اتارنا ۔ صندل بہی تربتوں پہ چڑہانا حرام ہے

অর্থাৎ ওরশে হোক বা অন্য সময় মহিলা কবরের নিকটে যাওয়াও হারাম। কবরের ওপর শিশুদের চুল মুন্ডানো এবং কবরের ওপর চন্দনকাষ্ঠ দেয়া হারাম। খতীবের ঐ কিতাবে ২৩২ পৃষ্ঠায় রয়েছে-

نذر بہی غیر خدا کی ہے یقین شرک سنو ۔ غیر کی نذر کا کہانا بہی حرام ای اکرم

অর্থাৎ ওহে সম্মানিত ব্যক্তি! খোদা ব্যতীত অন্য কারো জন্য মান্নত করাও নিঃসন্দেহে শিরক এবং অন্য কারো জন্য মান্নতকৃত বস্তু খাওয়া হারাম।

এ পংক্তিগুলো আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের খেলাপ কিনা? গ্রন্থকার মহোদয়ের 'বরকাতুল ইমদাদ' পুস্তিকায় ৩১ পৃষ্ঠায় রয়েছে যে, গোত্রপতি ইসমাঈল দেহলভীর পাথরসম প্রকট সমস্যার চিকিৎসা কি? সেতো ছিরাতুল মুস্তাকীম কিতাবে তার পীরের অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে লিখেছেন-

روح مقدس جناب حضرت غوث الثقلین وجناب حضرت خواجہ بہاء الدین نقشبند متوجہ حال حضرت ایشاں گردیدہ

'জনাব হযরত গাউছুল ছাকলাইন ও হযরত খাজা বাহাউদ্দীন নক্সবন্দীর পবিত্র আত্মার তাওয়াজ্জুহ এ সকল হযরাতের প্রতি রয়েছে।'

এতে আরো রয়েছে যে, কোন ব্যক্তি তরিকায়ে কাদেরিয়ায় বায়য়াত করার ইচ্ছা করলে অবশ্যই তাকে হযরত গাউছুল আযমের বিশ্বাসে আস্থাবান হতে হবে। শেষ পর্যন্ত সে নিজকে গাউছুল আযমের গোলাম স্বীকার করে নিয়ে বলেছে-

خود را از زمرہ غلاماں آنجاب میشمار

'আমি নিজকে সে হযরতের গোলাম গণ্য করেছি।' সেখানে আউলিয়া কেরামের তালিকা বর্ণনা করতে গিয়ে হযরত গাউছুল আযম ও হযরত খাজা নক্সবন্দী প্রমুখের নাম উল্লেখ করেছেন। বিশেষ গোত্রপতি দেহলভী মাজমুয়ায়ে যুবদাতুল নাসায়েহ কিতাবে যবেহকৃত পশু সম্পর্কে বর্ণনায় লিখেছেন-

اگر شخصے بزے را خانہ پرورکند تا گوشت اوخوب شود واورا ذبح کردہ وپختہ فاتحہ حضرت غوث الاعظم رضی اللہ تعالی عنہ خواندہ بخوراند خللے نیست۔

'যদি কোন ব্যক্তি একটি ছাগল ঘরে প্রতিপালন করেছে যাতে খুব গোস্ত হয়। উহাকে যবেহ করার পর রান্না করতঃ হযরত গাউছুল আযমের নামে ফাতিহা পড়ে ভক্ষণ করলে ক্ষতি হবে না।' ঈমানের সাথে বল-গাউসুল আযমের অর্থ মহা সাহায্যকারী ব্যতীত আর কি? আল্লাহকে এক জেনে বল দেখি গাউছুস সাকলাইনের অর্থ মানব দানবের সাহায্যকারী ব্যতীত আর কি হতে পারে? তোমাদের সে ইমাম ও তার অনুসারীরা কতইনা বড় শিরক করেছে! যদি কথা সত্য হয় তাহলে তাদের সবাইকে ঢালাওভাবে মুশরিক বেঈমান বলে দাও। অন্যথায় শরীয়ত কি শুধু তোমাদের ব্যক্তিগড়া। এ বিধান শুধুমাত্র তোমাদের দল বহির্ভূত লোকদের জন্য নির্দিষ্ট আর ঘরোয়া লোকেরা তা থেকে বহির্ভূত।

উত্তরঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা ইরশাদ করেছেন- لعن الله زوارات القبور কবরকে অধিক যিয়ারতকারী মহিলাদের ওপর আল্লাহর অভিশম্পাত।' উক্ত হাদিসকে ইমাম আহমদ, ইবনে মাজা, হাকিম (রাঃ) হযরত হাসসান বিন ছাবেত (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন। ইমাম আহমদ, ইবনে মাজা ও তিরমিযী (রাঃ) রাবীকুল শিরোমণি হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন। ইমাম আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী ও হাকিম (রাঃ) হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এরশাদ করেন- لعن الله زائرات القبور 'আল্লাহ কবর যিয়ারতকারী মহিলাদের ওপর অভিশম্পাত করেন।' আমি বলছি- ইহার সনদ দূর্বল। যদিঐ ইমাম তিরমিযী উহাকে হাসান হাদিস বলেছেন। সে সনদে বর্ণিত একজন গায়রে ছেকা রাবী আবু সালেহ বাযাম রয়েছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা বলেছেন- كنت نهيتكم عن زيارة القبور الا فزوروها 'আমি তোমাদেরকে কবর যিয়ারত করা থেকে বারণ করে ছিলাম কিন্তু তোমরা এখন থেকে কবর যিয়ারত কর। ওলামা কেরামের মাঝে মতানৈক্য রয়েছে যে, নিষেধের পর এ অনুমতির হাদিসে মহিলারা প্রবিষ্ঠ আছে কিনা। বিশুদ্ধতম অভিমত তাতে মহিলারা প্রবিষ্ঠ রয়েছে। যেমন বাহরুর রায়িক'এ বিদ্যমান। যুবতীদের জন্য নিষিদ্ধ। যেমন মসজিদে যাওয়ার হুকুম থেকে তারা বহির্ভূত। তবে ফেৎনার আশংকা থাকলে সাধারণভাবে হারাম। আমি বলছি-হাদিসে বিশেষভাবে মহিলাদের সম্বোধন করা এ কথার প্রমাণ বহন করে যে, তাদের অধিক কবর যিয়ারত বড় সমস্যা। এ স্বতন্ত্র বিধান রহিত করণে প্রমাণ মিলেনি। বিশেষ করে মৃত্যু বরণ করার নিকটবর্তী সময়ে নিকট আত্মীয়দের কবরে নতুন ফেৎনার জন্ম দেয় নারীরা। আউলিয়া কেরামের দরবারে উপস্থিত হলে অপবাদ, শিষ্ঠাচারিতা বর্জন ও আদব-কায়দা প্রদর্শনে বাড়াবাড়ির আশংকা থাকলে সাধারণভাবে নিষিদ্ধ। তাই গুনিয়া'তে মাকরূহ হওয়ার ওপর প্রত্যয় ঘোষণা করা হয়েছে এ মর্মে যে, يستحب زيارة القبور للرجال وتكره للنساء لماقد مناه

'পুরুষের জন্য কবর যিয়ারত মুস্তাহাব, মহিলার জন্য মাকরূহ।' তাতে আরো রয়েছে,

فی کفایة الشعبی سئل القاضی عن جوازخروج النساء الی المقابر فقال لایسال عن الجواز والفسادفی مثل هذا وانما یسأل عن مقدار ما یلحقها من اللعن فیه واعلم انها کلما قصدت الخروج کانت فی لعنة الله وملئكته واذاخرجت تحفها الشياطين من كل جانب واذااتت القبور يلعنها روح الميت واذارجعت كانت فی لعنة الله ذکره فی التاتار خانية

'কিফায়াতুশ্ শা'বী ও তাতার খানিয়া'তে রয়েছে যে, ইমাম কাজী (রাঃ)'র নিকট প্রশ্ন করা হলো- মহিলারা কবরস্থানে যাওয়া জায়েয আছে কি? তিনি বললেন, বৈধ-অবৈধ প্রশ্ন নয়, এতে অনেক ফ্যাসাদ রয়েছে। কি পরিমাণ লা'নত হয় সেটা প্রশ্ন কর। বরং

সাবধান! তারা বের হওয়ার ইচ্ছা করলে আল্লাহ ও ফিরিশতারা লা'নত করে। ঘর থেকে বের হলে শয়তান চতুর্দিকে ঘিরে রাখে। কবরস্থানে আসলে মৃতের রূহ তার ওপর লা'নত করে। ফিরার সময় আল্লাহর অভিশম্পাত নিয়ে ফিরে।'

রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা)'র রাওযায় হাজিরি দেয়া এবং তাঁর ধুলি চুম্বন করা শ্রেষ্ঠ মুস্তাহাব বরং ওয়াজিবের নিকটবর্তী। উহা থেকে বারণ করবে না বরং তাঁর দরবারের আদব শিক্ষা দেবে। মাসলকে মুনকাসিত্ব ও রদ্দুল মুহতার এ রয়েছে,

هل تستحب زيارة قبره صلى الله تعالى عليه وسلم للنساء صحيح نعم بلاكراهيته بشر وطها كما صرح به بعض العلماء اما على الاصح من مذهبنا وهو قول الكرخى وغيره من ان الرخصة فى زيارة القبور ثابتة للرجال والنساء جميعا فلا اشكال واما على غيره فكذالك نقول بالاستحباب لا طلاق الاصحاب .

'নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা'র কবর শরীফ যেয়ারত করা মহিলাদের জন্য শুদ্ধ ও উত্তম। যেরূপ কতেক ওলামা কেরাম বর্ণনা করেছেন। ইমাম কারখী ও অন্যান্যদের মতে আমাদের বিশুদ্ধ মাযহাব হল যে, নারী-পুরুষ সকলের জন্য কবর যিয়ারত করার অনুমতি রয়েছে। আর কোন আপত্তি নেই। অন্যান্যদের অভিমত অনুযায়ী সাহাবা কেরামের সাধারণ অনুমতির কারণে আমরা বলতেছি মহিলাদের জন্য নবীর রাওযায়ে আনওয়ার যিয়ারত মুস্তাহাব।' আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত।

প্রশ্ন-ছাপ্পান্নতমঃ

আউলিয়া কেরামের কবরের পার্শ্বে শিশুদের মাথা মুন্ডানো হারাম। এ সম্পর্কে অভিমত কি?

উত্তরঃ নবজাত শিশুকে গোসল করানোর পর আউলিয়া কেরামের মাযারে হাজির করা হয়। এতে বরকত নিহিত রয়েছে। রাসূলের যমানায় শিশুদেরকে তাঁর নূরানী খেদমতে হাজির করা হতো। এখনো মদিনা শরীফে রাওযায়ে আকদাসে নিয়ে যাওয়া হয়। হযরত আবু নাঈম (রাঃ) দালায়েলুন নবুয়ত কিতাবে হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন- সম্মানিতা হযরত মা আমেনা (রাঃ) ফরমায়েছেন যে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা জন্ম গ্রহণ করলে এক টুকরা মেঘমালা যা থেকে ঘোড়া ও পাখির আওয়াজ আসছিল। তা আমার থেকে হুযুর আকদাস সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামাকে নিয়ে যায়। আমি এক আহবানকারীকে ডাক দিতে শুনলাম। طوفو بمحمد على موالد النبيين 'মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামাকে নবীদের জন্ম স্থানে নিয়ে যাও।' চুল মুন্ডানো দ্বারা যদি আক্বীকার দিনের চুল হয় তাহলে তা কদার্য বস্তুকে দূর করা। এগুলো পবিত্রস্থান মাযারে নিয়ে যাওয়া অনর্থক। বরং চুল ঘরে মুন্ডানোর পর শিশুকে নিয়ে যাবে। তারপরও উহাকে হারাম বলা মনগড়া শরীয়ত।

কতেক মুর্খ মহিলাদের প্রথা হল তারা শিশুর মাথার উপর একেক অলীর নামে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ঝুঁটি রাখে। মেয়াদকাল অতিক্রম হওয়া পর্যন্ত বহুবার চুল মুন্ডালেও ঐ ঝুঁটি (টিকনি) অক্ষত রাখে। মেয়াদ শেষ হলে মাযারে নিয়ে ঝুঁটিসহ চুল মুন্ডানোর প্রথা অবশ্যই দলীল বিহীন ও বিদআত। والله تعالى اعلم

প্রশ্ন- সাতান্নতমঃ

যায়েদ বলেছে আউলিয়া কেরামের মাযারে বাতি জ্বালানো হারাম। এ সম্পর্কে ফয়সালা কি?

উত্তরঃ আউলিয়া কেরামের মাযারে তাঁদের পবিত্র আত্মার সম্মানার্থে বাতি জ্বালানো নিঃসন্দেহে জায়েয ও মুস্তাহসান। এর বিস্তারিত বর্ণনা আমার কিতাব- طوابع النور فى حكم السرج على القبور এবং بريق المنار بشموع المزار এর মধ্যে রয়েছে। আল্লামা আরিফ বিল্লাহ আব্দুল গণী নাবুলুসী কুদ্দি...হাদিকায়ে নাদিয়া শরহে ত্বরীকায়ে মুহাম্মদীয়া কিতাবে বলেছেন-

اذا كان موضع القبور مسجدا اوعلى طريق اوكان هناك احدجالس اوكان قبرولى من الاولياء اوعالم من المحققين تعظيما لروحه المشرقة على تراب جسده كاشراق الشمس على الارض اعلاما للناس انه ولى ليتبركوابه ويدعوالله تعالى عنده فيستجاب لهم فهو امرجائز لامنع منه والاعمال بالنيات

অর্থাৎ যদি কবরস্থানে মসজিদ থাকে (এতে বাতি জ্বালালে নামাজিরা আলো পাবে এবং মসজিদও আলোকিত হবে) বা কবর রাস্তার পার্শ্বে হলে (বাতির রশ্মিতে পথিকরা উপকৃত হবে এবং মৃতরাও। মুসলমানরা অপর মুসলমানের কবর দেখে সালাম দিবে, ফাতিহা পড়বে, দোয়া করে ছাওয়াব পৌছাবে। পথচারী শক্তিশালী হলে মৃত ব্যক্তি আর মৃত ব্যক্তি শক্তিশালী হলে পায়চারী বরকত হাসিল করবে) বা সেখানে কোন ব্যক্তি উপবিষ্ট থাকলে (যিয়ারত, ঈসালে ছাওয়াব বা উপকার সাধনের উদ্দেশ্যে তথা কুরআনে করীম দেখে দেখে পড়ার জন্য এসে আরাম ভোগ করবে) বা সেটা কোন অলির মাযার বা মুহাক্কিক কোন আলেমের কবর হয় তার আত্মার সম্মানার্থে যা তাঁর দেহের মাটির ওপর এমন তাজাল্লী ঢেলে থাকে যেরূপ সূর্য জমিতে রশ্মি প্রদান করে। অলীর মাযার এ কথা মানুষকে জানিয়ে দেয়ার উদ্দেশ্যে কবরে বাতি জ্বালানো যায় যাতে মানুষ তাঁর থেকে বরকত লাভ করে এবং মাযারে তাদের দোয়া কবুল হয় বিধায় আল্লাহর নিকট দোয়া করতে পারবে। এটা বৈধ কাজ; নিষিদ্ধ নয়। কাজের পূণ্য নির্ভর করে নিয়তের উপর।

والله تعالى اعلم

প্রশ্ন- আটান্নতমঃ

যায়েদ বলেছে কবরে লবণ বাতি জ্বালানো হারাম। এ বিষয়ে শরীয়তে বিধান কি?

উত্তরঃ লবণ বাতি ইত্যাদি কবরের ওপর রেখে জ্বালানো থেকে বিরত থাকা উচিত যদিও কোন পাত্রের মধ্যে হয়।

لما فيه من التفاؤل لقبيح بطلوع الدخان من اعلى القبر والعياذ بالله

"কবরের উপর থেকে ধোঁয়া উঠলে কুলক্ষণ হওয়ার কারণে। নাউযু বিল্লাহ! সহীহ মুসলিম শরীফে হযরত আমর ইবনু আ'স (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি সাকারাতের সময় স্বীয় পুত্রকে সম্বোধন করে বললেন-আমি মারা গেলে আমার সাথে কোন রোদনকারিনী ও আগুন নেবে না। আল হাদিস। শরহুল মিশকাত কৃত ইমাম ইবনে হাজার আলমক্কী তে রয়েছে- لانهامن التفاؤل القبيح মিরকাত শরহে মিশকাত এ আছে انها سبب للتفاؤل القبيح 'ইহা কুলক্ষণের কারণ। কোন তেলাওয়াতকারী বা যিকরকারী বা উপস্থিত যিয়ারতকারী বা আগন্তুকের জন্য ব্যতীত এমনিতেই কবরের পার্শ্বে আগুন জ্বালায়ে চলে আসা প্রকাশ্য নিষিদ্ধ। যেহেতু এতে সম্পদ অপচয় হয়। মৃত ব্যক্তি নেক্কার হলে তার কবরের সাথে জান্নাতের সম্পর্ক হয় এবং বেহেশতী ফুলের সুবাস গ্রহণ করে তখনতো লবণ বাতি থেকে অমুখাপেক্ষী হবে। নাউযুবিল্লাহ! যদি উক্ত কবরবাসী নেক্কার না হয় তাহলে লবণ বাতির দ্বারা উপকৃত হবে না। যেহেতু যুক্তিভিত্তিক গ্রহণযোগ্য দলীল দ্বারা মৃত ব্যক্তি উপকৃত হওয়া সাব্যস্ত হয় না সেহেতু তা বর্জনীয়।

ولايقاس على وضع الورد والرياحين المصرح باستحبابه فى غير ماكتاب كما اوردنا عليه نصوصا كثيرة فى كتابنا حيات الموات فى بيان سماع الاموات فان العلة فيه كما نصوا عليه انها مادامت رطبة تسبح الله تعالى فتونس الميت لاطيبها

কবরের ওপর গোলাপ ও অন্যান্য ফুল রাখার ব্যাপারে স্পষ্টতঃ মুস্তাহাব প্রমাণিত হওয়ায় তার ওপর অনুমান করা চলবে না। যেমন এ সম্পর্কে আমার কিতাব- حيات الموات فى بيان سماع الاموات এ অনেক দলীল বর্ণনা করেছি যে, যতক্ষণ পর্যন্ত ফুল তাজা থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত তা আল্লাহর তাসবীহ পড়ে বিধায় মৃত ব্যক্তির প্রতি সহানুভূতি হয়। ফুলের সুগন্ধির কথা তাঁরা উল্লেখ করেননি। ফাতিহা, তেলাওয়াতে কোরান কিংবা আল্লাহর যিকর করার সময় বিশেষভাবে উপস্থিত লোক ও আগন্তুক যিয়ারতকারীদের জন্য বাতি জ্বালানো উত্তম।

وقد عهد تعظيم التلاوة والذكروتطيب مجالس المسلمين به قديما وحديثا

'কুরান তেলাওয়াত ও যিক্‌রের সম্মানার্থে এবং মুসলমানদের মজলিসকে উহার দ্বারা সুগন্ধিময় করতে পূর্বে এবং বর্তমান যুগে তা প্রচলিত হয়ে আসছে।'

যে উহাকে পাপাচার ও বিদআত বলে সে মুর্খতাবশতঃ দুঃসাহসিকতা দেখাল এবং সে প্রত্যাখ্যাত ওহাবী মতবাদের ওপর মৃত্যু বরণ করে। এটা পবিত্র শরীয়তের ওপর মিথ্যা

আরোপ করা। তাদের জবাবে নিম্নোক্ত আয়াত দু'টো উপস্থাপন করা শ্রেয়।

قل هاتوابرهانكم ان كنتم صدقين۔ قل الله اذن لكم ام على الله تفترون

'আপনি বলুন, নিজেদের প্রমাণ হাজির করো যদি সত্যবাদী হও। আপনি জিজ্ঞাসা করুন, আল্লাহ কি তোমাদেরকে অনুমতি দিয়েছেন নাকি তোমরা আল্লাহর ওপর মিথ্যা আরোপ করেছো।' والله تعالى اعلم

প্রশ্ন-উনষাটতমঃ

যায়েদ বলেছে কবরের ওপর গিলাফ দেয়া হারাম। এ মাসআলার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত কি?

উত্তরঃ আউলিয়া কেরামের কবরের ওপর গিলাফ দেয়া বৈধ। তবে সাধারণ মানুষের কবরে গিলাফ দেয়া উচিত নয়। আল্লামা নাবুলুসী (রাঃ)'র লিখিত নাতিদীর্ঘ কিতাবে- كشف النور عن اصحاب القبور ও আল্লামা শামীর عقود الدرية এ রয়েছে-

فى فتاوى الحجة تكره السور على القبور اه ولكن نحن الان نقول انكان القصدبذلك التعظيم فى اعين العامة حتى لايحتقرواصاحب هذا القبرويجلب الخشوع والادب لقلوب الغافلين الزائرين لان قلوبهم نافرة عند الحضور فى التادب بين يدى اولياء الله تعالى المدفونين فى تلك القبور لما ذكرنا من حضور روحانيتهم المباركة عند قبور هم فهو امرجائز لاينبغى النهى عنه لان الاعمال بالنيات ولكل امرئ مانوى۔

'ফাতওয়ায়ে হুজ্জা' কিতাবে বর্ণিত, কবরে গিলাফ দেয়া মাকরূহ। তবে বর্তমানে আমরা বলছি- তা দ্বারা যদি সাধারণ মানুষের চোখে সম্মান প্রদর্শনার্থে হয় যাতে তারা কবরবাসীকে ঘৃনা না করে এবং গাফেল যিয়ারতকারীদের অন্তরে বিনয় ও শিষ্ঠাচারিতা প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে হয় তখন তা বৈধ। কেননা অমনোযোগীদের অন্তর কবরে দাফনকৃত আউলিয়া কেরামের সামনে শিষ্ঠাচারিতা প্রদর্শনে অবজ্ঞা করে। কবরে তাদের পবিত্র আত্মা হাজির থাকে বিধায় গিলাফ দেয়া বৈধ। উহা থেকে বারণ করা উচিত নয়। কেননা কাজের পূণ্য নির্ভর করে নিয়তের উপর। মানুষ যা নিয়্যত করে তা তার জন্য হয়।

আমি বলছি এ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রমাণ কুরআনে করীমের আয়াত,

يايها النبى قل لا زواجك وبنتك ونساء المومنين يدنين عليهن من جلا بيبهن ذالك ادنى ان يعرفن فلايوذين وكان الله غفورًا رحيما۔

'হে নবী! আপনি আপন বিবিগণ, সাহেবযাদীগণ ও মুসলমানদের নারীগণকে বলে দিন যেন তারা নিজেদের চাদরের একাংশ ঝুলিয়ে রাখে, তা একথার নিকটতম যে, তাদের পরিচয় লাভ হবে, ফলে তাদেরকে রাগানো হবে না।'

বখাটে ছেলেরা রাস্তায় বাঁদীদেবকে উত্ত্যক্ত করত। স্বাধীনা মহিলার মুখ খোলা রাখার হুকুম দেয়া হয়েছে যাতে বুঝা যায় যে, এরা বাঁদী নয়। এদের সাথে কথা বলা চলবে না। আমরা দেখতে পাই যে, সাধারণ মানুষেরা কবরের ওপর পায়চারী করে, উহার ওপর বসে বাজে কথা বলে। একই কবরে দু'জন বসে জোঁয়া খেলতে দেখেছি। আউলিয়া কেরামের মাযার ও যদি সাধারণ লোকের কবরের মত হয়ে যায় তাহলে তা হবে তাঁদের কবরকে অরক্ষিত রাখা। কাজেই পরিচিতির জন্য গিলাফের প্রয়োজন। ذالك ادنى ان يعرفن فلايؤذين 'ইহা অতি নিকটবর্তী যে, তাদের পরিচয় পাওয়াতে কষ্ট দেয়া হবে না।' والله تعالى اعلم

প্রশ্ন-ষাটতমঃ

আল্লাহ ব্যতীত নবী-অলী যে কারো জন্য মান্নত করা হারাম। ইহার বিধান কি?

উত্তরঃ আল্লাহ ব্যতীত কারো জন্য ফিকহী মান্নত নিষিদ্ধ। আউলিয়া কেরামের জন্য তাঁদের জাহেরী-বাতিনী জীবনে যে মান্নত করা হয় তা ফিকহী মান্নত নয়। সাধারণ পরিভাষায় বুযর্গদের দরবারে যে উপঢৌকন দেয়া হয় তাকে মান্নত বলা হয়। বাদশাহের দরবারে নাযরানা দেয়া হয়ে থাকে। মাওলানা শাহ আবদুল আজিজ মুহাদ্দিস দেলহভী'র ভ্রাতা শাহ রাফিউদ্দীন সাহেব 'রিসালায়ে নুযূর' এ লিখেছেন-

نذريكه اينجامستعمل ميشود نه بر معنى شرعى ست چه عرف آنست كه آنچه پيش بزرگاں مى برند نذر و نياز ميكويند

'আমাদের দেশে যে মান্নত ব্যবহৃত হয় তা শরয়ী অর্থে মান্নত নয়। কারণ পরিভাষায় বুযর্গদের দরবারে যা দেয়া হয় তাকে নযর নিয়াজ বলা হয়।' মহান দিকপাল আল্লামা আবদুল গণি নাবুলসী কুদ্দিসা সিররুহুল আবঃব 'হাদিকায়ে নাদিয়া' কিতাবে বলেছেন,

ومن هذا القبيل زيارة القبور والتبرك بضرائح الاولياء والصالحين والنذرلهم بتعليق ذالك على حصول شفاء اوقدوم غائب فانه مجازعن الصدقة على الخادمين بقبورهم كما قال الفقهاء فيمن دفع الزكاة لفقير وسماها قرضاصح لان العبرة بالمعنى لا باللفظ

'তারই অন্তর্ভুক্ত হল কবর যিয়ারত করা, আউলিয়া ও নেককারদের মাযার থেকে বরকত হাসিল করা এবং আরোগ্য লাভ ও নিরুদ্দেশ ব্যক্তির আগমনের শর্তে তাঁদের জন্য মান্নত করা। কেননা তা রূপকার্থে মাযারের খেদমতগারদেরকে সাদকা করা। যেমন ফোকাহা কেরাম বলেছেন-কোন ফকিরকে যাকাত দানের সময় কর্জ উল্লেখ করলে তা শুদ্ধ হবে। কেননা শব্দ নয়; অর্থই গ্রহনযোগ্য। প্রকাশ থাকে যে, এ মান্নত ফিকহী হলে জীবিতদের জন্যও এ মান্নত হতো না। অথচ উভয়াবস্থায় মান্নত করার পরিভাষা বুযর্গদের নিকট গ্রহণযোগ্য।

১. মহা অগ্রনায়ক আল্লামা ইমাম আবুল হাসান নূরুল মিল্লাত ওয়াদ্দীন আলী বিন ইউসুফ বিন জরীর লাখমী সাত্বনূনীকুদ্দিসা সিররুহুল আবঃব যাকে আল্লামা শামশুদ্দীন যাহবী 'ত্বাবকাতুল কুররা' কিতাবে এবং আল্লামা জালাল উদ্দীন সুয়ূতী 'হুসনুল মুহাদ্বারা' গ্রন্থে অতুলনীয় অদ্বিতীয় ইমাম বলে আখ্যায়িত করেছেন তিনি তাঁর সুদীর্ঘ কিতাব 'বাহজাতুল আসরার' এ নির্ভরযোগ্য বিশুদ্ধ সনদে বলেছেন আবুল আফাফ মুসা বিন ওসমান আলবাকায়ী ৬৬৩হিজরী সালে কায়রোতে আমাদের সংবাদ দিয়েছেন, তিনি বলেছেন আমার পিতা হিজরী ৬৪৪ সালে দামেস্কে আমাদেরকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন- আমাদের দু'জন অলী আবু আমর ওসমান সারীফিনী ও আবু মুহাম্মদ আব্দুল হক হারিমী ৫৫৯হিজরী সালে বাগদাদে সংবাদ প্রদান করতঃ বলেছেন- আমরা শায়খ মুহিদ্দীন আবদুল কাদির (রাঃ)'র দরবারে ৫৫৫ সালে ৩ সফর শনিবার উপস্থিত ছিলাম। হুযুর গাউছে পাক (রাঃ) অজু করে জুতা পরলেন। আর দু'রাকাত নামাযের সালাম ফিরানোর পর বজ্রকণ্ঠে না'রায়ে তাকবীর উচ্চারণ করতঃ একটি জুতা বাতাসে নিক্ষেপ করলেন, অতঃপর পঁনরায় না'রায়ে তাকবীর বলে দ্বিতীয় জুতা নিক্ষেপ করলে এ জুতাদ্বয় আমাদের চোখের অন্তরায় হয়ে যায়। তিনি তাশরীফ আনলে ভয়ে কেউ এর কারণ জিজ্ঞাসা করতে সাহস পাননি। তেইশ দিন পর অনাবর থেকে একটি কাফেলা তাঁর দরবারে এসে বলল- ان معنا للشيخ نذر 'আমাদের সাথে শায়খের জন্য মান্নত রয়েছে فاستاذناه فقال خذوه منهم 'আমরা তাঁর নিকট ঐ মান্নত নেয়ার অনুমতি চাইলে তিনি বললেন- তোমরা তাদের থেকে তা নিয়ে নাও। তারা এক মণ রেশম, রেশমের একটি থান, স্বর্ণ ও হুযুর গাউছে পাকের ঐ জুতা যা তিনি সেদিন বাতাসে নিক্ষেপ করেছিলেন এ সবগুলো গাউছে পাকের দরবারে পেশ করেছেন। আমরা তাদের থেকে জিজ্ঞাসা করলাম, তোমরা এ জুতা কোত্থেকে পেয়েছো। বলল- আমরা ৩ সফর মাসে শনিবার সফরে ছিলাম। ডাকাত দলের দু'নেতা আমাদেরকে আক্রমণ করতঃ কয়েকজনকে হত্যাসহ ধন-সম্পদ লুণ্ঠ করে নেয়। তারা একটি নদীর কিনারায় তা ভাগ-ভাটোয়ারা করতে উদ্যত হল।

فقلنا لوذكرنا الشيخ عبد القادر فى هذاالوقت ونذرناله شيئا من اموالنا ان سلمنا۔

'আমরা বললাম আহ! যদি এ মুহূর্তে আমরা শায়খ আব্দুল কাদির (রাঃ) কে স্মরণ করি এবং বিপদমুক্তিতে তাঁর জন্য কিছু সম্পদ মান্নত করতাম।' গাউছে পাকের নাম স্মরণ করতেই দু'টি বিকট আওয়াজের না'রায়ে তাকবীর শুনলাম- যা জঙ্গল কাঁপিয়ে তোলে। আমরা ডাকাতদেরকে দেখলাম যে, তারা ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে গেছে। আমরা মনে করলাম অন্য কোন ডাকাত দল তাদের ওপর আক্রমণ করে বসল। তারা আমাদের কাছে এসে বলল- তোমরা নিজেদের সম্পদ নিয়ে যাও। দেখে যাও, আমাদের দু'নেতার কি অবস্থা হয়েছে? দেখলাম তাদের মরা লাশের পার্শ্বে একটি করে ভিজা জুতা পড়ে আছে। ডাকাতরা আমাদের সম্পদ ফেরত দিল এবং বলল এ ঘটনার নেপথ্যে নিশ্চয় কোন

ব্যাপার রয়েছে।

(দুই) তিনি আরো বলেছেন,

حدثنا ابوالفتوح نصرالله بن يوسف الازجى قال اخبرنا الشيخ ابو العباس احمد بن اسمٰعيل قال اخبرنا الشيخ ابو محمد عبدالله بن حسين بن ابى الفضل قال كان شيخنا الشيخ محى الدين عبد القادر رضى الله تعالى عنه يقبل النذور ويأكل منها۔

'আমাদেরকে আবুল ফুতুহ নসরুল্লাহ বিন ইউসুফ আযজী বর্ণনা করেছেন- তিনি বলেছেন আমাদেরকে শায়খ আবুল আব্বাস আহমদ বিন ইসমাঈল সংবাদ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন- আমাদেরকে শায়খ আবু মুহাম্মদ আবদুল্লাহ বিন হোসাইন বিন আবুল ফযল খবর দিয়েছেন। তিনি বলেছেন- শায়খ মুহিউদ্দীন আবদুল কাদির (রাঃ) মান্নত গ্রহণ করতেন এবং তা থেকে খেতেন।' যদি এ মান্নত শরয়ী হতো তাহলে হুযুর গাউছে পাক পাক আউলাদে রাসুল হওয়া সত্ত্বেও কিভাবে তা থেকে ভক্ষণ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়েছিল।

(তিন) তিনি আরো বলেছেন,

حدثنا الشريف ابوعبد الله محمد بن الخضرالحسينى قال اخبرنا ابى قال كنت مع سيدى الشيخ محى الدين عبد القادر رضى الله تعالى عنه ورأى فقيرا مكسورالقلب فقال له ماشأنك قال مررت اليوم بالشط وسألت ملاحًا ان يحملنى الى الجانب الاخرفابى وانكسر قلبى لفقرى فلم يتم كلام الفقير حتى دخل رجل معه صرة فيها ثلاثون دينارا نذرا للشيخ فقال الشيخ لذالك الفقير خذهذه الصرة واذهب بها الى الملاح وقل له لاترد فقيرا ابد اوخلع الشيخ قميصه واعطاه للفقير فاشترى منه بعشرين دنيارا۔

'আমাদেরকে শরীফ আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ বিন আল্‌হিজর আল হোসাইনী বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন- আমার পিতা আমাদেরকে খবর দিয়ে বলেছেন-আমি হুযুর গাউছে পাক (রাঃ)'র সাথে ছিলাম। তিনি ভঙ্গ হৃদয়ের এক ফকিরকে দেখে বললেন তোমার কি অবস্থা? ফকির বলল আমি আজ দজলা নদীর কিনারায় গিয়ে মাঝিকে বললাম আমাকে নদীর ওপাড়ে নিয়ে যাও। সে নারাজী দেখাল। দারিদ্রতার কারণে আমার অন্তর ভেঙ্গে যায়। ফকিরের কথা শেষ না হতেই হুযুর গাউছে পাকের জন্য মান্নত স্বরূপ এক ব্যক্তি ত্রিশ দিনারের একটি থলে নিয়ে তাঁর কাছে ঢুকল.হুযুর গাউছে পাক (রাঃ) ঐ ফকিরকে বললেন, এ থলে নিয়ে মাঝির কাছে চলে যাও। তাকে বল কক্ষনো

কোন ফকিরকে ফেরত দিওনা। হুযুর গাউছে পাক (রাঃ) জামা খোলে ফকিরকে দিলেন। অতঃপর তার থেকে বিশ দিনারের বিনিময়ে ক্রয় করলেন।

(চার) আল্লামা আবুল হাসান শাত্বনূনী (রাহঃ) আরো বলেছেন-

الشيخ بقا بن بطوكان الشيخ محى الدين عبد القادر رضى الله تعالى عنه يثنى عليه كثيرا وتجله المشائخ والعلماء وقصد بالزيارات والنذور من كل مصر-

গাউছে পাক (রহঃ) হযরত শায়খ বাকা বিন বত্বু'র অনেক প্রশংসা করতেন, মাশায়েখ ও ওলামা কেরাম তাঁকে সম্মান করতেন এবং প্রত্যেক শহর থেকে তারা নযরানাসহ তাঁর সাক্ষাতে ছুটে আসতেন।

(পাঁচ) আল্লামা শত্বনূনী (রাহঃ) আরো বলেছেন-

الشيخ منصور البطائحى رضى الله تعالى عنه من اكابرمشائخ العراق اجمع المشائخ والعلماء على تبجيله وقصد بالزيارات والنذور من كل جهة-

হযরত শায়খ মানসূর বাত্বায়িহী (রাঃ) ইরাকের বড় বড় মাশায়েখ কেরামদের মধ্যে একজন। সমস্ত মাশায়েখ ও ওলামা কেরাম তাকে সম্মান করার ব্যাপারে ঐক্যমত পোষণ করেছেন। সবখান থেকে তারা নযরানা নিয়ে তাঁর সাক্ষাতে আসতেন।

(ছয়) তিনি আরো ফরমায়েছেন,

لم يكن لاحد من مشائخ العراق فى عصر الشيخ على بن الهيتى فتوح اكثرمن فتوحه كان ينذرله من كل بلد -

শায়খ আলী বিন হায়তী (রাঃ)'র যুগে ইরাকের মাশায়েখ কেরামের মধ্যে তাঁর মত অন্য কেউ অধিক বিজেতা ছিলেন না। তাঁর জন্য প্রত্যেক শহর থেকে নযরানা পেশ করা হতো।

(সাত) আরো বলেছেন,

الشيخ ابو سعيد القيلوى احد اعيان المشائخ بالعراق حضر مجلسه المشائخ والعلماء وقصد بالزيارت والنذور-

'হযরত শায়খ আবু সাঈদ কায়লুভী ইরাকের মাশায়েখ কেরামের মধ্যে অন্যতম। অনেক মাশায়েখ ও ওলামা কেরাম তাঁর মজলিসে হাজির হতেন। তাঁর সাক্ষাতে নযরানা নিয়ে উপস্থিত হতেন।

(আট) তিনি বলেছেন,

اخبرنا ابوالحسين على بن الحسين السامرى قال اخبرنا ابى قال سمعت والدى رحمه الله تعالى يقول كانت نفقة شيخنا الشيخ جاگير رضى الله

تعالى عنه من الغيب وكان نافذالتصريف خارق الفعل متواتر الكشف ينذرله كثيروكنت عنده يوما فمرت به بقرات مع راعيها فاشارالى احداهن وقال هذه حامل بعجل احمراغرصفته كذاوكذا ويولدوقت كذا وهو نذرلى وتذبحه الفقراء يوم كذاوياكله فلان وفلان ثم اشار الى اخرى وقال هذه حامل بانثى ومن صفتهاكذا وكذا تولد وقت كذا وهى نذرلى يذبحها فلان رجل من الفقراء يوم كذا وياكلها فلان ولكلب احمرفيها نصيب قال فوالله لقد جرت الحال على ما وصف الشيخ -

'আবুল হাসান আলী বিন হাসান সামেরী আমাদেরকে খরব দিয়েছেন। তিনি বলেছেন আমার পিতা আমাকে সংবাদ দিয়ে বলেছেন, আমি আমার পিতাকে বলতে শুনেছি, আমাদের শিক্ষাগুরু শায়খ জাগীর (রাহঃ)'র খরচ অদৃশ্য থেকে ব্যবস্থা হয়ে যেতো। তিনি তাসাররুফের অধিকারী, ছাহেবে কারামাত ও কাশফ ছিলেন। তাঁর দরবারে অনেক কিছু মান্নত করা হতো। আমি একদা তাঁর দরবারে উপস্থিত ছিলাম। এক রাখাল গাভীর পাল নিয়ে যাওয়ার সময় তিনি একটি গাভীর দিকে ইঙ্গিত করে বললেন এটি চাঁন্দ কপালী লাল বাছু গর্ভিত। তার গুণাগুণ এরূপ। অমুক দিন অমুক সময়ে বাচ্ছা প্রসব করবে। উহা আমার জন্য মান্নত করবে আর ফকিরেরা অমুক দিন যবেহ করতঃ অমুক অমুক তা ভক্ষণ করবে। অপর একটি গাভীর দিকে ইশারা করে বললেন এটা মাদী গর্ভিত। তার এরূপ গুণাগুণ রয়েছে। অমুক দিন বাচ্ছা প্রসব করবে। সে আমার জন্য মান্নত করলে অমুক ফকির তা যবেহ করবে আর ভক্ষণ করবে অমুক অমুক। তাতে লাল কুকুরের একটি অংশ রয়েছে। তিনি বললেন- আল্লাহ'র কসম! শায়খ যা বলেছেন অবস্থা তা-ই হল।' প্রমাণিত হল আউলিয়া কেরাম গর্ভিত প্রাণীর পেটের অবস্থা ও জানেন। তারা অদৃশ্য জ্ঞানের অধিকারী।

নয়) তিনি আরো বলেছেন-

اخبرنا الفقيه الصالح ابو محمد الحسن بن موسى الخالدى قال سمعت الشيخ الاعام شهاب الدين السهروردى رضى الله تعالى عنه يقول مالاحظ عمى شيخنا الشيخ ضياء الدين عبد القاهررضى الله تعالى عنه مريد ابعين الرعاية الانتج وبرع وكنت عنده مرة فاتاه سوادى لعجل وقال له يا سيدى هذا نذرناه لك وانصرف الرجل فجاء العجل حتى وقفت بين يدى الشيخ فقال الشيخ لنا ان هذا العجل يقول لى انى لست العجل الذى نذرلك بل نذرت

للشيخ على بن الهيتى وانما نذرلك اخى فلم يلبث ان جاء السوادى وبيده عجل يشبه الاول فقال السوادى يا سيدى انى نذرت لك هذا العجل ونذرت الشيخ على بن الهيتى العجل الذى اتيتك به اولاوكان اشتبهاعلى واخذ الاول وانصرف۔

'ফকীহ সালেহ আবু মুহাম্মদ হাসান বিন মুসা আল খালিদী আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন আমি শায়খ ইমাম শিহাবুদ্দীন সরওয়ার্দী (রা) কে বলতে শুনেছি-শায়খ যিয়া উদ্দীন আবদুল কাহির (রা) যখন কোন মুরীদের প্রতি দয়ার দৃষ্টিতে দেখতেন তখন ভাগ্যবান ও মর্যাদাশীল হয়ে যেতো। আমি একদিন তার নিকট বসা ছিলাম। এক গেঁয়ো মানুষ একটি গোবৎস নিয়ে তাঁর দরবারে এসে বললো- হুযুর! আমি এটা আপনার জন্য মান্নত করেছি। লোকটি চলে গেলে গো বাছুটি শায়খের সামনে দাঁড়ালে শায়খ আমাদেরকে বললেন বাছুটি বলছে আমি আপনার জন্য মান্নতকৃত বাছু নই বরং আমাকে মান্নত করা হয়েছে শায়খ আলী বিন হায়তীর জন্যে। আপনার জন্য মান্নত করা হয়েছে আমার সহোদরকে। এ বলে না থামতেই গেঁয়ো লোকটি তার হাতে প্রথমটি সাদৃশ একটি বাছু নিয়ে হাজির হয়ে বলল- হুযুর! আমি এ বাছুকে আপনার জন্য মান্নত করেছি। যেটা নিয়ে প্রথমে আপনার দরবারে এসেছিলাম সেটা শায়খ আলী বিন হায়তীর জন্য মান্নত করেছিলাম। দু'টিই আমার কাছে সাদৃশ্যপূর্ণ হয়ে গেছে। সে প্রথমটি নিয়ে ফিরে গেল।

(দশ) তিনি আরো বলেছেন- আবু যায়েদ আবদুর রহমান বিন সালেম বিন আহমদ আল কারশী আমাদেরকে বর্ণনা করতঃ বলেছেন শায়খ আরিফ আবুল ফাতাহ বিন আবুল গানায়েমকে ইস্কান্দরিয়ায় বলতে শুনেছি যে, বাসায়েহ'র এক অধিবাসী একটি দূর্বল গরু নিয়ে আমাদের শায়খ হযরত সৈয়দ আহমদ রিফায়ী (রাহঃ)'র দরবারে হাজির হয়ে আবেদন করল-এ গরু দ্বারা আমি ও আমার পরিবার পরিজনের খাদ্যের যোগান দেয়া হয়। তা এখন দূর্বল হয়ে গেছে, আপনি উহাতে বরকত লাভের জন্য দোয়া করুন। আল্লামা রিফায়ী (রাঃ) বলেছেন শায়খ ওসমান বিন মারযূক বাত্বায়েহী (রাহঃ)'র নিকট গিয়ে তাঁর কাছে আমার সালাম বলবে এবং আমার জন্য তাঁর কাছে দোয়া চাইবে। সে গরু নিয়ে তাঁর দরবারে হাজির হয়ে দেখল- হযরত ওসমান উপবিষ্ট আছেন এবং চতুর্দিকে বৃত্তাকারে বাঘ বসে আছে। বাঘ দেখে নিকটে যেতে ভয় করলে তিনি বললেন নিকটে আস। তবে প্রথমে হযরত রিফায়ী'র পয়গাম পৌছান। হযরত ওসমান সালাম বললেন। আল্লাহ আমাকে ও তাঁকে শেষ পরিণতি ভাল করুক। তিনি একটি বাঘকে ইঙ্গিত করে বললেন- হে বাঘ! এ গরুকে ছিড়ে ফেটে খেয়ে পেল। আরেকটি বাঘকে উদ্দেশ্য করে বলল-যাও! তা থেকে খাও। দ্বিতীয় বাঘটি সে গরু থেকে খাইল। তৃতীয় বাঘকে পাঠাল। একেকটি বাঘ পাঠাল আর পূরা গরুটি খেয়ে ফেলল। এমতাবস্থায় দেখা

গেল জনবসতি থেকে আরেকটি মোটাসোটা গরু আসল। এসে হযরত ওসমানের সামনে দাঁড়ালে তিনি বললেন- তোমার দূর্বল গরুর পরিবর্তে এ সবল গরুটি লাও। লোকটি তা নিল আর মনে মনে বলল আমার গরুটা তো শেষ। জানি না এ গরুর মালিক গরু চিনতে পেরে আমাকে কি শাস্তি দেয়? এমতাবস্থায় এক লোক দৌড়ে এসে হযরতের হাত মোবারক চুমু খেয়ে নিবেদন করল।

ياسيدى نذرت لك ثوراواتيت به الى البطيحة فاستلب منى ولاادرى اين ذهب۔

'হুযুর আমি আপনার জন্য একটি গরু মান্নত করতঃ এ জনপদ পর্যন্ত নিয়ে এসেছিলাম। আমার থেকে ছুটে কোথায় গেছে আমি জানি না। তিনি বললেন- قد وصل الينــاهـا هـوتـراه 'তা আমাদের নিকট পৌছে গেছে, এইতো যা তুমি দেখতেছো।' সে লোকটি তাঁর কদমবুচি করে বলল- আল্লাহর কসম!' খোদা তায়ালা হযরতকে প্রত্যেকটি বস্তুর পরিচয় দান করেছেন আর প্রত্যেক বস্তু এমনকি প্রাণীরা পর্যন্ত তাকে চিনে। হযরত ফরমায়েছেন,

هذا ان الحبيب لا يخفى عن حبيبه شيأ ومن عرف الله عزوجل عرفه كل شئ

'বন্ধু তাঁর বন্ধু থেকে কোন কিছু গোপন রাখে না। যারা আল্লাহকে চিনে প্রত্যেকটি বস্তু তাকে চিনে।' তিনি গরু ওয়ালাকে সম্বোধন করে বললেন-তুমি সংশয় মনে বলেছিলে যে, আমার গরুটা মারা গেছে। আল্লাহই জানে এটা কার গরু? নিজের গরু চিনতে আমার কষ্ট হবে। তা শুনে গরু ওয়ালা কান্না শুরু করলে তিনি তাকে সম্বোধন করে বলেছেন-তুমি কি জান না? আমি তোমার অন্তরের খবরও রাখি। যাও, তা নিয়ে চল। আল্লাহ এ গরুতে তোমাকে বরকত দেবেন। কয়েক কদম চলতে তার আশংকা হল কোন বাঘ আমাকে এবং আমার গরুকে আক্রমণ করতে পারে। হযরত জিজ্ঞাসা করলেন, বাঘের ভয় আছে। তদুত্তরে বললেন জ্বী, হ্যাঁ! হযরত তাঁর সামনে উপবিষ্ট বাঘগুলো থেকে একটিকে নির্দেশ দিলেন তাকে এবং তার গরুকে নিরাপদে পৌছায়ে দাও। বাঘ তার সঙ্গী হয়ে চললো। বাঘ তাকে স্বজাতী ও অন্যান্য প্রাণী থেকে হেফাজতের জন্য কখনো ডানে, কখনো বামে, আবার কখনো পিছনে চললো এমনকি সে ব্যক্তি হেফাজতের সাথে নিরাপদ স্থানে পৌছে গেল। এমন কাহিনী হযরত আহমদ রিফায়ী'র কাছে বর্ণনা করলে তিনি কেঁদে কেঁদে বললেন ইবনে মারযূকের পরে তার মত কারো জন্ম দুষ্কর। আল্লাহ এ গরুতে এমন বরকত দিলেন যে, সে ব্যক্তি অনেক সম্পদশালী হয়ে যায়।

(এগার) হযরত ইমাম আবদুল ওয়াহাব শা'রানী কুদ্দিস সিররুহুল আযীয 'তবকাতে কুবরা' গ্রন্থে বলেছেন- হযরত আবুল মাওয়াহিব মুহাম্মদ শাযলী (রহঃ) ফরমায়েছেন,

وكان رضى الله تعالى عنه يقول رأيت النبى صلى الله تعالى عليه وسلم فقال اذاكان لك حاجة واردت قضاء ها فانذر لنفيسة الطاهرة ولوفلسا فان حاجتك تقضى

'তিনি বলতেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামাকে স্বপ্নে দেখি, তিনি (নবী) বলেছেন, তোমার কোন হাজত থাকলে আর তা পূরণের ইচ্ছা করলে আউলিয়া কেরামের জন্য মান্নত কর যদিও একটা পয়সা হয়। তোমার হাজত পূরণ হবে।' তা আউলিয়া কেরামের মান্নত। এ থেকে স্পষ্ট হয়ে গেল যে, আউলিয়া কেরামের মান্নতকে ما اهل به لغير الله আয়াতের অর্ন্তভুক্ত করা বাতিল। এরূপ হলে ধর্মীয় গুরুরা কিভাবে তা কবুল করতেন, নিজে খেয়ে অপরকে খাওয়াতেন। বরং ما اهل به لغير দ্বারা যে পশু যবেহ করার সময় আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নাম উল্লেখ করা হয় তা-ই উদ্দেশ্য। গোত্রনেতা ইসমাঈল দেহলভীর পূর্ব পুরুষদের কথাও আলোচনায় আনা যাক। মৌলভী ইসমাঈল দেহলভীর দাদা পর দাদা উস্তাদ জনাব শাহ অলি উল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী 'আনফাসুল আরেফীন' এ স্বীয় সম্মানিত পিতার অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন-

حضرت ایشان در قصبۂ ڈاسنہ بزیارت مخدوم آلہ دیا رفتہ بودند شب ہنگام بود دراں محل فرمودند مخدوم ضیافت ما میکنند و میگویند چیزے خوردہ روید توقف کردند تا آنکہ اثر مردم منقطع شد و ملال بر یاراں غالب آمد آنگاہ زنے بیامد طبق برنج و شیرینی بر سر و گفت نذر کردہ بودم کہ اگر زوج من بیاید ہماں ساعت ایں طعام پختہ نشیندگان درگاہ مخدوم آلہ دیا رسانم دریں وقت آمد ایفائے نذر کردم۔

(ক) অর্থাৎ এ সমস্ত হাস্তিরা ডাসনা গ্রামে 'মাখদুম আলাহ্দিয়া' দরবারের পীরের সাক্ষাতে যায়। সে স্থানে রাত্রিকালে সংগঠিত ঘটনার বর্ণনা দিতে গিয়ে বললেন, হযরত মাখদুম সাহেব আমাদের মেহমানদারী করলেন। কিছু খেয়ে যাওয়া পর্যন্ত অবস্থান করতে বললেন যাতে তার ও স্বীয় বন্ধুদের প্রভাবে পেরেশানী দূর হয়ে যায়। জানায়ে দিলেন যে, একজন মহিলা মাথায় চাউল ও মিষ্ঠান্নের একটি পাত্র নিয়ে এসে বললো আমি মান্নত করেছি যদি আমার স্বামী ফিরে আসে তাহলে ঐ সময় আমি এ খাদ্য পাক করে আলাহ্দিয়া দরবারে পৌছাব। ফিরে আসলে আমি মান্নত পুরা করি।

(খ) তাতে রয়েছে,

حضرت ایشان میفرمودند کہ فراد بیگ را مشکلے پیش افتاد نذر کردم کہ بار خدایا کہ اگر ایں مشکل بسر آید ایں قدر مبلغ بحضرت ایشاں ہدیہ دہم آں مشکل مندفع شد آں نذر از خاطر اہ برفت بعد چندے اسپ او بیمار شد و نزدیک ہلاک رسید بر سبب ایں امر مشرف شدم بدست یکی از خادمان گفتہ فرستادم کہ ایں بیماری اسپ عدم وفائے نذر ست اگر اسپ خود را میخواہی نذرے را کہ در فلاں محل التزام

نمودہ بفرستد دے نادم شد و آں نذر فرستاد ہماں ساعت اسپ او شفا یافت۔

এ বুযর্গ বলেছেন ফরাদবেগ নাম্মী ব্যক্তি বিপদে পড়লে মান্নত করল যে, হে খোদা! এ মুশকিল দূর হলে এ বুযর্গের দরবারে এ পরিমাণ হাদিয়া দেব। এ মুশকিল দূর হলে সে মান্নত পুরা করব। কয়েকদিন তার ঘোড়া অসুস্থ হয়ে মৃত্যু মুখে পতিত হওয়ার উপক্রম হল। এ মঙ্গলময় কাজ সম্পাদনের জন্য নিজে এক খাদেমকে পাঠায়ে বললেন, মান্নত পুরা না করার কারণে ঘোড়া অসুস্থ হয়ে পড়েছে। ঘোড়া বাঁচাতে চাইলে অমুক স্থানে যে মান্নত করেছিলে তা পৌছায়ে দাও। লজ্জিত হয়ে মান্নত পৌছায়ে দিলে মুহূর্তে ঘোড়া সুস্থ হয়ে যায়।

(গ) হযরত মাওলানা শাহ আব্দুল আযীয মুহাদ্দিস দেহলভী 'তোহফায়ে ইছনা আশারিয়া' পুস্তিকায় বলেছেন,

حضرت امیر و ذریہ طاہرہ اور تمام امت بر مثال پیراں و مرشداں مے پرستند امور تکوینیہ را بایشاں وابستہ میدانند فاتحہ و درود و صدقات نذر بنام ایشاں رائج و معمول گردیدہ چنانچہ با جمیع اولیاء اللہ ہمیں معاملہ است فاتحہ و درود و نذر و عرس و مجلس۔

অর্থাৎ বাদশা, পরিবার পরিজন এবং সমস্ত উম্মত এ কথার ওপর একমত যে, পীর-মুর্শিদের দাসত্ব স্বীকার করা হয় এবং ঐশী বিষয়াবলী তাঁদের সাথে সম্পৃক্ত রয়েছে। তাঁদের নামে ফাতিহা, দরূদ, সাদকা ও মান্নত করার রীতি-নীতি প্রচলিত রয়েছে। যেরূপ সমস্ত অলি আল্লাহদের ব্যাপারে ফাতেহা, দরূদ, মান্নত, ওরশ ও মাহফিলের ব্যবস্থা হয়ে থাকে।

গুরুত্বপূর্ণ উপকারিতাঃ

মুসলিম ভাইয়েরা! দেখুন, এ শাহ সাহেবদ্বয়ের প্রাগুক্ত তিনটি ইবারত দ্বারা ওহাবী মতবাদ বিরোধী অনেক চমৎকার উপকারিতা অর্জিত হয়। আলহামদুলিল্লাহ!

(এক) আউলিয়া কেরাম স্বীয় মাযারে উপস্থিত ব্যক্তিদের সম্পর্কে অবগত।

(দুই) উপস্থিত ব্যক্তিদের সাথে কথা বলা। হযরত মাখদূম আলাহ্দিয়া কুদ্দিসা সিররুহুল আযীয'র মাযার শরীফে শাহ অলি উল্লাহ সাহেবের পিতা শাহ আব্দুর রহীম সাহেব উপস্থিত হলে সাহেবে মাজার তাঁকে দাওয়াত দিলেন এবং কিছু খেয়ে যাওয়ার জন্য বললেন।

(তিন) আউলিয়া কেরাম ইন্তিকালের পরেও অদৃশ্য বিষয় সম্পর্কে অবগত। হযরত মাখদূম কুদ্দিসা সিররুহুল আযীয জানতেন যে, এক মহিলা স্বীয় স্বামী আগমন করার ব্যাপারে মান্নত করেছে এবং আজ তার স্বামী আসবে। এ কথাও জানতেন যে, মহিলা সে সময় মান্নতের চাউল ও মিষ্ঠি নিয়ে উপস্থিত হবে।

(চার) অলি আল্লাহ্দের জন্য মান্নত করা।
(পাঁচ) মুছিবত দূর করার নিমিত্তে অলিদের জন্য মান্নত করা।
(ছয়) মান্নত করতঃ ভূলক্রমে হলেও পূর্ণ না করলে বিপদ আসা এবং মান্নত পূর্ণ করার সাথে সাথে বিপদ মুক্ত হওয়া।
ফরহাদবেগ বিপদে পড়ে শাহ অলি উল্লাহ সাহেবের পিতার জন্য মান্নত করেছে। ভূলে তা পূরণ না করলে ঘোড়া মারা যাওয়ার উপক্রম হয়।
(সাত) শাহ সাহেবের জানা হয়ে গেল যে, আমার জন্য কৃত মান্নত পূর্ণ না করার কারণে তার এ বিপদ এসেছে। তাই তার নিকট খবর পৌঁছাল যে, ঘোড়া বাঁচাতে চাইলে আমার মান্নত পূর্ণ কর। মান্নত পূর্ণ করলে ঘোড়া সুস্থ হয়ে যায়।
(আট) প্রচলিত ফাতিহা।
(নয়) আউলিয়া কেরামের ওরশ উদ্‌যাপন করা।
(দশ) সবচেয়ে বড় মারাত্মক হল পীরপূজা।
(এগার) বেলায়তের সম্রাট হযরত মাওলা আলী এবং সম্মানিত ইমামগণের দাসত্ব গ্রহন করা।
(বার) তাঁদের গোলামী করার ওপর সমস্ত উম্মত ঐক্যমত পোষণ।
(তের) জয়-পরাজয়, সুস্থ-অসুস্থ, ধনী-নির্ধন, সন্তান জন্ম লাভ করা-না করা, মাকসুদ হাসিল হওয়া-না হওয়া এবং ঐশী বিধানাবলী এ সবকিছু মাওলা আলী, সম্মানিত ইমাম ও আউলিয়া কেরামের সাথে জড়িত থাকা।
(চৌদ্দ) এ জড়িত থাকার উপর সমস্ত উম্মত ঐক্যমত পোষণ করা।
প্রথমোক্ত সাতটি বিষয় বিদ্যমান রয়েছে বড় শাহ সাহেবের কথায়। ছোট শাহ সাহেবের কথায় রয়েছে অন্যান্য বিষয়গুলো।
ইসমাঈল দেহলভীর লিখিত তাকভিয়াতুল ঈমান ও ঈযাউল হক, গাঙ্গুহী সাহেবের ক্বাতিয়ায়ে বারাহীন ইত্যাদি নাপাক বস্তুর সাথে উপরোক্ত চৌদ্দটি ফায়দাকে তুলনা করে দেখুন শাহ সাহেবদ্বয় কতই না পাক্কা মুশরিক ও মুশরিকের কেন্দ্র বিন্দু! নাউযুবিল্লাহ! তারা মুশরিক হওয়ার পাশাপাশি পনের নম্বর ফায়দাও অর্জিত হবে যে, ইসমাঈল দেহলভী, গাঙ্গুহী, থানভী এবং অন্যান্য ওহাবীরা সকেলই মুশরিক কাফির। ইসমৎঈল দেহলভী তো ঐ মুশরিকদ্বয়ের গোলাম, তাদের শিষ্য, মুরীদ, প্রশংসাকারী, তাদেরকে ইমাম, অলী ও হর্তাকর্তা মনে করে। গাঙ্গুহী, থানভী এবং সমস্ত ওহাবী উক্ত তাকবিয়াতুল ঈমানের প্রেক্ষিতে মুশরিক এবং কুরআনী দলীলের আলোকে ধর্মবিমুখ ও বিভ্রান্ত ব্যক্তিকে ভাল মনে করা নিজেই মুশরিক, কাফির ও ধর্মবিমুখ হয়ে যাবে। والحمد لله رب العالمين কোন ওহাবী, গাঙ্গুহী, থানভী, দেহলভী, আমরতসরী, বাঙ্গালী, ভূপালী প্রমুখদের থেকে উত্তর এ হবে যে,

وقفوهم انهم مسئولون. مالكم لاتناصرون. بل هم اليوم مستسلمون.

'তাদেরকে থামাও, তাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে, তোমাদের কি হয়েছে? পরস্পরকে কেন সাহায্য করছো না? বরং তারা আজ আত্মসমর্পন করছে।'

كذالك العذاب ولعذاب الاخرة اكبرلوكانوا يعلمون

'শাস্তি এরূপই হয়, নিশ্চয় পরকালের শাস্তি সর্বাপেক্ষা কঠিন; যদি তারা জানতো।'
এ আলোচনা থেকে প্রকাশ পায় যে, খতীব সাহেবের

نذر بھی غیر خدا کی ہے یقین شرک سنو + غیر کی نذر کا کھانا بھی حرام اے اکرم

পংক্তিটি আহলে সুন্নাতের মতাদর্শ অনুযায়ী নয় এবং بـركـات الامـداد (বরকাতুল ইমদাদ) এর ইবারত استمداد তথা সাহায্য প্রার্থনা করা সম্পর্কে। والله تعالى اعلم

প্রশ্ন- একষট্টিতমঃ হুযুর আকদাস সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামা'র হাদিস শরীফে রয়েছে- সৎসঙ্গে স্বর্গে বাস অসৎ সঙ্গে সর্বনাশ। যায়েদ বলেছে সংস্পর্শের কোন প্রভাব নেই; সবকিছু তাকদীর অনুপাতে হয়। এরূপ হলে রাসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামা সৎ সঙ্গে থাকার জন্য কেন ফরমায়েছেন। লুবাবুল আখবারে,

قال النبى صلى الله تعالى عليه وسلم لابن مسعود رضى الله عنه يا ابن مسعود جلوسك فى حلقة العلم لاتمس قلما ولاتكتب حرفا خير لك من اعطاء الف فرس فى سبيل الله وسلامك على العالم خير لك من عبادة الف سنة.

'রাসুল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামা হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ) কে সম্বোধন করে বলেছেন- হে ইবনে মাসউদ! তুমি জ্ঞানের বৈঠকে বসা কোন কলম স্পর্শ না করে এবং কোন একটি অক্ষর না লিখলেও আল্লাহর রাস্তায় এক হাজার ঘোড়া দান করার চেয়ে উত্তম। কোন আলেমকে সালাম দেয়া এক হাজার বছর ইবাদতের চেয়েও উত্তম। সাহেব! সৎসঙ্গে বসলে আল্লাহর অনেক করুণা লাভ করা যায়। কুরআনের ভাষায়-

واماينسينك الشيطان فلاتقعد بعد الذكر مع القوم الظالمين

'শয়তান তোমাকে ভুলায়ে দিলে স্বরণ হওয়ার পর অত্যাচারী সম্প্রদায়ের সাথে বস না।'
স্বীয় রিসালা ازالة العار এর ১৪পৃষ্ঠায় পঞ্চম নম্বর হাদিস শরীফে রয়েছে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা ফরমায়েছেন- اياك وقرين السوء فانك به تعرف
'তুমি অসৎ সঙ্গ থেকে বিরত থাক। কেননা ইহার দ্বারা তোমার পরিচয় ঘটে।' এ হাদিস শরীফকে ইবনে আসাকির হযরত আনাস বিন মালিক (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন।

উত্তরঃ যায়েদ শুধু গন্ডমুর্খ নয় বরং পাগল। সংস্পর্শের প্রভাবও তাকদিরী। মধুতে হিত বিষে ক্ষতি- অবশ্য তা সকল বিবেকবানের নিকট সুস্পষ্ট। প্রত্যেক মুসলমানের নিকট তাও ভাগ্যের লিখন। অসৎ সঙ্গ থেকে বিরত থাকা সংক্রান্ত আয়াত যা প্রশ্নে উল্লেখিত তা

www.AmarIslam.com

যথেষ্ট। সৎসঙ্গ সম্পর্কে আল্লাহর পক্ষ থেকে ঐশীপ্রাপ্ত নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা এরশাদ করেছেন, هم القوم لا يشقى بهم جليسهم الله ورسول 'আল্লাহ ও রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম'র যিকরের বৈঠকে যোগদানকারীরা এমন লোক যাদের সংস্পর্শে মানুষ হতভাগা হয়না।' সৎ ও অসৎ সঙ্গ উভয়কে সমন্বয়কারী হাদিস যাকে ইমাম বুখারী (রহঃ) স্বীয় কিতাবে আবু মুসা আশয়ারী (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন,

مثل الجليس الصالح والجليس السوء كمثل صاحب المسك كير الحداد لا يعدمك من صاحب المسك اما ان تشتريه اوتجد ريحه وكير الحداد يحرق بيتك اوثوبك او تجد منه رائحة خبيثة

'সৎ ও অসৎ সঙ্গের উদাহরণ হল মেশক ও লোহার ভাঁটিওয়ালার মত। মেশকওয়ালা তোমাকে দু'অবস্থা থেকে বঞ্চিত করবে না। হয়ত তুমি তার থেকে ক্রয় করবে নতুবা তুমি সুগন্ধি পাবে। আর কামারের ভাঁটি তোমার ঘর বা কাপড় পুঁড়ে দিবে অথবা তুমি তার থেকে দুর্গন্ধ পাবে।' এ প্রসঙ্গে অনেক হাদিস রয়েছে। লুবাবুল আখবারের হাদিস খানা শুদ্ধ নয়; বরং তা একেবারে ভেজাল। যদি এ উদ্দেশ্য নেয়া হয় যে, ভাগ্যের লিখন আসল, সংস্পর্শ তাকদীরের বিপরীত কোন প্রভাব ফেলতে পারে না তখনতো তা শুদ্ধ। যদিও তাতে সংস্পর্শের প্রভাব অস্বীকার খারাপ ও ন্যাক্কারজনক। যেরূপ মধু ও বিষের উদাহরণ অতিবাহিত হয়েছে,

ولاخبرة للعوام بمسلك الامام ابى الحسين الاشعرى فى هذا حق يحمل عليه مع انه ايضا خلاف الصواب كما نص عليه الائمة الاصحاب رضى الله تعالى عن الجميع ـ

এ ব্যাপারে ইমাম আবুল হাসান আশয়ারীর মসলক সম্পর্কে প্রচলিত কোন অভিজ্ঞতা সাধারণ লোকের নেই অথচ তাও সঠিকতার বিপরীত যেরূপ সাহাবা কেরাম বর্ণনা করেছেন। والله تعالى اعلم ـ

প্রশ্ন-বাষট্টিতমঃ

হুযুর আকদাস সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমায়েছেন- নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা আমাকে স্বীয় নূর থেকে এবং আমার নূর থেকে সমস্ত জগতকে সৃষ্টি করেছেন। যায়েদ প্রশ্ন করেছে ঐ নূরে মুহাম্মদী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা কতই বড় হবে! অধম উত্তর দিয়েছি এতে সন্দেহ করার কিছু নেই। একটি প্রদীপ থেকে লাখো কোটি প্রদীপ জ্বালালেও প্রথমটিতে আলোর ঘাটতির হয়না। অনুরূপভাবে ঐ নূরে মুহাম্মদী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা)'র কোন ঘাটতি হয় না।

উত্তরঃ যায়েদের আপত্তি মুর্খতা। প্রশ্নকারীর (আল্লাহ তাকে নিরাপত্তা দান করুক) উত্তর সঠিক ও তাত্বিক। والله تعالى اعلم

প্রশ্ন-তেষট্টিতমঃ

হাদীস শরীফে রয়েছে, মানুষ যে জমির মাটি দিয়ে সৃষ্ট সে জমিতে দাফন হয়। যায়েদ প্রশ্ন করে তা কিভাবে সম্ভব? মানুষ অন্ধকারে সহবাস করে আর সন্তান গর্ভধারিত হওয়ার কোন সময় জানা নেই। এমতাবস্থায় কিভাবে মাটি মায়ের জরায়ুতে পৌছতে পারে? আমি নগন্য বললাম- আল্লাহ তা'আলা জমি থেকে মাটি নিয়ে বা ফিরিশতার মাধ্যমে ঐ মুহুর্তে জরায়ুতে মাটি পৌছাতে কি শক্তি রাখেন না?

آدم سر دتن باب وگل داشت ۔ کو حکم ملک جان ودل داشت

উত্তরঃ আল্লাহ তায়ালা বলেছেন,

منها خلقنكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة اخرى

'আমি জমি থেকে তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি, এরই মধ্যে পুনরায় তোমাদেরকে নিয়ে যাব এবং সেটা থেকে দ্বিতীয়বার তোমাদেরকে বের করবো। হযরত আবু নাঈম (রাঃ) হযরত আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমায়েছেন, مامن مولود الاوقد ردعليه من تراب حفرته 'প্রত্যেক নবজাতকের ওপর তার কবরের মাটি ছড়ানো হয়। খতীব সাহেব কিতাবুল মুত্তাফিক ওয়াল মুফতারিক এ হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন হুযুর আকদাস সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা ফরমায়েছেন,

مامن مولود الاوفى سرته من تربته التى خلق منها حتى يدفن فيها واناوابوبكرو عمر خلقنا من تربه واحدة فيها تدفن

প্রত্যেক নবজাতকের নাভিতে তার ঐ মাটি থাকে যে মাটি থেকে তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে এমন কি তাতে দাফন করা হবে। আমি, আবু বকর ও ওমর এমন একটি মাটি থেকে সৃষ্ট যাতে দাফন করা হবে। (উল্লেখ্য যে, খতীবে বাগদাদী (রহঃ) এই রেওয়ায়াতটি বর্ণনা করে বলেন, হাদিসটি গরীব। গ্রহনযোগ্য তার ক্ষেত্রে গরীব হাদিস দ্বারা কোন আইনতঃ বিষয় প্রতিষ্ঠা করা যায় না। হাদিস শাস্ত্র বিশারদ আল্লামা ইবনে জওযী বলেন, এই হাদিসটি মওজু ও ভিত্তিহীন। এই দু'টি মতামত স্বয়ং ওহাবী তাফসীর মাআরিফুল কোরআন এর বাংলা সংক্ষিপ্ত সংস্করণ সৌদি আরব ছাপা পৃষ্ঠা ৮৫৬-এ উল্লেখ করা হয়েছে। সুতরাং একটি জাল, ভিত্তিহীন ও বানোয়াট রেওয়ায়াতের উপর নিভর করে রাসুলে পাকের সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দেহ মোবারককে মাটির দেহ বলা কতটুকু অসঙ্গত তা বলার অপেক্ষা রাখেনা।অধ্যক্ষ হাফেয এম এ জলিল সাহেবের কৃত রেওয়ায়াত হিসাবে প্রত্যেক লেখকের কিতাবেই এটি পাওয়া যায় বিধায় আলা হযরত

(রহঃ) তা এখানে উল্লেখ করেছেন।‘নূর-নবী’ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, ৩য় সংস্করণ ৬ষ্ঠ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

ইমাম তিরমিযী (রাঃ) ‘নাওয়াদের কিতাবে হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন- যে ফিরিশতাটি মহিলার জরায়ুতে নিয়োগ রয়েছে সেটা জরায়ুতে বীর্য স্থির হওয়ার পর সেগুলোকে জরায়ু থেকে নিজ হাতের ওপর রেখে আল্লাহর নিকট আবেদন করেন হে প্রভু!তা থেকে কি বাচ্চা সৃষ্টি হবে? যদি আল্লাহ বলেন- হবে না। তখন সেগুলোতে আত্মা বা রূহ নিক্ষিপ্ত হয় না এবং রক্তাকারে জরায়ু থেকে বের হয়ে যায়। পক্ষান্তরে যদি আল্লাহ বলেন- হবে, তাহলে আল্লাহর দরবারে ফেরেশতা ফরিয়াদ করেন- হে প্রভু! তার রিযিক কি? পৃথিবীতে কোথায় কোথায় বিচরণ করবে? বয়স কত? কি কাজ করবে? আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তদুত্তরে বলবেন লাহুহে মাহফুযে দেখ, সেখানে উক্ত বীর্যের সব অবস্থা পাবে।

ويأخذ التراب الذى يدفن فى بقعته وتعجن به نطفته فذالك قوله تعالى منها خلقنكم وفيها نعيدكم

ফিরিশতারা ঐ মাটি নিয়ে থাকে- যে ভূখণ্ডে তাকে সমাহিত করা হবে এবং তার বীর্যকে মণ্ড বানাবেন। উহাই হল আল্লাহর বাণী منها خلقنكم وفيها نعيدكم এর উদ্দেশ্য। আবদ বিন হামীদ এবং ইবনুল মুনযির আ’ত্বা-ই খোরাসানী থেকে বর্ণনা করেছেন,

ان الملك ينطلق فيأخذمن تراب المكان الذى يدفن فيه فيذره على النطفة فيخلق من التراب ومن النطفة وذالك قوله تعالى منها خلقنكم وفيها نعيدكم

‘ফিরিশতারা ঐ স্থানের মাটি নিয়ে চলে যাতে তাকে দাফন করা হবে অতঃপর তা বীর্যের ওপর ছেড়ে দেয়। এভাবে মাটি ও বীর্য থেকে মানুষ সৃষ্টি হয়। এটাই আল্লাহর বাণী আমি তোমাদেরকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছি পুনরায় তোমাদেরকে তাতে ফিরিয়ে নিব। দানীওয়ারী কিতাবুল হাবিসা’তে হেলাল বিন ইয়াসাফ থেকে বর্ণনা করেছেন,

مامن مولد يولد الاوفى سرته من تربة الارض التى يموت فيها.

আমি বলব- এটা যদি সাব্যস্ত হয়ে যায় তাহলে আমরা জানতে পারলাম যে, কবরের মাটি বীর্যের সাথে মিশানো হয়, পাতলা হয়ে গেলে যেস্থানে লোকটি মারা যাবে সেখানকার কিঞ্চিত মাটি নাভিতে রাখা হয়। তবে হাদিসে মারফূ’তে নাভিতে আছে ঐ মাটির কিয়দংশ থাকবে যাতে তাকে দাফন করা হবে। বুঝা যায় যে, এ বর্ণনায়, মৃত্যু দ্বারা দাফন উদ্দেশ্য .

যায়েদ মুর্খ, বেআক্কল, বদআক্বীদাপন্থী ও নির্বোধ। আলো আঁধারে জগতের সমস্ত কাজ ফিরিশতারৎ করে। তাঁরা কি আলোর মুখাপেক্ষী? জরায়ুতে বীর্য স্থির হলে ইহার মুখ বন্ধ হয়ে যায়। সুঁচ পরিমাণ ছিদ্র থাকে না। এ সময় কে বাচ্চাদেরকে মানবরূপ দান করে?

সরু রগ, লোমকূপ এবং সুক্ষ্ম লোম স্থাপন করে কে? এ সব আল্লাহ তা’আলার হুকুমে ফিরিশতারা করে থাকেন। যেমন এ সম্পর্কে নবীর হাদিস রয়েছে যাকে আম্বি আল আমনু ওয়াল উলা” নামক কিতাবে উল্লেখ করেছি। দিনেও তো বন্ধ জরায়ুর ভিতরে কোন ধরণের আলো থাকতে পারে না। সেখানে জরায়ু আলোকিত হওয়া কিভাবে সম্ভব? গভীর অন্ধকার যেখানে হাতে হাত মিলানো যায় না। অনেক মানুষের সামনে আত্মা বা রূহ বের করে ফিরিশতারা।

قل يتوفكم ملك الموت الذى وكل بكم

‘হে মাহবুব, আপনি বলে দিন, তোমাদের নিকট নিয়োগকৃত ফিরিশতারা তোমাদেরকে ওফাত দান করেন। বীর্য স্থির হওয়ার সময় তোমাদের জানা না থাকলেও ফিরিশতাদের জানা থাকে, যেরূপ মৃত্যুর সময় সম্পর্কে তাঁরা অবগত। কাজেই এ ধরণের ডাহা মুর্খদের সাথে কথা বলা অনর্থক। তাদের বলে দিতে হবে- কুরআন-হাদিসের বাণীতে নাক গলানো যাবেনা। এরা ধর্ম বিরোধী গোমরাহ পাঠক। والله تعالى اعلم

প্রশ্ন-চৌষট্টিতমঃ

এক সুন্নী মুসলমান কাফির নাসারা মহিলার সাথে যেনা করত। যেনার দ্বারা দু’সন্তানের জন্ম হয়। এরপর ঐ মহিলাটি ইসলাম গ্রহণ করে আরো তিন সন্তান প্রসব করে। যেনাকারী পুরুষ মারা গেলে সে পুনরায় নাসারা হয়ে যায়। এক হিন্দু লোক রাত দিন তার সাথে একই ঘরে অবস্থান করে যেনা করে। মুসলমানের জন্ম নেয়া সন্তানেরা নিজেদের মায়ের সাথে থাকে এবং কাফিরের যবেহকৃত হারাম গোস্ত খায়। বড় ছেলে ইসলাম সম্পর্কে কিছু অবগত হওয়ায় মায়ের সাথে থাকে না। দশ বছরের মেয়ে ও অন্যান্য বাচ্ছারা নিজেদের মায়ের সাথে থাকে। এ সব বাচ্ছাদের ব্যাপারে শরীয়তের বিধান কি? এমতাবস্থায় কোন সন্তান মারা গেলে তার জানাযার নামায ইত্যাদির বিধান কি?

উত্তরঃ এ বিষয়ে তেমন কোন বর্ণনা নেই। আল্লামা শিহাব সালবীর অভিমত হল মুসলমানের যেনায় যে সব সন্তান জন্ম লাভ করেছে তারা মুসলমান নয়; যেনার কারণে সম্পর্কচ্ছেদ হয়ে গেছে।

আমি বলব- সে সমস্ত শহরে কক্ষনো ইসলামী হুকুমত চলেনি সেখানে মুসলমান থাকা অবস্থায় যে সব সন্তান জন্ম লাভ করেছে ঐ মহিলা মুরতাদ্দ হয়ে যাওয়ার পর তাদেরকেও অনুগামী হিসাবে মুরতাদ্দ গণ্য করা হবে। যতক্ষণ পর্যন্ত বুঝে সুজে ইসলাম গ্রহন করবে না। কারণ তার বাপও নেই; রাষ্ট্রও নেই। আল্লামা শামীর বিশ্লেষণ হল মুসলমানের সন্তান যেনার দ্বারা হলেও মুসলমানই ধরা হবে। আমাদের মতে- যেনার দ্বারা অবৈধ বিয়ে থেকে জন্ম লাভ করা সন্তানকে নিজের যাকাত দিতে পারে না এবং তার পক্ষে সাক্ষ্য গ্রহন যোগ্য নয়। কেননা বাস্তবতা নারী-পুরুষের মধ্যে সীমাবদ্ধ শরীয়তের বিধান মতে মুসলমানের যেনার মাধ্যমে জন্ম লাভ করা সন্তান মুসলমান ধরা হলে

কাফির মহিলার অনুগামীরাও মুসলমান। এরই ওপর আল্লামা ইমাম সাবকী শাফেয়ী এবং কাযিউল কুযাত হাম্বলী ফাতওয়া দিয়েছেন। আমি বলব, ইহা সন্দেহাতীত শক্তিশালী উক্তি যে, ঐ সব বাচ্ছারা মুসলমান। এদের মধ্যে কেউ মারা গেলে জানাযা পড়তে হবে। যতক্ষণ সজ্ঞানে কুফরি না করে। মা মুরতাদ্দ হয়ে গেলেও তাদের কোন ক্ষতি করবে না। বাপ ইসলাম ধর্মে মৃত্যু বরণ করাতে সন্তানের ইসলাম সাব্যস্ত হয়ে গেছে। দুররুল মুখতার এ আছে-

لتنا هى التبعية بموت احدهما مسلما

'যে কোন একজনের মৃত্যুতে অনুগামীরা মুসলমান হওয়া নিশ্চিত হয়ে যায়।' والله تعالى اعلم

প্রশ্ন- পঁয়ষট্টি ও ছিষট্টিতম ঃ

আহলে কিতাব নাসারা কন্যার সাথে সুন্নী মুসলমানের বিয়ে হয়। তবে শর্তারোপ করা হয়েছে যে, প্রত্যেকে আপন আপন ধর্মে অধিষ্ঠিত থাকবে। এমতাবস্থায় যমানা অনুপাতে তাদের বিয়ের হুকুম কি? দারুল হাবর হয়ে যাওয়ার পর আহলে কিতাব ইসলামী হুকুমতের অনুগামী হলে বা না হলে উভয়াবস্থায় বিয়ে কোন শর্তের ওপর পড়া যাবে? সুন্নী মুসলমানের কন্যা আহলে কিতাব নাসারার সাথে বিয়ে হতে পারে কিনা? অথচ বর নাসারা ও কনে মুহাম্মদী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা) ধর্মাবলম্বী।

উত্তরঃ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ! মুসলমান মহিলার সাথে নাসারা বা অন্যান্য ধর্মাবলম্বী কাফিরের বিয়ে হতে পারে না। হলেও তা হবে সরাসরি যেনা। আল্লাহ তায়ালা ফরমায়েছেন, لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن 'মুসলমান মহিলা কাফিরের জন্য আর কাফির মুসলমান মহিলার জন্য হালাল নয়।' ইসলামী রাষ্ট্রে কোন নাসারা ইসলামের অনুগত হলে তার সাথে মুসলমানের বিবাহ মাকরূহে তানযীহী অন্যথায় মাকরূহে তাহরীমী- যা হারামের নিকটবর্তী। তাও প্রকৃত নাসারা হলে; দাহরিয়্যা ও ন্যাচারিয়্যা (প্রকৃতিবাদী) নামে মাত্র মুসলমান হলে চলবে না। দুররুল মুখতার এ রয়েছে,

وان كره تنزيها مومنة بنبيى مقرة بكتاب وان اعتقدوا المسيح الها

'হযরত ঈসা (আঃ) কে উপাস্য মনে করলেও কোন কিতাব ও নবীর প্রতি আস্থাবান কিতাবী মহিলাকে বিয়ে করা শুদ্ধ হবে; যদিও মাকরূহে তানযীহী। ফতহুল কাদীর এ

وتكره الكتابيه الحربيه اجماعاً

'হারবী কিতাবী মহিলাকে বিয়ে করা সর্বসম্মতিক্রমে মাকরূহ' বলা হয়েছে। রাদ্দুল মুহতার-এ

اطلاقهم الكراهة فى الحربية يفيد انها تحريمية

হারবী মহিলার ব্যাপারে শ্রদ্ধেয় আলিমগণ সাধারণভাবে মাকরূহ বলাতে মাকরূহে তাহরীমী বুঝা যাবে। والله تعالى اعلم

প্রশ্ন- সাতষট্টিতমঃ

কোন মানুষ তার চাচা এবং মামার ইন্তিকালের পর নিজের চাচী ও মামীকে বিয়ে করা ঠিক হবে কিনা?

উত্তরঃ বৈধ হবে; যদি দুগ্ধপান বা অন্য কোন প্রতিবন্ধকতা না থাকে। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন- واحل لكم ماوراء ذالكم 'উহারা ব্যতীত অন্যান্যদেরকে তোমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে।' والله تعالى اعلم

প্রশ্ন- আটষট্টিতমঃ

যায়েদ ভাগিনী- যা নিজের বোন ব্যতীত অন্যের ঔরসে জন্ম লাভ করেছে যথা বোনের সতীনের কন্যাকে বিয়ে করলে জায়েয হবে কিনা?

উত্তরঃ কোন প্রতিবন্ধকতা না থাকার কারণে বৈধ। والله تعالى اعلم

প্রশ্ন- উনসত্তরতমঃ

নাভীর নীচে অন্যলোক শরীর দেখলে অজু ভঙ্গ হয়ে যায়। আফ্রিকা দেশে জঙ্গলী মানুষেরা কাপড় পরার কোন খবর থাকে না। সর্বদা গুপ্তস্থানে সামান্য কাপড় রাখা ব্যতীত সর্বাঙ্গ উলঙ্গ থাকে। এমন লোক নামাযীর সামনে চলা অবস্থায় উলঙ্গ শরীরের দিকে দৃষ্টি পড়লে অজু ভঙ্গ হয় কিনা? সে লোকেরা ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে অজ্ঞ এবং কাফির, নামাযীর সামনে অবাধে চলাফেরা করে।

উত্তরঃ নিজ বা অন্যের সতর দেখলে মোটেই অজুর কোন ক্ষতি হয় না; এ মাসআলাটি সাধারণ মানুষের কাছে ভুল প্রচারিত। তবে ইচ্ছাকৃতভাবে অন্যের সতর দেখা হারাম। নামাযেতো অকাট্য হারাম। ইচ্ছাকৃত দেখলে নামায মাকরূহ হবে। হঠাৎ চোখ পড়লে পরক্ষণে তা থেকে চোখ ফিরিয়ে নিলে বা বন্ধ করলে কোন ক্ষতি নেই। হাদিসে রয়েছে,

النظرة الاولى لك والثانية عليك

অর্থাৎ অনিচ্ছাকৃত প্রথম দৃষ্টির জন্য পাকড়াও নেই, দ্বিতীয়বার দৃষ্টি দিলে বা প্রথম বার দৃষ্টি পড়ার পর ইচ্ছাকৃত দেখলে, চোখ বন্ধ না করলে তজ্জন্যে পাকড়াও রয়েছে। والله تعالى اعلم

প্রশ্ন- সত্তরতমঃ

কতেক লোক বলে থাকে যে, আহলে কিতাবের যবেহকৃত পশু খাওয়া বৈধ। এরূপ হলে বর্তমান কালের ইয়াহুদী বা নাসারাদের যবেহকৃত পশু খাওয়া হারাম কিনা?

উত্তরঃ নাসারাগণ যবেহ করে না। শ্বাস রূদ্ধ করে বা মাথায় লাঠির আঘাত বা গলায় এক পার্শ্বে ছুরি ঢুকিয়ে দেয়ার পদ্ধতি তাদের কাছে প্রসিদ্ধ। তাদের মারা পশু সাধারণভাবে মৃত। ইয়াহুদীরা অবশ্য যবেহ করে তারপরও অপ্রয়োজনে তাদের যবেহকৃত পশু থেকে দূরে থাকা উচিত। বিশেষ করে নাসারাগণ ঈসা (আঃ) কে খোদা বা খোদার পুত্র বলে থাকে, তারা নিয়মানুপাতে যবেহ করলেও একদল আলিমের মতে তাদের যবেহকৃত পশু

সাধারণতঃ হারাম। বলা হয়েছে এরই ওপর ফতওয়া। যদি যবেহকারী দাহরিয়া ন্যাচারিয়া হয় তাহলে তার যবেহকৃত পশু সর্বসম্মতিক্রমে মৃত, হারাম। যদিও নিজকে ইয়াহুদী ও নাসারা না বলে নামে মাত্র মুসলমান দাবী করে; শুধু নামে যথেষ্ট নয়। রাদ্দুল মুহতার ও দুররুল মুখতারে কাফিরের বিবাহ অধ্যায়ের শেষে, বাহরুর রায়িক এবং ফাতাওয়া দিলওয়া লুজিয়া'তে রয়েছে,

النصرانى لاذبيحةله وانما ياكل ذبيحة المسلم او يخنق

'নাসারাদের যবেহকৃত পশু বলতে নেই, নিশ্চয় মুসলমানের যবেহকৃত পশু সে খায় অথবা শ্বাসরুদ্ধ করে।'

ফতহুল কাদির এ রয়েছে,

الاولى ان لا ياكل ذبيحتهم الاللضرورة

'উত্তম হল প্রয়োজনীয়তা ব্যতীত তাদের যবেহকৃত পশু না খাওয়া।'

মাজমাউল আনহার এ আছে,

فى المستصفى قالواالحل اذالم يعتقد المسيح الهااما اذااعتقده فلاانتهى وفى مبسوط شيخ الاسلام يجب ان لا يأكلواذبائح اهل الكتاب اذا اعتقدوا ان المسيح اله ولايتزوجوانساء هم قيل وعليه الفتوى لكن بالنظر الى الدليل ينبغى ان يجوز والاولى ان لايفعل الا للضرورة كما فى الفتح والنصارى فى زماننايصرحون بالابنية وعدم الضرورة متحقق والاحتياط واجب لان فى حل ذبيحتهم اختلاف العلماء كما بينا فالاخذ بجانب الحرمة اولى عند عدم الضرورة ـ

'মুস্তাসফা কিতাবে মাশায়েখ কেরাম বলেছেন নাসারার যবেহকৃত পশু এবং নাসারা মহিলাকে বিয়ে করা হালাল যদি হযরত ঈসা (আ) কে উপাস্যরূপে বিশ্বাস না করে। উপাস্যরূপে বিশ্বাস করলে হালাল হবে না। ইমাম শায়খুল ইসলামের মাবসূত্ব-এ আছে, হযরত ঈসা (আ) কে উপাস্যরূপে বিশ্বাস করলে আহলে কিতাবের যবেহকৃত পশুকে না খাওয়া এবং তাদের মহিলাদেরকে বিয়ে না করা আবশ্যক। বলা হয়েছে এরই ওপর ফতওয়া। তবে দলীলের দিকে দৃষ্টিপাত করলে জায়েয হওয়া উচিত। প্রয়োজন ব্যতীত তা না করা উত্তম। যেরূপ ফতহুল কাদীর-এ রয়েছে। আমাদের এ যমানার নাসারাগণ হযরত ঈসা (আঃ) কে প্রকাশ্যে পুত্র বলে বেড়ায় অথচ তা নিষ্প্রয়োজন। সতর্কতা অবলম্বন করা আবশ্যক। তাদের যবেহকৃত পশু হালাল হওয়ার ব্যাপারে ওলামাগণ মতানৈক্য করেছেন যেমন- আমরা বর্ণনা করেছি। বাধ্যবাধকতা না থাকলে হারামের দিক গ্রহন করা উত্তম। والله تعالى اعلم ـ

প্রশ্ন- একাত্তরতমঃ

এক ব্যক্তি নাসারাদের গীর্জায় এক গৃহিনী মহিলাকে বিয়ে করেছে। অতঃপর ইসলামী ত্বরীকায় আবারো বিয়ে করেছে। সে মহিলা নাসারাদের গীর্জায় পূজা করতে যায়। এমতাবস্থায় সে মহিলা ইন্তিকাল হয়ে গেলে কাফন দাফনের বিধান কি?

উত্তরঃ শুধু মুসলমানের সাথে বিয়ে হলেই মুসলমান হয়ে যায় না; বরং সে মুরতাদ্দ ও নাসারা রয়ে গেল। মারা গেলে তাকে নাসারা আত্মীয়দের কাছে হস্তান্তর করবে, তারা অন্তেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করবে। হেদায়া-তে আছে,

اذامات الكافر وله ولى مسلم يغسل غسل الثوب النجس ويلف فى خرقة وتحفرحفيرة من غير مراعاة سنة التكفين واللحد ولايوضع فيهابل يلقى ـ

'কাফির মারা গেলে তার একজন মুসলিম অভিভাবক ব্যতীত আত্মীয় স্বজন না থাকলে সে মুসলিম তাকে নাপাক কাপড় ধোয়ার মত ধুইবে। এক টুকরা কাপড়ে জড়ায়ে কাফন-দাফনের সুন্নাত ত্বরীকা ব্যতীত এমনিতেই এক গর্ত খনন করে সেখানে তাকে নিক্ষেপ করা হবে; স্বাভাবিকভাবে রাখবে না।' ফতহুল কাদীর এ রয়েছে,

جواب المسأله مقيد بما اذالم يكن قريب كا فرفانكان خلى بينه وبينهم هذا اذا لم يكن كفره والعياذبالله بارتداد فانكان تحفرله حفيرة ويلقى فيها كالكلب ولايدفع الى من انتقل الى دينهم صرح فى غير موضع ـ

প্রশ্নের উত্তর এ কথার সাথে শর্তযুক্ত যে, তার সাথে কোন কাফির আত্মীয় না থাকে, একাকী হয়। তাও তার কুফরী মুরতাদ্দ হওয়া পর্যন্ত না পৌঁছলে। নাউযুবিল্লাহ! একটি গর্ত খনন করে তাকে কুকুরের মত সেখানে নিক্ষেপ করা হবে। যাদের ধর্ম সে অবলম্বন করে তাদের কাছে ফেরত দেয়া হবে না। এ সম্পর্কে অন্যান্য স্থানে স্পষ্ট বর্ণনা করা হয়েছে। والله تعالى اعلم

প্রশ্ন- বাহাত্তরতমঃ

এক সুন্নী মুসলিম প্রকাশ্যে মদ্য পান করে, হারাম গোস্ত খায়, নাসারা কাফিরদের হাতে যবেহকৃত পশু ভক্ষণ করে, অন্যান্য কথায় কাফিরদের সাদৃশ্য রাখে। এমন ব্যক্তির যবেহকৃত পশু ভক্ষণ করা এবং মৃত্যুর পর জানাযা ইত্যাদির বিধান কি?

উত্তরঃ সে মুসলমান হিসেবে তার যবেহকৃত পশু খাওয়া জায়েয। যবেহের মধ্যে ইসলাম শর্ত নয়। আসমানী ধর্মাবলম্বী হলে যথেষ্ট। তার জানাযার নামায পড়া ফরয যেরূপ তৃতীয় প্রশ্নের উত্তরে অতিবাহিত হয়েছে। والله تعالى اعلم

প্রশ্ন-তেহাত্তরতমঃ

কোন কাফির ঈমান এনেছে। বয়স্ক হওয়াতে তার খতনা হয়নি। সে যদি যবেহ করে এবং কোন মহিলাকে বিয়ে করে তাহলে তারা যবেহকৃত পশু খাওয়া এবং তার বিয়ে

শুদ্ধ হবে কি না? যায়েদ বলেছে খত্না না করা পর্যন্ত তার যবেহকৃত পশু ও বিয়ে শুদ্ধ হবে না।

উত্তরঃ এ ধরনের ব্যক্তির বিধান আটত্রিশ নম্বর উত্তরে অতিবাহিত হয়েছে। তার বিয়েও শুদ্ধ হবে। সেখানে বর্ণনা করা হয়েছে যে, কোন যুবক মুসলমান হলে নিজেই নিজের খত্না করা সম্ভব নয় বিধায় এমন মহিলাকে বিয়ে করবে যে খত্না করতে জানে। বিয়ের পর তাকে খত্না করে দিতে পারে। জানা গেল খত্না বিহীন বিয়ে বৈধ।

প্রশ্ন- চুয়াত্তরতম ঃ

ঠান্ডা হোক বা গরম তৈল বা ঘিয়ের মধ্যে ঈঁদুর, বিড়াল, কুকুর, শুকর বা অন্য কোন হারাম প্রাণী পড়ে মরে গেলে কিংবা এদের উচ্ছিষ্ট পড়ে গেছে এমতাবস্থায় ঐ তৈল বা ঘি কিভাবে পাক হবে এবং তা খাওয়া শুদ্ধ হবে কি না?

উত্তরঃ ঘি পাতলা হলে তা পাক করার পদ্ধতি পঞ্চম মাসআলায় বর্ণিত হয়েছে। যদি গাঢ় বা জমাটবদ্ধ হয় তাহলে ঐ প্রাণীর মুখ যেখানে স্পর্শ হয়েছে সেখানকার আশে পাশের ঘি ফেলে দিলে অবশিষ্ট ঘি পাক হয়ে যাবে। ইমাম আহমদ , আবু দাউস, আবু হুরায়রা এবং দারেমী হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুমা থেকে বর্ণনা করেছেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন -

اذا وقعت الفارة فى السمن فان كان جامد افالقوها وماحولها

'যদি ঈঁদুর ঘিয়ের মধ্যে পড়ে এবং তা জমাটবদ্ধ হয় তাহলে ঐ স্থান ও তার আশে পাশের ঘি ফেলে দাও।' আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত।

প্রশ্ন-পঁচাত্তরতম ঃ

কোন ব্যক্তির পাথেয় সম্বল থাকে। এমন সামর্থ আছে যে, সে তার বিবি এবং সন্তানদেরকে হজ্বে নিয়ে যেতে পারে। এমন ব্যক্তির ওপর তার বিবি ও সন্তানদের হজ্ব করানো ওয়াজিব কি না? হজ্ব না করালে তার বিধান কি?

উত্তরঃ যদি পর্যাপ্ত সম্পদ না থাকে কিংবা নাবালেগ হয় তাহলে এ কথা প্রতিভাত হয় যে, তার ওপর মোটেই হজ্ব ফরয নয়। তাদের ওপর হজ্ব ফরয হলেও তার ওপর এতটুকু আবশ্যক যে, কোন ব্যক্তি তার অধীনস্থদের হজ্বের নির্দেশ দিবে। যথাযোগ্য শরয়ী ওযর ব্যতীত অলসতা করতঃ বিলম্ব না করে তজ্জন্যে সতর্কতা আরোপ করে আল্লাহ তায়ালা ফরমায়েছেন -

يـا ايهـا الـذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملئكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما امر هم و يفعلون ما يومرون ٠

'হে ঈমানদারেরা! নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার বর্গকে সেই আগুন থেকে রক্ষা করো যার ইন্ধন হল মানুষ ও পাথর, যার ওপর নিয়োজিত রয়েছেন কঠোর নির্দয়

ফিরিশতারা যারা আল্লাহর আদেশ অমান্য করে না এবং তাঁরা আদিষ্ট বিষয় আঞ্জাম দেন। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমায়েছেন

كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته

'তোমরা প্রত্যেক শাসক, তোমরা (নিজেদের অধীনস্থ) শাসিত গোষ্ঠীর ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবে।' তবে কোন ব্যক্তির ওপর তার পরিবার পরিজনকে হজ্ব আদায় করার জন্য টাকা পয়সা প্রদান করা ওয়াজিব নয়। একটি পয়সাও না দিলে তার বিরুদ্ধে আপত্তি করা যাবে না। হ্যাঁ, দিতে পারলে বড় পূণ্যের ভাগিদার হবে। والله تعالى اعلم

প্রশ্ন-ছিয়াত্তরতম ঃ

নিজ স্ত্রী বা কন্যা প্রমুখদেরকে নিয়ে বায়তুল্লাহ্ শরীফের হজ্ব করতে যাওয়া জায়েয। যায়েদ বলেছে-নিজের স্ত্রী-কন্যাদেরকে হজ্বে সাথে না নেওয়া উত্তম। কারণ এ ধরনের সফরে নারী সঙ্গ ত্যাগ হয় না। এ সম্পর্কে হুকুম কি?

উত্তরঃ যাযেদ ভুল বলেছে। আল্লাহর যে সমস্ত বান্দারা সতর্কতা অবলম্বন করে চলে তাদেরকে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন জলে-স্থলে, পাহাড়-পর্বতে এবং সমাবেশ সহ সবখানে সতর্কতা অবলম্বনের তাওফীক দান করেন। আল্লাহর মেহেরবাণীতে অভিজ্ঞতা দ্বারা তা পরীক্ষিত। যে বেপরোয়া হয় তার জানা উচিত আল্লাহ তায়ালা সারা জাহান থেকে বেপরোয়া।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ ফরমায়েছেন -

من استعف اعفه الله ومن استكفى كفاه الله

'যে ব্যক্তি পবিত্রতা চাইবে আল্লাহ তাকে পবিত্রতা দান করবেন, আর যে অন্য কারো থেকে মুখ ফিরিয়ে আল্লাহকে যথার্থ মনে করবে আল্লাহই তার জন্য যথেষ্ট।' ইমাম আহমদ, নাসায়ী এবং যিয়া রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বিশুদ্ধ সনদে এ হাদিস খানা বর্ণনা করেছেন। বাজে ওযর দেখায়ে ফরয হজ্ব থেকে বিরত থাকা বা বাধা দেয়া শয়তানের কুমন্ত্রনা। তবে পূনর্বার হজ্বে মহিলা নিয়ে যাওয়াতে এ ধরনের মন্তব্য করার অবকাশ থাকতে পারে। স্বয়ং হুযুর আকদাস-সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মা'র সাথে বিদায়ী হজ্বে উম্মুহাতুল মু'মিনীন উপস্থিত ছিলেন। তিনি বিদায়ী হজ্বে তাঁদেরকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন - هذه ثم ظهور الحصير ফরয জরুরী হজ্ব এটিই। অতঃপর চাটাই প্রকাশ করা অর্থাৎ অবশিষ্ট হজ্ব নাফেলা। ইমাম আহমদ হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে এ হাদিস বর্ণনা করেছেন। والله تعالىٰ اعلم

প্রশ্ন-সাতাত্তরতম ঃ

কেউ ছাগল, মুরগী ইত্যাদি বিছমিল্লাহি আল্লাহু আকবর বলে যবেহ করেছে। ছুরি ধারালো হওয়ার কারণে মাথা পৃথক হয়ে গেলে ঐ পশু খাওয়া বৈধ কি না?

উত্তরঃ খাওয়া বৈধ, এ কাজ মাকরূহ। অনিচ্ছাকৃত ভাবে তা সংগঠিত হলে অসুবিধা নেই। দুররে মুখতারে আছে-

كره النخع بلوغ السكين النخاع وهو عرق ابيض فى جوف عظم الرقبة وكل تعذيب بلا فائدة مثل قطع الرأس والسلخ قبل ان تبرد اى تسكن عن اضطراب ٠

'স্লেশ তথা হারাম মগজ পর্যন্ত ছুরি পৌঁছিয়ে দেওয়া মাকরূহ। তা হল গর্দানের হাঁড়ের মধ্যে সাদা রগ। অনুরূপভাবে অনর্থক কষ্ট দেওয়া যেমন-মাথা কেটে ফেলা এবং নড়াচড়া বন্ধ হওয়ার পূর্বে চামড়া খসে নেয়া মাকরূহ। والله تعالىٰ اعلم

প্রশ্ন-আটাত্তরতম ঃ

ঈদের দিন বা প্লেগ-মহামারী হলে ঢোল-তবলা, পতাকা ইত্যাদিসহ ঈদগাহের দিকে যাওয়া বৈধ কি না?

উত্তরঃ বাদ্যবাজনা নিষিদ্ধ। নিশান হিসাবে পতাকা নিলে অসুবিধা নেই। জামাদিউল আখির মাসের আটার তারিখে কাঠিয়া দাড়'র অন্তর্গত নাগঢ এলাকার বেলাদুল বন্দর থেকে এরূপ প্রশ্ন এসেছিল যার বিস্তারিত উত্তর আমার ফাতওয়াতে বিদ্যমান, তৎকালীন সময়ে তা মুম্বাই থেকে প্রকাশিত হয়েছিল। তবে লক্ষনীয় বিষয় হল-যে পতাকা দ্বারা শরীয়তের কোন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয় তার ব্যাপারে সর্তকতারোপ করা উচিত। যেমন যে শহরে মুহররম মাসের পতাকা উড়ানো রেওয়াজ রয়েছে সাধারণ লোকেরা তারই কর্মসুচির অঙ্গ মনে করবে এবং এরই দ্বারা তারা বৈধতার দলীল গ্রহণ করবে। এটা যেহেতু তেমন জরুরী বিষয় নয়, সেহেতু পার্থক্য নির্ণয়ের জন্য তা থেকে বিরত থাকা উচিত। তাতে ফিৎনা এবং ভ্রান্ত বিশ্বাস ছড়িয়ে পড়ার অবকাশ রয়েছে যা প্রত্যেককে বুঝানো সম্ভব নয়, বুঝালে বুঝতেও পারবেনা। এ ধরনের কর্ম থেকে বিরত থাকা উচিত। হাদিস শরীফে আছে اياك ومايعتذر منه 'আপত্তিকর কর্ম থেকে বাঁচ, ইমাম আল্-হাকিম, বায়হাকী হযরত সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাস রাদিআল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে এবং যিয়া রাদিআল্লাহু তায়ালা আনহু হযরত আনাস বিন মালিক রাদিআল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে হাসান সূত্রে এ হাদিস বর্ণনা করেছেন। এ বিষয়ে হযরত জাবির, ইবনে ওমর এবং আবু আইয়ুব আনসারী রাদিআল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে হাদিস বর্ণিত রয়েছে। والله تعالىٰ اعلم

প্রশ্ন-উনআশি ও আশিতম ঃ

হযরত রাসুলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং হযরত শায়খ আব্দুল কাদির জিলানী কুদ্দিসা-সিররুহুল আযীয'র নাম মোবারক শুনে হাতের আঙ্গুল চুম্বন করতঃ চোখের ওপর রাখা শরীয়তের দৃষ্টিতে বৈধ কি না? যদি জায়েয হয় তাহলে আল্

কাওকাবাতুশ্ শিহাবিয়া ফি কুফরিয়াতে আবীল ওহাবিয়া'র ৩য় পৃষ্ঠায় হযরত রাসুলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম'র সম্মান সম্পর্কে উল্লেখিত প্রথম আয়াত হল-

انا ارسلنك شاهدا ومبشرا ونذيرا

নিশ্চয় আমি আপনাকে প্রেরণ করেছি সাক্ষী(পর্যবেক্ষণকারী) সুসংবাদদাতা এবং ভীতি প্রদর্শনকারী রূপে।

হযরত রাসুলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং গাউছে পাকের নাম শুনলে চুম্বন দেয়া সম্মান কি না?

উত্তরঃ আযানে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম'র নাম শুনে চুম্বন দেওয়া ফিকহের কিতাবাদির সুস্পষ্ট বর্ণনা দ্বারা মুস্তাহাব প্রমাণিত। ইহার বিস্তারিত বর্ণনা সম্বলিত 'মুনীরুল আইনে ফী হুকমে তাক্ববীলুল ইবহামাইন' কিতাবখানা বছরকে বছর প্রচারিত-প্রকাশিত। ইকামাতের সময় চুম্বন দেওয়াকে দেওবন্দ সম্প্রদায়ের নবীন নেতা আশরাফ আলী থানভী ফাতাওয়াই ইমদাদিয়া'র মধ্যে অস্বীকার করেছে। উহাকে রদ করতঃ লিখা হয়েছে আমার পুস্তিকা 'নাহজুস সালামাতে ফী হুকমে তাক্ববীলুল ইব্‌হামাইনে ফীল ইকামাত'। শরয়ী প্রতিবন্ধকতা না থাকলে আযান ইকামাত ছাড়াও পবিত্র নাম শুনে চুম্বন করা জায়েয হওয়ার ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। যেমন নামাযরত থাকলে চুম্বন দেয়া শরীয়তের অনুমোদন নেই। জায়েয হওয়ার ব্যাপারে এতটুকু যথেষ্ট যে, শরয়ী কোন বাধা না থাকা। যে সব কাজ থেকে আল্লাহ ও তদীয় রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করেননি তা থেকে বারণ করা স্বয়ং শরীয়ত প্রবর্তক সাজা এবং নব শরীয়তের পত্তন করা। চুম্বন সম্মান ও মহব্বতের দৃষ্টিতে করা হলে অবশ্যই পছন্দনীয় ও প্রিয়। প্রত্যেক মুবাহ কাজ সৎ নিয়তে মুস্তাহাব মুস্তাহসান হয়ে যায়। যেমন বাহরুর রায়িক রাদ্দুল মুহতার ইত্যাদি নির্ভরযোগ্য কিতাবে বর্ণিত আছে। সম্মান ও মহব্বতের কাজে সর্বদা মুসলমানদের জন্য রাস্তা উম্মুক্ত। যেভাবে ইচ্ছা আল্লাহর প্রিয়ভাজনদের সম্মান করা যায়, যতক্ষণ কোন বিশেষ শরয়ী বাঁধা না থাকে। যেমন সিজদা করা সে হুকুম বিশেষিত হওয়ায় প্রমাণ চাওয়া খোদার বিরুদ্ধাচরণ। যেহেতু আল্লাহ শর্তহীনভাবে নবী-অলীদের সম্মান করার নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ তায়ালা তো বলেছেন- تعزروه وتوقروه 'তোমরা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইজ্জত-সম্মান প্রদর্শন কর।' আল্লাহ বলেছেন -

فالذين امنوا به وعزروه ونصروه وابتغوا النور الذى انزل معه اولئك هم المفلحون

'যারা এই নবীর প্রতি ঈমান আনয়ন করে তাঁকে সম্মান ও সাহায্য করে এবং সেই নূরের অনুসরণ করে যা তাঁর সাথে প্রেরিত হয়েছে, এরূপ লোক সফলকাম'।

আল্লাহ তায়ালা বলেছেন-

لئن اقمتم الصلاة واتيتم الزكوة وامنتم برسلى وعزرتموهم واقرضتم الله قرضا حسنا لاكفرن عنكم سيئاتكم ولادخلنكم جنت تجرى من تحتها الانهار۔

'যদি তোমরা নামায আদায়, যাকাত প্রদান করে থাকো, আমার সমস্ত রাসুলের প্রতি ঈমান আন, তাঁদেরকে সাহায্য কর এবং আল্লাহ তায়ালাকে উত্তমরূপে কর্জ দিয়ে থাক তবে নিশ্চয় আমি তোমাদের পাপ গুলো মোচন করে দিব এবং এমন বেহেশতে প্রবেশ করাব যার তলদেশে নহরসমূহ জারী থাকবে'।

আল্লাহ তায়ালা বলেছেন -

ومن يعظم حرمت الله فهو خير له عند ربه

'যে কেউ আল্লাহর সম্মানিত বস্তুগুলোর মর্যাদা রক্ষা করে, তবে উহা তার প্রভুর দরবারে তার জন্য উত্তম।' আল্লাহ তায়ালা বলেছেন-

ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوىٰ القلوب

'যে কেউ আল্লাহর নিদর্শনাবলীকে সম্মান করে, তবে এটা অন্তরসমূহের পরহেযগারীর দরুনই হয়ে থাকে।'

এ জন্যই সম্মানিত আলিমগণ ও বিশিষ্ট ইমামগণ নবীর সম্মান ও মহব্বতে কোন বস্তু আবিস্কার করাকে পছন্দনীয় এবং আবিষ্কৃত বস্তুকে প্রশংসনীয় হিসেবে গণ্য করতেন যার কতেক উদাহরণ আমার পুস্তিকা-

اقامة القيامة على طاعن القيام لنبى تهامه

এর মধ্যে উল্লেখিত হয়েছে। প্রবীণ মুহাক্কিক ইমামগণ সাধারণভাবে বলেছেন,

كل ما كان ادخل فى الادب والاجلال كان حسنا

'যে সব কর্ম শিষ্টাচার ও সম্মানজনক সে সবই উত্তম'। ইমাম আরিফ বিল্লাহ আব্দুল ওয়াহাব শা'রাণী কুদ্দিসা সিররুহুল আযীয কিতাবুল বাহরিল মাওরুদ এ বলেছেন-

اخذ علينا العهودان لانمكن احد من اخواننا ينكر شيأ ابتدعه المسلمون على جهة القربة الى الله تعالىٰ روأوه حسنا كما مرتقريره مرارا فى هذه العهودلا سيما ماكان متعلقا بالله تعالىٰ ورسوله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم

'আমাদের থেকে প্রতিহ্নতি নেয়া হয়েছে যে, আমাদের কোন ভাই যেন আল্লাহর নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে মুসলমানদের আবিস্কৃত এবং তারা ভাল মনে করে এমন বস্তুকে অস্বীকার না করে। যেমন এ ধরনের বক্তব্য বারংবার অতিবাহিত হয়েছে। বিশেষত এমন কর্ম যে গুলো আল্লাহ ও তার রাসুলের সাথে সম্পৃক্ত।' ইমাম আরিফ বিল্লাহ আব্দুল গণী নাবুলুসী কুদ্দিসা সিররুহুল আযীয 'হাদীকা-ই নাদীয়া' এ বলেছেন-

يسمون بفعلهم السنة الحسنة وان كانت بدعة اهل البدعة لان النبى صلى الله تعالىٰ عليه وسلم قال من سن سنة حسنة فسمے المبتدع للحسن مستنا فادخله النبى صلى الله تعالىٰ عليه وسلم فى سنة فقوله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم اذن فى ابتداع السنة الحسنة فسمے المبتدع للحسن مستنا فادخله النبى صلى الله تعالىٰ عليه وسلم فى سنة فقوله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم اذن فى ابتداع السنة الحسنة الى يوم الدين وانه ماجور عليها مع العاملين لها يدوامها فيدخل فى السنة كل حدث مستحسن قال الامام النووى كان له مثل اجور تا بعيه سواء كان هو الذى ابتدأه اوكان منسوبا اليه وسواء كان عبادة اوادبا او غيره ذالك ـ

'নবসৃষ্ট হলেও তাদের কাজকে সুন্নাতে হাসনা বলে আখ্যায়িত করা হবে। কারণ নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমায়েছেন যে ব্যক্তি একটি সুন্নাতে হাসনাকে প্রচলন করল সে ভাল কাজ আবিষ্কারককে সুন্নাত প্রচলনকারী বলা হবে। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঐ কাজকে সুন্নাতে শামিল করে নেন। সুতরাং আল্লাহর নবীর এ উক্তি কিয়ামত পর্যন্ত সুন্নাতে হাসনা আবিষ্কারে অনুমতি প্রদান করলেন এবং সে ব্যক্তি উক্ত কর্ম সম্পাদনকারীর সমপরিমাণ প্রতিদান প্রাপ্ত হবে। কাজেই প্রত্যেক নব সৃষ্ট ভাল কাজ সুন্নাতের অন্তর্ভূক্ত। ইমাম নববী রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেছেন আবিষ্কারের জন্য অনুসরণকারীর সমপরিমাণ প্রতিদান নিহিত রয়েছে চায় সে ইহা চালু করুক বা তার দিকে সম্বন্ধিত হোক, আর সেটা ইবাদত, শিষ্টাচার বা অন্য যে কোন বিষয় হোক।' প্রকাশ পায় যে, আঙ্গুল চুম্বন করা নিয়ত ও পরিভাষা অনুপাতে শিষ্টাচারের মধ্যে শামিল, যথার্থ না হলে ভিন্ন বস্তুর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। মুসলমান! এ বিষয়টি খুব স্মরণ রাখবে যে, পিছে পড়া সুন্নিদের উল্টো আপত্তি থেকে বাঁচবে। সে নোংরা ব্যক্তিরা জোর গলায় বলে অমুক কাজ বিদয়াত-নবসৃষ্ট। পূর্বসুরীদের থেকে সাব্যস্ত নেই, প্রমাণ দাও। এ সব আপত্তির এ ক'টিই উত্তর। হে বাতিলেরা! তোমরা জন্মান্ধ ও উপুড়মুখী। দু'য়ের যে কোন একটি কাজ তোমাদের যিম্মায় রইল যে, এ কাজে কোন মন্দ আছে, না শরীয়ত উহাকে নিষেধ করেছে। শরীয়ত নিষেধ না করলে কিংবা সে কাজ মন্দ না হলে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং স্বয়ং কোরান তা বৈধ ঘোষণা করেছেন, অবৈধ বলার তোমাদের কি অধিকার? ইমাম দারকুত্বনী হযরত আবু সা'লাবা খাসনী রাদ্বি আল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ ফরমায়েছেন-

ان الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحرم حرمات فلا تنتهكوها وحد حدودا فلا تعتدوها وسكت عن اشياء من غير نسيان فلا تبحثوا عنها ـ

'আল্লাহ তায়ালা কতিপয় বিষয় ফরয করেছেন তোমরা তা ছেড়ে দিওনা এবং কতিপয় হারাম ঘোষণা করেছেন তোমরা সে কাজে দুঃসাহসী হয়ো না। কতগুলো সীমারেখা নিরূপন করেছেন সে গুলো লঙ্গন করো না। ইচ্ছাপূর্বক কোন বিষয় থেকে নিরবতা অবলম্বন করলে সেগুলোর ব্যাপারে অনুসন্ধান চালাইওনা।' সম্ভাবনা রয়েছে তোমাদের অনুসন্ধানে তা হারাম হয়ে যাবে। সহীহ্ বুখারী ও মুসলিমে সা'দ বিন আবী ওয়াক্কাস রাদ্বি আল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত আছে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমায়েছেন-

ان اعظم المسلمين فى المسلمين جرما من سائل عن شئے لم يحرم على الناس فحرم من اجل مسالته ۰

'মুসলমানদের মধ্যে সে ব্যক্তি সবচেয়ে দোষী-মানুষের ওপর হারাম করা হয়নি এমন বিষয়ে যে প্রশ্ন করে। অতঃপর তার প্রশ্ন করার কারণে তা হারাম হয়ে গেছে।' অর্থাৎ-প্রশ্ন না করলে শরীয়তে উহার উল্লেখও হতো জায়েয হিসেবে থেকে যেতো কিন্তু প্রশ্ন করে না জায়েয করে নিয়েছে। যার ফলে মুসলমানের ওপর কষ্টকর হয়ে গেছে। ইমাম তিরমিযী ও ইবনে মাজা হযরত সালমান ফার্সী রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন -

الحلال ما احل الله فى كتابه والحرام ماحرم الله فى كتابه وما سكت عنه فهو مماعفا عنه ۰

'আল্লাহ তায়ালা স্বীয় কিতাবে যা বৈধ ঘোষণা করেছেন তা হালাল, যা অবৈধ ঘোষণা করেছেন তা হারাম, আর যেগুলোর ব্যাপারে নিরবতা অবলম্বন করা হয়েছে তা ক্ষমাযোগ্য।' একই ভাবে সুনানে আবী দাউদ শরীফে হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস রদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত-

ما احل فهو حلال وما حرم فهو حرام وما سكت عنه فهو عفو

'যাকে আল্লাহ ও রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হালাল ঘোষণা করেছেন তা হালাল, যা অবৈধ ঘোষাণা করেছেন তা হারাম আর যেগুলোর ব্যাপারে চুপ রয়েছেন তা মাফ'। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন-

ما اتكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ـ

'আর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমাদের যা দান করেছেন তা গ্রহণ কর, যা থেকে তোমাদেরকে নিষেধ করেছেন তা হতে বিরত থাক।' বুঝা যায়- যে বিষয়ে

আদেশ বা নিষেধ করেন নি, তা না ওয়াজিব বা পাপের। আল্লাহ বলেছেন-

يا ايها الذين امنوا لا تسئلوا عن اشياء ان تبد لكم تسؤكم وان تسئلوعنها حين ينزل القران تبدلكم عفا الله عنها والله غفور حليم ۰

'হে ঈমানদারগণ! এমন সব বিষয়ে জিজ্ঞাসা কর না যদি তা তোমাদের নিকট প্রকাশ করা হয় তবে তোমাদের খারাপ লাগবে, আর যদি তোমরা কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার সময় উক্ত বিষয়সমূহ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা কর, তবে তোমাদের জন্য প্রকাশ করে দেওয়া হবে। অতীতের জিজ্ঞাসাবাদ আল্লাহ ক্ষমা করে দিয়েছেন। আল্লাহ মহা ক্ষমাশীল, অতিশয় সহিষ্ণু।' উক্ত আয়াতে করীমা ও হাদীসে রাসুলের স্পষ্ট বক্তব্য হল শরীয়ত যে সব বিষয় সম্বন্ধে কোন কিছু উল্লেখ করেনি সেগুলো ক্ষমাযোগ্য। এমনকি কোরান মজীদ অবর্তীণ হওয়ার সময় ক্ষমাযোগ্য বিষয়ে অকৃজ্ঞতা বশতঃ প্রশ্ন করার কুলক্ষণ থেকে নিষেধ করা হয়েছে। এখনতো কুরআন শরীফ নাযিল সমাপ্ত হয়ে ধর্ম পরিপূর্ণতা লাভ করেছে, নতুন বিধি বিধান আসার সুযোগ নেই। শরীয়ত যেসব বিষয়ে নির্দেশ বা নিষেধ করেনি তা ক্ষমাযোগ্য হওয়া চুড়ান্ত। তা পরিবর্তন হবে না। ওহাবীরা আল্লাহর ক্ষমার ওপর আপত্তি করেছে, তারা মরদূদ বা প্রত্যাখ্যাত।

আল্‌হামদু লিল্লাহ! এতক্ষণ জায়েয হওয়ার ব্যাপারে আলোচনা চলছিল। এখন মুস্তাহাব হওয়া সম্পর্কে আলোচনা করব। স্বয়ং যে কাজটি ভাল আর মুসলমানরা উহাকে প্রশংসনীয় ও নেক নিয়তে করে থাকে। এ সব কাজ রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম'র ইরশাদ মতে সুন্নাতের অন্তর্ভুক্ত যদিও ইতিপূর্বে কেউ করেনি। হাদিস -

من سن فى الاسلام سنة حسنة

আর আইম্মা কেরামের উদ্ধৃতি এ প্রসঙ্গে অতিবাহিত হয়েছে। আল্‌হামদু লিল্লাহ্! রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈমানের মূল। তাকে অস্বীকারকারী অবশ্যই কাফির। রাসুলের নাম মোবারক শুনলে চুম্বন দেয়া সম্মান প্রদর্শনের বিষয়। সম্মান প্রদর্শন মূলক কার্যাবলী ধর্মীয় আবশ্যকীয় কাজের অন্তর্ভুক্ত। যথা দরূদ সালামের অস্বীকারকারী মুর্তাদ কাফির। যে সব বিধানাবলি দলীলের উর্ধ্বে অথচ অকাট্য; সে গুলোকে অস্বীকারকারীও হানাফী ইমামদের মতে কাফির। কাফির বলা ব্যতীত অন্য কোন অবকাশ নেই। বিশেষত নব উদ্ভাবিত কাজকে বিদ্য়াত সাদৃশ বলা তাদের জন্য মানায় যারা ওহাবী মতামত গ্রহণ করেনি। অন্যথায় ওহাবী মতবাদ গ্রহণকারীদের ওপর শত শত কুফরী আবশ্যক হয় তারা কিভাবে বিদ্য়াত বলতে পারে? তাদের অস্বীকারের উদ্দেশ্যও হল তাদের বক্ষে রয়েছে রাসুলের অবজ্ঞা এবং রাসুলের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা তাদের অন্তরে জ্বালাতংক সৃষ্টি করে।

قل موتوا بغيظكم ان الله عليم بذات الصدور ـ

হে মাহবুব! আপনি বলে দিন, তোমরা রাগে মর, নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের অন্তরের খবর জানেন। والله تعالى اعلم

উত্তরঃ হযরত গাউছে পাক রহমাতুল্লাহি আলাইহি হুযুর আকদাস সায়্যিদে আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম'র সুযোগ্য উত্তরসূরী, প্রতিনিধি এবং রাসুল স্বত্বার দর্পন। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বহুবিধ গুণাবলী সহ গাউছে পাকের মধ্যে প্রতিবিম্ব আর আল্লাহর প্রতিকৃতি হল রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম- যে মোহাম্মদী দর্পনে যাবতীয় গুণাবলীসহ আল্লাহ তায়ালা প্রষ্ফুটিত। রাসুলের বাণী, من رانى فقد راى الحق 'যে আমাকে দেখেছে সে হক তায়ালাকে দেখেছে'। গাউছে পাককে সম্মান করা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সম্মান করার নামান্তর। স্বয়ং নামাযে রাসুলের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা শানে নবুয়তের সাথে নির্দিষ্ট করে দিয়েছে শরীয়তে তাতে অন্যের সম্মান নেই। প্রাগুক্ত আয়াত, হাদিস, নবীন-প্রবীণ ইমামদের উক্তিই তা বৈধ হওয়ার ব্যাপারে যথেষ্ট।

کفانا الکافی فی الدارین + وصلی وسلم علی سید الکونین۔

والہ وصحبہ وغوث الثقلین + وحزبہ وامتہ کل حین واین۔

عدد کل اثروعین + والحمد للہ رب النشأتین۔

واللہ سبحنہ وتعالیٰ اعلم + وعلمہ جل مجدہ اتم واحکم۔

প্রশ্ন- একাশিতম ঃ

بسم الله الرحمن الرحيم ۰ الحمد لله رب العلمين والصلوة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين محمد واله واصحبه اجمعين الى يوم الدين بالتبجيل وحسبنا الله ونعم الوكيل ۰

আল্লাহর অফুরন্ত মেহেরবাণী আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের সে সম্মানিত আলিমগণের ওপর যারা আল্লাহ্ ও রাসুলের দুশমনদের কটুক্তি ও তাদের কুফরী সম্পর্কে আমাদের অবহিত করেছেন। রাসুলে মাকবুলের বরকতে আল্লাহ তাঁদেরকে উত্তম প্রতিদান দান করুন। আমিন! অধম ফকির (আল্লাহ তায়ালা তাকে ক্ষমা করুক) তামহীদে ঈমান'র ৬ পৃষ্ঠা থেকে ২২ পৃষ্ঠা পর্যন্ত নসীহত করেছি যে গুলোর ব্যাপারে যায়েদ এমন কতগুলো আপত্তি তুলেছে যে সব কারণে কতেক সুন্নী ভাইয়েরা প্রতারিত হওয়ার আশংকা। তাই এ আপত্তি গুলো জবাবসহ উপস্থাপন করা প্রয়োজন মনে করি।

প্রথম আপত্তি ঃ 'তামহীদ ঈমান'র ৮ পৃষ্ঠায় উপস্থাপিত আয়াত -

ومن يتولهم منكم فانه منهم ۰ ان الله لايهدى القوم الظلمين ۰

'তোমাদের মধ্যে যে কেউ তাদের সাথে বন্ধুত্ব রাখে সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত। নিশ্চয় আল্লাহ যালিম সম্প্রাদায়কে পথ প্রদর্শন করেন না।'

ইতিপূর্বের আয়াতদ্বয়ে ইহুদী ও খৃষ্টানদেরকে বন্ধু রূপে গ্রহণকারীদেরকে যালিম ও পথ ভ্রষ্ট বলা হয়েছে। অত্র আয়াতে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যারা তাদের সাথে বন্ধুত্ব রাখে এরা তাদের অন্তর্ভুক্ত। তাদের মত তারা কাফির ও তাদের সাথে এক রশিতে বাঁধা হবে। এ কথা জেনে রাখা উচিত তোমরা গোপনে তাদের সাথে মেলামেশা করলে তোমাদের প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য সব বিষয়ে আমি খুব ভালভাবে জানি। এ স্থানে আপত্তি হল তাদের সাথে বন্ধুত্ব রাখলে মানুষ যদি কাফির হয়ে যায় তাহলে জগতের সব মুসলমান কাফিরের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। কেননা দেখা যায় যে কোন সম্প্রদায় অগ্নিপুজক, পৌত্তলিক ইহুদি, নাসারা ও অন্যান্যদের সাথে বন্ধুত্ব রাখে তাদের মধ্যে অনেকে আলিমও রয়েছে। এ আপত্তির জবাব হল। এ বন্ধুত্ব মাযহাবী নয়। মাযহাবের দৃষ্টিতে তাদেরকে অকাট্য কাফির মনে করা হয়। তারাতো সে কটুক্তিকারী ধর্মীয় গুরু নয়। মূল কাফির ও মুরতাদের মাঝে পার্থক্য রয়েছে। যারা মুরতাদ তাদের সাথে কোন প্রকারের মেলামেশা বৈধ নয়। আল্লাহ তায়ালা ও তদীয় রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা'র শানে কটুক্তিকারীদের সম্পর্কে ইরশাদ হয়েছে كفروا بعد اسلامهم তারা মুসলমান হওয়ার পর কাফির হয়ে গেছে। আরো বলেছেন- لاتعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم 'তোমরা বাহানা করো না, নিশ্চয় তোমরা ঈমান আনার পর কাফির হয়ে গেছো।'

দ্বিতীয় আপত্তি ঃ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে শত্রুদের আরেকটি কটুক্তি যা তামহীদ ঈমান'র ১২ পৃষ্ঠায় আছে। নাউযুবিল্লাহ্! হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম'র মহান মর্যাদা অন্তর থেকে এভাবে বের হয়ে গেছে যে, কঠোর গালি-গালাজকেও তোমরা অমর্যাদাকর মনে করো না। এখনো তোমাদের বোধোদয় না হলে নিজেই সে কটুক্তিগুলো সম্পর্কে জিজ্ঞেস করো। ওহে! তোমার ওস্তাদ ও পীর বুযর্গদেরকে বলতে পাবরে? হে অমুক! আপনার কাছে শুকরের মত জ্ঞান আছে। তোমার ওস্তাদের এত জ্ঞান ছিল- যে পরিমাণ কুকুরের রয়েছে। তোমার পীরের এত জ্ঞান-যা গাধার কাছে থাকে। সংক্ষেপে বলি যদি বলা হয় তাদের কাছে কুকুর, গাধা ও শুকরের সমপরিমাণ জ্ঞান ছিল তাহলে নিজ ও পীর ওস্তাদদের শানে কুরুচিপূর্ণ মনে কর কিনা? অবশ্যই অপমানজনক মনে করবে। সুযোগ পেলে শিরচ্ছেদ করতে দ্বিধা বোধ করবেনা। যে উক্তিগুলো তাদের বেলায় হেয় ও কুরুচিপূর্ণ সেগুলো নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম'র শানে অবজ্ঞা মূলক হবে না কেন? নাউযুবিল্লাহ! রাসুলের মর্যাদা কি তাদের মর্যাদার চেয়ে কম? বস্তুত তাঁরই নাম ঈমান। এখানে গুরুতর একটি আপত্তি হল কোন উপদেশদাতা মসজিদে বসে গাঁধা, কুকুর ও শুকরের নাম নেওয়া অবৈধ। এমনকি কুকুর শুকরের নাম নিলে অজু ভেঙ্গে যায় এবং মুখে পানি নিয়ে কুলি করা ওয়াজিব।

এ অভিযোগের অপনোদন প্রথমত ঃ অধমের 'ইযালাতুল আর' নামক পুস্তিকার ১৮ পৃষ্ঠার ৬ষ্ঠ দলীলে- ايها الناس ضرب مثل فاستمعوا له 'হে মানব জাতি! তোমাদের জন্য একটি উপমা পেশ করা হয়েছে তা শোন'। বলে উল্লেখ করা হয়েছে। ان الله لا يستحى من الحق নিশ্চয় আল্লাহ সত্য বলতে লজ্জাবোধ করেন না।

ايحب احدكم ان تكون كريمته فراش كلب فكرهتموه

'তোমাদের কেউ কি নিজের কোন প্রিয়ভাজন কুকুরের বিছানায় থাকাকে পছন্দ কর নিশ্চয় তোমরা তা অপছন্দ মনে করবে।' একই পদ্ধতিতে আল্লাহ্ তায়ালা গীবত হারাম হওয়াকে বর্ণনা করেছেন-

ايحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه

তোমাদের কেউ কি এটা পছন্দ করবে যে, নিজ মৃত ভাইয়ের মাংস ভক্ষণ করবে? সুন্নীরা! মন দিয়ে শোন-

ليس لنا مثل السؤ التى صارت فراش مبتدع كالتى كانت فراش ا لكلب

'আমাদের জন্য সে খারাপ দৃষ্টান্ত নেই যে মহিলা কোন বদ মাযহাবীর বিছানায় থাকে, যেন সে কুকুরের বিছানাপাত হয়েছে। তাইতো বিশ্ব কুল সরদার রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন বস্তু দান করতঃ তা ফেরত নেওয়া অবৈধ হওয়াকে একই ভঙ্গিমায় কুকুরের অভ্যাস বলে বর্ণনা করেছেন।

العائد فى هبته كالكلب يعود فى قيئه ليس لنا مثل السوء

'দানকৃত বস্তু ফেরত গ্রহণকারী সে কুকুরের মত যে স্বীয় বমিকে খেয়ে ফেলে। আমাদের এ মন্দের কোন দৃষ্টান্ত নেই।' এ আলোচনা থেকে এতটুকু জানা যায় যে, বদমাযহাবীরা কুকুর; কুকুরের চেয়েও জঘন্য নাপাক। কুকুর ফাসিক নয়, সে দ্বীন মাযহাবে ফাসিক। কুকুরের ওপর আযাব হবে না; তার ওপর কঠোর শাস্তি হবে। আমার কথা না মানলেও রাসুলের হাদিস গ্রহণ করো। হযরত আবু হাতিম খাযাঈ হযরত আবু উমামা বাহেলী রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে হাদিস বর্ণনা করেছেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন- اصحاب البدع كلاب اهل النار 'বদমাযাহাবীরা জাহান্নামের কুকুর'। 'তামহীদ ঈমান'র ১৪,১৫ পৃষ্ঠায় বিবৃত তোমাদের রব তায়ালা ফরমায়েছেন- اولئك كالانعام بل هم اضل ۰ اولئك هم الغفلون তারা চতুষ্পদ জন্তুর মত বরং তা অপেক্ষা ও অধিক ভ্রান্ত,তারা অলস।আরো বলেছেন- ان هم الا كالانعام بل هم اضل سبيلا

'তামহীদ ঈমান'র ১৮, ১৯ পৃষ্ঠায় বিধৃত তোমাদের প্রভু বলেছেন-

افرئيت من اتخذ الهه هواه واضله الله على علم وختم على سمعه و قلبه وجعل على بصره غشوة فمن يهديه من بعد الله افلا تذكرون ۰

'ভালো, দেখতো! যে আপন কুপ্রবৃত্তিকে উপাস্য স্থির করে নিয়েছে এবং আল্লাহ তাকে জ্ঞান সহকারে পথভ্রষ্ট করেছেন এবং তার কর্ণ ও অন্তরে মোহর করে দিয়েছেন এবং চক্ষুদ্বয়ের ওপর পর্দা স্থাপন করেছেন। সুতরাং আল্লাহর পর তাকে কে পথ প্রদর্শন করবে? তোমরা কি ধ্যান করছোনা'। আরো বলেছেন-

كمثل الحمار يحمل اسفار بئس مثل القوم الذين كذبوا بايت الله

'গাধার ন্যায় যা পিঠের ওপর কিতাবের বোঝা বহন করে। কতই মন্দ উপমা ঐ সমস্ত লোকের-যারা আল্লাহর আয়াতগুলোকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে'।

আল্লাহ তায়ালা ফরমায়েছেন-

فمثله كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث اوتتركه يلهث ذالك مثل القوم الذين كذبوا باياتنا ۰

'তার অবস্থা কুকুরের মত তুমি তার ওপর হামলা করলে ওটা জিহবা বের করে দেয়। এ অবস্থা তাদেরই যারা আমার নিদর্শনসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে।'

শোনেন! আল্লাহ তায়ালা ২৯ পারা সুরা মুদ্দাচ্ছির এ বলেছেন-

فما لهم عن التذكرة معرضين ۰ كانهم حمر مستنفرة فرت من قسورة

'তাদের কি হল উপদেশ থেকে বিমুখ হচ্ছে। যেন তারা ভীত সন্ত্রস্ত গাধা যা বাঘ থেকে পলায়ন করেছে।' আল্হামদুলিল্লাহ্! আমাদের ওলামা কেরাম কটুক্তিকারীদের রদে যা লিখেছেন তা কুরআনের আয়াতে করীমা দ্বারা প্রমাণিত। এখন এতটুকু বুঝানো উদ্দেশ্য যে কুরআন মজীদে خنزير (শুকর) শব্দ আছে কি না? মুসলমানেরা! দেখুন, তোমাদের প্রভু আয্‌যা ওয়া জাল্লা ৬ষ্ঠ পারা সুরা মায়িদা-এ বলেছেন,

حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل لغير الله به

'তোমাদের ওপর হারাম করা হয়েছে মৃত, রক্ত, শুকরের মাংস এবং ঐ পশু যা যবেহ করার সময় আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো নাম উচ্চারণ করা হয়েছে।'

আল্লাহ তায়ালা অষ্টম পারা সুরা আন্‌আম'র ১৪৬ নং আয়াতে বলেছেন-

قل لا اجد فى ما اوحى الى محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة اودما مسفوحا او لحم خنزير فانه رجس اوفسقا اهل لغير الله به ۰

আপনি বলুন আমার প্রতি যে অহী হয়েছে তাতে আহারকারীর ওপর কোন খাদ্য নিষিদ্ধ পাচ্ছি না। কিন্তু মৃত, প্রবাহমান রক্ত অথবা শুকরের মাংস হলে, নিশ্চয় তা অপবিত্র অথবা অবাধ্যতার পশু যাকে যবেহ করার সময় আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো নাম উচ্চারণ করা হয়েছে।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ১৪ পারায় 'সুরা নাহল' এ বলেছেন -

انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل لغير الله به

তিনি তোমাদের ওপর হারাম করেছেন- মৃত, রক্ত, শুকর মাংস এবং সেটা-যা যবেহ কালে আল্লাহর পরিবর্তে অন্য কারো নাম উচ্চারণ করা হয়েছে।

আরো বলেছেন- وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت 'তিনি সেই কাফিরদের থেকে বানর, শুকর ও শয়তান পুজারী বানায়েছেন।'

মাওলানা সাহেব! আল্লাহর ওয়াস্তে ইনসাফ কর। গাধা, কুকুর ও শুকরের নাম নিলে অজু ভেঙ্গে গেলে উক্ত শব্দাবলী হাফিযও ইমামরা স্বয়ং নামাযে পড়ে থাকে। অজু ভঙ্গ হওয়ার কারণে আমাদের ইমামগণ তো নামায ফাসিদ বলেননি। বলতে শোনা যায়নি যে সব সুরায় এ নামগুলো আছে সেগুলো নামাযে পড়া হারাম, পড়লে অজু ও নামায ভঙ্গ হবে। যায়েদ সাহেবের মতে এ নামগুলো অজু ভঙ্গকারী বস্তুর চেয়েও মারাত্মক, কুলি করা সুন্নাত আর এগুলোর নাম নিলে কুলি করা ওয়াজিব হয়ে যায়। একথা যে বলে তাকে গাধা বলতে বাধ্য। অজু ভঙ্গ না হয়ে যদি শুধু কুলি করা ওয়াজিব হয়, তবে নামায বাতিল না হলেও নাকিস তো হবে। ইচ্ছাপূর্বক অজু না করলে নামায পুনরায় পড়া ওয়াজিব। ভূলক্রমে না করলে সিজদা সাহু ওয়াজিব। আর কুলি করলে আমলে কাছির'র কারণে নামায নষ্ট হয়ে যায়। সুতরাং এ আপত্তি অসার ও প্রত্যাখ্যাত হল।

তৃতীয় আপত্তি ঃ গণ্ড মূর্খ বলেছে যদিও কিতাবাদি ও কুরআন শরীফে গাধা কুকুর ও শুকরের উল্লেখ আছে তা সত্ত্বেও মসজিদে ওয়াজ করতে বসে এগুলোর নাম মুখে উচ্চারণ না করা উচিত।

উক্ত আপত্তির প্রথম জবাব ঃ

ازالة العار بحجر الكرائم عن كلاب النار (ইযালাতুল'আর বিহাজরিল কারায়িম আন কিলাবিন্ নার) কিতাব থেকে শুনেছো। ان الله لايستحى من الحق নিশ্চয় আল্লাহ সত্য বলতে লজ্জাবোধ করেননা। সুতরাং আমরা সত্য বলতে লজ্জাবোধ করব কেন? মূর্খদের এ কথাও বাতিল। কুরআন করীমে উল্লখিত শব্দাবলী মসজিদে বসে ওয়াজে পড়া নিষিদ্ধ হলে তবে তা হবে কুরআন মজীদকে প্রত্যাখান করা। উপরোল্লোখিত আয়াতসমূহে অনেক জায়গায় গাধা, কুকুর, ও শুকর ইত্যাদি শব্দ এসেছে। জেনে শোনে কুরআনের আয়াতকে দোষযুক্ত মনে করতঃ পরিত্যাগ করার বিধান কি তা দেখতে চাইলে খুলাসায়ে ফাওয়ায়েদে ফাতওয়া (১৩২৪ হিজরী) রিসালায় দেখ। আমাদের সম্মানিত হারামাইন শরীফাইনের ওলামা কেরাম কি বলেছেন? সে সম্পর্কে অধম এখানে حسام الحرمين على منحر الكفرو المين এর তরজমা মুবীনে আহকাম ওয়া তাসদীকাতে আলম থেকে শুধু দু'টি বাণী বর্ণনা করছি।

প্রথম বাণী ঃ ভাইয়েরা আমার! ৩৩পৃষ্ঠায় দেখুন। মুহাক্কিক ও মুদাক্কিক ওলামা

কেরামের শিরোমণি, বুযুর্গ সরদার, খোদায়ী নূরের অধিকারী, সুন্নাতকে উজ্জীবিতকারী, ফিৎনা মূলোৎপাটনকারী হানাফী ফিকাহবিদদের আশ্রয়স্থল যার নিকট দূরদূরান্ত থেকে জ্ঞান পিপাসুরা আগমন করতেন, মহা সম্মানের অধিকারী হযরতুল আল্লামা শায়খ সালেহ কামাল (রহমাতুল্লাহি আলাইহি মান সম্মানের তাজ আল্লাহ তাঁকে দান করুন) এর বাণী ঃ

বিছমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

সমস্ত প্রশংসা সে খোদার জন্য যিনি আসমানী জ্ঞানকে সুনিপূণ ওলামা কেরামের প্রদ্বীপ দ্বারা সুসজ্জিত করেছেন এবং তাঁদের বরকতে আমাদেরকে হেদায়াতের পথ উজ্জ্বল করে দেখায়েছেন। তাঁরই অসীম নেয়ামত ও অনুগ্রহরাজির কারণে প্রশংসাও শুকরিয়া আদায় করছি। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি তিনি আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই এবং তার কোন শরীক নেই। সাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহ মান্যকারীদেরকে নূরানী মিম্বরে সমুন্নত করুন এবং অমান্যকারীদের সংশয় থেকে হেফাযত করুন। সাক্ষ্য দিচ্ছি বিশ্বকুল সরদার নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বান্দা ও রাসুল যিনি আমাদের জন্য স্পষ্ট দলীল ও সঠিক পথ বাতলিয়ে দিয়েছেন। দরূদ সালাম বর্ষিত হোক নবী, তাঁর পবিত্র পরিবার পরিজন, সফলকাম সাহাবা কেরাম এবং কিয়ামত পর্যন্ত আগন্তুক তাঁর নেক অনুসারীদের ওপর। বিশেষত জ্ঞানের সাগর যমানার মুহাক্কিক যুগশ্রেষ্ঠ আলিম হযরত মাওলানা আহমদ রেযা খান বেরলভী রহমাতুল্লাহি আলাইহি'র ওপর। আল্লাহ তাঁকে এবং তাঁর কথাকে মন্দ থেকে হেফাযত করুক। হামদ ও সালাতের পর, হে ইমামে আহলে সুন্নাত! আপনার ওপর সর্বদা শান্তি, রহমত ও বরকত বর্ষিত হোক। আপনি যে উত্তর দিয়েছেন তা যথোপযুক্ত, সঠিক ও বিশ্লেষণাত্মক হয়েছে। মুসলমানদের ওপর তা বড় ইহসান। আল্লাহর নিকট উত্তম প্রতিদানের ভাগিদার হয়েছেন। আল্লাহ আপনাকে শক্ত কিল্লা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত রাখুন। তাঁর নিকট আপনার জন্য রয়েছে বড় প্রতিদান ও উচ্চমর্যাদা। ভ্রান্তদের যে অবস্থা বর্ণনা করেছেন তা যথাযথ ও তাদের ব্যাপারে উক্তিগুলো সমোচিত হয়েছে। তাদের যে অবস্থা বর্ণনা করেছেন তাতে বুঝা যায় তারা কাফির ও ধর্মচ্যুত। প্রত্যেক মুসলমানের উচিত তাদেরকে ঘৃণা করা তাদের ভ্রান্ত পথ থেকে মানুষকে বিরত রাখা, কুৎিল বুদ্ধির সমালোচনা করা এবং প্রত্যেক মজলিসে ধিক্কার দেয়া। তাদের সমালোচনা করা পূণ্যের কাজ। আল্লাহ তাঁরই ওপর রহমত নাযিল করুন যিনি নিম্নোক্ত পংক্তিগুলো বলেছেন-

دین میں داخل ہے ہر کذاب کی پردہ دری
سارے بد دینوں کی جولائیں عجب باتیں بری
دین حق کی خانقائیں ہر طرف پاتا گری
گرنہ ہوتی اہل حق ورشد کی جلوہ گری

তারাই কটুক্তিকারী, ভ্রান্ত,অশ্লীলভাষী, কাফির। হে প্রভু! তাদের ওপর এবং তাদের ভ্রান্ত কথাকে বিশ্বাসকারীদের ওপর কঠোর শাস্তি দান করুন। তাদের কতেক শরীয়ত অমান্যকারী এবং কতেক মরদূদ। হে প্রভূ! সৎ পথ দেখানোর পর আমাদেরকে পথভ্রষ্ঠ করোনা। আমাদের ওপর রহমত বর্ষণ করুন। নিশ্চয় তুমিই করুণা বষর্ণকারী। আল্লাহ তায়ালা নবীকুল সরদার মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, তাঁর পরিবার পরিজন, সাহাবাদের ওপর অসংখ্যক দরূদ সালাম প্রেরণ করুন। ১৩২৪ হিঃ মহরম মাসে মসজিদে হারাম শরীফে জ্ঞানের সেবক, ওলামাকুল শিরোমণি মক্কা মুয়ায্যামার সাবেক মুফতি সালেহ বিন আল্লামা মরহুম হযরত ছিদ্দীক কামাল মুখে বলেছেন এবং লিখক উক্ত বাণী লিখেছেন। আল্লাহ তাঁকে, তাঁর পিতা, মাতা এবং শুভাকাংখীদেরকে ক্ষমা করুন। আর তাঁর শত্রু ও অশুভ কামনাকারীদের পরাস্ত করুন। আমিন!

দ্বিতীয় বাণী ঃ ৪১ পৃষ্ঠা

আহলে সুন্নাতের অনুযায়ী বিদয়াতের অপসৃতকারী মুনাফিকদের জ্বালাতন, শ্রেষ্ঠ খতিব ইসলামী চিন্তাবিদ নিপূণতার অধিকারী আল্লামা হযরত সৈয়দ ইসমাঈল খলীল (রহমাতুল্লাহি আলাইহি আল্লাহ তায়ালা সর্বদা তাঁকে মান সম্মানে রাখুক) এর বাণী ঃ

বিছমিল্লাহির রহমানির রাহীম

আল্লাহর জন্য যাবতীয় প্রশংসা যিনি একক সত্বা, প্রবল, প্রতাপশালী ও সকল গুণে গুণান্বিত কাফির, অবাধ্য ও ভ্রান্তদের অপকথা থেকে পূতঃ পবিত্র যার কোন প্রতিদ্বন্দ্বী, সমকক্ষ ও তুলনা নেই। দরূদ সালাম বর্ষিত হোক, জগৎ শ্রেষ্ঠ, শেষ নবী, মুক্তির দিশারী, হিদায়াতের আলোকবর্তিকা। আল্লাহর প্রশংসা ও নবীর দরূদ সালামের পর আমি বলছি প্রশ্নে উল্লেখিত সম্প্রদায় তথা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী, রশীদ আহমদ, তৎঅনুসারী খলীল আহমদ আম্বটী এবং আশরাফ আলী প্রমুখদের কুফরীর ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। এমনকি যারা তাদের কুফরীর ব্যাপারে সংশয় করে বা কাফির বলতে দ্বিধাগ্রস্থ হয় তাদের কুফরীতেও সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। তাদের মধ্যে কতেক শক্তিশালী ব্যক্তি ধর্মকে পাত্তা দেয়না এবং কতেক ধর্মীয় জরুরী বিষয়কে অস্বীকার করে যায়। যে কারণে ইসলামে তাদের নাম গন্ধ বাকী নেই। গণ্ড মুর্খদের কাছেও এটা গোপন নয় যে, তাদের কথা-বার্তা কর্ণ কবূল করেনা। মানুষের জ্ঞান গরীমা, স্বভাবও অন্তর তা অস্বীকার করে। অতঃপর আমি বলছি আমার ধারণা ছিল এই ভ্রান্ত কাফিরদের বদ আক্বীদা পোষণের মূল ভিত্তি ধর্ম সম্পর্কে সঠিক উপলব্ধির অভাব। ইসলামী আইনজ্ঞদের বর্ণনা বুঝতে পারে না। এখন আমার দৃঢ় বিশ্বাস জমেছে যে, মূলতঃ তারা ধর্মীয় বিষয়ে কাফিরদের নাক গলানোর সুযোগ করে দিচ্ছে আর মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা'র ধর্মকে নিশ্চিহ্ন করতে চায়। তাদের কেউ কেউ খতমে নবুয়তকে অস্বীকার করতঃ নবুয়তের দাবীদার হয়। কেউ কেউ নিজেকে ঈসা আলাইহিস সালাম এবং কেউ ইমাম মেহেদী আলাইহিস সালাম দাবী করে। এদের

www.AmarIslam.com

মধ্যে সবচেয়ে মারাত্মক ওহাবী মতবাদ, আল্লাহ তাদেরকে লা'নত ও অপদস্ত করুক। তাদের আসল ঠিকানা করুক জাহান্নাম। অশিক্ষিত মূর্খ পশুর মত মানুষ, তারা মানুষকে ধোকা দেয়। তারা ব্যতীত পুর্বাপর সমস্ত সুন্নাতের কর্ণধার, ইমাম তাদের দৃষ্টিতে বদমাযহাবী। মূলত তারা আলোকিত সুন্নাত বিরোধী। আফসোস! পূর্বসূরীরা নবী তরীক্বার উৎস না হলে কারা হবে সে ধর্মের মূল ধারক। আল্লাহর বেশুমার প্রশংসা করছি তিনি যে জ্ঞান ও আমলের মূর্ত প্রতীক, তদানীন্তন ও পরবর্তী মুসলমানের উপকার সাধনকারী যুগশ্রেষ্ঠ আলিম, বুযর্গ, কালের অপ্রতিদ্বন্দ্বী ব্যক্তি হযরত মাওলানা আহমদ রেযা খানকে আমাদের নসীব করেছেন। করুণাময় আল্লাহ পরওয়ারদেগার তাঁকে তাদের অসার দলীল গুলো কুরআন হাদিসের অকাট্য প্রমাণ দ্বারা রদ্দ করার জন্যে সালামতী দান করুন। তিনি এমনই অপ্রতিদ্বন্দ্বী হবেন না কেন? যার দ্বগ্নম্ভধ বর্ণনা করতঃ মক্কাবাসী ওলামা এক উজ্জ্বল প্রমাণ স্থাপন করেছেন। তিনি এত উচ্চ মর্যাদার অধিকারী না হলে তাঁরা তাঁকে অতুলনীয় ব্যক্তি হিসেবে সাক্ষ্য দিতেন না। তাঁর সম্পর্কে আমি বলছি তাঁকে যদি এই শতাব্দীর মুজাদ্দিদ বলা হয় তবে অত্যুক্তি হবে না।

خداسے کچھ اس کا اچھا نہ جان ــ کہ اک شخص میں جمع ہو سب جہان

'খোদার সৃষ্টির মধ্যে তাকে আশ্চার্য মনে করো না যে, তিনি (আহমদ রেযা) এমন এক ব্যক্তি যার মাঝে সারা জাহান সন্নিবেশিত।'

দয়াময় আল্লাহ তাঁকে ধর্ম ও ধর্মাবলম্বীদের পক্ষ থেকে উত্তম প্রতিদান দান করুন। তাঁর সন্তুষ্টি দান করুন।

মোদ্দাকথা, ভারত বর্ষে বিভিন্ন ধরনের ফেরকা দেখা যায়। মূলতঃ এরা ছদ্মবেশী কাফির ও ধর্মের শত্রু। এদের উদ্দেশ্য খোদায়ী হেদায়াত নয়, বরং মুসলমানদের মাঝে ফাটল ও অনৈক্যের সৃষ্টি করা । আল্লাহর পথে নয়; তাদের পথে, আল্লাহর অনুগ্রহ রাজির দিকে নয়, তাদের অনুগ্রহের দিকে ধাবিত করা। আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট, তিনি ব্যতীত ভাল কাজ করার ও মন্দ থেকে বিরত থাকার শক্তি আমাদের নেই। হে প্রভূ! সত্যকে সত্য হিসেবে দেখা এবং তা অনুযায়ী অনুসরণ করার তাওফীক দিন। বাতিলকে বাতিল হিসেবে এবং তা থেকে বিরত থাকার শক্তি দিন। দরূদ সালাম বর্ষিত হোক বিশ্বকুল নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, তাঁর পরিবার-পরিজন ও সাহাবীগণের ওপর। এ বাণী নিজ হাতে লিখেছেন হেরমে মক্কায় পাঠাগারে রক্ষিত কিতাবাদির হাফিয সৈয়দ ইসমাইল বিন সৈয়দ খলীল সাহেব আল্লাহ তাঁকে ক্ষমা করুন।

প্রিয় ভাইয়েরা! হযরত মাওলানা আহমদ রেযা খান সাহেবের কথার সত্যায়ন করেছেন হেরামাইনে শরীফাইন'র ওলামাগণ। সে কটুক্তিকারীদের সম্পর্কে তাঁরা সুস্পষ্টভাবে নিদের্শ দিয়েছেন প্রত্যেক মুসলমানের আবশ্যক মানুষকে তাদের থেকে দূরে রাখা। ঘৃণা

www.AmarIslam.com

সৃষ্টি করা, তাদের প্রদর্শিত পথ ও কুবুদ্ধির সমালোচনা করা, প্রত্যেক মজলিসে তাদের প্রতি ধৃষ্টতাপ্রদর্শন ও তাদের মুখোস উম্মোচন করা। এখন ওলামা কেরামের খিদমতে আরয এ কটুক্তিকারী ও দুশমনদের রদ্দে কুকুর ও শুকরের নাম নেয়া না-জায়েয ও কুলি করা আবশ্যক হবে কি?

চতুর্থ আপত্তি ঃ তামহীদ ঈমান'র ২১ পৃষ্ঠায় বর্ণিত, প্রতারণার প্রথম পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে শুধু মুখে কালিমা উচ্চারণ করার নাম ইসলাম। হাদীসে রয়েছে- من قال لا اله الا الله دخل الجنة 'যে লা-ইলাহা বলল, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।' তদুপরি কথা ও কর্মের কারণে কিভাবে কাফির হতে পারে? মুসলমান! সাবধান হও, সে ধোকাবাজ অভিশপ্ত ব্যক্তির বক্তব্য হল-মুখে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বললে যেন সে খোদার সন্তান হয়ে যায়।একজন মানুষের পুত্র তাকে গালি কিংবা জুতা পেঠা যত অপরাধ করুক পুত্রত্ব থেকে বের হয়না। অনুরূপভাবে যে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ বলেছে সে খোদাকে মিথ্যা এবং রাসুলের সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার শানে অহরহ কটুক্তি করলেও তার ইসলাম গ্রহন পরিবর্তন হতে পারে না। এ প্রতারণার উত্তরতো কুরআন করীমে 'মানুষেরা কি ধারণা করে যে, কোন পরীক্ষা ছাড়া ইসলামের দাবীর হলেই সে মুক্তি পাবে।' এ আয়াত শরীফে বলা হয়েছে। শুধু কালিমা উচ্চারণ করলে যদি মুসলমান হয়ে যেত তাহলে মানুষের ধারণাকে الم احسب الناس ভ্রান্ত ও রদ্দ করেছে কেন? এখানে এ আপত্তি হয় যে, মাওলানা সাহেব যে কথা লিখেছে-মুখে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ বললে আল্লাহর পুত্র হয়ে যাবে। আসলে কি আল্লাহর পুত্র হতে পারে? মুখ থেকে এ কথা নিঃসৃত হওয়া কুফরী। হয়ত উত্তর পড়ে আপত্তিকারীদের এতটুকু বোধগাম্য হবে যে, আমাদের (আপত্তিকারীদের) ওলামা কেরাম নিজেরা এ কথা বলেন না বরং কাফিরদের কথার সারমর্ম তথা মুখে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলা যেন খোদার পুত্র হয়ে যাওয়াকে নকল করেছেন। কাফিরদের কথার উদ্ধৃতি দেওয়া যদি কুফরী হয় তাহলে কুরআন করীমে কাফিরদের যে ভাষ্য نحن ابناء الله واحبائه আমরা আল্লাহর পুত্র ও তাঁর প্রিয়জন, বর্ণনা করেছে তা উচ্চারণ করা ও কুফরী হবে। এখন ওলামা কেরামের নিকট প্রশ্ন হল আমার এ উত্তর সঠিক কি না? আমার প্রশ্ন ও আপত্তির উত্তর আপাতত এখানে শেষ। মুখে কালিমা উচ্চারণ করা মুসলমান হওয়ার জন্য যথেষ্ট নয় নিম্নে আরো কিছু ইবারত নকল করছি যাতে শুধু মুখে কালিমা উচ্চারণকারী মুসলমান হওয়ার বক্তব্য রদ্দ হয় এবং কটুক্তিকারী দুশমনদের সমর্থনে উপস্থাপিত আপত্তিগুলোর স্বরূপ উম্মোচিত হয়।

তামহীদ ঈমান ঃ তোমাদের প্রভু আরো ইরশাদ করেছেন -

قالت الاعراب امنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلنا ولما يدخل الايمان فى قلوبكم

'গ্রাম্য লোকেরা বলে যে, আমরা ঈমান এনেছি, হে মাহবুব! আপনি বলে দিন তোমরা ঈমান আননি কিন্তু তোমরা বল যে, আমরা আত্মসমর্পন করেছি।'

আল্লাহ তায়ালা বলেছেন-

إذا جاءك المنفقون قالوا اشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنفقين لكذبون ٠

'যখন মুনাফিকরা আপনার নিকট হাজির হয় তখন বলে, আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নিশ্চয়ই আপনি আল্লাহর রসুল এবং আল্লাহ জানেন যে, আপনি তাঁর রসুল। আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, মুনাফিকগণ অবশ্যই মিথ্যুক।'

দেখুন! দীর্ঘ কালিমা তাকিদ ও শপথযুক্ত বলি উড়ায়েও মুসলমান হয়নি। পরাক্রমশালী আল্লাহ তাদেরকে মিথ্যুক বলে সাক্ষ্য দিচ্ছেন।

সুতরাং - من قال لا اله الا الله دخل الجنة 'যে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে' এ হাদিসের মর্মকে কুরআন মজীদ সুস্পষ্ট রদ্দ করছে। তবে সে মুসলমান যে মুখে কালিমা পড়ে যতক্ষণ তার থেকে কোন কথাবার্তা ও কাজকর্ম ইসলামে বিরোধী পাওয়া না যায়। ইসলাম বিরোধী কোন কিছু প্রকাশিত হলে কালিমা পড়া কোন কাজে আসবে না। হে সুন্নীরা! প্রকৃত সুন্নী হলে 'তামহীদ ঈমান'র ৪ পৃষ্ঠা থেকে শোনেন। তোমাদের প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

لايؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين ٠

'তোমাদের কেউ মু'মিন হবে না যতক্ষণ আমি তার কাছে স্বীয় পিতা, সন্তান-সন্ততি এবং সকল মানুষ থেকে অধিক প্রিয়ভাজন হব না।' মুসলমান বললে নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকো জগতের সবকিছু থেকে প্রিয় জানতে হবে। এটাই ঈমান এবং মুক্তির একমাত্র উপায়। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামাকে জগতের সব কিছু থেকে প্রিয় মনে না করলে মুসলমান হবে না। তাঁর প্রতি সামান্য ধৃষ্টতাই কুফরী। সত্যিকারের কালিমা উচ্চারণকারী প্রত্যেকেই খুশিমনে গ্রহণ করবে যে, আমাদের অন্তরে অবশ্যই রাসুলের সম্মান রয়েছে এবং তিনি মা-বাবা, সন্তান-সন্ততি সবকিছু থেকে অতি প্রিয়। আল্লাহ আমাদেরকে সে তাওফীক দান করুক। আল্লাহর কথা একটু মনোযোগ সহকারে শোন -

الم ٠ احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لايفتنون

আলিফ, লাম, মীম,লোকেরা কি ধারণা করেছে যে,এতটুকু কথার ওপর তাদেরকে ছেড়ে দেওয়া হবে যে,তারা বলবে-আমরা ঈমান এনেছি এবং তাদেরকে পরীক্ষা করা হবে না।

'তামহীদ ঈমান'এ রয়েছে হানাফী মাযহাবের অন্যতম ইমাম সায়্যিদুনা হযরত আবু ইউসুফ (র.) কিতাবুল খারাজ এ বলেছেন-

ايما رجل مسلم سب رسول الله صلى الله عليه وسلم اوكذبه اوعابه او تنقصه فقد كفر بالله تعالىٰ وبانت منه امراته ٠

'যে মুসলমান রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গালি দেবে বা মিথ্যা আরোপ করবে বা দোষী সাব্যস্ত করবে কিংবা মানহানি করবে নিশ্চয় সে আল্লাহর সাথে কুফরী করেছে, ফলে তার স্ত্রী তালাক প্রাপ্তা হয়ে যাবে।' সে মুসলমান কি আহলে ক্বিবলা বা কালিমা পড়ুয়া নয়? কিন্তু রাসুলের শানে বেয়াদবি করার কারণে তার কিছুই গ্রহনযোগ্য নয়। নাউযুবিল্লাহ্!

তৃতীয়তঃ মূল কথা -ইমামগণের পরিভাষায় আহলে কিবলা বলতে বুঝায় সমস্ত ধর্মীয় জরুরী বিষয়াদিকে বিশ্বাস করা। এ সব থেকে একটিকে অস্বীকার করলে সর্ব সম্মতিক্রমে অকাট্যভাবে কাফির-মুরতাদ্দ, এমন ব্যক্তিকে যে কাফির বলবে না সেও কাফির। শেফা শরীফ, বাযযাযিয়া, দুরর, গুরর,ফাতওয়া-ই খায়রিয়া ইত্যাদিতে রয়েছে-

اجمع المسلمون ان شاتمه صلى الله تعالى عليه وسلم كافر ومن شك فى عذابه وكفره كفر

'মুসলমানরা ঐক্যমত পোষণ করেছেন যে, রাসুলে সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা'র শানে বেয়াদবি আচরণকারী কাফির। যে ব্যক্তি তার আযাব এবং কুফরীর ব্যাপারে সংশয় করবে সেও কাফির।২৯ পৃষ্ঠায় দেখুন। হযরতুল আল্লামা ইমাম আব্দুল আযীয বিন আহমদ বিন মুহাম্মদ বুখারী হানাফী (রহ.) 'তাহকীক শরহে উসূলে হুসসামী-তে বলেছেন,

ان غلافيه (اى فى هواه) حتى وجب اكفاره به لايعتبر خلافه ووفاقه ايضا لعدم دخوله فى مسمے الامة المشهودلها بالعصمة وان صلى الى القبلة واعتقد نفسه مسلما لان الامة ليست عبارة عن المصلين الى القبلة بل عن المؤمنين فهو كافر وان كان لايدرى انه كافر

'বদমাযহাবী তার বদ্আক্বীদায় এমন প্রবল হলে যার কারণে তাকে কাফির বলা আবশ্যক হয় তাহলে তার ঐক্য ও মতানৈক্য কিছুই গ্রহণযোগ্য হবে না। যে সমস্ত উম্মত সম্পর্কে ত্রুটি থেকে নিষ্পাপ হওয়ার সাক্ষ্য রয়েছে সে ব্যক্তি তাতে প্রবিষ্ট না থাকার কারণে, যদিও কিবলার দিকে নামায পড়ে এবং নিজকে মুসলমান মনে করে। কিবলার দিকে নামায পড়ে উম্মত হয় না বরং মু'মিন হতে হবে। আর সে তো কাফির, যদিও নিজকে কাফির মনে করে না। ভাইয়েরা! প্রত্যেক আপত্তির উত্তর তামহীদ ঈমান'র উদ্ধৃতিসহ কুরআন করীমের বিভিন্ন আয়াত দ্বারা শোনেছেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এ প্রসংগে বারংবার ঘোষণা দিয়েছেন। আল্লাহ্র গযব থেকে বাঁচতে চাইলে ঈমানের ব্যাপারে পিতার সম্পকর্কে ও গুরুত্ব দিবেন না। তামহীদ ঈমান'র ৪৫ পৃষ্ঠায় তোমাদের প্রভু বলেছেন,

قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا

'হে মাহবুব! আপনি বলুন, সত্য সমাগত মিথ্যা অপসৃত। নিশ্চয় মিথ্যা অপসৃত হয়ে থাকে।' আরো বলেছেন -

لا اكراه فى الدين قد تبين الرشد من الغى

'ধর্মে কোন জবরদস্তী নেই, নিশ্চয় ভ্রান্তি থেকে সত্য পথ খুবই প্রতিভাত হয়েছে।' এখানে চারটি বিষয় স্পষ্ট হয়েছে।

(এক) শত্রুরা লিখে যা ছাপায়েছে তা অবশ্যই আল্লাহ ও রাসুলের মানহানিকর।

(দুই) আল্লাহ ও রাসুলের মানহানিকারী ব্যক্তি কাফির।

(তিন) যে ব্যক্তি তাদেরকে কাফির বলবেনা, উস্তাদ, আত্মীয় বা বন্ধুত্বের সম্পর্ককে গুরুত্ব দিবে তারাও তাদের মত কাফির। কিয়ামত দিবসে এক রশিতে বাঁধা হবে।

(চার) এখানে ভ্রান্ত প্রতারক মুর্খরা যে আপত্তি গুলো উপস্থাপন করেছে সেগুলো মিথ্যা বানোয়াট ও অবৈধ।

আলহামদু লিল্লাহ! আল্লাহর অনুগ্রহে এ চার বিষয় উদ্ভাসিত হয়েছে যার প্রমাণ কুরআনের আয়াত দ্বারা মিলে। এখন এক পার্শ্বে রয়েছে চির শান্তির নীড় জান্নাত,অপর পার্শ্বে কঠোর শাস্তির স্থান জাহান্নাম। যে যেটা ইচ্ছা গ্রহণ কর কিন্তু মনে রেখো মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা'র আঁচল ছেড়ে দিয়ে যায়েদ আমরের পাশ ধরলে কক্ষনো সফল হবে না। অবশেষে হেদায়াত আল্লাহর ইচ্ছাধীন। এ সব আলোচনা জ্ঞানীদের জন্যে। সাধারণ মুসলমানের জন্য আলোকবর্তিকা হল হারামাইন শরীফাইন'র সম্মানিত ওলামগণ। এদের চেয়ে সমুজ্জ্বল আলোকবর্তিকা কারা? সেখানে শয়তানের পদচারণা হবে না। সাধারণ মুসলমান ভাইদের অন্তকরণে প্রশান্তি যোগাতে মক্কা মুয়ায্যামা ও মদিনা তায়্যিবার ওলামা ও ফোকাহা কেরামের রায় পেশ করা হল। যে সৌন্দর্য রচনাশৈলী ও ধর্মীয় চেতনায় ইসলামের কর্ণধারেরা বাণীর মাধ্যমে এ সঠিক আকীদাহ্র সত্যায়ন করেছেন তা আল্লাহর মেহেরবাণীতে 'হুসামুল হারামাইন আলা মানহারিল কুফরে ওয়াল মায়ন'এ এবং তার সহজ উর্দু তরজমা 'মুবীনে আহকামে ওয়া তাসদীকাতে আলাম 'কিতাব মুসলিম ভাইদের খেদমতে পেশ করা হয়েছে।হে আল্লাহ! মুসলিম ভাইদেরকে সত্যকে গ্রহন করার তাওফীক দিন। তোমার ও তোমার হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম'র মোকাবেলায় যায়েদ ও আমরের অহমিকা আত্মগরিমা ও জেদালো ভাব থেকে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা'র সাদকায় রক্ষা পাওয়ার তাওফীক দান করুন। আমিন, আমিন!

والحمد لله رب العلمين وافضل الصلاة واكمل السلام على سيدنا محمد واله وصحبه وحزبه اجمعين ٠ امين

উত্তরঃ আল্‌হামদু লিল্লাহ! সুন্নাত প্রেমিক বিদয়াত দূরকারী হাজী ইসমাঈল মিয়া সাহেব (আল্লাহ তাকে শান্তি দান করুন) চারটি ব্যর্থ প্রশ্ন ও অহেতুক আপত্তির সঠিক ও চমৎকার উত্তর দিয়েছেন। আল্লাহ তাঁকে উত্তম প্রতিদান দান করুন। তিনি সহ আমাদের সকল সুন্নী ভাইকে হাসরের দিনে উম্মতের কান্ডারী নবীর পতাকা তলে সমবেত রাখুন। আমিন! উক্ত প্রশ্নের আলোকে স্বয়ং একটি পুস্তিকা রচিত হয়েছে আমি অধম এটার ঐতিহাসিক নাম রেখেছি- تیر اسماعیل در نحرا باطیل অর্থাৎ বাতিলদের বক্ষে ইসমাঈল মিয়ার তীর। এতে হযরত ইসমাঈল (আ.)'র পবিত্র নামের সাথে নিগূঢ় সম্পর্কের উল্লেখ রয়েছে। সে আল্লাহর নবীতো তীরান্দাজীতে পারদর্শী ছিলেন। হাদিস শরীফে এসেছে- ارم بنی اسمعیل فان اباکم کان رامیا 'হে ইসমাঈলের বংশধর! তীরান্দাজী কর, কেননা তোমাদের পিতা তীরান্দাজী ছিলেন।

والله تعالى اعلم

প্রশ্ন-বিরাশিতমঃ

আমর যদি স্বীয় রাহনুমা পীর মুর্শিদের অসীলা তালাশ করে সে পীর-মুর্শিদ দুনিয়া আখিরাতে শাফা'আত করতঃ তাকে আযাব থেকে মুক্তি দিতে পারে কিনা? যায়েদ বলেছে- কিয়ামতের দিন নবী-অলীগণ আল্লাহর মুখাপেক্ষী- তাঁর সামনে সুপারিশ করার শক্তি কার? আল্লাহ! আল্লাহ! আল্লাহ! ইনসাফ করো। আল্লাহ এ প্রসংগে কুরআনে পাকের ৬ষ্ঠ পারার সুরা মায়িদায় কি বলেন,

يايها الذين امنوااتقوا الله وابتغواالیه الوسيلة وجاهدوا فى سبيله لعلكم تفلحون۔

'হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লহকে ভয় কর। আল্লাহর পথে পাড়ি দিতে অসীলা (মাধ্যম) তালাশ কর। তাঁর পথে মেহনত কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।'

ওহে মুসলমানেরা! নবীর নামে প্রাণোৎসর্গকারীরা! অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে শোন, তাজল্লীল ইয়াক্বীন (تجلى اليقين) কিতাবের ৪৬ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হযরত ইমাম আহমদ, ইবনে মাজা, আবু দাউদ, ত্বায়ালুসী এবং আবু ইয়ালা হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাদ্বিআল্লাহু তায়ালা আনহুম) থেকে বর্ণনা করেছেন প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমায়েছেন,

انه لم يكن نبى الاله دعوة قد تخيرها فى الدنيا وانى قد احتبأت دعوتى شفاعة لامتى وانا سيد ولدادم يوم القيمة ولا فخروانا اول من تنشق عنه الارض ولافخروبيدى لواء الحمد ولا فخر ادم فمن دونه تحت لوائى ولا فخرثم ساق حديث الشفاعة الى ان قال فاذااراد الله ان يصدع بين خلقه نادى منادااين احمد وامته فنحن الاخرون الاولون نحن اخرالامم واول من

www.AmarIslam.com

يحاسب فتفرج لنا الامم عن طريقنا فنمضى غرًا محجلين من اثرالطهور فيقول الامم كادت هذه الامة ان تكون انبياء كلها الحديث۔

অর্থাৎ প্রত্যেক নবীর জন্য একেকটি দোয়া ছিল- যা দুনিয়াতেই করেছেন। আমি আমার দোয়াকে পরকালের জন্য গোপন রেখেছি-তা হল আমার উম্মতের শাফা'আত। কিয়ামতের দিবসে আদম সন্তানদের সরদার আমিই-সেটা গর্বের নয়। অহংকারের কিছু নেই, কবর থেকে আমিই প্রথম উত্থিত হব। গর্ব নয়, কিয়ামত দিবসে আমার হাতে থাকবে লিওয়া-ই হামদ (প্রশংসার নিশান) আর আদম (আঃ) থেকে শুরু করে সকলেই থাকবে আমার পতাকা তলে। রাসূল শাফা'আতের হাদীস বর্ণনায় এক পর্যায়ে বলেছেন, আল্লাহ সৃষ্টির বিচারকার্য আরম্ভ করার ইচ্ছা করলে এক আহবানকারী ডাক দেবে, হে আহমদ! আহমদের উম্মত! সুতরাং আমরাই সর্বশেষ (পৃথিবীতে আগমনে) ও সর্বপ্রথম (কবর থেকে উত্থানে)। আমরাই সর্বশেষ উম্মত এবং হিসাবদাতাদের মধ্যে প্রথম। সমস্ত উম্মতেরা আমাদের জন্য রাস্তা উন্মুক্ত করে দেবে। আমরা চলব পঞ্চ কল্যাণ ঘোড়ার ন্যায়। এ উম্মতেরা সকলেই নবী হওয়ার উপক্রম। আল-হাদীস।

جمال ہمنشیں من اثر کرد ۔ ورگرنہ من ہماں خاکم کہ ہستم

এখন 'বারকাতুল ইমদাদিয়া'র নয় পৃষ্ঠার চৌদ্দ নম্বর হাদীস শোনেন! সহীহ মুসলিম, আবু দাউদ, ইবনে মাজা এবং মু'জামুল কবীর ত্ববরানী-তে হযরত রাবীয়া বিন কা'ব আসলামী রাদ্বিআল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত, হুযূর পুর নূর সৈয়দে আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে (রাবীয়া) উদ্দেশ্য করে বললেন, হে রাবীয়া! তুমি যা ইচ্ছা চাও। আমি তোমাকে দিব। সিজদার আধিক্য দ্বারা সে সুযোগ দাও। স্বয়ং রাবী'য়ার বক্তব্য

قال كنت ابيت مع رسول الله صلے الله تعالى عليه وسلم فاتيته بوضوئه وحاجته فقال لى سل (ولفظ الطبر انى فقال يومايا ربيعة سلنى فاعطيك جعلنا الى لقط مسلم) قال فقلت اسألك مرافقتك فى الجنة قال اوغير ذالك قلت هوذاك قال فاعنى على نفسك بكثرة السجود۔

'আমি রাসূলের খিদমতে রাত্রি যাপন করলাম। সে সুবাদে তাঁর প্রয়োজন সারতে অজুর পানি নিয়ে খিদমতে আকদাসে হাজির হই। তিনি আমাকে বললেন, চাও, ত্ববরাণী শরীফের শব্দ একদা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন, হে রাবী'য়া! আমার কাছে যা চাও, দিব তোমাকে। আমি বললাম, জান্নাতে আপনার সাহচর্য চাই। তিনি বললেন, আরো কিছু? আমি আরয করি-এটাই। রাসূল বললেন, অধিক সিজদার দ্বারা তোমার এ ব্যাপারে আমাকে সুযোগ করে দাও। আলহামদুলিল্লাহ! এ মূল্যবান বিশুদ্ধ হাদীসের প্রত্যেকটি অংশ ওহাবী মতবাদের জ্বলন! রাসুল সাল্লাল্লাহু

www.AmarIslam.com

আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন عـنـّى। আমাকে সাহায্য কর- যা মদদ চাওয়াকে বুঝায়। তদুপরি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, سل চাও, যা চাওয়ার। তা যেন ওহাবীদের ওপর পাহাড় ভেঙ্গে পড়া। তাতে পরিস্কার হয়ে গেছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যতই প্রয়োজন সব মেটাতে পারেন। যা চাওয়ার চাও। এ শর্তহীন বাণীই দুনিয়া আখিরাতের সবকিছু তাঁরই ইচ্ছাধীন থাকার প্রমাণ। হযরত শেখ আবদুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী মিশকাত শরীফের ব্যাখ্যা গ্রন্থে উক্ত হাদীসের অধীনে বলেছেন, 'রাসূলের বাণী- سـل কে বিশেষ কোন উদ্দেশ্যের সাথে খাস করা যায় না। সবকিছু তাঁর হাতে ন্যস্ত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা বলেন, যা করেন, সবই আল্লাহর অনুমতিক্রমে।

فان من جودك الدنيا وضرتها- ومن علومك علم اللوح والقلم

'নিশ্চয় দুনিয়া ও তার মধ্যকার সম্পদ আপনারই বদান্যতা। লাওহ কলমের জ্ঞান আপনার জ্ঞানের অংশ। মোল্লা আলী ক্বারী (রাদ্বিআল্লাহু তায়ালা আনহু) মিরকাত শরীফে বলেছেন, يـوخـذ مـن اطـلاقـه صـلـى الله عليه وسلم 'শর্তবিহীন তা আমলযোগ্য। রাবীয়া রাদ্বিআল্লাহু তায়ালা আনহু আরয করলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে জান্নাতে সাহচর্য কামনা করেছি। তদুত্তরে তিনি ফরমালেন, ঠিক আছে, আর কিছু আছে কি?

الامربالسؤال ان الله تعالى ملكه من عطاء كل ماراد من خزائن الحق

'আরো চাওয়ার নির্দেশ করা থেকে বোধগম্য হয় যে, আল্লাহর ধনাগার থেকে যা ইচ্ছা সবকিছু দান করার ক্ষমতা আল্লাহ তাঁকে দান করেছেন।' অতঃপর লিখেছেন,

وذكـر ابـن سبـع فى خصائصه وغيره ان الله تعالى اقطعه ارض الجنة يعطى منهاماشاء لمن يشاء

'ইবনে সাবা ও অন্যান্য ওলামা কেরাম রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম'র বৈশিষ্ট্যাবলী সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন যে, আল্লাহ তায়ালা স্বর্গাঙ্গনকে তাঁর মালিকানাধীন করে দিয়েছেন যা যাকে ইচ্ছা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দান করেন।' সম্মানিত ইমাম ইবনে হাজর মক্কী রাদ্বিআল্লাহু তায়ালা আনহু জাওহার মুনাযযাম এ লিখেছেন ,

انـه صلى الله تعالى عليه وسلم خليفة الله الذى جعل خزائن كرمه موائد نعمه طوع يديه وتحت ارادته يعطى منها من يشاء ويمنع من يشاء

'নিশ্চয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর প্রতিনিধি যাকে তিনি দয়ার ভান্ডার বানায়েছেন এবং সকল নি'মতকে তাঁর হস্ত মোবারক ও শক্তির অনুগত করে দিয়েছেন। তা থেকে যাকে ইচ্ছা দেন এবং যাকে ইচ্ছা বারণ করেন।' আনওয়ারুল

ইন্তিবাহ গ্রন্থের ২৮ পৃষ্টায় দেখুন! হুযূর গাউছে আযম রাদ্বিআল্লাহু তায়ালা আনহু ইরশাদ করেন,

مـن استـغـاث بـى فى كربة كشفت عنه ومن نادى باسمى فى شدّة فرجت عنه ومـن تـوسـل بـى الـى الـلـه عـزوجـل فى حاجته قضيه له ومن صلـے ركعتين يـقـرؤفى كـل ركعة بعد الفاتحة سورة الاخلاص احدى عشرة مرة ثم يصلى عـلـى رسـول الـلـه صـلـے الـلـه تـعـالى عليه وسلم بعد السلام ويسلم عليه ثم يخطوالى جهة العراق احدى عشرة خطوة يذكرفيها اسمى ويذكرحاجته فانها تقضے

'যে ব্যক্তি কোন কষ্টে আমার সাহায্য চাইবে আমি তা লাঘব করে দিই, যে বিপদে আমার নাম নিয়ে আহবান করে তার বিপদ দূর করে আমি তার প্রয়োজন মেটাই। যে ব্যক্তি প্রত্যেক রাকাতে সুরা ফাতিহার পর এগারবার সুরা ইখলাস শরীফ পড়তঃ দু'রাকাত নামায পড়ে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম'র উপর দরূদ সালাম পৌঁছায়। অতঃপর মনোবাসনা স্মরণ করতঃ আমার নাম জপে ইরাকের দিকে এগার কদম চলবে তার হাজত অবশ্যই পূর্ণ হয়ে যায়। ইমাম আবুল হাসান নুরুদ্দীন আলী বিন জরীর লাখমী শক্নূনী, ইমাম আবদুল্লাহ বিন আস'আদ ইয়াফেয়ী মক্কী, আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী হানাফী মক্কী, মাওলানা আবুল মু'আলী মুহাম্মদ মাসলমী ক্বাদেরী এবং শেখ মুহাক্কিক মাওলানা আবদুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী (রাদ্বিআল্লাহু তায়ালা আনহু) প্রমুখ বড় মাপের আলেম ও অলীগন তাঁদের স্বরচিত কিতাব যথাক্রমে বাহজাতুল আসরার, খোলাসাতুল মাফাখির, নুজহাতুল খাতির, তোহফা-ই কাদেরিয়া এবং যুবদাতুল আছার ইত্যাদিতে হুযূর গাউছে পাক রাদ্বিআল্লাহু তায়ালা আনহু'র অমিয় বাণীসমূহ নকল করেছেন।

উত্তরঃ অবশ্যই 'অসীলা' অন্বেষণ করা উত্তম সুন্নাত। আল্লাহর বাণী-

يبتغون الى ربهم الوسيلة ايهم اقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه-

'তারা আপন প্রভুর দিকে অসীলা অন্বেষণ করেছে যে, তাদের মধ্যে কে (আল্লাহর) অধিক সান্নিধ্য লাভ করতে পারে, তাঁর রহমতের আশা রাখে এবং তাঁর শাস্তিকে ভয় করে।' (সূরা বণী ইসরাঈল, আয়াত-৫৭)

তাফসীরে মু'য়ালিমুত তানযীল ও তাফসীরে খাযিন-এর ভাষ্য,

معناه ينظرون ايهم اقرب الى الله فيتوسلون به

এর অর্থ- তারা দেখে কারা আল্লাহর নিকটতম এবং অসীলা অবলম্বন করে। নিশ্চয় আল্লাহর অলীগণ দুনিয়া, আখিরাত, কবর ও হাশরে নিজেদের অসীলা গ্রহনকারীদের সুপারিশকারী ও মদদ দাতা। ইমাম আরিফ বিল্লাহ সায়্যিদ আবদুল ওহাব শা'রানী

কুদ্দিসা সিররুহু 'উবৃদ মুহাম্মদীয়া' গ্রন্থে লিখেছেন-

كل من كان متعلقا بنبى اورسول اوولى فلابدان يحضره ويأخذبيده فى الشدائد -

যে ব্যক্তি কোন নবী, রাসূল বা অলীর অসীলা গ্রহন করবে তিনি বিপদের মুহূর্তে তার নিকট হাজির হয় এবং তার হাত ধরে সাহায্য করে।

'মীযানুস্ শরীফাতিল কুবরা' গ্রন্থের ভাষ্য,

جميع الائمة المجتهدين يشفعون فى اتباعهم ويلاحظونهم فى شدائدهم فى الدنيا والبرزخ ويوم القيمة حتى يجاوزوا الصراط

'মুজতাহিদ ইমামগণ তাঁদের অনুসারীদের সুপারিশ করবেন এবং দুনিয়া, কবরে ও হাশরে তাদের বিপদাপদে লক্ষ্য রাখবেন, এমনিভাবে কিয়ামতের দিন পুলসিরাত পার হওয়া পর্যন্ত। অবশেষে তাদের দুঃখ দুর্দশা দূর হয়ে যাবে।' لاخوف عليهم ولاهم يحزنون তাদের ভয়-ভীতি ও পেরেশানী মোটেই থাকবে না। আলহামদুলিল্লাহ! আরো বলেছেন,

ان ائمة الفقهاء والصوفيه كلهم يشفعون فى مقلديهم ويلاحظون احدهم عند طلوع روحه وعند سوال منكرو نكيرله وعند النشر والحشر والحساب والميزان والصراط ولايغفلون عنهم فى موقف من المواقف -

'ফোকাহা ও সূফীরা তাঁদের অনুসারীদের জন্য সুপারিশ করেন। তাঁরা স্বীয়-মুরীদের আত্মা পরকালে পাড়ি জমানো, মুনকার-নকীরের সাওয়াল, পুণরুত্থান, কিয়ামতের ময়দানে জমায়েত, হিসাব-নিকাশ, মীযান ও পুলসিরাতসহ সকল দুঃসময়ে লক্ষ্য রাখেন। তাদের কোন অবস্থা সম্পর্কে তাঁরা বেখবর নন।'

আরো বলেন,

ولما مات شيخنا شيخ الاسلام الشيخ ناصرالدين اللقانى راه بعض الصالحين فى المنام فقال له ما فعل الله بك فقال لما اجلسنى الملكان فى القبر ليسألانى اتاهما الامام مالك فقال مثل هذا يحتاج الى سؤال فى ايمانه بالله ورسوله تنحياعنه فتنحياعنى -

'আমাদের শেখ শায়খুল ইসলাম নাসিরউদ্দীন লেকানী রহমাতুল্লাহি আলাইহি ইন্তিকাল করার পর জনৈক অলী তাঁকে স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞেস করলেন আল্লাহ আপনার সাথে কি আচরণ করেছেন? উত্তরে বললেন প্রশ্ন করার নিমিত্তে কবরে দু'ফিরিশতা আমাকে শোয়া থেকে বসালে সেখানে হযরত ইমাম মালিক (রহ)'র আগমন হয় তিনি ধমক দিয়ে

বললেন, একেও আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি ইমান আনয়নের সাওয়াল করার প্রয়োজন! সরে দাঁড়াও, তাঁরা সরে গেলেন।'

আরো বলেছেন,

واذا كان مشائخ الصوفية يلاحظون اتباعهم ومريديهم فى جميع الاهوال والشدائد فى الدنيا والاخرة فكيف بائمة المذاهب -

'সূফী-দার্শনিকরা দুনিয়া, আখিরাতে সুখে-দুঃখে তাঁদের অনুসারী ও মুরীদের অবস্থার প্রতি নজর রাখলে, মাযহাবের ইমামগণের অবস্থা কেমন? আল্লাহ তাঁদের প্রতি সন্তুষ্ট হোন।' আল্লামা জালালুদ্দীন রুমী (রহ) থেকে মাওলানা নুরুদ্দীন আবদুর রহমান জামী 'নাফহাতুল ইনস' শরীফে বর্ণনা করেছেন, আল্লামা রুমী মুমূর্ষ অবস্থায় স্বীয় মুরীদদেরকে বললেন, 'যে কোন অবস্থায় তোমরা আমাকে স্মরণ করলে আমি তোমাদেরকে সাহায্য করব।' জনাব মির্জা মাযহার জানজানাঁ-স্বীয় মালফুযাত-এ যার সম্বন্ধে ওহাবী নেতা ইসমাঈল দেহলভীর বংশগত দাদা এবং ত্বরিকতগত পরদাদা শাহ অলী উল্লাহ সাহেব 'ক্বিয়মে ত্বরিকা-ই আহমদিয়া দাওয়ায়ী সুন্নাতে নববীয়া' গ্রন্থে লিখেছেন-এ ধরনের গ্রহনযোগ্য কিতাব ও সুন্নাত আরব-আযম এমনকি পূর্বসূরী আলেমগণের মাঝেও অপ্রতুল, তাতে ফরমায়েছেন, 'গাউছুছ ছাকলাইন হযরত শেখ আবদুল কাদির জীলানী রাদ্বিআল্লাহু তায়ালা আনহু তাঁর অসীলা অন্বেষণকারীদের অবস্থা ভাল জানেন। আহলে ত্বরীকতের সাথে সাক্ষাত দিয়ে তাওয়াজজুহ্ মোবারক প্রদান করেন। হযরত খাজা বাহা উদ্দীন নকশবন্দী সে বিশ্বাসে জঙ্গলে ছুটে গেলেন। তিনি স্বপ্নে তাঁকে অদৃশ্যভাবে সাহায্য করেন। কাযী ছানা উল্লাহ পানী পতি- যাঁর প্রশংসায় মৌলভী ইসহাক (মিয়াতু মাসাঈল ওয়া আরবাঈন'র মুসান্নিফ) এবং মির্জা মাযহার সাহেব পঞ্চমুখ এবং শাহ আবদুল আযীয সাহেব তাঁকে যুগের বায়হাকী বলে আখ্যায়িত করেছেন, তিনি তাযকিরাতুল মাওতা পুস্তিকায় লিখেছেন, 'তিনি আত্মাগতভাবে বাতিনী ফয়য দান করেন।' যায়েদ কাণ্ডজ্ঞানহীন, ভ্রান্ত, বরং তামাশাকারী। সে অলীগণ আল্লাহর দরবারের মুখাপেক্ষী হওয়াকে শাফা'আত অস্বীকারের দলীল হিসেবে সাব্যস্ত করে। অথচ আল্লাহর মুখাপেক্ষীতা-ই শাফা'আতের প্রমাণ। নিজের হুকুমে যে কাজ হয় সেখানে মুখাপেক্ষতা থাকেনা, নিজে তা সমাধান করে দেয়। শাফা'আতের প্রয়োজনই বা কি? নবী-অলীর সাফা'আতকে একেবারে অস্বীকার করা ফকীহগণের মতে ধর্মবিমুখতাও কুফরী। আল্লামা ইবনে হুম্মাম হেদায়ার ব্যাখ্যাগ্রন্থ ফতহুল কাদীর-এ বলেছেন, لاتجوز الصلوة خلف منكر الشفاعة لانه كافر 'শাফা'আতের অস্বীকারকারীর পেছনে নামায বৈধ নয়, কেননা সে কাফির।' ফাতাওয়া-ই খোলাসা, বাহরুর রাযিক, ফাতাওয়া-ই তা-তারখানীয়া এবং ত্বরিকা-ই মুহাম্মদীয়া ইত্যাদির ভাষ্য من انكر شفاعة الشافعين يوم القيامة فهو كافر - 'বিচার দিবসে সুপারিশকারীদের শাফা'য়াত অস্বীকারকারী কাফির।' যায়েদ তাওবা করতঃ নতুনভাবে মুসলমান হওয়া অত্যাবশ্যক। মুসলমান হওয়ার পর তার

বিয়েকে নবায়ন করা কর্তব্য। জামেউল ফুসুলীয়্যিন, ফাতাওয়া-ই আলমগীর, দুররুল মুখতার ইত্যাদি কিতাবে অনুরূপ বর্ণিত। والله تعالى اعلم

প্রশ্ন- তিরাশি ও চুরাশিতমঃ

যায়েদের পীর-মুর্শিদ না থাকলে সে কি সফলতা লাভ করতে পারবে? নাকি তার পীর মুর্শিদ শয়তান হবে? কেননা তোমাদের প্রভূর নির্দেশ وابتغوا اليه الوسيلة 'তাঁরপথে পাড়ি জমাতে অসীলা তালাশ কর।'

উত্তরঃ হ্যাঁ! আউলিয়া কেরামের বক্তব্যে উভয় কথার প্রমাণ মিলে। অচিরেই এ দু'টি কথার প্রমাণ কুরআন আযীম থেকে দিব। প্রথমতঃ পীরবিহীন ব্যক্তি ফালাহ (সফলতা) লাভ করতে পারে না। এ প্রসংগে হযরত সায়্যিদুনা শায়খুশ শুয়ূখ শিহাবুল হক ওয়াদদ্বীন সোহরাওয়ার্দী কুদ্দিসা সিররুহু 'আওয়ারিফুল মা'রিফ শরীফে বলেছেন,

سمعت كثيرامن المشائخ يقولون من لم يرمفلحالا يفلح

'আমি সম্মানিত অলীগণকে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি সফলকাম লোকের সাহচর্য লাভ করেনি, সে সফলকামী হয় না।' দ্বিতীয়তঃ পীর ছাড়া ব্যক্তির পীর শয়তান-বিষয়ে 'আওয়ারিফুল মা'রিফ গ্রন্থে বলা হয়েছে,

روى عن ابى يزيد انه قال من لم يكن له استاذ فامامه الشيطان

'সায়্যিদুনা বায়েজীদ বোস্তামী রাদ্বিআল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, যার পীর নেই, তার নেতা শয়তান।' স্বনামধন্য ইমাম আবুল কাশেম কৃত রিসালা-ই কোশায়রীতে রয়েছে,

يجب على المريد ان يتادب بشيخ فان لم يكن له استاذلايفلح ابد اهذا ابو يزيد يقول من لم يكن له استاذ فامامه الشيطان-

'কোন পীরের দীক্ষা গ্রহন করা মুরীদের ওপর আবশ্যক। যার পীর নেই সে কক্ষনো সফলতা লাভ করতে পারে না। তাইতো আবু ইয়াযিদ বলেছেন, যার পীর নেই তার পীর শয়তান।'

আরো বলেছেন,

سمعت الاستاذاباعلى الدقاق يقول الشجرة اذانبتت بنفسها من غير غارس فانها تورق ولكن لا تثمر كذالك المريد اذا لم يكن له استاذ ياخذمنه طريقته نفسافنفسا فهو عابدهواه لايجد نفاذا-

'আমি উস্তাদ আবু আলী দাক্কাক রাদ্বিয়াল্লাহুকে বলতে শুনেছি আগাছা যা রোপনকারী ব্যতীত উদগত হয় তা পাতা বিশিষ্ট হয় কিন্তু ফলদার হয় না। অনুরূপভাবে যদি মুরীদের পীর না থাকে যার থেকে সে এককেকটি শ্বাস-প্রশ্বাসের নিয়মাবলী শিখবে, তবে সে কুপ্রবৃত্তির পূজারী, সে সুপথ পায়না।'

হযরত সায়্যিদুনা মীর সৈয়দ আবদুল ওয়াহিদ বলগারামী কুদ্দিসা সিররুহুল আযীয সবঙ্গ সানাবিল শরীফে বলেছেন,

چو پیرت نیست پیر تست ابلیس - کہ راہ دین زدست از مکر و تلبیس

'তোমার যখন পীর নেই তবে তোমার পীর ইবলীশ, দ্বীনি পথে সে প্রতারিত ও বিতাড়িত করে।' এ স্থানটি অনেক বিস্তারিত বিবরণের অবকাশ রাখে।

ফালাহ (সফলতা) এর প্রকারভেদঃ

আল্লাহর তৌফিকে বলছি ফালাহ (সফলতা) দু'প্রকার।

প্রথম প্রকার-অসম্পূর্ণ সফলতাঃ যা আল্লাহর শাস্তি ভোগ করার পর হয়। আল্লাহর কাছে পানাহ চাই। আহলে সুন্নাতের এ আক্বীদাকে বিশ্বাস করা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য আবশ্যক। এ সফলতা লাভের জন্য নবীকে মুর্শিদ হিসেবে জানাই যথেষ্ট। কারো হাতে বায়'আত ও মুরীদ হওয়ার ওপর নির্ভর নয়। ইসলামের প্রাথমিক যুগে অনেক দূর পাহাড় বা অজানা জনশূন্য দ্বীপে বসবাসকারী যার কাছে নবুয়তের বাণী পৌঁছেনি এবং শুধু একত্ববাদে বিশ্বাসী হয়ে দুনিয়া হতে বিদায় নেয় সে লোকের জন্যও সে সফলতা সাব্যস্ত। সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম শরীফে খাদেমে রাসূল হযরত আনাস (রাদ্বি) হতে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমায়েছেন হাশরবাসী নবীগণ থেকে শাফা'আতের আশ্বাস না পেয়ে নৈরাশ হয়ে আমার নিকট হাজির হবে। বলব- আমিই শাফা'আতের অধিকারী। আমি শাফা'আতের জন্য প্রভুর দরবারে অনুমতি চাইব। অনুমতি লাভের উদ্দেশ্যে সিজদায় পড়ব। আল্লাহ রহমতের জোশে বলবেন,

يامحمد ارفع رأسك وقل تسمع وسل تعطه واشفع تشفع

বন্ধু! মাথা মোবারক উত্তোলন করুন। বলুন, আপনার কথা শ্রবণ করা হবে। চান, আপনাকে প্রদান করা হবে। আপনি সুপারিশ (শাফা'আত) করুন, তা কবুল করা হবে। উম্মতের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলব- প্রভু! আমার উম্মত, আমার উম্মত। আল্লাহ বলবেন, যান! যার অন্তরে যব পরিমাণ ঈমান আছে তাকে নরক থেকে নিঃস্কৃতি দাও। তাদের বের করে দ্বিতীয় বার আল্লাহর দরবারে হাজির হব। সিজদা করব। আবারো বলা হবে হে মাহবুব! শির উঠান, বলুন, আপনার কথা শ্রবণ করা হবে। চান! দেওয়া হবে। শাফা'আত করুন, কবুল করা হবে। তখন আমি আল্লাহর দরবারে আরয করব। রব আমার! আমার উম্মত, আমার উম্মত। বলা হবে যার অন্তরে শষ্য দানার পরিমাণ ঈমান থাকবে, তাকে নরক থেকে বের করে দাও। তৃতীয় বার আবারো আল্লাহর দরবারে হাজির হয়ে সিজদা করলে আল্লাহ বলবেন, হে হাবীব! শির উঠান, যা বলবেন তা মঞ্জুর, যা চাইবেন দেওয়া হবে। শাফা'আত কর, কবুল করা হবে। আমি আরয করব, রব আমার! আমার উম্মত, আমার উম্মত। আল্লাহ বলবেন, যার অন্তরে শষ্য দানার চেয়েও স্বল্প পরিমাণ ঈমান থাকবে তাদেরকে বের করে নিন। আমি তাদেরকে দোযখ থেকে

বের করে নিব। চতুর্থবার আল্লাহর দরবারে হাজির হয়ে সিজদায় পতিত হব। তখন প্রভূর পক্ষ থেকে ঘোষণা আসবে হে মাহবুব! মাথা উঠান, বলুন, আপনার কথা মানা হবে, চান! দেওয়া হবে, শাফা'আত করুন গ্রহন করা হবে। আমি আল্লাহর দরবারে আরয করব, হে প্রতিপালক! আমাকে সে সব লোককে নিঃস্কৃতি দেওয়ার অনুমতি প্রদান করুন, যারা আপনাকে এক বলে বিশ্বাস করে। বলা হবে এটা আপনার খাতিরে নয়; বরং আমার ইযযত, মহত্ব, বড়ত্ব ও মহানত্বের শপথ, প্রত্যেক একত্ববাদে বিশ্বাসীকে তা থেকে নিঃস্কৃতি দেব।

আমি বলব, তাদের ব্যাপারে রাসূলের শাফা'আত রদ্দ করা নয়; মূলত ইহাই কবুল। কেননা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম'র আবেদনের প্রেক্ষিতেই একমাত্র তাদেরকে জাহান্নাম থেকে নিঃস্কৃতি দেয়া হবে। শুধু এতটুকু বলা হয়েছে যে, রিসালাত দ্বারা অসীলা গ্রহনের সুযোগ হয়নি; বরং আকল দ্বারা যেটুকু ঈমানের জন্য যথেষ্ট ছিল তথা একত্ববাদে বিশ্বাস করা সেটুকু বিশ্বাস করতো। অতঃপর বলব, আমি হাদিসের যে অর্থ করেছি, তাতে স্পষ্ট হয়ে গেল যে, এ হাদিস খানা ঐ বিশুদ্ধ হাদিসের বিরোধী নয় যা নিম্মরূপঃ

مازلت اتردد على ربى فلااقوم فيه مقاما الاشفعت حتى اعطانى الله من ذالك ان قال ادخل من امتك من خلق الله من اشهدان لا اله الاالله يوما واحدا مخلصا ومات على ذالك ـ

আমার প্রতিপালকের দরবারে বারংবার আসতে রইলাম। যখনই আমি দণ্ডায়মান হই আমার শাফা'আত কুবল করা হয়। এমনকি আল্লাহ তায়ালা আমাকে এতটুকু দান করবেন যে, তিনি বলবেন, মাহবুব! আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে আপনার যত উম্মত রয়েছে যারা একদিন হলেও নিষ্ঠার সাথে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ তথা একত্ববাদের সাক্ষ্য দিয়েছে এবং তার ওপর মারা গেছে তাদেরকে বেহেশতে প্রবেশ করায়ে নিন। ইমাম আহমদ বিশুদ্ধ সূত্রে হযরত আনাস রাদ্বিআল্লাহু তায়ালা আনহু হতে উক্ত হাদিস বর্ণনা করেছেন। আলোচ্য হাদিসে উম্মতের কথা বলা হয়েছে বিধায় হাদিসে বর্ণিত লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ দ্বারা পূর্ণ কালিমা উদ্দেশ্য। যেমন হযরত আবু হুরায়রা রাদ্বিআল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বিশুদ্ধ সূত্রে ইমাম আহমদ ও ইবনে হাব্বান রাদ্বিআল্লাহু তায়ালা আনহু বর্ণনা করেন, রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ ফরমান,

شَفَاعَتِى لِمَنْ شَهِدَ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُخْلِصًا وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ يُصَدِّقُ لِسَانُهٗ قَلْبَهٗ وَقَلْبُهٗ لِسَانَهٗ ـ

'আমার শাফা'আত প্রত্যেক ঐ ব্যক্তির জন্য যে আল্লাহর একত্ববাদ ও আমার রিসালতকে এমন একনিষ্টতার সাথে সাক্ষ্য দেয় যে, যার মুখ ও অন্তর পরস্পর মিল থাকে।

এভাবে স্বীকৃতি দেয়া যে, اللهم اشهد وكفى بك شهيدا انى اشهدبقلبى ولسانى انه لا اله الااله وان محمدا رسول الله صلے الله تعالى عليه وسلم حنيفا مخلصا وما انا من المشركين والحمد لله رب العلمين ـ

'হে আল্লাহ! তুমি সাক্ষ্য থাক। সাক্ষী হিসেবে আপনি যথেষ্ট। আমি আপন অন্তর ও মুখে একনিষ্ঠতার সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল। আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি সারা জাহানের প্রতিপালক।'

দ্বিতীয় প্রকার-পরিপূর্ণ সফলতাঃ যা হল শাস্তি ভোগ ছাড়াই বেহেশতে প্রবেশ করা। তার দু'টি দিক রয়েছে। যথা- প্রথম প্রকার বাস্তব সম্মত (وقـــوع)ঃ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের মতে তা শুধু আল্লাহর ইচ্ছার ওপর নির্ভরশীল। তিনি যাকে ইচ্ছা এ সফলতা দান করেন। যদিও সে লক্ষ কবীরা গুনাহে লিপ্ত হয়। আল্লাহ চাইলে একটি সগীরা গুনাহের জন্যও পাকড়াও করতে পারেন। তার লক্ষ পূণ্য থাকলেও। এটা খোদার ইনসাফ। يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন আর যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেন- এটা তার করুণা।

হযরত রাসূলে আকদাস সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম'র শাফা'আতের দ্বারা অগণিত কবিরা গুণাহকারী এমন সফলতা লাভ করবে বলে রাসূলের ঘোষণা আছে, شَفَاعَتِى لِاَهْلِ الْكَبَائِرِ مِنْ اُمَّتِى 'আমার উম্মতের মধ্যে কবীরা গুনাহকারীর জন্য আমার শাফা'আত সাব্যস্ত।'

এ হাদিসখানা ইমাম আহমদ, আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবনে হাব্বান, হাকীম ও ইমাম বায়হাকী খাদেমে রাসূল হযরত আনাস বিন মালিক রাদ্বিআল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন, ইমাম বায়হাকী বলেন, এটা বিশুদ্ধ হাদিস। ইমাম তিরমিযী, ইবনে হাব্বান ও হাকিম রাদ্বিআল্লাহু তায়ালা আনহুম হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ হতে বর্ণনা করেছেন ইমাম ত্বরানী মু'জামুল কবীরে হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস রাদ্বিআল্লাহু তায়ালা আনহুম থেকে খতীব হযরত কা'ব বিন ওজরা এবং হযরত আবদুল্লাহ বিন ওমর রাদ্বিআল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন। এ প্রসঙ্গে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো ইরশাদ করেন,

خُيِّرْتُ بَيْنَ الشَّفَاعَةِ بَيْنَ اَنْ يُدْخَلَ شَطْرُاُمَّتِى الْجَنَّةَ فَاخْتَرْتُ الشَّفَاعَةَ لِاَنَّهَا اَعَمُّ وَاَكْفٰى تَرَوْنَهَا لِلْمُؤْمِنِيْنَ الْمُتَّقِيْنَ لَاوَلٰكِنَّهَا لِلْمُذْنِبِيْنَ الْمُتَلَوِّثِيْنَ الْخَطَّائِيْنَ

'আমাকে ইখতিয়ার দেয়া হয়েছে, যে কোন একটি গ্রহন করবে হয় শাফা'আত অথবা আমার উম্মতের অর্ধেককে শাস্তি ব্যতীত জান্নাতে প্রবেশ করার সুযোগ লাভ। আমি শাফা'আতকে গ্রহণ করেছি। কেননা তা অধিক ব্যাপক ও যথেষ্টকারী। তোমার কি মনে

হচ্ছে আমার এ শাফা'আত শুধু মু'মিন মুত্তাকিদের জন্য? না; বরং গুনাহ্গার, পাপী এবং জঘন্য অপরাধীদের জন্য। আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামীন।

এ হাদীসখানা ইমাম আহমদ বিশুদ্ধ সূত্রে এবং ত্ববরানী মু'জামুল কবীরে উত্তম সনদে হযরত আবদুল্লাহ বিন ওমর হতে আর ইবনে মাজা আবু মুসা আশ্আরী রাদ্বিআল্লাহু তায়ালা আনহু হতে বর্ণনা করেছেন।

এ প্রকার সফলতা ঐ লোকও লাভ করবে, যার পাপকে পূণ্য দ্বারা বদলে দেয়া হবে। এ মর্মে আল্লাহ্ তায়ালা বলেন,

فَاُولٰٓئِكَ يُبَدِّلُ اللّٰهُ سَيِّاٰتِهِمْ حَسَنٰتٍ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا

'আল্লাহ তায়ালা ঐ সবের পাপকে পূণ্য দ্বারা পরিবর্তন করে দেবেন। আর আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।' হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, এক ব্যক্তিকে কিয়ামতের দিন আল্লাহর সমীপে উপস্থিত করা হবে আর বলা হবে যে, তার ছোট ছোট গুনাহসমূহকে তার সামনে পেশ কর। বড় গুনাহগুলো ফাঁস করবে না। বলা হবে তুমি অমুক অমুক দিন এ কাজ করেছিলে? সে তা স্বীকার করবে আর মহাপাপ সমূহের ব্যাপারে ভীত সন্ত্রস্ত হবে। হুকুম আসবে اَعْطُوْهُ مَكَانَ كُلِّ سَيِّئَةٍ حَسَنَةً তাকে প্রত্যেক পাপের স্থলে একটি করে পূণ্য দাও। সে বলে উঠবে প্রভু! আমার আরো অনেক গুনাহ্ রয়েছে। তার এখনো শুনানী হয়নি। এ কথা বলে হুযুর আনওয়ার সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এতই হাসলেন যে, তাঁর সামনের দাঁত মোবারক প্রস্ফুটিত হয়ে উঠে। এ হাদিসখানা ইমাম তিরমিযী রাদ্বিআল্লাহু তায়ালা আনহু, হযরত আবু যর রাদ্বিআল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণনা করেন।

মোদ্দাকথা বাস্তবসম্মত সফলতা (وقــــــوع) লাভের জন্য ইসলাম গ্রহন এবং আল্লাহ-রাসূলের দয়া ছাড়া অন্য কোন শর্ত নেই।

দ্বিতীয় প্রকার-আশাসূচক সফলতা (امیــــد)ঃ মানুষের আমল, কথা ও অবস্থাদি এমন হওয়া যে, এরই ওপর তার জীবন অবসান হলে আল্লাহ তায়ালা দয়া ও করুণায় শাস্তি ছাড়াই বেহেশতে প্রবেশের দৃঢ় আশা করা যায়। মানুষের দৈনন্দিন কর্মকান্ড উহার সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার কারণে সে সফলতা তালাশ করার জন্য নির্দেশ আছে যে,

سَابِقُوْا اِلٰى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ

'তোমরা ধাবিত হও আপন প্রভুর ক্ষমা এবং সে জান্নাতের দিকে যার প্রশস্ততা আসমান ও যমীনের বিস্তৃতির সমান।' (সূরা আলহাদীদ, আয়াত-২১)

আশাসূচক সফলতার প্রকারভেদঃ

امید বা আশা সূচক সফলতা দু'প্রকার।

(ক) বাহ্যিক সফলতা (فلاح ظاهر)ঃ এ বাহ্যিক সফলতা দ্বারা এ উদ্দেশ্য নয় যে, শুধু বাহ্যিক আমলের অধিকারী, যে শরয়ী বাহ্যিক বিধি বিধানের ওপর সীমাবদ্ধ,

বাহ্যিকভাবে শরীয়তের আহকাম দ্বারা সুসজ্জিত এবং পাপ থেকে পবিত্র এবং নিজে একজন সফলকাম মুত্তাকী বনেছে। অথচ পরে বর্ণিত ধ্বংসকারী আচরণে থেকে অভ্যান্তরকে পবিত্র করতে পারেনি। (১) রিয়া (লোকিকতা), (২) ওজব (খোদপছন্দী), (৩) হাসদ (হিংসা), (৪) কীনা (দ্বেষ), (৫) তাকাব্বুর (অহংকার), (৬) হুববে মাদাহ্ (প্রশংসা লাভের মোহ), (৭) হুববে জাহ্ (বিলাস মোহ), (৮) মহব্বতে দুনিয়া (পার্থিব মোহ), (৯) তলবে শুহ্রাত (যশ কামনা), (১১) তাহকীরে মাসাকীন (দরিদ্রের প্রতি ধিক্কা), (১২) এত্তিবা-ই শাহওয়াত (কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ) (১৩) মাদাহিনাত (খোশামোদ), (১৪) কুফরানে নি'মত (নি'মতের অস্বীকার), (১৫) হিরস (লোভ), (১৬) (বুখল (কৃপনতা), (১৭) তোলে আহল (অধিক উপযুক্ততা দাবী), (১৮) সূ-ই যন (কুধারণা), (১৯) এনাদ-ই হক (সত্য বিরোধী), (২০) এসরারে বাতিল (বারংবার পাপ করা), (২১) মকর (প্রতারণা), (২২) উযর (আপত্তি), (২৩) খিয়ানত (আত্মসাৎ), (২৪) গাফলত (গাফেল হওয়া), (২৫) কাসওয়াত (পাষণ্ডতা), (২৬) ত্বম'আ (লালসা), (২৭) তামাল্লুক (তোষামোদ), (২৮) ইতিমাদ-ই খলক (সৃষ্টির ওপর ভরসা), (২৯) নিসয়ান-ই খালিক (স্রষ্টা ভোলা), (৩০) নিসয়ান-ই মওত (মৃত্যু ভোলা), (৩১) জুর'আত আলাল্লাহ (আল্লাহর ওপর দুঃসাহসিকতা), (৩২) নিফাক্ব (কপটতা), (৩৩) ইত্তিবা-ই শয়তান (শয়তানের অনুসরণ), (৩৪) বন্দিগী-ই নফস (কুপ্রবৃত্তির পূজা), (৩৫) রুগবাতে বাতালত (বেহুদাপনা), (৩৬) কারাহাতে আমল (কুকর্মের প্রতি ঝোঁক), (৩৭) কিল্লত-ই খাশইয়াত (খোদা ভীতির কমতি), (৩৮) জয'আ (অস্থীরতা), (৩৯) আদমে খশু (বিনয়ের অভাব), (৪০) গযব-ই লিন্নাফস ওয়া তাসাহুল ফিল্লাহ্ (আত্মার ক্রোধ ও খোদা ভোলা)। তার দৃষ্টান্ত হল ময়লার ওপর জরিযুক্ত কাপড়ের তাবু যার উপরিভাগ সুজজ্জিত আর অভ্যন্তরে ময়লায় পরিপূর্ণ। এ ভেতরগত পঙ্কিলতা বাহ্যিক সাধুতাকে টিকে থাকতে দেবে কি? আর কত কথা কর্মকে গোপন রাখবে? কাপড়ের তলে ঢোলের পেটা আর কতই গোপন থাকবে? সাধারণ লোক তো দূরের কথা অনেক বাহ্যিক জ্ঞানের অধিকারী ওলামা যদিও প্রকাশ্যে মুত্তাকী কিন্তু তারাও এ প্রকারের অন্তর্ভুক্ত। এ বিষয়ে আরো খোলাস মুক্ত করে দিতাম কিন্তু এতে সত্য অনুধাবন করতঃ উপকার সাধন এবং সংশোধনের পথে চলা দূরের কথা বরং উল্টো দুশমন মনে করে। তবুও এতটুকু বলব তাদের নামে হাজারো ধিক। ইদানিং অনেক ধর্মহারা মুরতাদ্দ আল্লাহ ও রাসূলের শানে কতই বিশ্রী কুশ্রী গালি গালাজের ধূম উড়ায়। তারা কতই বেপরোয়া, বিলাশী ও প্রকৃতিবাদি। বগলে ইট মুখে শেখ ফরিদ, তাহযীব তামাদ্দুনের কথা বললেও লোভ ধ্বংসের কাটগাড়ায় নিয়ে গেছে। আমাদের কর্তব্য মুসলমান জনসাধারণকে তাদের কুফরী বার্তার গোবর ফাঁস করে দেওয়া। যদিও সাংবাদিকরা প্রচারপত্রে আমাদের নিন্দা করবে, মিথ্যা অপবাদ দিবে। ক্ষান্ত হব কেন? সে নাপাকী দ্বারা আমাদের ব্যক্তিত্বকে হানি করতে পারে? তাদের আমল ও বিশ্বাসে ত্রুটি। ভুল ধরে দিলে কি দোষ? যেভাবে হোক তাদের

শত্রুতা ও বিরোধীতার মাধ্যমে কাজ চালিয়ে যেতে হবে। তাদের ইবারতে ভুল-ত্রুটি ধরে দিয়ে স্বরূপ উন্মোচন করা প্রয়োজন। সাধারণ লোকের সামনে পীরগিরি তাঁদের ওয়াজ-কালামে দুর্গন্ধ আক্বীদা ছড়ায়। এটার নাম কি তাকওয়া? এরা রাসূলের শানে ধৃষ্টতা প্রদর্শনকারীদের মোকাবেলায় খরগোশের ঘুমের মত। আত্মসম্ভ্রম রক্ষা করার বেলায় হুংকার দিয়ে বলে আল্লাহ ও রাসূলের মহত্ব থেকে আত্মমর্যাদা রক্ষা করা শ্রেয়। এ সময় ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন এবং লা হাওলা ওয়ালা কুউওয়াতা ইল্লাহ বিললাহিল আলীউল আযীম পড়া বৈ আর কি বলার আছে? মূলকথা এরূপ হলে তা সফলতা নয়; তা হবে ধ্বংস। বরং বাহ্যিক সফলতা (فلاح ظاهر) হল অন্তর ও শরীর উভয়ের ওপর যতো খোদায়ী বিধান আবর্তিত সবই মেনে চলা, কোন কবীরা গুনাহে লিপ্ত না হওয়া, সগীরা গুনাহ বারংবার না করা। আত্মশুদ্ধির জন্য মন্দ অভ্যাসগুলো থেকে যথাসম্ভব দূরে সরে থাকা এবং তার অনুসরণ না করা। যদি কারো অন্তরে কৃপনতা থাকে তাহলে নাফসের ওপর শক্তি খাটিয়ে হাতকে উন্মুক্ত রাখা, কারো প্রতি হিংসা থাকলে ঐ ব্যক্তির অমঙ্গল না চাওয়া। এভাবে সকল মন্দ রিপুর দমন করাই সর্বাপেক্ষা বড় জিহাদ। এরূপ করলে পরকালে ধরক নেই; আছে প্রতিদান। ষড়রিপুর দমনে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম'র প্রতিষেদকমূলক বাণী,

ثَلَاثٌ لَمْ تَسْلَمْ مِنْهَا هٰذِهِ الْاُمَّةُ الْحَسَدُ وَالظَّنُّ وَالطِّيَرَةُ اَلَا اُنَبِّئُكُمْ بِالْمَخْرَجِ مِنْهَا
اِذَا ظَنَنْتَ فَلَا تُحَقِّقْ وَاِذَا حَسَدْتَ فَلَا تَبْغِ وَاِذَا تَطَيَّرْتَ فَامْضِ۔

'এ উম্মত তিন মন্দ থেকে রেহাই পাবে না। তাহলো হিংসা, কুধারণা ও কুলক্ষণ। আমি কি তোমাদেরকে এ মন্দ থেকে পরিত্রানের উপায় বলে দিব না? কারো প্রতি কুধারণা আসলে তুমি তা সত্য মনে করো না। যদি হিংসার উদ্রেক হয় তুমি তেমনটা চাইবে না। অমঙ্গলের আশংকা করলে তুমি তা করে চলো।' এ হাদিস খানা রাবী সিত্তাহ-কিতাবুল ঈমান এ মুরসাল হিসেবে ইমাম হাসান বসরী রাদ্বিআল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণনা করেন। ইবনে আদী মুত্তাসিল সনদে হযরত আবু হুরায়রা রাদ্বিআল্লাহু তায়ালা আনহু হতে, তিনি নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে ভিন্ন শব্দে বর্ণনা করেছেন।

اِذَا حَسَدْتُمْ فَلَا تَبْغُوا اِذَا ظَنَنْتُمْ فَلَا تُحَقِّقُوا وَاِذَا تَطَيَّرْتُمْ فَامْضُوا وَعَلَى اللّٰهِ فَتَوَكَّلُوا

'তোমাদের অন্তরে হিংসা আসলে তার পিছনে ছুটবেনা, কারো প্রতি কুধারণা হলে তা জমিয়ে রাখবে না, আর কোন অমঙ্গলের ধারণা করলে সে কাজ থেকে বিরত থেকো না। বরং আল্লাহর ওপর ভরসা করে সে কাজ চালিয়ে যাও।' উহার অপর নাম তাকওয়ার সফলতা (فلاح تقوى) এটার দ্বারা মানুষ নিরেট মুত্তাকী হয়ে যায়। আমি ইহার নাম দিয়েছি বাহ্যিক সফলতা (فلاح ظاهر) এতে করা, না করার সব আহকাম সুস্পষ্ট।

<u>দ্বিতীয় প্রকার-আভ্যন্তরীন সফলতা (فلاح باطن)</u>ঃ যা অন্তর ও দেহের সব কুপ্রবৃত্তি এবং যাবতীয় আমিত্ব ও বড়াই থেকে পাক হয়ে শিরক-ই খফী অন্তর থেকে দূর করে

লাভ করা যায়। তখনতো সালিক এর অন্তর লা মাকসূদা ইল্লাল্লাহ-আল্লাহ ব্যতীত কোন উদ্দেশ্য নেই, লা মাশহুদা ইল্লাল্লাহ- আল্লাহ ছাড়া কোন কিছু দৃষ্টিতে নেই, লা মাওজুদা ইল্লাল্লাহ- আল্লাহ ছাড়া কোন কিছুর অস্তিত্ব নেই ,এ রহস্যেই উদ্ভাসিত হয়। সালিকের অন্তর তখন অন্যের খেয়াল থেকে মুক্ত হয়। অন্য কিছু নজর থেকে অস্তিত্বহীন হয়ে পড়ে। তার হৃদয়ে শুধুমাত্র আল্লাহর স্বত্ত্বাই বিরাজমান। অস্তিত্ব যেন তাঁরই জন্য বাকী আছে। তার তুলনায় অন্য সব ছায়াও প্রতিকৃতি। এটাই চূড়ান্ত সফলতা- যাকে ফালাহ-ই ইহসান ও বলা হয়।

ফালাহ-ই তাকওয়া-তে পরকালের শাস্তি থেকে মুক্তি আর জান্নাত লাভের প্রশান্তি রয়েছে। কেননা যাকে দোযখ থেকে মুক্তি দিয়ে বেহেশতে প্রবেশ করা হবে সে অবশ্যই সফলতা লাভ করেছে। পক্ষান্তরে ফালাহ-ই ইহসান উহার চেয়েও শ্রেষ্ঠ। কারণ ফালাহ-ই ইহসান অর্জনকারীর জন্য শাস্তি তো দূরের কথা কোন ধরনের ভয়ও পেরেশানী তাদের ওপর আরোপিত হবে না। সে সফল ব্যক্তিদের সম্পর্কে কোরআনের ভাষ্য

اَلَا اِنَّ اَوْلِيَاءَ اللّٰهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ

'হুশিয়ার! নিশ্চয় আল্লাহ্‌র অলীগণের না আছে ভয়, না দুঃখ।' এ আভ্যন্তরীন সফলতা (فلاح باطن) লাভের জন্য অবশ্যই পীর মুরশিদের প্রয়োজন আছে। ফালাহ-ই তাকওয়া বা ফালাহ-ই ইহসান যা হোক না কেন?

পীর বা মুরশিদের প্রকারভেদঃ

প্রাথমিকভাবে পীর বা মুরশিদ দু'প্রকার। যথা-

(১) মুরশিদ-ই 'আম। (২) মুরশিদ-ই খাস।

(এক) মুরশিদ-ই 'আম হল আল্লাহ-রাসূলের বাণী, শরীয়ত-ত্বরিকতের ইমামদের বাণী, সত্যপন্থী দ্বীনদার আলিমগণের বাণী। এ ধারবাহিকতায় সাধারণ লোকের পথ প্রদর্শক বা পীর আলিমগণের বাণী, আলিমগণের রাহনুমা ইমামদের বাণী, ইমামদের মুরশিদ রাসুলের বাণী আর রাসূলের মুরশিদ আল্লাহর বাণী। অতএব বাহ্যিক সফলতা বা আভ্যন্তরীন সফলতা অর্জনের জন্য মুরশিদ-ই আমের অনুকরণ ছাড়া উপায় নেই। যে কেউ উহা হতে দূরে সরে গেলে নিঃসন্দেহে কাফির, পথভ্রষ্ট আর তার সব ইবাদত বরবাদও ধ্বংস হয়ে যাবে।

(দুই) মুরশিদ-ই খাস কোন বান্দা যে সুন্নী, বিশুদ্ধ আক্বীদা ও আমলের অধিকারী, বায়'আতের সকল শর্তের সমন্বয়কারী আলিমের হাতে হাত রেখে বায়'আত গ্রহন করেন তাকে মুরশিদ-ই খাস বলা হয়। যাকে পরিভাষায় পীর বা শায়খ বলে।

মুরশিদ-ই খাসের প্রকারভেদঃ

(১) শায়খ ইত্তিসাল (شيخ اتصال)ঃ যার হাতে বায়'আত গ্রহন করলে মানুষের সম্পর্ক (সিলসিলা) পরম্পরা হুযূর পুর নূর সায়্যিদুল মুরসালীন রহমাতুল্লীল আলামীনের সাথে

সংযুক্ত হয়। এ মুরশিদের জন্য চারটি শর্ত প্রযোজ্য। যথা-

(এক) ত্বরিকতে শায়খের ধারবাহিকতা সঠিক পন্থায় রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত পৌঁছা, মধ্যখানে বিচ্ছিন্ন না হওয়া, বিচ্ছিন্ন হলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম'র সাথে সংযোগ অসম্ভব।

কতেক নামধারী পীর আছে বায়'আত ছাড়া বাপ-দাদার উত্তরাধিকার সুত্রে সাজ্জাদানশীন হয়ে যান বা বায়'আত থাকলেও খেলাফত লাভ হয়নি আর অনুমতি ছাড়া বায়'আত করা আরম্ভ করে দেন বা মূলত সিলসিলার সংযোগ রয়েছে কিন্তু মাঝখানে এমন লোক প্রবেশ করেছে যার মধ্যে পীর হওয়ার অন্যান্য শর্তাবলী না থাকার কারণে বায়আতের যোগ্যতা হারিয়েছে। ফলে তার থেকে যে শাখা আরম্ভ হয় সে সিলসিলার সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এরূপ পদ্ধতিতে বায়'আত করালে তা কখনো ইত্তিসাল বা রাসূলের সাথে সংযুক্ত হবে না। তা ষাড় হতে দুধ আর বাঁঝা গাভী থেকে বাচ্চা কামনা করার ব্যতিক্রম নয়।

(দুই) শায়খ বা পীরকে সুন্নী ও বিশুদ্ধ আক্বীদাধারী হতে হবে। বদমাযহাব ও ভ্রান্ত সিলসিলা শয়তান পর্যন্ত পৌঁছবে; রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত নয়। ইদানিং অনেক প্রকাশ্য ধর্মবিমুখ ওহাবীরা যারা আগে থেকে অলীগণকে অস্বীকারকারী ও দুশমন, তারাও সরলপ্রাণ মুসলমানদেরকে ধোঁকা দেওয়ার জন্য পীর মুরীদের জাল পেতে রেখেছে। খবরদার! হুশিয়ার! সাবধান! সতর্ক!

اے بسا ابلیس آدم روئے ہست ۔ پس بہر دستے نباید داد دست

(তিন) পীরকে আলিম হতে হবে। এর ব্যাখ্যায় আমি বলব ইসলামী আইন শাস্ত্র সম্পর্কীয় জ্ঞানের অধিকারী হতে হবে। আরো থাকতে হবে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আক্বীদাসমূহ সম্বন্ধে পরিপূর্ণ জ্ঞান, কুফর ও ইসলাম, ভ্রান্ত ও সৎপথের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয়ের পূর্ণ দক্ষতা। নতুবা বর্তমানে ঠিক থাকলেও এক সময়ে বদমাযহাবী ও হেদায়ত থেকে পদচ্যুত হওয়ার সম্ভবনা। প্রবাদাকারে বলা হয় فَمَنْ لَمْ يَعْرِفِ الشَّرَّ فَيَوْمًا يَقَعُ فِيْهِ 'খারাপকে না চিনলে সে একদিন তাতে পতিত হয়।'

এমন অনেক কাজ কর্ম, নড়াচড়া রয়েছে যা দ্বারা কুফর সাব্যস্ত হয় অজান্তে মুর্খ তাতে পতিত হয়। প্রথমতঃ সে সম্পর্কে তার খবর নেই যে কারণে অজ্ঞতা বশতঃ কথায় কাজে কুফরী প্রকাশ পায়। সে জানেনা যে, তা কুফরী যে কারণে তাওবা করা ও সম্ভব হয় না। কেউ তার কুফরী সম্পর্কে বলে দিলেও সুবুদ্ধির অধিকারী তাতে ভয় পায়-সতর্ক হয়ে যায়। পরিশেষে তাওবা করে কিন্তু ঐ সাজ্জাদানশীন পীর যে বংশানুক্রমে নিজে পথ প্রদর্শক ও মুরশিদ হয়ে বসেছে তার অন্তরে আমিত্ব ও অহংকারবোধ বিদ্যমান থাকাতে সে কি ভুল স্বীকার করে! কুরআনে বলা হয়েছে-

وَاِذَا قِيْلَ لَهُ اتَّقِ اللّٰهَ اَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْاِثْمِ

'যখন কেউ তাকে বলে আল্লাহকে ভয় কর, তখন অহংকার তাকে ঐ পাপের দিকে লিপ্ত করে।' (সূরা বাকারা, আয়াত-২০৬)

পক্ষান্তরে যদি সে ভদ্র লোক হয় এবং নিজের ভুল স্বীকার করে তখনতো তাওবা করে নিবে। তার কুফরী কথাও কাজের দ্বারা তার পূর্বের বায়'আত বাতিল হয়ে গেছে। এখন সে অন্যের হাতে আবার বায়'আত গ্রহন করবে? নতুন পীরর নামে কি শাজরা দেবে? প্রথম পীরের খলিফা হওয়াতে তার প্রবৃত্তি কিভাবে তা মেনে নিতে পারে? সিলসিলা বন্ধ করে মুরীদ করা ছেড়ে দিতে রাজী হবে? বরং সে অগত্যা ঐ বিচ্ছিন্ন সিলসিলা জারী রাখবে। কাজেই পীর বা শায়খকে সুন্নী আক্বীদাসমূহ সম্পর্কে বিজ্ঞ হওয়া আবশ্যক।

(চার) পীর যেন প্রকাশ্য ফাসিক না হয়। এটার বিশ্লেষণে বলব, ইত্তিসাল অর্জনের জন্য এ শর্তের ওপর নির্ভরশীল নয়। শুধু ফিসক ফুজুরের কারণে সিলসিলার ধারাবাহিকতা রহিত হয় না। তবে পীরকে সম্মান করা এবং ফাসিককে হেয় করা আবশ্যক। আর উভয়ের একত্রিত হওয়া (মিশ্রন) বাতিল। কেননা তাহলে ইজতিমাউয্ যিদ্দাইন অর্থাৎ দুই বিপরীতমুখী বস্তুর একত্রিত করণ আবশ্যক হয়ে যায়। ইমাম যীলিঈ-এর তাবয়ীনুল হাকায়িক ও অন্যান্য কিতাবে রয়েছে,

وَفِى تَقْدِيْمِهٖ لِلْاِمَامَةِ تَعْظِيْمَةٌ وَقَدْوَجَبَ عَلَيْهِمْ اِهَانَتُهٗ

'ইমামতির জন্য তাকে সামনে অগ্রগামী করা হল তার প্রতি সম্মান প্রদর্শন আর শরীয়ত তাকে অবজ্ঞা করা ওয়াজিব করে দিয়েছে।'

দ্বিতীয় প্রকার- শায়খ-ই ঈসাল (شيخ ايصال)ঃ এ প্রকার পীরের জন্য উপরোক্ত শর্তাদির সাথে সাথে নফসের ক্ষতিকারক বস্তু, শয়তানের ধোঁকা, কুপ্রবৃত্তির ফাঁদ সম্পর্কে জ্ঞাত হতে হবে। মুরীদকে তরবীয়ত দিতে জানা। মুরীদের প্রতি এমন স্নেহ পরায়ন হওয়া যে, তার কাছে দোষ-ত্রুটি দেখলে তা বাতলিয়া দেয় এবং সংশোধনের ব্যবস্থা করে। ত্বরীকতের পথে যতই মুশকিল আসে তা অপসারিত করে। একেবারে সালিকও নয় আবার শুধু মাজযূবও নয়। আওয়ারিফ শরীফে বিবৃত শুধু সালিক আর শুধুমাত্র মাজযূব উভয়েই পীরের অনুপযুক্ত। আমি বলব, কারণ প্রথম ব্যক্তি নিজে এখনো ত্বরীকতের পথে পাড়ি দিচ্ছে আর অপর ব্যক্তি তরবীয়ত (প্রশিক্ষণ) প্রদানে অমনোযোগী। বরং সে মাজযূব সালিক বা সালিক মাজযুব হবে আর প্রথম প্রকারই উত্তম। কারণ পীর সাহেব মুরাদ; সে মুরীদ।

বায়'আতের প্রকারভেদঃ

বায়'আত দু'প্রকার। যথা- এক. বায়'আত-ই বরকত (بيعة بركة), দুই. বায়'আত-ই ইরাদাত (بيعة ارادة)

এক. বায়'আত-ই বরকতঃ বরকত লাভের জন্য সিলসিলায় প্রবিষ্ট হওয়া। সাম্প্রতিককালের বায়'আতসমূহ এ প্রকারের অন্তর্ভুক্ত। তাও সৎ নিয়তে হতে হবে। নতুবা অনেক বায়'আত হয় দুনিয়াবী স্বার্থ সিদ্ধির জন্য- তা আলোচনার বাইরের বিষয়। এ বায়'আত-ই বরকত এর জন্য পীরের মধ্যে شيخ اتصال এর চারটি শর্ত পাওয়া গেলে

যথেষ্ট। এ বায়'আত ও অনর্থক নয়; দুনিয়া-আখিরাতে তা অনেক উপকারে আসে। এর দ্বারা আল্লাহ ওয়ালাদের গোলামের দফতরে নাম এবং তাদের সিলসিলাভুক্ত হয়ে যাওয়া-যা বড় সৌভাগ্যের বিষয়। প্রথমতঃ আল্লাহর প্রিয়ভাজন সালিকদের পথে চলার সাদৃশ্যতা পাওয়া যায়। নেক্কারদের সাদৃশ্যতা সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ ফরমায়েছেন, مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ 'যে ব্যক্তি কোন সম্প্রদায়ের সাদৃশ্যতা রাখে সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত।' সায়্যিদুনা শায়খুশ শুয়ূখ শিহাবুল হক ওয়াদ্দীন সোহরাওয়ার্দী রাদ্বিআল্লাহু তায়ালা আনহু আওয়ারিফুল মা'আরিফ কিতাবে বলেছেন,

وَاعْلَمْ اَنَّ الْخِرْقَةَ خِرْقَتَانِ خِرْقَةُ الْاِرَادَةِ وَخِرْقَةُ التَّبَرُّكِ وَالْاَصْلُ الَّذِى قَصَدَهُ الْمَشَائِخُ لِلْمُرِيْدِيْنَ خِرْقَةُ الْاِرَادَةِ وَخِرْقَةُ التَّبَرُّكِ تَشَبُّهٌ بِخِرْقَةِ الْاِرَادَةِ فَخِرْقَةُ الْاِرَادَةِ لِلْمُرِيْدِ الْحَقِيْقِى وَ خِرْقَةُ التَّبَرُّكِ لِلْمُتَشَبِّهِ وَمَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ

'জেনে রাখ! খিরকা দু'টো, খিরকাতুল ইরাদাত ও খিরকাতুত্ তাবাররুক। পীরগণ মূলত মুরীদদের জন্য খিরকাতুল ইবাদাত ই কামনা করে। খিরকাতুত্ তাবাররুকটা খিরকাতুল ইরাদাতের সাথে সাদৃশ্য রাখে। কাজেই প্রকৃত মুরীদের জন্য খিরকাতুল ইরাদাত আর সাদৃশ্য অবলম্বনকারীর জন্য খিরকাতুত তাবাররুক নির্দিষ্ট। যে কোন গোষ্ঠীর সাথে সাদৃশ্য রাখে সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত।

দ্বিতীয়তঃ বায়আতুত তাবাররুক দ্বারা আল্লাহর প্রিয়ভাজনদের সাথে একটি সুতায় মুক্তা গাঁথার মত হয়ে যায়। بلبل ہمیں کہ قافیہ گل شود بس ست 'বুলবুলির জন্য ফুলের সান্নিধ্যই যথেষ্ট।' রাসূলের ভাষ্যে আল্লাহর ফরমান, هُمُ الْقَوْمُ لَا يَشْقِى بِهِمْ جَلِيْسُهُمْ 'তাঁরা ঐ সম্প্রদায়-যাঁদের সাথে উপবিষ্টকারী ও হতভাগ্য হয়না।'

তৃতীয়তঃ খোদা প্রেমিকগণ আল্লাহর রহমতের নিদর্শন। যারা তাঁদের নাম জপে তাদেরকেও তাঁরা আপন করে নেন এবং দয়ার দৃষ্টি রাখেন। সায়্যিদুনা আবুল হাসান নুরুল মিল্লাত ওয়াদ্দীন আলী কুদ্দিসা সিররুহু 'বাহজাতুল আসরার' শরীফে বর্ণনা করেছেন হুযুর গাউছুল আযম রাদ্বিআল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে জিজ্ঞেস করা হল যে কোন ব্যক্তি হুযুরের হস্ত মোবারকে বায়'আত গ্রহন না করে এবং খিরকা না পরে যদি তাঁর নাম স্মরণ করে সে কি হুযুরের মুরীদের মধ্যে শামিল হবে? প্রত্যুত্তরে ফরমালেন,

مَنْ اِنْتَمٰى اِلَىَّ وَتُسَمّٰى لِى قَبِلَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى وَتَابَ عَلَيْهِ اِنْ كَانَ عَلٰى سَبِيْلٍ مَكْرُوْهٍ وَهُوَ مِنْ جُمْلَةِ اَصْحَابِى وَاَنَّ رَبِّى عَزَّوَجَلَّ وَعَدَنِى اَنْ يَدْخُلَ اَصْحَابِى وَاَهْلَ مَذْهَبِى وَكُلَّ مُحِبٍّ لِى الْجَنَّةَ ـ

যে ব্যক্তি নিজেকে আমার প্রতি সম্পর্কিত এবং আমার গোলামদের দফতরে শামিল করবে আল্লাহ তায়ালা তাকে কবুল করবেন। কোন ব্যক্তি বিপথে থাকলে তাকে তাওবা

করার সুযোগ দেবেন। সে আমার ভক্তদের অন্তর্ভুক্ত। মহান প্রতিপালক আল্লাহ আমার সাথে ওয়াদা করেছেন যে, তিনি আমার মুরীদ, মাযহাবাবলম্বী ও আমার প্রত্যেক প্রেমিককে বেহেশতে প্রবিষ্ট করাবেন।'

দুই. বায়'আত-ই ইরাদাত হল যে কোন ব্যক্তি স্বীয় ইচ্ছা ও স্বাধীনতা থেকে সম্পূর্ণরূপে বের হয়ে আল্লাহর সান্নিধ্য প্রাপ্ত পীর ও মুরশিদে বরহক্বের হাতে নিজেকে সোপর্দ করে দেয়া। পীরকে নিজের হাকিম (বিচারক), মালিক ও পরিচালক হিসেবে জানা। সে চলছে তার প্রদর্শিত পথে। তাঁর মর্জি ছাড়া একটি কদম রাখবেনা। তাঁর কোন নির্দেশ বা কাজ নিজের দৃষ্টিতে সঠিক মনে না হলে তা হযরত খিযির (আ)'র কার্যকলাপের মত মনে করবে। সঠিক হিসেবে না জানাকে নিজের বিবেকের ত্রুটি মনে করবে। তাঁর কোন কথায় মনে মনে ও আপত্তি তুলবেনা। সব বিপদাপদ উপস্থাপন করবে তাঁর নিকট।

শেষকথা তাঁর হাতে হাত রাখবে জীবিত হয়েও মৃতের মতো-এটাই সালিকীনের বায়'আত। পীরের প্রকৃত উদ্দেশ্য তাই এবং পীর-মুরীদকে আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছায় যা মূলত সাহাবাগণ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে গ্রহন করেছেন। যেমন এ সম্পর্কে হযরত উবাদা বিন সামিত রাদ্বিআল্লাহু তায়ালা আনহু বলেন,

بَايَعْنَا رَسُوْلَ اللّٰهِ صلى الله تعالى عليه وسلم عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِى الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ وَالْمَنْشَطِ وَالْمَكْرَهِ وَاَنْ لَا نُنَازِعَ الْاَمْرَ اَهْلَهُ ـ

'আমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে এ মর্মে বায়'আত করেছি যে, সুখে দুঃখে এবং আনন্দ-বিস্বাদে তাঁর কথা মানব এবং আনুগত্য করব। নির্দেশ দাতার কোন আদেশের বিরোধিতা করব না।'

পীরের নির্দেশ মূলতঃ রাসূলের নির্দেশ, রাসূলের নির্দেশ আল্লাহর নির্দেশ আর আল্লাহর নির্দেশে গড়িমসি করার কারো সুযোগ নেই। আল্লাহ আযযা ওয়া জাল্লা বলেন,

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَى اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَمْرًا اَنْ يَكُوْنَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِيْنًا ـ

'না কোন মুসলমান পুরুষ, না কোন মুসলমান নারীর জন্য শোভা পায় যে, যখন আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন কাজের নির্দেশ প্রদান করেন, তখন তাদের স্বীয় ব্যাপারে কোন ইখতিয়ার থাকবে এবং যে কেউ নির্দেশ অমান্য করে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের। সে নিশ্চয় স্পষ্ট গোমরাহীতে পথ ভ্রষ্ট হয়েছে।' (সূরা আহযাব, আয়াত-৩৬)

আওয়ারিফুল মা'আরিফ গ্রন্থে গ্রন্থকার বলেছেন,

دُخُوْلُهُ فِى حُكْمِ الشَّيْخِ دُخُوْلُهُ فِى حُكْمِ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ وَاِحْيَاءِ سُنَّةِ الْمُبَايَعَةِ ـ

'মুরশিদের নির্দেশাধীন হওয়া মূলতঃ আল্লাহ ও রাসূলের হুকুমের অধীনে থাকা এবং

বায়‘আতের সুন্নাতকে জীবিত করা।’ আরো বলেছেন,

وَلَايَكُونُ هٰذَا الَّالِمُرِيدٍ حَصَرَنَفْسَهُ مَعَ الشَّيخِ وَانسَلَخَ مِنْ اِرَادَةِ نَفْسِهِ وَ فَنٰى فِى الشَّيخِ يَتْرُكُ اِخْتِيَارِ نَفْسِهِ ـ

‘এ বায়‘আত একমাত্র ঐ মুরীদের জন্য সম্ভব যে স্বীয় আত্মাকে রেখেছে মুরশিদের নিকট বন্দী করে এবং সেখানে নিজের স্বাধীনতা শেষ হয়ে যায়। স্বেচ্ছাকে বর্জন করতঃ শায়খের মধ্যে বিলীন হয়ে গেছে।’

আরো বলেন,

وَيَحْذُرُ الاِعْتِرَاضَ عَلٰى الشُّيُوخِ فَاِنَّهُ السَّمُّ القَاتِلُ لِلْمُرِيدِينَ وَقَلَّ اَنْ يَكُونَ مُرِيْدُ يَعْتَرِضُ عَلٰى الشَّيخِ بِبَاطِنِهِ فَيَفْلَحُ وَيَذْكُرُ المُرِيْدُ فِى كُلِّ مَااُشْكِلَ عَلَيهِ مِنْ تَصَارِيفِ الشَّيخِ قِصَّةَ الْخِضْرِ عليه السلام كَيْفَ كَانَ يَصْدُرُ مِنَ الخِضْرِ تَصَارِيف يَنْكِرُهَا مُوسٰى ثُمَّ لَمَّاكَشَفَ عَنْ مَعْنَاهَا بِاَنَّ وَجْهَ الصَّوَابِ فِى ذَالِكَ فَهٰكَذَا يَنْبَغِى لِلْمُرِيْدِ اَنْ يَعْلَمَ اَنَّ كُلَّ تَصَرُّفٍ اُشْكِلَ عَلَيهِ مِنَ الشَّيخِ عِنْدَ الشَّيخِ فِيهِ بِيَانٌ وَبُرهَانٌ لِلصِّحَّةِ ـ

‘পীরের ব্যাপারে আপত্তি তোলা থেকে বিরত থাকবে। কেননা সেটা মুরীদের জন্য মৃত্যুদানকারী বিষ। মনে মনে হলেও পীরের ব্যাপারে আপত্তি তোলে কামিয়াব হয়েছে এমন মুরীদ দুর্লভ। শায়খের কার্যকলাপে আপত্তির উদ্রেক হলে হযরত খিযির আলায়হিস সালাম’র ঘটনা স্মরণ করবে। কিভাবে হযরত খিযির আলায়হিস সালাম হতে এমন ঘটনাবলী সংঘটিত হয়েছিল যা হযরত মুসা আলায়হিস সালাম মেনে নিতে পারেনি। (যেমন দরিদ্র ব্যক্তির নৌকা ছিদ্র করে দেওয়া এবং নিষ্পাপ শিশুকে হত্যা করা।) তিনি উহার ভেদ ফাঁস করে দিলে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, তিনি যা করেছেন তা-ই সঠিক ছিল। অনুরূপভাবে শায়খের থেকে সংঘটিত আপত্তিকর সব বিষয়ে মুরীদের এ জ্ঞান রাখা উচিত যে, শায়খের নিকট এ সম্পর্কে বিশদ বর্ণনা এবং সঠিকতার প্রমাণ রয়েছে।’

হযরত ইমাম আবুল কাশেম কোশায়রী রহমাতুল্লাহি আলাইহি স্বরচিত ‘রিসালা’ গ্রন্থে বলেন যে, আমি হযরত আবু আবদুর রহমান সালমাকে বলতে শুনেছি, তাঁকে শায়খ হযরত আবু সাহল সা‘আলূকী বলেছেন যে, مَنْ قَالَ لِاُ سْتَاذِهِ لِمَ لَايُفْلِحُ اَبَدًا ‘যে স্বীয় পীরকে ‘কেন’ বলবে সে কক্ষনো কামিয়াব হতে পারবে না।’ আল্লাহর কাছে ক্ষমা ও নিরাপত্ত কামনা করি।

মুত্বলাক ফালাহ (সাধারণ সফলতা) সম্পর্কে অবগত হওয়ার পর আমরা মূল মাস‘আলার দিকে চলি। মুত্বলাক ফালাহ চাই ফালাহ্-ই তাকওয়া বা ফালাহ-ই ইহসান যা-ই হোক’ তা লাভের জন্য মুরশিদ-ই ‘আম-এর অবশ্যই প্রয়োজন। নিজেই মুরশিদে খাসের দাবীদার ব্যতীত সাধারণ সফলতা (মুত্বলাক ফালাহ) কক্ষনো সম্ভব নয়।

www.AmarIslam.com

মুরশিদ-ই ‘আম থেকে বঞ্চিত হওয়া দু’ভাবে হয়ে থাকে।

এক. আমলগত ত্রুটির কারণে

দুই. আক্বীদাগত ত্রুটির কারণে।

প্রথমতঃ শুধু আমলগত ত্রুটির কারণে মুরশিদ-ই আম হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। যেমন কবীরা গুনাহে লিপ্ত হওয়া বা বারংবার সগীরা গুনাহ করা। সবচেয়ে নিকৃষ্ট ঐ মুর্খ ব্যক্তি কোন বিষয়ে যে আলিমগণের প্রতি রুজু হয় না। আরো গুরুতর নিকৃষ্ট ঐ ব্যক্তি যে অজ্ঞতাসারে রায় দেয় এবং আলিমগণের বর্ণিত বিধানে নিজস্ব মত খাটায় বা শরীয়ত বিরোধী কুপ্রথার প্রচলন ঘটায়। যদি ফিকাহ ফাতওয়ার আলোকে বলা হয় যে, এ অলিক প্রথার ভিত্তি নেই তারপরও সেটাকে সত্য বলে বিশ্বাস করে। এরা ফালাহ বা কল্যানের ওপর নেই। পরস্পর প্রতিযোগিতামূলক ধ্বংসে নিমজ্জিত। শুধুমাত্র আমল ত্যাগ করলে পীরবিহীন বা তাদের পীর শয়তান হয় না। যদি তারা অলীগণ ও ওলামা-ই দ্বীনের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাসী হয়। যদিও কুপ্রবৃত্তির তাড়নায় নাফরমানী করে বসে। মুরশিদ-ই খাস যেমনিভাবে দু’প্রকার ছিল তেমনিভাব মুরশিদ-ই ‘আমও দু’প্রকার। যদি শরীয়তের নির্দেশ মেনে চলে তবে তা বায়‘আত-ই ইরাদাত নতুবা বায়‘আত-ই বরকত থেকে মুক্ত নয়। কেননা তাদের ঈমান-আক্বীদা ঠিক আছে। অতএব গুনাহ্গার সুন্নী যদি চতুষ্টয় শর্তের সমন্বয়কারী কোন পীরের মুরীদ হয় তবে তা উত্তম, অন্যথায় হোসনে ই’তিকাদ (সঠিক বিশ্বাস) থাকার কারণে মুরশিদ-ই ‘আম এর অনুসারীদের মধ্যে গণ্য। যদিও নাফরমানীর কারণে কল্যাণের (ফালাহ) ওপর অধিষ্ঠিত না থাকে।

দ্বিতীয়তঃ শুধু আক্বীদাগত বা অস্বীকারকারী হওয়াতে মুরশিদ-ই ‘আম থেকে বিরত থাকা। তারা হল-

এক. উপহাসকারী সে শয়তান, যে ওলামা-ই দ্বীনকে তামাসার পাত্র এবং তাদের থেকে বর্ণিত শরয়ী বিধানগুলোকে অনর্থক মনে করে। ঐ মিথ্যুক ফকীরও তাদের অন্তর্ভুক্ত যারা বলে যে, এ ধরনের আলিমতো ফকিরদের চিৎকারে সৃষ্টি হয়। এমনকি কিছু সাজ্জাদানশীন শয়তান, স্বঘোষিত কুতুবকে এ কথা বলতে শোনা গেছে যে, আলিম আবার কে? সবতো পন্ডিত। আলিম তারা যারা বনী ইসরাঈলের নবীদের মত অলৌকিক ঘটনা দেখাতে পারে।

দুই. সে নাস্তিক, ভন্ড ফকীর ও অলী দাবীদার হয়ে বলে থাকে, শরীয়ত হল রাস্তা আমরাতো গন্তব্যে পৌঁছে গেছি। রাস্তা দিয়ে আমরা কি করব? সে দুষ্টদের রদ্দ করেছি আমার ‘মক্বালু উরফান বিই‘যাযি শরয়ীন ওয়া ওলামা (مقال عرفا باعزاز شرع وعلماء) পুস্তিকায়।

ইমাম আবুল কাশেম কোশায়রী কুদ্দিসা সিররুহু ‘রিসালা’ শরীফে বলেছেন,

اَبُوعَلِى الرُّوزبَارِى بَغدَادِى اَقَامَ بِمِصرَ وَمَاتَ بِهَا سَنَةَ اِثْنَتَيْنِ وَعِشْرِيْنَ

www.AmarIslam.com

وَثَلْثُمِائَةٍ صَحِبَ الْجُنَيْدَ وَالنُّورِى اَظْرَفُ الْمَشَائِخِ وَاَعْلَمُهُمْ بِالطَّرِيْقَةِ سُئِلَ عَمَّنْ
يَتَّبِعُ الْمَلَاهِي وَيَقُولُ هِيَ لِي حَلَالٌ لِاَنِّي وَصَلْتُ اِلَى دَرَجَةٍ لَا تُؤَثِّرُ فِي اِخْتِلَافِ
الْاَحْوَالِ فَقَالَ نَعَمْ قَدْ وَصَلَ وَلٰكِنْ اِلَى سَقَرَ۔

আবু আলী রুযুবারী বাগদাদী রাদ্বিআল্লাহু তায়ালা আনহু মিশরে বসবাস করতেন এবং সেখানে ৩২২ হিজরী সালে ইন্তিকাল করেন। তিনি হযরত জুনাইদ বাগদাদী ও হযরত আবুল হাসান আহমদ নূরী রাদ্বিআল্লাহু তায়ালা আনহুর মুরীদ ছিলেন। পীরদের মধ্যে ত্বরীকত সম্পর্কে তিনি অতি সুক্ষ্মজ্ঞানের অধিকারী। তাঁর নিকট একদা প্রশ্ন করা হল, এক ব্যক্তি বাদ্যযন্ত্র শুনে আর বলে যে, এটা আমার জন্য হালাল। কেননা আমি এমন মর্যাদায় উন্নীত হয়েছি যে, বাদ্যযন্ত্রের রাগ আমার অবস্থার ওপর কোন প্রভাব ফেলতে পারে না। তখন তিনি উত্তরে বললেন, হ্যাঁ! অবশ্যই সে জাহান্নাম পর্যন্ত পৌঁছেছে।'

মহান সাধক আবদুল ওহাব শে'রানী কুদ্দিসা সিররুহু কিতাবুল ইওয়াক্বীত ওয়াল জাওয়াহির ফী আকাঈদিল আকাবির' গ্রন্থে বলেন হযরত জুনাইদ বাদদাদী রাদ্বিআল্লাহু তায়ালা আনহু'র কাছে আরয করা হয়েছে যে, কতেক লোক বলে থাকে اِنَّ التَّكَالِيْفَ كَانَتْ وَسِيْلَةً اِلَى الْوُصُوْلِ وَقَدْ وَصَلْنَا 'শরীয়ত খোদা পর্যন্ত পৌঁছার মাধ্যম আর আমরাতো পৌঁছে গেছি।' উত্তরে তিনি বললেন,

صَدَقُوْا فِي الْوُصُوْلِ وَلٰكِنْ اِلَى سَقَرَ وَالَّذِي يَسْرِقُ وَيَزْنِي خَيْرٌ مِمَّنْ يَعْتَقِدُ ذَالِكَ

'তারা সত্যই পৌঁছে গেছে, তবে জাহান্নাম পর্যন্ত। এরূপ আক্বীদা পোষণকারী থেকে চোর ও যেনাকারী অনেক ভাল।'

তিন. মুর্খ ও বড় পথভ্রষ্ট ঐ ব্যক্তি যে লেখা পড়া ছাড়া বা কতিপয় বই পড়ে নিজে আলিম সেজে আইম্মা-ই কেরাম থেকে বেপরোয়া হয়। তার ধারণা মতে সে কুরান-হাদিস বুঝার ক্ষেত্রে ইমাম আবু হানিফা ও ইমাম শাফেয়ী থেকে কোন দিক থেকে কম নয় বরং তাঁদের চেয়েও শ্রেষ্ঠ। কেননা তারা কুরআন-হাদিসের খেলাপ হুকুম দিয়েছে। সে তাদের ভুল ধরার চেষ্টা চালায়। ফলে সে বিভ্রান্ত, ধর্মবিমুখ ও গায়রে মুকাল্লিদীনের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়।

চার. তাদের চেয়ে ও নিকৃষ্টতম হল সে সব লোক যারা ওহাবী মতবাদের মৌলিক গ্রন্থ 'তাকভিয়াতুল ঈমান' এর দর্শনের সামনে মাথা নুয়ে দিয়ে তার মোকাবেলায় কুরআন-হাদিসকে পেছনে ফেলে দিয়েছে। সে অপবিত্র গ্রন্থের উপর ভিত্তি করে আল্লাহ ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত শিরক ছড়ায়েছে। আল্লাহ রাসূলের থেকে বিমুখ হয়ে উহাতে বর্ণিত মাসআলাসমূহকে বিশ্বাস করেছে।

পাঁচ. আরো জঘন্যতম ব্যক্তি সে দেওবন্দীরা যারা গাঙ্গুহী, নানুতভী, থানভী প্রমুখ যাজক ও সন্যাসীদের কুফরী দর্শনকে ইসলামের লেভেলে চালানোর জন্য আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি মারাত্মক ধরনের গালি-গালাজ করতে কুণ্ঠাবোধ করেনি।

ছয়. ক্বাদিয়ানী, সাত-ন্যাচারী (প্রকৃতবাদী), আট চাকডালভী, নয়-রাফেযী, দশ-খারেজী, এগার- নাওয়াসির, বার-মুতাযিলা ইত্যাদি বাতিল ফেরকাগুলো মুরশিদ-ই 'আম-এর ঘোর বিরোধী। এরা অত্যন্ত মারাত্মক, নিঃসন্দেহে তাদের পীর শয়তান। যদিও বাহ্যত কোন পীরের নাম নেয় অথবা নিজেকে পীর, অলী ও কুতুব হিসেবে দাবী করে আল্লাহ তায়ালার বাণী,

اِسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَاَنْسٰهُمْ ذِكْرَ اللّٰهِ اُولٰئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ اَلَا اِنَّ حِزْبَ الشَّيْطَانِ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ۔

'শয়তান তাদের উপর আধিপত্য বিস্তার করেছে, সুতরাং সে তাদেরকে আল্লাহর স্মরণ ভুলিয়ে দিয়েছে। এরা শয়তানের দল। শুনছো! নিশ্চয় শয়তানের দল ক্ষতিগ্রস্থ।' (সূরা মুজাদালাহ, আয়াত-১৯)

ফালাহ-ই তাকওয়া (فلاح تقوى) এর জন্য মুরশিদ-ই খাস এমন প্রয়োজন নয় যে, উহা ছাড়া ফালাহ (কল্যাণ) অর্জন করাই যায় না। যেরূপ পূর্বে বর্ণিত হয়েছে, ফালাহ-ই যাহির'র বিধান প্রকাশ্য। যে কোন লোক স্বীয় জ্ঞান বা ওলামা হতে জেনে শোনে মুত্তাকী হতে পারে। কলবের ক্রিয়াদি যদিও কিছুটা সুক্ষ্ম। তবে পরিধি তত ব্যাপক নয়। ইমাম আবু তালেব মক্কী, ইমাম হুজ্জাতুল ইসলাম গাযযালী ও অন্যান্য ইমামদের কিতাবাদিতে এ বিষয়ে বিশদ আলোচনা আছে। বায়'আত-ই খাস বিহীন ব্যক্তির জন্যও এ পথ প্রশস্ত এবং দ্বার উন্মুক্ত। সে প্রশস্ততার বর্ণনা এতটুকুতে থাক। তাইতো উপরে বর্ণনা করেছি যে, তাকওয়া বিহীন সুন্নী ব্যক্তিও পীর ছাড়া নয়, সেখানে তাকওয়াবান ব্যক্তি কিভাবে পীর বিহীন ধরা যায়? কাজেই মুত্তাকী কিভাবে পীর বিহীন বা তার পীর শয়তান হয়। নাউযুবিল্লাহ! শয়তানের মুরীদ হতে পারে? যদিও সে কোন মুরশিদের হাতে বায়'আত নেয়নি তবুও সে যে পথে আছে তাতে মুরশিদ-ই আম ছাড়া মুরশিদ-ই খাস এর প্রয়োজন নেই যত পীর দরকার তার সবই অর্জিত হয়েছে। অলীগণের দ্বিতীয় উক্তি 'যার পীর নেই, তার পীর শয়তান' এটা ফালাহ-ই তাকওয়া অর্জনাকরীদের সাথে সম্পৃক্ত নয়। তাঁদের প্রথমোক্তি 'পীরহীন লোক ফালাহ (কল্যাণ) থেকে বঞ্চিত' এটা কিছুতেই তাদের ওপর প্রযোজ্য হয় না। ফালাহ-ই তাকওয়া অবশ্যই কল্যাণ; যদিও ফালাহ-ই ইহসান তার চেয়ে উত্তম। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন,

اِنْ تَجْتَنِبُوْا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّاٰتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيْمًا۔

'যে সব কাজ হতে তোমাদেরকে নিষেধ করা হয়েছে তোমরা যদি সে কবীরা গুনাহ হতে বিরত থাক, তবে তোমাদের পাপসমূহ মিটিয়ে দিই এবং তোমাদেরকে একটি সম্মানিত স্থানে প্রবিষ্ট করব।' সূরা নিসা, আয়াত-৩১

নিঃসন্দেহে এটা মুত্তাকীদের জন্য বড় সফলতা। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আহলে তাকওয়া ও আহলে ইহসান উভয় সম্প্রদায়কে নিজের সঙ্গ দান সম্পর্কে বলেন,

إِنَّ اللّٰهَ مَعَ الَّذِيْنَ اتَّقَوا وَالَّذِيْنَ هُمْ مُحْسِنُوْنَ

'নিশ্চয় আল্লাহ তাকওয়াবান ও আহলে ইহসানের সাথে আছেন।' আল্লাহর সঙ্গত্ব বড় নি'মত। সফলতা অর্জনের আর কি চাই।

ফালাহ-ই তাকওয়ার প্রয়োজনীয়তাঃ

তাকওয়া অবলম্বন করা সাধারণভাবে প্রত্যেক মুসলমানের ওপর ফরযে আইন। এ সফলতা তথা পরকালীন শাস্তি থেকে মুক্তি লাভ আল্লাহর অনুগ্রহময় ওয়াদাই যথেষ্ট। ফালাহ-ই ইহসান তথা সুলূকের পথে চলা বেলায়তের উচ্চস্থান অধিকার করার নিমিত্তে। তা ফালাহ-ই তাকওয়ার মত ফরয নয়। নতুবা প্রত্যেক যুগে এক লক্ষ চব্বিশ হাজার আল্লাহর অলী ব্যতীত বাকী কোটি কোটি মুসলমান, অনেক ওলামা ও নেক্কার বান্দারা ফরয পরিত্যাগকারী হতো। নাউযুবিল্লা! অলীগণও এ পথে সার্বজনীন দাওয়াত দেননি। কোটি কোটি মানুষ থেকে হাতেগণা কিছু মুসলমানকে এ পথে পরিচালিত করেছেন। এ পথের সন্ধানীদের অনেককে উপযুক্ততার অভাবে ফিরে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। ফরয হলে তা থেকে ফিরে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া কিভাবে সম্ভব? ত্বরীকতের অনুশীলন কঠিন ব্যাপার। তাইতো কুরআনে বলা হয়েছে, لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا مَا اٰتٰهَا 'আল্লাহ কাউকে তার সাধ্যের বাইরে কষ্ট দেননা। আল্লাহ কাউকে যা তাকে দিয়েছেন তার বাইরে কষ্ট দেননা।'

'আওয়ারিফুল মা'আরিফ' গ্রন্থের ভাষ্য,

اَمَّا خِرْقَةُ التَّبَرُّكِ يَطْلُبُهَا مِنْ مَقْصُوْدِهِ التَّبَرُّك بِزِى الْقَوْمِ وَمِثْلُ هٰذَا لَايُطَالَبُ بِشَرَائِطِ الصُّحْبَةِ بَلْ يُوْصٰى بِلُزُوْمِ حُدُوْدِالشَّرْعِ وَمُخَالَطَةِ هٰذِهِ الطَّائِفَةِ لِيَعُوْدَ عَلَيْهِ بَرْكَتُهُمْ وَيَتَادَّبُ بِاٰدَابِهِمْ فَسَوْفَ يَرْقِيهِ ذَالِكَ اِلَى الْاَهْلِيَّةِ لِخِرْقَةِ الْاِرَادَةِ فَعَلٰى هٰذَا خِرْقَةُ التَّبَرُّكِ مَبْذُوْلَةٌ لِكُلِّ طَالِبٍ وَ خِرْقَةُ الْاِرَادَةِ مَمْنُوْعَةٌ اِلَّا مِنَ الصَّادِقِ الرَّاغِبِ۔

'বিশেষ সম্প্রদায়ের ইউনিফর্ম দ্বারা বরকত লাভের উদ্দেশ্যে খিরকা অর্জনের কামনা করাকে খিরকা-ই তাবাররুক (বরকত লাভের জন্য বায়'আত) বলা হয়। এমন ব্যক্তি হতে সান্নিধ্য লাভের শর্তাদি চাওয়া হবে না। বরং শরীয়তের বিধান মেনে চলার নির্দেশ দিবে। এই বিশেষ সম্প্রদায়ের সান্নিধ্যে থাকলে তাদের বরকত ও শিষ্টাচারিতা লাভ করবে। ফলে সে খিরকা-ই ইরাদাতের উপযুক্ততা অর্জনের স্তরে উন্নীত হবে। অতএব খিরকা-ই তাবাররুক প্রত্যেক অনুসন্ধানকারীর জন্য প্রযোজ্য আর খিরকা-ই ইরাদাত শুধু সত্যপন্থী নিষ্ঠাবান ব্যক্তির জন্য।

প্রকাশ পেল যে, এ বায়'আত পরিহার করলে সফলতা অর্জনে বাধা সৃষ্টি হয় না এবং (আল্লাহ না করুক) সে শয়তানের মুরীদ হয়না। পূর্বসূরী অনেক বড় বড় ইমাম ও

আলিমকে এমন দেখা গেছে- যারা এ প্রকার বায়'আত গ্রহন করেননি। নেতৃত্বের মর্যাদা লাভের পর শেষ বয়সে কেউ কেউ এমন বায়'আত কবুল করলেও তা ছিল বায়'আত-ই বরকত। যেমন ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী জগদ্বিখ্যাত আলিম হয়েও সায়্যিদ শায়খ মাদয়ান কুদ্দিসা সিররুহুর হাতে বায়'আত-ই বরকত লাভ করেছিলেন।

হ্যাঁ! তবে যে উহাকে অস্বীকার করতঃ পরিত্যাগ করে বা এটাকে বাতিল ও অনর্থক মনে করে সে অবশ্যই ভ্রান্ত, নাসফলকামও শয়তানের শিষ্য। পক্ষান্তরে যদি স্বীয় যুগে ও শহরে কাউকে বায়'আতের জন্য উপযুক্ত মনে না করে তা হতে বিমুখ হয় তবে উদ্দেশ্য ভেদে হুকুম ও ভিন্ন হবে। যদি অহংকার বশতঃ হয় তবে اَلَيْسَ فِى جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِيْنَ 'অহংকারকারীদের ঠিকানা কি জাহান্নাম নয়।' যদি শরয়ী ওযর ব্যতীত নিজ কুধারণার কারণে সকলকে অযোগ্য মনে করে তাও কবীরা গুণাহ্। কবীর গুণাহয় লিপ্ত ব্যক্তি সফলকাম নয়। যদি তার মধ্যে এমন কিছু থাকে যা সন্দেহজনক সে তা থেকে মুক্তি পেতে চায় তবে তাতে দোষী সাব্যস্ত করা যায় না। কারণ, اِنَّ مِنَ الْحَزْمِ سُوْءَ الظَّنِّ دَعْ مَا يُرِيْبُكَ اِلٰى مَا لَا يُرِيْبُكَ 'কুধারণা থেকে বাঁচা বুদ্ধিমত্তার পরিচয়, সন্দেহজনক বস্তুকে বর্জন এবং সন্দেহমুক্তকে গ্রহন কর।'

ফালাহ-ই ইহসানের প্রয়োজনীয়তাঃ

ফালাহ-ই ইহসান লাভ করার জন্য অবশ্যই 'মুরশিদ-ই খাস' এর দরকার। সেই মুরশিদ শায়খ ঈসাল হতে হবে; শায়খ ইত্তেসাল হলে চলবে না। তাঁর হাতে বায়'আতে ইরাদাত হওয়া বাঞ্চনীয়, বায়'আতে বরকত হলে হবে না। ত্বরীকতের এ পথ এত আঁধার দুর্গম যে যতক্ষণ এ পথের খুঁটিনাটি বিষয় সম্পর্কে অবগত কামিল মোকাম্মিল পথ প্রদর্শক রাস্তা বাতলিয়ে না দেবে ততক্ষণ এ মুশকিলের সমাধান হবে না। সুলূক বা ত্বরীকত সম্পর্কীয় কিতাবাদি পড়লে কাজে আসবে না। ফালাহ-ই তাকওয়ার মত তার পরিধি সীমাবদ্ধ নয় বরং তা এতই ব্যাপক যে, কিতাবাদি তা ধারণ করতে পারে না। সূফীদের ভাষায় বলা হয়- اَلطَّرِيْقُ اِلَى اللّٰهِ بِعَدَدِ اَنْفَاسِ الْخَلَائِقِ 'সৃষ্টি জগতের শ্বাস প্রশ্বাসের সমপরিমান আল্লাহর পথ রয়েছে' সায়্যিদুনা গাউছুল আযম রাদ্বিআল্লাহু তায়ালা আনহু বলেন, اِنَّ اللّٰهَ لَا يَتَجَلّٰى لِعَبْدٍ فِى صِفَتَيْنِ وَلَا فِى صِفَةٍ لِعَبْدَيْنِ 'নিশ্চয় আল্লাহ না এক বান্দার জন্য দু'গুণে; না এক গুণে দু'বান্দার জন্য দীপ্তিমান হয়।' বাহজাতুল আসারার শরীফে তা বর্ণিত হয়েছে। একথা অনেক ব্যাখ্যার অবকাশ রাখে। একেতো ত্বরীকতের এ পথ অতি সূক্ষ্ম-সরু, যা নিজে বোঝা বা গ্রন্থাদি পড়ে উপলব্ধি করা মুশকিল। সাথেই রয়েছে সে চরম শত্রু। প্রতারক, অভিশপ্ত ইবলীস। যদি হাত পাকড়াওকারী ও মদদগার রাহবার (পথ প্রদর্শক) না থাকে তাহলে আল্লাহ জানেন, কোন অতল গহবরে ফেলে ধ্বংস করে দেয়। তখন সলূক বা ত্বরীকত তো দুরের কথা ঈমান পর্যন্ত হাত ছাড়া হওয়ার সম্ভাবনা। যেমন এ ধরনের অহরহ ঘটনা ঘটছে। হুযুর সয়্যিদুনা গাউছুল আযম রাদ্বিআল্লাহু তায়ালা আনহু ইবলীশের প্রতারণাকে প্রতিহত

করলে সে বলে উঠল, 'হে আবদুল কাদির! তোমার ইলম তোমাকে রক্ষা করেছে। নতুবা এ ধোকা দিয়ে আমি সত্তরজন ত্বরীকতপন্থীকে ধ্বংস করেছি।' এ ঘটনা বাহজাতুল আসরার ও অন্যান্য কিতাবে বর্ণিত আছে।

স্মর্তব্য যে, ত্বরীকতপন্থী এরূপ পদচ্যুত হওয়া কখনো তা মুরশিদ-ই আযমের কারণে নয়; সেটা সালিক এর দূর্বলতা। মুরশিদ-ই আম এ সবকিছু বিদ্যমান রয়েছে যেমন কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ 'আমি কিতাবটির মধ্যে কোন কিছু লিপিবদ্ধ করতে ত্রুটি করিনি।'

বাহ্যিক বিধানাবলি সাধারণ মানুষ বুঝতে পারে না। যে কারণে সাধারণ লোক আলিমগণের প্রতি, আলিমরা ইমামদের প্রতি, আর ইমামগণ রাসূলের প্রতি রুজু হওয়া ফরয। কুরআনের ভাষ্য, فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ 'হে লোকেরা! জ্ঞানীদেরকে জিজ্ঞাসা করো যদি তোমাদের জ্ঞান না থাকে।' সূরা আম্বিয়া, আয়াত-৭ এ বিধান মুরশিদ-ই আম-এর ব্যাপারে প্রযোজ্য। অনুরূপভাবে এখানে আহলে যিক্র দ্বারা সমস্ত গুণাবলী সমন্বিত মুরশিদ-ই খাস উদ্দেশ্য নেয়া যায়।

ত্বরীকতের পথে কদম রাখলেও নিম্নলিখিত ব্যক্তিরা ফালাহ-ই ইহসান লাভ করতে পারে না। (১) কাউকে পীর না বানানো। (২) কোন বিদয়াতী। (৩) কোন অজ্ঞ পীরের মুরীদ হলে যে শায়খ-ই ইত্তেসাল নয়। (৪) এমন পীরের মুরীদ- যিনি শুধু শায়খ-ই ইত্তেসাল কিন্তু ঈসালের উপযুক্ততা রাখেনা, এমন পীরের ওপর নির্ভর করে এ দূর্গম পথ পাড়ি দিতে চাইলে। (৫) শায়খ-ই ঈসালের মুরীদ কিন্তু মনগড়া চলে; পীরের নির্দেশমতে চলে না। ফলে এপথে তার পীর বা পথ প্রদর্শক হবে শয়তান। এতে আশ্চর্যের কিছু নেই যে, তাকে মূল ফালাহ তথা ঈমান হারাও করতে পারে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের কাছে পানাহ চাই। উপরোক্ত লোকের সাথে ইবলীশ না থাকাটাই তা'য়াজ্জুবের বিষয়। এ ধারণা করো না যে, ভুলের দরুন হয়ত এ পথে প্রতারণার শিকার হবে তা তো ফরয নয়। তা অর্জিত না হলেও হলনা; ঈমান হারা হবে এটা কোন কথা? এ ধারণা মোটেই ঠিক নয়। কেননা অভিশপ্ত, শত্রু, ঈমানের দুশমন শয়তান সর্বদা সময় সুযোগের অপেক্ষায়। সে এমন চমৎকারিত্ব দেখায় যা বিশ্বাসে ত্রুটি সৃষ্টি হয়। কোন লেখক যদি একটি কথা শুনে, আর স্বচক্ষে তা বিপরীত দেখে তবে কতই মুশকিল যে, নিজের চাক্ষুস দেখাকে ভুল মনে করা এবং বিশ্বাসে দৃঢ় থাকা। অথচ لَيْسَ الْخَبَرُ كَالْمُعَايَنَةِ 'শোনা দেখার মত নয়।' তাই পীরে কামিলের উচিত এরূপ সন্দেহজনক বিষয়গুলোর স্বরূপ উন্মোচন করা। যেমন ইমাম আবুল কাসেম কোশায়রী স্বীয় রিসালা-তে বলেন,

اِعْلَمْ اَنَّ فِى هٰذِهِ الْحَالَةِ قَلَّمَا يَخْلُو الْمُرِيْدُ فِى اَوَانِ خَلْوَتِهٖ فِى اِبْتِدَاءِ اِرَادَتِهٖ مِنَ الْوَسَاوِسِ فِى الْاِعْتِقَادِ اِلٰى اٰخِرِمَا اَفَادُوْا اَجَادَ عَلَيْنَا بِهٖ رَحْمَةَ الْمَلِكِ الْجَوَادِ-

'জেনে রাখো! বায়'আতে ইরাদাতের শুরুতে নির্জনতা অবলম্বনের সময় আক্বীদায় কুমন্ত্রণা আসেনা এমন মুরীদ খুব কমই হয়; শেষফল তাঁর দ্বারা মালিক দানশীল স্বত্তা আমাদের উপকার সাধন করেন।'

কাজেই অধিকাংশ লোক পীর ছাড়া এ পথে চলতে গিয়ে বিপদের শিকার হয়। নেকড়ে রূপী শয়তান তাকে রাখাল বিহীন ভেড়া পেয়ে গ্রাস করে নেয়। লাখে একজন পাওয়া সম্ভব যে, যাকে খোদায়ী আকর্ষণে পীরের মধ্যস্থতা ব্যতীত ধোকাবাজ নফসও শয়তান থেকে রক্ষা করেন। এ লোকের বেলায় মুরশিদ-ই আম মুরশিদ-ই খাস এর সমান কাজ দেবে। সরাসরি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামই হবেন তাঁর মুরশিদ-ই খাস। নবী ছাড়া কোন উপায়ে খোদা পর্যন্ত পৌঁছা সম্ভব নয়। তবে এটা খুবই দূর্লভ আর দূর্লভ বিষয় দলীল হতে পারে না। ফলে উহার দ্বারা কোন হুকুম আরোপ করা যায় না।

মুরশিদ-ই খাস ছাড়া এপথে পদচারনাকারীদের মধ্যে সে ব্যক্তি খুবই ভাগ্যবান, যে সর্বদা রিয়াযত ও সাধনায় লিপ্ত। আর এতে সে সফলকাম না হলেও এ কাঠিন্য পথে বিপদ আসে না, দু'টি শর্ত সাপেক্ষে সে ফালাহ্-ই তাকওয়ায় অধিষ্ঠিত থাকেন। প্রথমতঃ যদি তার সাধনা তাকে এমন আত্মগরীমায় না ফেলে যে, সে অন্যের তুলনায় নিজকে উত্তম মনে করে না। নতুবা ফালাহ-ই তাকওয়া হতে ও হাত ধুঁয়ে বসবে। দ্বিতীয়তঃ কঠোর সাধনার পর সফলতা থেকে বঞ্চিত হওয়ার দুঃখে সে এমন মারাত্মক অপরাধে পতিত হবে না যে, এতে ঈমান হারানোর মত কটুবাক্য বলে বসে বা মনে মনে নাস্তিক হয় তখন সফলতা লাভ তো দূরের কথা তার পীর হবে শয়তান। যদি এটা নিজের ত্রুটি মনে করে এবং বিনয় নম্রতায় অটল থাকে তবে এ বিধান থেকে নিস্কৃতি পাবে। ধরে নেওয়া হবে সে কোন চলার পথ পায়নি, চলবে কোত্থেকে? বরং সে এখনো ফালাহ-ই তাকওয়ার ওপর অধিষ্ঠিত। অশেষ রহস্যময় কুরআনের আয়াত-

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيْلَةَ وَجَاهِدُوْا فِىْ سَبِيْلِهٖ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

'হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় করো, (তাকওয়ার পথে চলো) তাঁর সান্নিধ্যে অসীলা অন্বেষণ করে আর তাঁর পথে সংগ্রাম করো, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।' (সূরা মায়িদাহ, আয়াত-৩৫)

'কুরআনের শৈল্পিকতা ও গাঁথুনী দ্বারা স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, এ আয়াত ফালাহ-ই ইহসান এর প্রতি সকলকে দাওয়াত দিয়েছে আর তজ্জন্য তাকওয়া শর্ত। প্রথমে নির্দেশ দিয়েছে اِتَّقُوا اللّٰهَ অর্থাৎ ইহসানের পথে কদম রাখতে চাইলে প্রথমে তাকওয়া অবলম্বন কর। ইহসানের পথে চলা পীর ছাড়া সম্ভব নয়। তাইতো দ্বিতীয়াংশে ত্বরীকতের পথে চলার পূর্বে اِبْتَغُوا اِلَيْهِ الْوَسِيْلَةَ বলে পীর তালাশ করাকে অগ্রগামী করা হয়েছে। প্রবাদ আছে اَلرَّفِيْقُ ثُمَّ الطَّرِيْقُ 'প্রথমে সাথী তারপর রাস্তা ধর।' সম্বল যোগাড় হয়ে গেলে

وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ বলে আসল উদ্দেশ্য তথা তাঁর রাস্তায় জানবাজি করে চেষ্টা কর। لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ যাতে ফালাহ-ই ইহসান অর্জিত হয়। দোয়া করি-

جعلنا الله من المفلحين بفضل رحمته بهم انه هو الرؤف الرحيم وصلى الله تعالى وسلم وبارك على من به الصلاح والفلاح وعلى اله وصحبه وابنه وحزبه اجمعين امين۔

এ আলোচনা থেকে প্রকাশ পেল যে, এ পথে সফলতা লাভ করা অসীলা (মাধ্যম) এর ওপর নির্ভরশীল। যেহেতু সফলতার পূর্বে অসীলার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। সাব্যস্ত হল যে, এ পথে পীরবিহীন লোক সফলতা পাবেনা। সফলতা না পাওয়া মানে ক্ষতিগ্রস্থ হওয়া। তখন তো আল্লাহর দলের অন্তর্ভুক্ত নয় বরং শয়তানের দলের। রাব্বুল আলামীন বলেছেন, أَلَا إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطَانِ هُمُ الْخَسِرُوْنَ 'হুশিয়ার! শয়তানের দলই ক্ষতিগ্রস্থ। أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللّٰهِ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ 'সাবধান! আল্লাহর দলই কামিয়াব। দ্বিতীয় বাক্যটি ও সাব্যস্ত হল যে, 'যার পীর নেই, তার পীর শয়তান।' যার বর্ণনা এক্ষনি অতিবাহিত হয়েছে। নিম্মলিখিত কয়েকটি কথা এ আলাচনার নির্যাস-

(১) প্রত্যেক বদমাযহাবী দ্বীনি সফলতা থেকে বঞ্চিত, ধ্বংসপ্রাপ্ত। মানুষের মধ্যে তাদের পীর নেই তাদের পীর ইবলীশ। কোন মানুষের মুরীদ হোক বা নিজে পীরের দাবীদার হোক। ত্বরীকতের (সুলূকের) পথে কদম রাখুক বা না রাখুক। لَا يُفْلِحُ شَيْخُهُ الشَّيْطَانُ কক্ষনো সে সফলকাম হবে না এবং তার পীর শয়তান।

(২) বিশুদ্ধ আক্বীদার অধিকারী সুন্নী যে ত্বরীকতের পথে চলেনি, গুণাহ করলে দ্বীনি সফলতার ওপর নেই। তারপরও সে পীরবিহীন বা তার পীর শয়তান নয়। যে শর্ত সম্বলিত পীরের হাতে বায়'আত হয়েছে তারই মুরীদ। অন্যথায় মুরশিদ-ই আম-এর মুরীদ।

(৩) সে যদি তাকওয়া অবলম্বন করে তবে কল্যানের উপর অধিষ্ঠিত। দস্তুর মোতাবেক নিজ পীর বা মুরশিদ-ই 'আমের মুরীদ। অধিকন্তু সে সুন্নী ত্বরীকতের দীক্ষা গ্রহণ না করা এবং বায়'আতে খাস ও না করার কারণে পীরবিহীন না, শয়তানে মুরীদও নয়। পাপাচারী হলে সফলকাম হবে না আর মুত্তাকী হলে সফলকাম।

(৪) ফালাহ-ই ইহসান লাভের জন্য ত্বরীকতের পথে কোন বিশেষ পীর ছাড়া কদম রাখল। এতে রাস্তা ও খুলেনি এবং আত্মঅহমিকা (খোদপছন্দী) ও নাস্তিকতার মত কোন রোগ সৃষ্টি হয়নি। তবে সে প্রথমাবস্থার ঐপর অধিষ্ঠিত মনে করা হবে। তাতে কোন পরিবর্তন হবে না। না তার পীর হবে শয়তান। মুত্তাকী হলে কামিয়াবও হবে।

(৫) উপরোক্ত রোগ সৃষ্টি হলে সফলতার ওপর অধিষ্ঠিত থাকবেনা। নাস্তিকতা ও বদআক্বীদার কারণে মুরীদও হবে শয়তানের।

(৬) ত্বরীকতের পথ খোঁজে ফেলে তবুও পীর-ই ঈসালের হাতে বায়'আত-ই ইরাদাত গ্রহণ করতে হবে। অন্যথায় বিভ্রান্ত হওয়ার প্রবল সম্ভাবনা। এ পীরবিহীন ব্যক্তির পীর হবে শয়তান। যদিও বাহ্যিকভাবে কোন অনুপযুক্ত পীর বা শায়খ-ই ইত্তেসালের মুরীদ বা স্বয়ং শায়খ হোক না কেন।

(৭) যদি খোদায়ী আকর্ষণে তাঁর জিম্মাদারীতে চলে যায় তবে ত্বরীকতের পথে সব বিপদ দূর হয়ে যাবে। তখন তার পীর হবে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

আল্হামদুলিল্লাহ! ইহা এমন সুন্দর আলোচনা ও গুরুত্বপূর্ণ বিশ্লেষণ- যা এ পৃষ্ঠাগুলোতে ছাড়া অন্য কোথাও পাওয়া যাবেনা। এ প্রশ্নের একটি সংক্ষিপ্ত উত্তর লেখার বিশ বছর পর আবারো এ প্রশ্ন উপস্থাপন করা হলে বিস্তারিত ও পরিপূর্ণভাবে তার উত্তর লেখার প্রয়াস নিই। লেখার সময় অধমের অন্তর পরাক্রমশালী আল্লাহর ফয়য দ্বারা ফয়যপ্রাপ্ত হয়।

الحمد لله رب العلمين وافضل الصلوة واكمل السلام على سيد المرسلين واله واصحابه اجمعين۔ والله سبحانه وتعالى اعلم۔

প্রশ্ন-পঁচাশিতমঃ

আমর একটি রুটিকে চার ঠুকরা করেছে। এ বিশ্বাস রাখে যে, এ চার ঠুকরা সাহাবী গনের চার খোলাফা রাশেদীনের সংখ্যানুপাতে। যায়েদ বলেছে এটা কোন ভিত্তি নেই। আমর এ দৃষ্টিকোণে চার ঠুকরা করলে জায়েয হবে কি না? রাফেযীরা সে রুটি খায় না। তাদের বক্তব্য- চার ঠুকরা করার দ্বারা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত সাহাবাগণের মর্যাদা সমান মনে করে। রাফেযীরা হযরত আলী রাদ্বিআল্লাহু তায়ালা আনহুকে প্রাধান্য দেয় বিধায় সে রুটি খায় না। উক্ত বিশ্বাসে আমর একটি রুটিকে চার ঠুকরা করলে তা বৈধ কি না?

উত্তরঃ নাউযুবিল্লাহ! রাফেযীরা ধারণাপ্রসূত সম্প্রদায়। এ কারণে ইমাম শাফেয়ী রহমাতুল্লাহি আলাইহি তাদেরকে نِسَاءُ هٰذِهِ الْأُمَّةِ 'উম্মতের মহিলা' বরং তাদেরকে মুর্খ মহিলা বললেও অযুক্তি হবে না। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত চারজন খলিফা মানেন বিধায় চার সংখ্যার প্রতি দুশমনী রাখা কতই দুর্গন্ধময় মুর্খতা। আসমানী কিতাব চারটি কুরআন মজীদ, তাওরাত, ইনজীল, ও যবূর। পূর্বকালের কৃচ্ছতা সম্পন্ন বড় রাসুল ও চারজন। হযরত নূহ আলাইহিস সালাম হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম, হযরত মুসা আলাইহিস সালাম, হযরত ঈসা (আ.)।

شهيد۔ حسين۔ بتول۔ حيدر۔ محمد۔ مهدى۔ جواد۔ كاظم۔ موسى۔ صادق۔ باقر۔ سجاد۔ عابد۔ ائمه

এ সব শব্দগুলো চার অক্ষর বিশিষ্ট। তাহলে এ সবের প্রতি ঘৃণা করতে হবে। বাহ্যিক দৃষ্টিতে এ সব নাম প্রিয়। কিন্তু شيعه ـــ متعه ـــ تقيه - চার অক্ষর বিশিষ্ট শব্দগুলো

সম্পর্কে মন্তব্য কি ?

যদি বলা হয় شيعة শব্দে تاء অক্ষরটি স্ত্রী লিঙ্গের চিহ্ন। মূলাক্ষর তিনটি। متعة ـ تقية শব্দকে পছন্দ কেন করবে না? এটাতেও মূলাক্ষর তিনটি। মূলাক্ষর তিনটি হওয়াতে يزيد শব্দটি অতি প্রিয় হওয়া উচিত। شمر শব্দটি চার খলিফা থেকে তিন জনের শত্রু। এমন তিনটি রুটি খাওয়া অথবা একটি রুটিকে তিন টুকরা করাকে অপছন্দ করে না-যার মধ্যে চতুর্থ টুকরা অন্তর্ভুক্ত। তারা তিনের প্রতি ঘৃণা প্রদর্শন করে না বরং চারের প্রতি। কুপ্রবৃত্তি সম্পন্ন লোকের মত সুসংবাদপ্রাপ্ত দশজন সাহাবীর প্রতি দুশমনী রাখে আর নয় সংখ্যাকে ভালবাসে। অথচ দশের মধ্যে সে নয়ও রয়েছে। মোল্লা আলা ক্বারী শরহে ফিক্হ আকবর'এ লিখেছেন-

مِنْ اَجْهَلَ مِمَّنْ يَكْرَهُ التَّكَلُّمُ بِلَفْظِ بِعَشَرَةٍ اَوْ فِعْلِ شَيْءٍ يَكُوْنُ عَشَرَةً لِكَوْنِهِمْ يَبْغُضُوْنَ الْعَشَرَةَ الْمَشْهُوْدَ لَهُمْ بِالْجَنَّةِ وَيَسْتَثْنُوْنَ عَلِيًّا وَالْعَجَبُ اَنَّهُمْ يُوَالُوْنَ لَفْظَ التِّسْعَةَ وَ هُمْ يَبْغُضُوْنَ التِّسْعَةَ مِنَ الْعَشَرَةِ

'কতই না অজ্ঞ যারা দশ শব্দ উচ্চারণ করা বা যে বস্তুতে দশ রয়েছে এমন কাজ করাকে অপছন্দ করে। কেননা তারা জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত দশজনকে ঘৃণা করে এবং হযরত আলী রাদ্বিআল্লাহু তায়ালা আনহুকে বাদ দেয়।কি আশ্চর্য তারা নয়কে পছন্দ করে অথচ দশজন থেকে নয়জনকে ঘৃণা করে।'

মোটকথা-কোন মা'দূদ (গণনাকৃত ব্যক্তি)কে ঘৃণা করার কারণে কোন সংখ্যাকে ঘৃণা করা বা কোন ব্যক্তি পছন্দনীয় হওয়ার কারণে একটি সংখ্যাকে পছন্দ করা পাগলের কাজ। রাফেযীরা তিনকে পছন্দ করে বিধায় عمر ، غنى ، سنى ، غوث ، قطب তিন অক্ষর বিশিষ্ট শব্দবলীকে পছন্দ করবে আর তিনকে ঘৃণা করলে বাতুলে যাহরা রাদ্বিআল্লাহু তায়ালা আনহা'র সন্তান ছিল তিনজন, الله ـ نبى، على ـ حسن ـ رضا، শব্দাবলীর হরফ তিনটি। পাঁচকে পছন্দ করলে شيخين، ختنين، اصحاب، فاروق ، عثمان পাঁচ অক্ষর বিশিষ্ট। তাদেরকে জিজ্ঞেস করো,পাঁচকে ঘৃণা করলে,-مصطفى، مرتضى ، فاطمة ، مجتبى، حسين، پنجتن এ সবকে ঘৃণা করো। পাঁচকে ভালবাসলে- ابليس ، هامان، فرعون، شداد ـ نمرود ـ شيطان

এ সবকে ভালবাস। সুন্নী ভাইদেরকে এ সন্দেহ প্রবণ ব্যক্তিদের অনুসরণ না করা উচিত। একটি রুটি তিন, চার, পাঁচ, নয়, দশ যত টুকরা করুক বৈধ। উক্ত ধ্যান -ধারণা মুর্খতা। রাফেযীদেরকে চড়াও করার জন্য তাদের সামনে রুটি চার টুকরা করা প্রশংসনীয়। কেননা ভ্রান্তদের বিরোধিতা করতে গিয়ে এরূপ কাজ করা উত্তম। এখানে সব টুকরা সমান ছিল। কাজেই তাদের বিরোধিতা প্রকাশের জন্যে তাদের সামনে চার টুকরা করা অবশ্যই উত্তমই হবে। মৌজা মসেহ করার চেয়ে পা ধৌত করা উত্তম। খারেজী রাফেযীদের সামনে তাদের খেপানোর উদ্দেশ্যে মৌজা মসেহ করা উত্তম। নদী

থেকে অজু করা উত্তম কিন্তু মু'তাযালীদেরকে খেপাইয়া তুলতে হাউজ থেকে অজু করা অতি উত্তম। যেমন ফাতহুল কাদীরে রয়েছে আমি তা আমার ফাতওয়ায় বর্ণনা করেছি। চার জন খলিফা রাদ্বিআল্লাহু তায়ালা আনহুমকে সমমর্যাদাবান বলা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আক্বীদা পরিপন্থী। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের মতে, সবচেয়ে মর্যাদাবান হযরত আবু বকর রাদ্বিআল্লাহু তায়ালা আনহু, অতঃপর হযরত ওমর রাদ্বিআল্লাহু তায়ালা আনহু, অতঃপর হযরত ওসমান রাদ্বিআল্লাহু তায়ালা আনহু, তারপর হযরত আলী রাদ্বি আল্লাহু তায়ালা। যে ব্যক্তি চারজনকে সমমর্যাদা সম্পন্ন মনে করে সেও সুন্নী নয়। চারজনকে মেনে নেওয়া ফরয-এ বিশ্বাসের ক্ষেত্রে সকলকে বরাবর মনে করলে অসুবিধা নেই। لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ আমরা তাঁর রাসুলদের মাঝে পার্থক্য করি না; এভাবে যে একজনকে মেনে থাকি অন্যকে মানি না, তা নয়; বরং সবাইকে মান্য করি। আল্লাহ আরো বলেছেন-تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ 'সে রাসুলদের কতেককে অপরের ওপর শ্রেষ্ঠ করেছি।'-والله سبحانه وتعالى اعلم

প্রশ্ন-ছিয়াশিতম ঃ

এখানে 'দলীলুল ইহসান' কিতাবের একটি ঘটনা বর্ণনা করছি।যা লাহোরস্থ মোস্তাফায়ী ছাপাখানার লাহোরের কিতাব ব্যবসায়ী হাজী সিরাজ উদ্দিনের তত্ত্বাবধানে মুদ্রিত হয়েছে।

(ফার্সী ভাষা থেকে অনুদিত) তৃতীয় অধ্যায় চার খলিফার ফযীলত সম্পর্কে। একদা হযরত আলী রাদ্বিআল্লাহু তায়ালা আনহু কবরস্থানের পার্শ্ব দিয়ে রাস্তা চলার সময় দেখলেন এক ব্যক্তি কবরের শাস্তি সম্পর্কে বললেন,

فَوْقِى نَارٌ وَتَحْتِى نَارٌ وَيَمِيْنِى نَارٌ وَيَسَارِى نَارٌ

আমার উপরে নীচে ডানে বামে আগুন আর আগুন। হযরত আলী রাদ্বিআল্লাহু তায়ালা আনহু দেখলেন সে ব্যক্তি কবরের শাস্তিতে লিপ্ত, দয়া পরবশ হয়ে তিনি অজু করে একশ রাকাত নফল নামায এবং তিন খতম কুরআন পেশ করে তার রূহে ছাওয়াব পৌঁছালেন। কিন্তু তার কবরের আযাব মোটেই দূর হয়নি। হযরত আলী রাদ্বিআল্লাহু তায়ালা আনহু আশ্চর্যান্বিত হয়ে বললেন-এ ব্যক্তি হয়ত গুনাহ বেশি করেছে। তাই আমার দোয়া কবুল হয়নি। তাকে শাস্তি থেকে মুক্ত করা গেল না। এ অবস্থায় রাসুলে মকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা'র দরবারে হাজির হয়ে দেখলেন তিনি হুজরা শরীফে আরাম ফরমাচ্ছেন, হযরত আলী রাদ্বিআল্লাহু তায়ালা আনহু সে মৃত ব্যক্তির অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে বললেন-ইয়া রাসুলাল্লাহ! সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আজ আমি কবরস্থানের দিকে চলার সময় এক ব্যক্তি আযাবে কবর থেকে নিস্কৃতির ফরিয়াদ করলে আমি একশ রাকাত নফল নামায এবং তিন খতম কুরআন শেষ করে তার আত্মায় বখশিশ করে দিই। কিন্তু সে ব্যক্তি আযাব থেকে মুক্তি পায়নি। হযরত আলীর মুখে এ নাজুক অবস্থার কথা শুনে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

কবরস্থানের দিকে ছুটলেন। তিনি বললেন-হে আলী! চল, আমাদেরকে দেখায়ে দাও সে কবর কোনটি? সে কবরে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাজির হয়ে দেখলেন সে মৃতের ওপর আযাব চলছে না। কিছুক্ষণ চিন্তা করে তিনি হযরত আলীকে বললেন সে কবরটি হয়তো তুমি ভুলে গেছো। হযরত আলী রাদ্বিআল্লাহু তায়ালা আনহু বললেন-এয়া রাসুলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম! সে কবরকে আমি চিহ্নিত করে দিয়েছিলাম। সে চিহ্ন এখনো আছে। এমতাবস্থায় হযরত জিব্রাঈল আলাইহিস সালাম রাসুলের দরবারে এসে বললেন- আল্লাহ আপনাকে সালাম বলেছেন এবং ইরশাদ করলেন হযরত আলী রাদ্বিআল্লাহু তায়ালা আনহু'র কথা মতে সেটিই ঐ কবর। কিন্তু এ কবরবাসী আযাবমুক্ত হওয়ার কারণ হল হযরত আবু বকর ছিদ্দীক রাদ্বিআল্লাহু তায়ালা আনহু নামায ও ইবাদত করার জন্যে অজু করার পর মাথায় চিরুনী করার সময় একটি চুল মোবারক ঝড়ে পড়লে বাতাস সেটিকে ঐ কবরে নিয়ে যায়। হযরত আবু বকর রাদ্বিআল্লাহু তায়ালা আনহু'র চুল মোবারকের বরকতে আল্লাহ তায়ালা সমস্ত কবরবাসীকে মাফ করে দেন। সে কবরবাসী ও আযাব থেকে মুক্তি পায়। হে মু'মিন! আল্লাহ হযরত আবু বকর ছিদ্দীক রাদ্বিআল্লাহু তায়ালা আনহু'র পবিত্র চুলের অসীলায় অনেক বরকত নাযিল করেছেন। হাজারো লা'নত রাফেযীদের ওপর যারা এ সব সম্মানিত ব্যক্তিদের গালি গালাজ করে। সুতরাং প্রত্যেক মু'মিনের কর্তব্য হযরত আবু বকর ছিদ্দীক রাদ্বিআল্লাহু তায়ালা আনহু'র নাম শুনলে মনে প্রাণে সম্মান করা।

মাওলানা সাহেব! এ কাহিনীটি কি সঠিক? এ ফযীলত বর্ণনা করা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের মতে জরুরী কি না? এখানে যায়েদের আপত্তি হল এ ঘটনা বর্ণনা করলে হযরত আলী রাদ্বিআল্লাহু তায়ালা আনহু'র সম্মান কম এবং হযরত আবু বকর রাদ্বি আল্লাহু তায়ালা আনহু'র সম্মান বেশি বুঝা যায়। যায়েদ বলেছে,হযরত আলী রাদ্বি আল্লাহু তায়ালা আনহু একশ রাকাত নামায এবং তিন খতম কুরআন আদায় করার পর তার আত্মায় ছাওয়াব বখশিশ করতঃ দোয়া করেছেন সে দোয়া কবুল হল না আর হযরত আবু বকর ছিদ্দীক রাদ্বিআল্লাহু তায়ালা আনহু'র চুলের বরকতে সে কবরবাসীকে মাফ করে দেয়া হলে হযরত আলী রাদ্বিআল্লাহু তায়ালা আনহু'র মর্যাদা কম হওয়া বুঝায়। যায়েদের এ উক্তি কি বাতিল? আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের মতে আল্লাহ তায়ালা একের ওপর অপরকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেন। সে ব্যাপারে যায়েদের কোন খবরও নেই। দেখ! তোমাদের প্রভু আল্লাহ আয্‌যা ওয়া জাল্লা বলেছেন-

تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللّٰهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ

ইনারা রাসুল, আমি তাদের মধ্যে একজনকে অপরের ওপর শ্রেষ্ঠ করেছি। তাঁদের মধ্যে কারো সাথে আল্লাহ কথা বলেছেন এবং কেউ এমনও আছেন, যাঁকে মর্যাদায় উন্নীত করেছেন। হে আল্লাহ! আমাদের মাওলানা সাহেবের জীবনে বরকত দান করুন। আমিন!

উত্তরঃ এই কাহিনীটি একেবারে মিথ্যা ও ভিত্তিহীন। মর্যাদা কমিয়ে ফেলা দ্বারা যায়েদের উদ্দেশ্য যদি এ হয় যে, ছিদ্দীকে আকবর রাদ্বিআল্লাহু তায়ালা আনহু'র মর্যাদা হযরত আলী রাদ্বিআল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে শ্রেষ্ঠ তাহলে তা নিঃসন্দেহে আহলে সুন্নাতের আক্বীদা। এ কাহিনীতে সে প্রসংগে কোন আলোচনা না আসলেও তাতো কুরআনের আয়াত, হাদিস ও ইজমা দ্বারা প্রমাণিত। এর দ্বারা যদি মা'যাল্লাহ! হযরত আলী রাদ্বিআল্লাহু তায়ালা আনহু'র মানহানি করা উদ্দেশ্য হয় তাহলে তা সুস্পষ্টভাবে বাতিল। যদি কাহিনীটি শুদ্ধও হয় তবে দোয়া করার মূলোদ্দেশ্য মৃত ব্যক্তিকে আযাব মুক্ত করা আর তা অবশ্যই এত উত্তমভাবে অর্জিত যে,সমস্ত কবরবাসী ক্ষমাপ্রাপ্ত হয়েছে। হযরত আলী রাদ্বিআল্লাহু তায়ালা আনহু'র দোয়ার প্রভাবে হযরত ছিদ্দীকে আকবর রাদ্বিআল্লাহু তায়ালা আনহু'র চুল মোবারক বায়ু প্রবাহে সে কবরস্থানে পতিত হয়ে সকল কবরবাসীর গুনাহ মাফ হয়ে গেছে। এতে দোয়া কবুল হওয়া বুঝায় ;রদ হওয়া নয়। ধরে নেয়া যায় হেকমতে ইলাহী হযরত আলী রাদ্বিআল্লাহু তায়ালা আনহু'র দোয়া কবুল করে পরকালের পুঁজি বানায়েছেন।দোয়া কবুল হওয়ার তিনটি পদ্ধতি-(ক)প্রশ্নকৃত বিষয় অর্জিত হওয়া। (খ) দোয়ার মাধ্যমে বিপদ দূর হয়ে যাওয়া। ও (গ) দোয়ার ছাওয়াব পরকালে জমা থাকা; এটা সর্বোচ্চ স্তর। মুসলমান দোয়া করলে আল্লাহ সমীহ করেন তাইতো চুল মোবারকের অসীলায় ক্ষমা করা হয়েছে। দোয়াকারী সাধারণ নন; তিনি শ্রেষ্ঠ মুসলমান আবু বকর ছিদ্দীক (র.) যাকে হাদিস শরীফে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মতের গুনাহ মাফের জন্য অসীলা করতঃ বলেছেন, হে আল্লাহ! আবু বকরের সাদকায় আমার উম্মতের বৃদ্ধগণকে ক্ষমা করে দিন। মা'যাল্লাহ!এখানে হযরত আলী রাদ্বিআল্লাহু তায়ালা আনহু'র মানহানি হয়েছে কিভাবে? তা অজ্ঞতা বৈ কিছু নয়। والله سبحانه وتعالى اعلم۔

প্রশ্ন-সাতাশিতম ঃ

রমযান শরীফের পূর্ণ মাসে রোযা রাখা ফরয ত্রিশ দিন হোক বা উনত্রিশ দিন। একটি শহরে ত্রিশ দিন অপরটিতে উনত্রিশ দিন হলে যায়েদ বলেছে যেখানে উনত্রিশ দিন হয়েছে সেখানে আর একটি রোযা কাযা করা ফরয। যায়েদের এ উক্তি বাতিল কি না? যে রমযান মাসটি ত্রিশ দিন নির্ধারিত হয়েছে সেখানে একটি রোযা কাযা করা ফরয। এখানে বলা হয়েছে ত্রিশ দিন বা উনত্রিশ হলে একই বিধান হবে। রমযান শরীফ বা শাওয়াল মাসের চাঁদ দেখার ব্যাপারে কতজনের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য? রমযান শরীফের চাঁদ দেখার সাক্ষ্য এক শহর থেকে অন্য শহরের দূরত্ব কত পরিমাণ হলে গ্রহণযোগ্য হবে। উদাহরণ স্বরূপ দরবান নাটাল শহরে রমযান শরীফের চাঁদ শনিবার দেখেছে এবং প্রথম রোযা শুরু হল রবিবার। অন্য শহরে রোযা শুরু সোমবার। চাঁদ দেখার সাক্ষ্য টেলিগ্রাফ বা টেলিফোনের মাধ্যমে পাওয়া গেলে তা গ্রহণযোগ্য হবে কি না? টেলিফোনে বুঝা যায় অমুক ব্যক্তি কথা বলছে। আর টেলিগ্রাফে আওয়াজ আসেনা।

তাই তা গ্রহণযোগ্য হবে কি না? এক শহর থেকে অন্য শহরের দূরত্ব কত এবং কত মঞ্জিল হতে হবে তাও বিবেচ্য বিষয়। মূল বিধান চাঁদ দেখে রমযানের রোযা শুরু ও শেষ করা। সাক্ষী পাওয়া গেলে সে সাক্ষ্য কতটুকু গ্রহণযোগ্য।

উত্তরঃ এক স্থানে ত্রিশ অন্যত্র ঊনত্রিশ দিনে রমযান শরীফ হওয়ার ক্ষেত্রে বিভিন্ন পদ্ধতি রয়েছে। কোন সময় ঊনত্রিশ দিন রোযা পালনকারীর ওপর একটি রোযা কাযা দিতে হয়। কোন সময় উভয় প্রকার রোযা পালনকারীর ওপর একটি রোয়া কাযা করা ফরয হয় আবার কোন কোন সময় মোটেই কাযা দিতে হয় না।

প্রথমতঃ এক জায়গায় শাবানের তারিখ আকাশ মেঘাচ্ছন্ন ছিল, চাঁদ দেখা যায় নি। তারা শাবানের ত্রিশ তারিখ পূর্ণ করে রোযা আরম্ভ করে। ঊনত্রিশে রমযান রোযা রাখার পর ঈদের চাঁদ উদিত হয়ে যায়। অন্য জায়গায় শাবানের ঊনত্রিশ তারিখ আকাশ মেঘাচ্ছন্ন ছিলনা, চাঁদ দেখা গেছে অথবা শরয়ী প্রমাণের মাধ্যমে জানা গেল তারা একদিন পূর্বে রোযা আরম্ভ করেছে। তাদের হিসেব মতে রমযান মাস ত্রিশদিন পূর্ণ হয়ে গেছে। এমতাবস্থায় ঊনত্রিশ দিন রোযা পালনকারীদের নিকট একদিন পূর্বে রমযানের চাঁদ দেখা যাওয়ার প্রমাণ শরয়ী দৃষ্টিকোণে পাওয়া গেলে রমযান মাস অতিবাহিত হওয়ার পর এমনকি দশ বছর পর হলেও অবশ্যই তার ওপর একটি রোযা কাযা করা ফরয হবে। টেলিগ্রাফ, টেলিফোন, সংবাদ যন্ত্র বা সচারাচর মুখের কথা বাতিল এবং অগ্রাহ্য। মেঘাচ্ছন্ন হলে রমযান মোবারকের চাঁদ দেখার ব্যাপারে একজন গায়রে ফাসিক মুসলমানের সাক্ষ্যদান প্রয়োজন। অন্যান্য মাসে দু'জন আদিল ছেকা (ন্যায়পরায়ণ নির্ভরশীল) ব্যক্তির সাক্ষ্য এবং উদয়স্থল পরিস্কার হলে প্রত্যেক মাসের ব্যাপারে একটি বড় দলের সাক্ষ্য দান দরকার। সে বিশদ আলোচনা বাদ দিয়েছি-যা আমি আমার ফাতওয়ায় বর্ণনা করেছি। শাহাদাত আলাস্ শাহাদাত বা শাহাদাত আলাল হুকুম বা ইস্তিফাদা-ই শরীয়া এ সব পদ্ধতিগুলোকে আমার 'ত্বরীকু ইসাবাতুল হিলাল' (طَـرِيْــقُ اِثْبَــاتِ الْهِلَال) পুস্তিকায় বর্ণনা করা হয়েছে। যারা বিস্তারিত জানতে চান তাঁদেরকে সে পুস্তিকায় দেখতে হবে। গ্রহণযোগ্য ও অগ্রহণযোগ্য সব পদ্ধতির পুর্ণ বিবরণ তাতে বিদ্যমান।শরয়ী দৃষ্টিতে চাঁদ দেখা প্রমাণিত হলে দূরত্বের কোন গ্রহণযোগ্যতা নেই। যদিও হাজার মাইল দূরত্ব হয়। দুররুল মুখতার এ রয়েছে-

يَلْزَمُ اَهْلُ الْمَشْرِقِ بِرُؤْيَةِ اَهْلِ الْمَغْرِبِ اِذَا ثَبَتَ عِنْدَ هُمْ رُؤْيَةُ اُولٰئِكَ بِطَرِيْقٍ مُوْجِبٍ

'পশ্চিম প্রান্তের লোকের চাঁদ দেখার মাধ্যমে পূর্ব প্রান্তের লোকের ওপর রোযা ফরয হবে যদি তাদের নিকট তা শরয়ী বিধান অনুপাতে প্রমাণিত হয়।'

দ্বিতীয়তঃ উভয় জায়গায় একই দিনে যদি রমযানের একটি রোযা কম হয়। এক জায়গায় ঊনত্রিশ দিন রোযা রাখার পর ঈদের চাঁদ দেখে ঈদ উৎসব আদায় করল। অন্য জায়গায় আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকার কারণে চাঁদ দেখা যায়নি এবং অন্যভাবে তা

প্রমাণিত হয়নি। তাদের ওপর ত্রিশটি রোযা পূর্ণ করা ফরয। এমতাবস্থায় ঊনত্রিশটি রোযা আদায়কারীর ওপর কোন রোযা কাযা করতে হবে না।যেহেতু তাদের রোযা পূর্ণ হয়ে গেছে। ত্রিশটি রোযা আদায়কারীরা একটি অতিরিক্ত রোযা রেখেছে অজ্ঞতাবশত,কাজেই অন্যান্য জায়গায় ত্রিশ রোযা হওয়ার কারণে তাদের ওপরও একটি রোযার কাযা আবশ্যক করা শরীয়তে বানোয়াটি।

তৃতীয়তঃ উদাহরণ স্বরূপ এক জায়গায় ঊনত্রিশ শাবান বৃহস্পতিবার চাঁদ দেখা যাওয়াতে জুমার দিন থেকে রোযা আরম্ভ করা হল। রমযানের ঊনত্রিশ তারিখে জুমার দিন চাঁদ দেখা যাওয়াতে শনিবার ঈদ উৎসব পালন করল। অন্য জায়গায় শাবানের ঊনত্রিশ তারিখ মেঘাচ্ছন্ন ছিল বিধায় জুমার দিনকে ত্রিশ তারিখ মনে করে রোযা রাখল না। শনিবার থেকে রোযা আরম্ভ করা হল। এক দলের মতে জুমার দিন রমযানের ঊনত্রিশ তারিখ এবং অন্য দলের মতে শনিবারই ছিল রমযানের ঊনত্রিশ তারিখ। উভয় দিন আকাশ মেঘাচ্ছন্ন ছিল। তারা ত্রিশটি রোযা পূর্ণ করতঃ সোমবার ঈদ করে। পরবর্তীতে শরয়ী প্রমাণ দ্বারা সাব্যস্ত হয়ে গেল যে, বস্তুত চাঁদ দেখার দিন ঊনত্রিশে শাবান ছিল। জুমাবার রমযানের একদিন কম ছিল। এমতাবস্থায় ত্রিশ রোযা রাখা সত্ত্বেও জুমার দিনের রোযা কাযা করা ফরয। যারা ঊনত্রিশ রোযা রেখেছিল তাদের ওপরও একটি রোযা কাযা করা ফরয।

চতুর্থতঃ প্রকৃতপক্ষে শাবান মাস ঊনত্রিশ ছিল। কিন্তু উভয় শহরে মেঘাচ্ছন্ন থাকার কারণে শাবান মাস ত্রিশ দিন ধরে শনিবার থেকে রোযা রাখা হয়েছে। এভাবে রমযানের প্রকৃত ঊনত্রিশ তারিখ জুমাবার উভয়স্থানে মেঘাচ্ছন্ন ছিল। তাদের হিসেব মতে রমযানের ঊনত্রিশ শনিবারই হবে। এক জায়গায় চাঁদ দেখা যাওয়াতে তারা শনিবার ঈদ সম্পন্ন করল। অন্যস্থানে শনিবার আকাশ মেঘাচ্ছন্ন ছিল বিধায় রবিবারও রোযা রেখে সোমবার ঈদ করে। একস্থানে রোযা ঊনত্রিশ অন্যস্থানে ত্রিশটি হয়েছে। মূলতঃ উভয়স্থানে প্রথম দিন জুমার রোযাটি কম হয়ে গেছে। অন্যত্র চাঁদ দেখার কারণে শরয়ী দলীলের ভিত্তিতে প্রমাণিত হয়ে যায় যে, জুমাবারের একটি রোযা কম হয়েছিল। কাজেই ঊনত্রিশ ও ত্রিশটি রোযা আদায়কারী উভয়ের ওপর একটি রোযা কাযা করা আবশ্যক হবে। একটি রোযা কম হওয়ার সংশয় ও ভুলের কারণে এ বিধান। উদাহরণ স্বরূপ-কোন ব্যক্তি শরয়ী প্রমাণ ছাড়া ঈদ করলে তার ওপর একটি রোযা কাযা করা আবশ্যক হয়। যদিও শরয়ী প্রমাণ দ্বারা সে দিন বাস্তবিক ঈদের দিন সাব্যস্ত হয়ে যায়। এ রোযা কাযা না করলে শরয়ী প্রমাণ ব্যতীত ঈদ করার গুণাহ তার ওপর বর্তাবে যা থেকে তাওবা করতে হবে। মোটকথা শরয়ী প্রমাণের মাধ্যমে যদি সাব্যস্ত হয় যে, রমযানের কোন রোযা ছুটে গেছে তাহলে ঐ রোযার কাযা করতে হবে, রোযা ত্রিশটি রাখুক বা ঊনত্রিশটি। والله تعالى اعلم

প্রশ্ন-আটাশিতমঃ

কোন কাফির নারী বা পুরুষ মুখে কালিমা পড়ে ঈমান এনেছে, অথচ কালিমার অর্থ জানে না। সে ইংরেজী, কাফরী ও সুস্টু ভাষা ব্যতীত উর্দু ভাষা জানে না আর কালিমার অর্থ বুঝিয়ে দেওয়ার মত কেউ নেই। এমতাবস্থায় সে কালিমা পড়ে যদি মুখে এ স্বীকৃতি প্রদান করে-আজ থেকে আমি ঈসায়ী ধর্ম ইত্যাদি ত্যাগ করে স্বেচ্ছায় স্বাচ্ছন্দে দ্বীনে মুহাম্মদী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গ্রহন করলাম। এতটুকু স্বীকৃতি যথেষ্ট কি না এবং তাকে মুসলমান বলা যাবে কি না?

উত্তরঃ অবশ্যই তাকে মুসলমান বলা যাবে। যদিও সে কালিমা তায়্যিবা না পড়ে এবং এর অর্থও না জানে। আমি অমুক ধর্ম ত্যাগ করে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা'র ধর্ম গ্রহন করলাম বললে সে মুসলমান হওয়ার জন্য যথেষ্ট। মুহীত এবং আন্‌ফাউল ওয়াসা-য়িলএ রয়েছে - اَلْكَافِرُ اِذَا اَقَرَّ بِخِلَافِ مَا اعْتَقَدَ يُحْكَمُ بِاِسْلَامِهِ 'কাফির তার বাতিল বিশ্বাসের বিরুদ্ধে স্বীকৃতি দিলে তাকে মুসলমান বলা যাবে।' শরহে সিয়ারুল কবীর এ বর্ণিত,

لَوْقَالَ اَنَا مُسْلِمٌ فَهُوَ مُسْلِمٌ وَكَذَا لَوْقَالَ اَنَا عَلٰى دِيْنِ مُحَمَّدٍ اَوْ عَلَى الْحَنِيْفَةِ اَوْ عَلٰى دِيْنِ الْاِسْلَامِ ·

'যদি কেউ বলে আমি মুসলমান,আমি মুহাম্মদের ধর্ম বা হানিফা বা ইসলাম ধর্মের ওপর অধিষ্ঠিত সে মুসলমান।' আনফাউল ওয়াসা-য়িলএ রয়েছে, وَكَذَا لَوْقَالَ اَسْلَمْ 'অনুরূপভাবে যদি সে বলে আমি ইসলাম গ্রহন করেছি তবে সে মুসলমান। والله تعالى اعلم

প্রশ্ন-উনব্বইতমঃ

বিয়ের সময় মহিলাকে পাঁচ কালিমা পড়ানো হয়। সে মহিলা ঋতুস্রাব অবস্থায় পাঁচ কালিমা মুখে পড়া জায়েয হবে কি না?

উত্তরঃ ঋতুস্রাব অবস্থায় শুধু কুরআন তিলাওয়াত নিষিদ্ধ। পাঁচ কালিমা পড়া যাবে যদিও তার কিয়দাংশ কুরআন শরীফে আছে। তিলাওয়াতের নিয়ত ব্যতীত যিকরের নিয়তে কালিমা পড়া ও যিকর করা অবশ্যই বৈধ। والله تعالى اعلم

প্রশ্ন-নব্বইতমঃ

গায়রে মুকাল্লিদ বা রাফিযীরা আহলে সুন্নাতের কাউকে সালাম করলে তার উত্তর দেয়া যাবে কি না? দিলে কোন পদ্ধতিতে উত্তর দেওয়ার বিধান রয়েছে?

উত্তরঃ ফিৎনার আশংকা না থাকলে মোটেই উত্তর দেওয়ার প্রয়োজন নেই।

وَلَايُقَاسُوْنَ عَلٰى ذِمِّىْ بَلْ وَلَا حَرْبِىّ لِاَنَّ حُكْمَ الْمُرْتَدِّ اَشَدُّ

তাদেরকে যিম্মী ও হারবীর ওপর অনুমান করা যাবে না। কেননা মুরতাদ্দ'র বিধান তার চেয়ে মারাত্মক। ফিৎনার আশংকা থাকলে শুধু ওয়া আলাইকা বলবে।দুররুল

মুখতার-এ আছে,

لَوْ سَلَّمَ يَهُوْدِىٌّ اَوْ نَصْرَانِىٌّ اَوْ مَجُوْسِىٌّ عَلٰى مُسْلِمٍ فَلَا بَاسَ بِالرَّدِّ لٰكِنْ لَايَزِيْدُ عَلٰى قَوْلِهٖ وَعَلَيْكَ كَمَا فِى الْخَانِيَةِ

'ইহুদী বা নাসারা বা অগ্নিপুজক কোন মুসলমানকে সালাম দিলে তদুত্তরে 'ওয়া আলাইকা'র চেয়ে বেশি বলবে না। যেমন তা-তার খানিয়ায় রয়েছে।' এখন একটি প্রশ্ন এরূপ সংক্ষেপ করাতে ফিৎনার আশংকা থাকলে বা কোন মুসলমান প্রথমে সালাম দিতে শরয়ীভাবে বাধ্য হলে তখন কি করা হবে? আমি বলব পূর্ণ সালাম দিলে বা ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারকাতুহুও বললে শরয়ী দৃষ্টিতে কোন ক্ষতি নেই। প্রত্যেক মানুষের সাথে এমন কি কাফিরের সাথেও কিরামান কাতিবীন ও রক্ষণাবেক্ষণকারী ফিরিশতারা রয়েছে। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন,

كَلَّا بَلْ تُكَذِّبُوْنَ بِالدِّيْنِ وَاِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِيْنَ · كِرَامًا كَاتِبِيْنَ ·

'কখনো না, বরং তোমরা প্রতিফলকে অস্বীকার করছো আর নিশ্চয় তোমাদের ওপর রক্ষণাবেক্ষণকারী রয়েছে; সম্মানিত লিখকগণ।'

আরো বলেছেন,

وَلَهٗ مُعَقِّبٰتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهٖ يَحْفَظُوْنَهٗ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ

'প্রত্যেক মানুষের জন্য রয়েছে কতেক ফিরিশতা-যারা তার সামনে ও পিছনে বদলি হতে থাকে, যারা আল্লাহ্‌র আদেশে তাকে হেফাযত করে।' সালাম বা উত্তরের সময় সে ফিরিশতাদেরকে সালাম দেওয়ার নিয়ত করবে। والله تعالى اعلم

প্রশ্ন-একান্নবইতমঃ

ইমাম হানাফী মাযহাব অনুসারী আর পিছনে মুক্তাদী শাফেয়ী। ফজরের শেষ রাকাতে শাফেয়ীরা দোয়া কুনুত পড়ে। হানাফী ইমাম তার জন্য অপেক্ষা করার বিধান আছে কি না? যায়েদ বলেছে, অপেক্ষা কারা উচিত। থেমে যাওয়ার বিধান থাকলে তার পরিমাণ কত হওয়া উচিত?

উত্তরঃ যায়েদ একেবারে ভুল বলেছে। ইমাম অপেক্ষা করা মোটে উচিত নয়। এতে শরয়ী বিধান পাল্টিয়ে দেয়া আবশ্যক হয়ে যায়। অনুসৃত ব্যক্তিকে অনুস্বরণকারী করে দেওয়া হয়। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, اِنَّمَا جُعِلَ الْاِمَامُ يُؤْتَمُّ بِهٖ 'ইমাম স্থির করা হয় মুক্তাদী তার অনুস্বরণ করার নিমিত্তে।' ইমাম মুক্তাদীর অনুস্বরণ করার অবকাশ নেই। والله تعالى اعلم

প্রশ্ন-বিরান্নব্বইতমঃ

আমরের ওপর জানাবাত বা স্বপ্ন দোষের কারণে গোসল আবশ্যক।যায়েদ সামনে দেখে তাকে সালাম দিলে উত্তর দেয়া যাবে কি না? এ অবস্থায় মনে মনে কুরআন বা দরূদ

www.AmarIslam.com

শরীফ বৈধ কি না?

উত্তরঃ মনে মনে বা কল্পনায় রসনা হেলানো ব্যতীত কুরআন মজীদ পড়া যায়। জুনুবী অবস্থায় মুখে কুরআন পড়া চুপে চুপে হলেও অবৈধ। কুলি করার পর দরূদ শরীফ পড়া উচিত। তবে তায়াম্মুমের পর সালামের উত্তর দেওয়া উত্তম। যেরূপ রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম করেছেন। তানভীর-এ রয়েছে,

لَایَکْرَہُ النَّظْرُ اِلَیْہِ اَیْ اَلْقُرْاٰنَ جُنُبٌ وَ جَائِضٌ وَنُفَسَاءُ کَادْعِیَۃِ

'জুনুবী, হায়েয ও নেফাস ওয়ালা মহিলা কুরআনের দিকে তাকানো মাকরূহ নয়। যেমন দোয়া পড়া মাকরূহ নয়।' রাদ্দুল মুহতার-এ রয়েছে,

نص فی الھدایۃ علی استحباب الوضوء لذکر اللہ تعالی

আল্লাহর যিকরের জন্য অজু করা মুস্তাহাব মর্মে হেদায়া'তে একটি ভাষ্য বিদ্যমান। সেখানে বাহরুর রায়িক থেকে নকল করা হয়েছে, وَتَرْکُ الْمُسْتَحَبِّ لَایُوْجِبُ الْکَرَاھَۃَ মুস্তাহাব ত্যাগ করলে মাকরূহ হয় না। واللہ تعالیٰ اعلم

প্রশ্ন-তিরান্নব্বইতম ঃ

যায়েদ ঋতুস্রাব চলাকালীন স্ত্রীর উরু বা পেঠে বিশেষ অংগের সংঘর্ষণে বীর্যপাত করলে বৈধ হবে কি? যায়েদের খায়েস এত বেশি প্রবল হয়েছে যে, যিনায় লিপ্ত হওয়ার আশংকা রয়েছে।

উত্তরঃ পেটে বীর্যপাত করা বৈধ। উরুর মধ্যে বীর্যপাত অবৈধ।কেননা মূল কিতাবাদিতে রয়েছে হায়েয ও নিফাস অবস্থায় নাভী থেকে হাঁটু পর্যন্ত স্বীয় স্ত্রী থেকে স্বাদ ভোগ করা যায় না। واللہ تعالیٰ اعلم

প্রশ্ন-চুরান্নব্বইতম ঃ

ভাগ্যের লিখন পরিবর্তন হতে পারে কি না? যায়েদ বলেছে খোদায়ী লিখন বদল হয় না। আমরের বিশ্বাস আল্লাহ রাব্বুল আলামীন স্বীয় অনুগ্রহে বা হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম'র সাহায্যে ভাগ্যলিপি পরিবর্তন করে দেন। এ কথাতো সাব্যস্ত আছে-নামায, রোযা আদায় না করলে আল্লাহ বান্দার জীবনের বরকত উঠিয়ে নেয় এবং জীবিকা সংকীর্ণ করে দেয়। ভাগ্যলিপির পরিবর্তন না হলে অধিকাংশ কিতাবে এর বর্ণনা কিভাবে স্থান পেয়েছে?

উত্তরঃ আল্লাহ তায়ালা বলেছেন

یَمْحُو اللّٰہُ مَایَشَاءُ وَیُثْبِتُ وَعِنْدَہٗ اُمُّ الْکِتٰبِ

মূল কিতাব লওহে মাহফুযে বিদ্যমান। সেখানকার লেখা পরিবর্তন হয় না। ফিরিশ্‌তাদের পাণ্ডুলিপিতে এবং লওহে মাহফুযের লিপিকায় যে বিধি-বিধান রয়েছে তা সুপারিশ (শাফায়াত), দোয়া, মাতা পিতার সেবা এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখার

www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

দ্বারা বরকতময় হয় এবং পাপ, অত্যাচার, মাতা পিতার অবাধ্যতা ও আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করার দ্বারা ভিন্ন দিকে পরিবর্তন হয়ে যায়। উদাহরণ-ফিরিশতাদের পাণ্ডুলিপিতে যায়েদের বয়স ষাট বছর ছিল। সে অবাধ্য হওয়ার কারণে বিশ বছর পূর্বে তার মৃত্যুর হুকুম এসে যায়। অথবা নেক কাজ করাতে আরো বিশ বছর জিন্দেগী বৃদ্ধির হুকুম দেয়া হয়। চল্লিশ বছর বা আশি বছর লিপিবদ্ধ ছিল সে অনুপাতে হওয়া বাঞ্চনীয়। এ মাসয়ালার বিশ্লেষণ ও ব্যাপক আলোচনা আমার কিতাব 'আল্‌মু'তামাদুল মুসতানাদ'-এ রয়েছে। واللہ تعالیٰ اعلم

প্রশ্ন-পঁচান্নব্বইতম ঃ

আমার স্বীয় পরিজনকে সরকারে দো'আলম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা'র রাওযা শরীফে প্রবিষ্ট করার সময় কিছু মিষ্টি ইত্যাদি সাথে দেয়। সে মিষ্টি তাবারুক হিসেবে নিজ দেশে নিয়ে গেলে বৈধ হবে কি ?

উত্তর ঃ অবশ্যই তা বৈধ। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন -

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِیْنَۃَ اللّٰہِ الَّتِیْٓ اَخْرَجَ لِعِبَادِہٖ وَالطَّیِّبٰتِ مِنَ الرِّزْقِ

'আপনি বলুন,কে হারাম করেছে আল্লাহর শোভার বস্তুকে যা তিনি আপন বান্দাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন এবং পবিত্র জীবিকাকে?'

অভিশপ্ত ওহাবীরা রাওযা শরীফকে মা'যাল্লাহ! প্রতিমা এবং সেখানকার শিরনীকে প্রতিমার সান্নিধ্যে অর্পিত বস্তু মনে করে। قَاتَلَھُمُ اللّٰہُ اَنّٰی یُؤْفَکُوْنَ 'আল্লাহ তাদেরকে হত্যা করুক, কোথায় তাদেরকে উপুড় করে দেয়া হবে।' রাওযার সাথে সম্পর্কিত সব বস্তুই মুসলমানের নিকট তাবারুক। সেগুলো নিজের আত্মীয় স্বজন বা বন্ধু-বান্ধবদের জন্য নিয়ে যাওয়া অবশ্যই বৈধ। ওহাবী নেতা 'তাকভিয়াতু ঈমান'র মধ্যে বলেছে,তার কূপের পানি তাবারুক মনে করে পান করা, শরীরে মালিশ করা, পরস্পর ভাগ-বাটোয়ারা করা অনুপস্থিত ব্যক্তির জন্য নিয়ে যাওয়া, এ সব কিছু আল্লাহ স্বীয় ইবাদাতের জন্য নিজ বান্দাদেরকে আদেশ করেছেন।যে ব্যক্তি কোন পয়গাম্বর বা ভূতের ব্যাপারে এ প্রকারের কথা বলবে-তা শিরক, এটা ইবাদতে শিরক বলে। এ বস্তুগুলো সম্মানিত, এগুলোকে সম্মান করলে আল্লাহ খুশি হয় এবং সেগুলোর বরকতে আল্লাহ বিপদমুক্ত করে দেয়। এ ধরনের মনে করা শিরক। এটাতো আল্লাহর ওপর বড় অপবাদ। নিজেরাই শিরকে হাকিকীর মধ্যে লিপ্ত। নাসায়ী শরীফে হযরত ত্বালাক বিন আলী রাদ্বিআল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত তিনি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে অজুর অবশিষ্ট পানি চাইলে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পানি নিয়ে অজু করলেন এবং সেখানে কুলির পানি ঢেলে পাত্রস্থ করে দিয়ে বললেন-তোমরা নিজেদের শহরে পৌঁছলে

فَاکْسِرُوا بِیْعَتَکُمْ اِنْضَحُوا مَکَانَھَا بِھٰذَا الْمَاءِ وَاتَّخِذُوْھَا مَسْجِدًا

www.AmarIslam.com
www.AmarIslam.com

'তোমরা নিজেদের গীর্জাকে ভেঙ্গে সে স্থানেএ পানি ছিঁটিয়ে দাওএবং তথাস্থানে মসজিদ বানাও।' তিনি এবং তাঁর সাথীরা নিজেদের শহর অনেক দূরে হওয়ার আপত্তি জানায়ে বললেন-গরমের মৌসুমে সেখানে পৌছতে পৌছতে পানি শুকিয়ে যেতে পারে। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন- مُدُّوا مِنَ الْمَاءِ فَاِنَّهُ لَايَزِيْدُ اِلَّا طَيِّبًا 'উহার সাথে অন্য পানি মিশাও এতে পবিত্রতা আরো বৃদ্ধি পাবে।'

মদিনা শরীফের কূপের পানি তাবারুক হিসেবে নিয়ে যাওয়াঃ

মদিনা শরীফের পশ্চিম পার্শ্বে মরুময় স্থানে একটি কূপ ছিল। সে কূপে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুলির পানি নিক্ষেপ করলে তা মদিনাবাসীর নিকট তাবারুক হয়ে যায়। মুসলমানেরা যমযম কূপের পানির মত দূরদূরান্তে নিয়ে যেতো বিধায় এ কূপের নাম হয়ে যায় 'যমযম'। ইমাম সৈয়দ নূরুদ্দীন আলী সামহুভী মাদানী কুদ্দিছা সিররুহুল আযীয 'খোলাসাতুল ওয়াফা শরীফ'এ বলেছেন-

بِئْرُ اِهَابِ بَصَقَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم فِيْهَا وَهِىَ الْجَرَّةُ الْغَرْبِيَّةُ مَعْرُوْفَةٌ اَلْيَوْمَ بِزَمْزَمَ وَقَدْ قَالَ الْمَطَرِى لَمْ يَزَلْ اَهْلُ الْمَدِيْنَةِ قَدِيْمًا وَخَلْفًا يَتَبَرَّكُوْنَ بِهَا وَيَنْقُلُ اِلَى الْاٰفَاقِ مِنْ مَائِهَا كَمَا يَنْقُلُ مِنْ زَمْزَمَ يُسَمُّوْنَهَا اَيْضًا زَمْزَمَ بَرَكَتِهَا

'ইহাব কূপে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থুথু মোবারক নিক্ষেপ করলেন। সেটা পশ্চিমা মরুভূমিতে অবস্থিত। আজো যমযম নামে তা খ্যাত। ইমাম মতুরী বলেছেন নবীন প্রবীন সকল মদিনাবাসীরা এটা থেকে বরকত হাসিল করতো। প্রত্যন্ত অঞ্চলে উহার পানি নিয়ে যেতো, যেভাবে যমযম কূপের পানি নিয়ে যাওয়া হয়। এ বরকতের কারণে মদিনাবাসীরা সেটার নাম রেখেছে 'যমযম'। والله تعالىٰ اعلم

প্রশ্ন-ছিয়ান্নব্বইতম ঃ

কেউ অলীর মাযারে মান্নত করল। উদাহরণত-আমর বলল, হে অমুক বুযর্গ! আল্লাহ তায়ালা আপনার দোয়ার বরকতে আমাকে সন্তান-সন্তুতি দান করলে আমি সে সন্তানের মাথার চুল আপনার দরবারে এসে মুন্ডাব এবং চুলের সমপরিমাণ মিষ্টি বা শুকরকান্দ দান করব। এক পাল্লাতে সে সন্তানকে অন্য পাল্লাতে শুকরকান্দ রেখে মেপে নিয়ে আল্লাহর ওয়াস্তে তা দরিদ্র ব্যক্তিদের মাঝে বন্টন করব। এ দু'টো শর্তে মান্নত করা বৈধ কি না? সে মিষ্টি খাওয়া কি বৈধ? যে বাচ্ছাকে ওজন করা হয় সেটা মাটির সাথে সম্পর্কিত থাকে। মাটি থেকে পৃথক করে ওজন দেয়া হয় বিধায় যায়েদ বলেছে তা অবৈধ।

উত্তরঃ উভয়বস্থায় সাদকার মান্নত করা বৈধ এবং তা পূর্ণ করা আবশ্যক। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন وَلْيُوْفُوْا نُذُوْرَهُمْ 'তাদের উচিত নিজেরদের মান্নত পূর্ণ করা'।

www.AmarIslam.com

অলীর দরবারে চুল মুন্ডানো বাজে কাজ; এ মান্নত বাতিল। যেরূপ পুর্বে অতিবাহিত হয়েছে। আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত।

প্রশ্ন-সাতান্নব্বইতমঃ

পেশ ইমাম সাহেব জরির বর্ডার বিশিষ্ট শাল পরিহিত বা সূতার বুনিত বা কাশমিরী গরম কাপড় পরিধান করে নামায পড়ালে তা বৈধ কি না?

উত্তরঃ রেশম পরলে অসুবিধা নেই। বর্ডার চার আঙ্গুলের চেয়ে প্রশস্ত এবং এতই সংমিশ্রিত থাকে যে, দূর থেকে কাপড় দেখা যায় না; বরং কাপড় সুতাতে লুপ্ত হয়ে যায় এরূপ হতে পারবে না। যেরূপ দুররূল মুখতার ইত্যাদি কিতাবে রয়েছে। আমার ফাতওয়ায় তা বিস্তারিত বর্ণনা করেছি। আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত।

প্রশ্ন-আটান্নব্বইতম ঃ

পেশ ইমাম সাহেব মাথায় শাল মোড়ায়ে নামায পড়ালে কেমন হবে?

উত্তরঃ শাল যদি রেশম বা জরিতে ভরপুর হয় বা এর বর্ডার রেশম বা জরি দ্বারা খচিত অংশ চার আঙ্গুলের চেয়ে অধিক প্রশস্ত হয় তবে পুরুষের জন্য তা সাধারণভাবে না-জায়েয। নামাযের বাইরেও তা অবৈধ। এর কারণে নামায নষ্ট ও অপছন্দ হয়ে যায়। ইমাম, মুক্তাদী বা একাকী নামায আদায়কারী যেই হোক না কেন। এরূপ না হলে দু'অবস্থা- (ক) চাদর মাথায় দিয়ে তার আঁচল ওড়নার মত বাহুতে জড়িয়ে নিলে অসুবিধা নেই। (খ) মাথায় চাদর দিয়ে উভয় পার্শ্ব ঝুলিয়ে দিলে মাকরূহ তাহরীমা এবং গুনাহ্। নামায পুনরায় পড়া ওয়াজিব। দুররুল মুখতার-এ রয়েছে,

كُرِهَ سَدْلُ تَحْرِيْمًا لِلنَّهْى (ثوبه) اَىْ اِرْسَالُهُ بِلَا لُبْسٍ مُعْتَادٍ كَشَدِّ مِنْدِيْلٍ يُرْسِلُهُ مِنْ كَتْفِيْهِ

'স্বাভাবিকভাবে কাপড় পরিধান করা ব্যতীত উহাকে ঝুলিয়ে রাখা মাকরূহ তাহরীমা। যেমন রুমাল কাঁধে ঝুলিয়ে রাখা। হাদিসে উহা থেকে নিষেধ করা হয়েছে।' রাদ্দুল মুহতার-এ রয়েছে, ذَالِكَ نَحْوُ الشَّالِ উহা শালের মত। আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত।

প্রশ্ন -নিরান্নব্বইতম ঃ

আমর ফাতিহার বস্তু এবং কবরের ওপর উভয়স্থানে প্রথমে সুরা ফাতিহা, সুরা বাকারার প্রথম রুকএবং তিনবার قُلْ هُوَ اللّٰهُ শরীফ পড়ে ছাওয়াব হুযুর পুর নুর মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং গাউছে পাক রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু'র ওপর বখশিশ করে থাকে, তা বৈধ কি না? যায়েদ বলেছে খানার ওপর অন্যভাবে ফাতিহা পড়া উচিত। আমর একই পদ্ধতিতে ফাতিহা পড়লে তা কি বৈধ? এর ছাওয়াব কি বুযর্গ ও কবরবাসীর নিকট পৌছে?

উত্তরঃ যায়দের কথা ভুল। ফাতিহা ঈসালে ছাওয়াব বুঝায়। যে পদ্ধতিতে হোক বৈধ।

খানার ওপর ফাতিহা দিতে এক পদ্ধতি এবং কবরের ওপর অন্য পদ্ধতি অবলম্বন করার কোন নির্দিষ্টতা নেই। তবে একটি বিষয় লক্ষ্যনীয় তাহল প্রশ্নে হুযুর আকদাস সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং সায়্যিদুনা গাউছে আ'যম রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু'র জন্য ছাওয়াব বখশিশ করার কথা লিখা হয়েছে। এ শব্দটি যথাচিত নয়। বড়দের পক্ষ থেকে ছোটদের বেলায় বখশিশ বলা হয়। এখানে সরকারে দো'আলমের খেদমতে ছাওয়াবের নযরানা পেশ করেছে বলা উচিত। والله تعالى اعلم

প্রশ্ন-একশতম ঃ

পেশ ইমাম সাহেব কুরআন শরীফের আয়াত দ্বারা ফালনামা দেখা বৈধ কি না? যায়েদ বলেছে,ইমামের জন্য ফাল দেখা হারাম। এ ইমামের পিছনে নামায পড়া বৈধ নয়। যায়েদের কথা বাতিল না সঠিক?

উত্তরঃ কুরআন শরীফের আয়াত দ্বারা ফাল দেখার ব্যাপারে চার মাযহাবের চারটি উক্তি রয়েছে- (ক) কতেক হাম্বলী মুবাহ বলে থাকেন, (খ)শাফেয়ীরা মাকরূহ তানযিহী, (গ) মালেকীরা হারাম এবং (ঘ) আমাদের হানাফী ওলামারা অবৈধ, নিষিদ্ধ এবং মাকরূহ তাহরীমা বলেছেন। কুরআন মজীদকে সেজন্য অবতীর্ণ করা হয়নি। আমাদের উক্তি মালেকীদের নিকটবর্তী। বিশ্লেষকদের মতে উভয়ের অভিমত এক। শরহে ফিক্হ আকবর'র বর্ণনা-

قَالَ الْقَوْنُوِى لَايَجُوزُ اِتِّبَاعُ الْمُنَجِّمِ وَالرَّمَّالِ وَمَنْ اَوعَى الْحُرُوفَ لِاَنَّهُ فِى مَعْنَى الكَاهِنِ اِنْتَهٰى وَمِنْ جُمْلَةِ عِلْمِ الْحُرُوفِ فَالُ الْمُصْحَفِ حَيْثُ يَفْتَحُونَهُ وَيَنْظُرُونَ فِى اَوَّلِ الصَّفْحَةِ وَكَذَا فِى سَابِعِ الْوَرَقَةِ السَّابِعَةِ ٠

'আল্লামা ক্বাওনুভী বলেছেন,জ্যোতিষ্ক,রুম্মাল এবং অক্ষর দ্বারা ভাগ্য নির্ণয়কারীর অনুস্বরণ করা বৈধ নয়। কেননা তা গণকের অর্থে ব্যবহৃত।কুরআনের ফাল দেখা অক্ষর দ্বারা ভাগ্য নির্ণয় করার শামিল। এ ভাবে যে, তারা কুরআন শরীফ খুলে এবং প্রথম পৃষ্ঠায় দেখে, অনুরূপভাবে সপ্তম পৃষ্ঠায় সপ্তম লাইনে দেখে।' শরহে আক্বীদা-ই ইমাম ত্বাহাভী'র রেফারেন্সে উহাতে আরো রয়েছে -

اَلْوَاجِبُ عَلٰى اُولِى الْاَمْرِ اِزَالَةُ هٰؤُلَاءِ الْمُنَجِّمِيْنَ وَاَصْحَابِ الرَّمَلِ وَالْقُرَعِ وَالْفَالَاتِ وَمَنْعُهُمْ مِنَ الْجُلُوسِ فِى الْحَوَانِيْتِ اَوِ الطُّرُقَاتِ اَوْاَنْ يَدْخُلُوا عَلَى النَّاسِ فِى مَنَازِلِهِمْ لِذَالِكَ ٠

'জ্ঞানীদের ওপর আবশ্যক ঐ জ্যোতিষ্ক, রমল ওয়ালা(বালিতে রেখা এঁকে ভবিষ্যত কথক), লটারী ও ফাল দ্বারা ভাগ্য নির্ণয়কারীদের উচ্ছেদ করা, দোকানে ও রাস্তায় তাদের বসতে এবং এজন্য মানুষের ঘরে ঘরে প্রবেশ করতে বাধা দেওয়া।' ইমাম আলাউদ্দীন সমরকন্দীর লিখিত তোহফাতুল ফোকাহা,জামেউর রুমুয, আল্লামা

ইসমাঈল বিন আব্দুল গণী নাবুলুসীর শরহুদ্দোরার ও হাদীকা-ই নাদীয়া কিতাবসমূহে রয়েছে- اَخْذُ الْفَالِ مِنَ الْمُصْحَفِ مَكْرُوهٌ - 'কুরআন থেকে ফাল দেখা মাকরূহ।' আখীরাইনে রয়েছে-

كَرَاهَةُ تَحْرِيمٍ لِاَنَّهَا الْمَحْمَلُ عِنْدَ الْاِطْلَاقِ عِنْدَ نَاوفِى حَيَاةِ الْحَيْوَانِ لِلدَّمِيْرِى جَزَمَ الْاِمَامُ الْعَلَّامَةُ ابْنُ الْعَرَبِى فِى الْاَحْكَامِ فِى سُوْرَةِ الْمَائِدَةِ بِتَحْرِيمِ اَخْذِ الْفَالِ مِنَ الْمُصْحَفِ وَنَقَلَهُ الْقِرَانِى عَنِ الْاِمَامِ الْعَلَّامَةِ اَبِى الْوَلِيْدِ الطَّرْطُوْشِى وَاَقَرَّهُ وَاَبَاحَهُ ابْنُ بُطَةَ مِنَ الْحَنَابِلَةِ وَمُقْتَضٰى مَذْهَبِ الشَّافِعِى كَرَاهَتُهُ يَعْنِى كَرَاهَةُ تَنْزِيهٍ لِاَنَّهَا الْحَمْلُ عِنْدَ الْاِطْلَاقِ عِنْدَهُ ٠

অর্থাৎ হানাফীদের মতে সাধারণভাবে মাকরূহ ব্যবহৃত হলে মাকরূহ তাহরীমা বুঝায় আর শাফেয়ীদের মতে মাকরূহ তানযিহী বুঝায়।

ইমাম শামশুদ্দীন সাখাবীর শিষ্য আল্লামা কুতুবুদ্দীন হানাফী বিন আলাউদ্দীন আহমদ বিন মুহাম্মদ নাহরাদানী স্বীয় কিতাবে এবং হযরত আলী মুত্তাফা মক্কী আদইয়াতুল হজ্জ কিতাবে বলেছেন-

فِى مَنْسِكِ ابْنِ الْعَجِى لَايَاخُذُ الْفَالَ مِنَ الْمُصْحَفِ فَاِنَّ الْعُلَمَاءَ اِخْتَلَفُوا فِى ذَالِكَ فَكَرِهَهُ بَعْضُهُمْ وَاَجَازَهُ بَعْضُهُمْ وَنَصَّ اَبُوبَكْرِ الطَّرْطُوشِى مِنْ مُتَاَخِّرِى الْمَالِكِيَّةِ عَلٰى تَحْرِيمِهِ ٠

অর্থাৎ কুরআন শরীফ দ্বারা ফাল দেখার ব্যাপারে ওলামা কেরামের মাঝে মতানৈক্য রয়েছে, কেউ বলেছেন-মাকরূহ, কেউ বলেছেন- বৈধ এবং আবু বকর ত্বরতুসী হারাম বলেছেন। মোল্লা আলী ক্বারী রহমাতুল্লাহি আলাইহি শরহে ফিক্হ আকবর কিতাবে বর্ণনা করেছেন, نَصُّ الْمَالِكِيَّةِ عَلٰى تَحْرِيمِهِ - ইমাম বরকূভী হানাফীর ত্বরীকা-ই মুহাম্মদ'র বর্ণনা,

اَلْمُرَادُ بِالْفَالِ الْمَحْمُودِ لَيْسَ الْفَالُ الَّذِى يُفْعَلُ فِى زَمَانِنَا مِمَّا يُسَمُّوْنَهُ فَالَ الْقُرَانِ اَوْفَالَ دَانِيَالَ وَنَحْوَهُمَا بَلْ هِىَ مِنْ قَبِيْلِ الْاِسْتِقْسَامِ بِالْاَزْلَامِ فَلَا يَجُوْزُ اِسْتِعْمَالُهَا ٠

'প্রশংসনীয় ফাল দ্বারা আমাদের বর্তমান সময়ে প্রচলিত ফাল উদ্দেশ্য নয়; যাকে কুরআনের ফাল বা দানিয়ালের ফাল ইত্যাদি নামে আখ্যায়িত করা হয়। বরং তা তীর দ্বারা ভাগ্য নির্ণয়ের অন্তর্ভুক্ত। কাজেই তা জায়েয নেই।' সারকথা - তা নিষিদ্ধ যায়েদের বক্তব্য-'এ ধরনের ইমামের পিছনে নামায বৈধ নয়' এ কথা ঠিক নয়। কেননা ফাসিকের পিছে নামায অবৈধ নয়; মাকরূহ। প্রকাশ্য ফাসিক হলে মাকরূহ তাহরীমা

যেরূপ আমার ফাতওয়া আন্নাহ্‌য়িল্‌ আকীদ-এ বর্ণনা করেছি।মাকরূহ তাহরীমা হলে নামায অসম্পূর্ণ হয়, পুনরায় পড়া ওয়াজিব; কিন্তু অবৈধ নয়। এখানে তো ফিসকের হুকুমও আরোপ করা যাচ্ছে না। এটি মতানৈক্য বিষয়। এ বিষয়টি সাধারণ মানুষের কাছে অস্পষ্ট। তাই জানিয়ে দেয়া আবশ্যক যে, তা হানাফী মাযহাব মতে অবৈধ। ত্যাগ করা ভাল, ত্যাগ না করলে দু'একবার করলে ফাসিক হবে না। বারংবার করলে ফিসকের হুকুম দেয়া হবে যা মাকরূহ তাহরীমা, সগীরা গুণাহ। যেমন রিসালাতুল মুহাক্কিকুল বাহর থেকে রাদ্দুল মুহতার-এ বর্ণিত আছে। সগীরা বারংবার করলে ফিস্‌ক হয়ে যায়। অবগতির পর 'ফাল দেখা' প্রকাশ্যে বারংবার না করলে বরং চুপে চুপে করলে তার পিছনে নামায শুধু মাকরূহ তানযিহী ও অনুচিত। দুররুল মুখতার-এ রয়েছে يُكْرَهُ تَنْزِيهًا وَاِمَامَتُهُ فَاسِقٌ ফাল দেখা মাকরূহ তানযিহী, তার ইমামতি করা ফাসিকের হুকুম রাখে। প্রকাশ্যে শহরে করলে সে প্রকাশ্য ফাসিক । তাকে ইমাম নিয়োগ করা পাপ এবং তার পিছনে নামায পড়া মাকরূহ তাহরীমা। 'ওয়াজিবে ফাতওয়া আহজার'এ রয়েছে لَوْ قَدَّمُوا فَاسِقًا يَاثَمُونَ ফাসিককে ইমাম নিয়োগ করলে পাপ হবে। এটাই গুনিয়া, তাবয়ীনুল হাকায়িক ইত্যাদির নির্যাস। والله تعالى اعلم

প্রশ্ন-একশ প্রথম ঃ

পেশ ইমাম সাহেব তাবীয লিখলে তার বিধান কি?

উত্তরঃ কুরআন করীম, আসমা-ঈ ইলাহীয়া, যিকর ও দাওয়াতসমূহ দ্বারা বৈধ তাবীয লিখা মোটেই অসুবিধা নেই;বরং তা মুস্তাহাব। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ প্রসংগে বলেছেন, مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ اَنْ يَنْفَعَ اَخَاهُ فَلْيَنْفَعْهُ তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি তার মুসলিম ভাইয়ের উপকার সাধন করতে পারে তার উচিত উপকার করা। এ হাদিস খানাকে ইমাম আহমদ ও ইমাম মুসলিম হযরত জাবির রাদ্বিআল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন। নবী-অলীগণ যাঁরা আসমা-ঈ ইলাহীয়ার প্রকাশস্থল তাদের নামের দ্বারা বরকত লাভের উদ্দেশ্যে তাবীয লিখা বৈধ। দুররুল মুখতার-এ আল্‌ মুজতবা'র উদ্ধৃতি দিয়ে বলা হয়েছে, اَلتَّمِيمَةُ الْمَكْرُوهَةُ مَاكَانَ بِغَيْرِ الْعَرَبِيَّةِ অনারবী ভাষায় তাবীয লিখা মাকরূহ। রাদ্দুল মুহতার-এ রয়েছে,

لَا بَاسَ بِالْمُعَاذَاتِ اِذَا كُتِبَ فِيهَا الْقُرْاٰنُ اَوْاَسْمَاءُ اللّٰهِ تَعَالٰى وَاِنَّمَا تَكْرَهُ اِذَا كَانَتْ بِغَيْرِ لِسَانِ الْعَرَبِ وَلَا يَدْرِى مَاهُوَ وَلَعَلَّهُ يَدْخُلُهُ سِحْرًا وَكُفْرًا وَ غَيْرَ ذَالِكَ اَمَّا مَاكَانَ مِنَ الْقُرْاٰنِ اَوْشَىْ مِنَ الدَّعْوَاتِ فَلَا بَاسَ بِهِ-

'কুরআন ও আল্লাহর নাম দ্বারা তাবীয লিখলে অসুবিধা নেই। অনারবী ভাষায় হলে এবং অর্থ বুঝা না গেলে মাকরূহ। হয়ত উহাতে যাদু বা কুফরি বা অন্য কিছু প্রবেশ করতে পারে। তবে কুরআন বা দাওয়াতের কিছু দিয়ে তাবীয করা অসুবিধা নয়।'

মুজতবা'র উদ্ধৃতি দিয়ে তাতে আরো রয়েছে, عَلَى الْجَوَازِ عَمَلُ النَّاسِ الْيَوْمَ وَبِهِ وَرَدَتِ الْاٰثَارُ জায়েযের ওপর সমস্ত আলিমের আমল। এ মর্মে হাদিস প্রয়োগ হয়েছে।ইমাম নববী শরহে মুসলিম-এ বলেছেন,

اَلرَّقِى الَّتِى مِنْ كَلَامِ الْكُفَّارِ وَالرَّقِى الْمَجْهُولَةُ مَذْمُومَةٌ لِاِحْتِمَالِ اَنَّ مَعْنَاهَا كُفْرٌ اَوْقَرِيبٌ مِنْهُ اَوْ مَكْرُوهٌ اَمَّا الرَّقِى بِاٰيَاتِ الْقُرْاٰنِ وَبِالْاَذْكَارِ الْمَعْرُوفَةِ فَلَانَهْى فِيهِ بَلْ سُنَّةٌ-

'কাফিরের মন্ত্র এবং অর্থ অজানা শব্দ দ্বারা ঝাঁড়ফুক করা নিন্দনীয়। কেননা তার অর্থ কুফরি বা তার নিকটবর্তী বা মাকরূহ হওয়ার অবকাশ রাখে। তবে কুরআনের আয়াত ও প্রসিদ্ধ যিকরের দ্বারা ঝাঁড়ফুক করা নিষিদ্ধ নয় বরং সুন্নাত।' এতে আরো রয়েছে-

وَنَقَلُوا الْاِجْمَاعَ عَلٰى جَوَازِ الرَّقِىِّ بِالْقُرْاٰنِ وَاَذْكَارِ اللّٰهِ تَعَالٰى

'ওলামা কেরাম বর্ণনা করেছেন কুরআন ও আল্লাহর যিকর দ্বারা ঝাঁড়ফুক করা বৈধ হওয়ার ওপর ইজমা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।' আশিয়াতুল লুম'য়াত শরহে মিশকাত-এ রয়েছে,

رقیہ بقران واسمائے آلہی جائزست باتفاق وماسوائے آں از کلمات اگر معلوم باشد معانی آں ومخالف نبود دین وشریعت رانیز جائز

'কুরআন ও আল্লাহর নাম দ্বারা ঝাঁড়ফুক করা সর্বসম্মতিক্রমে জায়েয। উহা ব্যতীত এমন শব্দ দ্বারা যার অর্থ বুঝা যায় এবং তা শরীয়ত বিরোধী না হয় তাও জায়েয।'

কুখ্যাত যেমন- শয়তান, ফিরাউন, হামান ও নমরুদের নাম তাবীযে লিখা বা অর্থ অজানা যেমন- কলেরা রোগ নিরাময়ের দোয়ায় লিখা হয়, بِسْمِ اللّٰهِ طَاسُوسَا حَاسُوسَا مَاسُوسَا কিংবা কিছু তাবীযে লিখা হয় , عَلَيْتَمَا مَلِيقًا تَلِيقًا اَنْتَ تَعْلَمُ مَافِى الْقُلُوبِ حَقِيقًا এ সব না-জায়েয। তবে অর্থবোধক শব্দ যা ইলমে যাহির বাতিনের অধিকারী মাকবুল আউলিয়া কেরাম থেকে বিশুদ্ধ পদ্ধতিতে বর্ণিত তা গ্রহনযোগ্য। শায়খ মুহাক্কিক (রহ.) 'মুদারিজুন নবুয়ত' কিতাবে বলেছেন -

'মাশায়েখ কেরাম থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি একটি দোয়া পড়তে থাকলে তার পার্শ্বে উপস্থিত ব্যক্তি বলল-তার কি হয়েছে যে, সে আল্লাহ ও রাসুলকে গালি দিচ্ছে। ঘটনাক্রমে সে দোয়ার বিষয়বস্তু ও সেরূপ ছিল।লোকটি অজান্তে ইয়া রব ..... পড়তে রইল। নির্ভরযোগ্য হযরাত ওলামা কেরাম থেকে এমন অনেক দোয়া বর্ণিত যার অর্থ অজানা। যুগ যুগ ধরে বিপুল সংখ্যক বর্ণনাকারী মাধ্যমে তা পড়ার নিয়ম চালু আছে। যেমন 'হিরয ইয়ামানী' যাকে 'সাইফী'ও বলা হয়। এ ছাড়াও এমন অনেক দোয়া আছে যা পড়িত হয়ে আসছে।'

তাতে আরো রয়েছে- 'আল্লাহর প্রিয়ভাজন ব্যক্তিবর্গ ও খোদায়ী নামের দ্বারা অসীলা গ্রহন এ জন্য বৈধ যে, তাঁরা আল্লাহ ও রাসূলের দরবারে নৈকট্যপ্রাপ্ত। আমরা তাঁদের সম্মানও করি তাঁরা আল্লাহর বন্দেগী ও রাসূলের গোলামী করার কারণে;স্বাতন্ত্রভাবে নয়। তাইতো আল্লাহ ভিন বস্তুর নামে শপথ করার ওপর তাঁদেরকে অনুমান করা যায় না। তা অসীলা মাত্র; আল্লাহর সমকক্ষ হিসেবে নয়। যেমনি মনে করে অজ্ঞ ও সাধারণ লোকেরা।'

আমি বলছি- (ক) এটার ওপর সুস্পষ্ট দলীল এবং আমিরুল মু'মিনীন হযরত আলী রাদ্বি আল্লাহু তায়ালা আনহুর বাণী রয়েছে যা ওহাবীদের মাথায় পাহাড় পড়ার মত। ইমাম নাসায়ী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু'র ছাত্র ইমাম আবু বকর বিন সুন্নী কিতাবু আ'মালিল ইয়াওমিয়া ওয়াল লায়লা-তে হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আব্বাস রাদ্বিআল্লাহু তায়ালা আনহুমা থেকে বর্ণনা করেছেন-হযরত আলী রাদ্বি আল্লাহু তায়ালা আনহু ফরমায়েছেন,

اِذَا كُنْتَ بِوَادٍ تَخَافُ فِيْهَا السِّبَاعَ فَقُلْ اَعُوْذُ بِدَانِيَالَ وَبِالْجُبِّ مِنْ شَرِّ الْاَسَدِ

'কোন উপত্যকায় হিংস্র প্রাণীর আশংকা করলে বল-আমি বাঘের আক্রমন থেকে হযরত দানিয়াল (আ.)ও কুপের কাছে পানাহ চাই।'

ইমাম ইবনুস সুন্নী এ হাদিসের অধীনে একটি অধ্যায় রচনা করেছেন যার নাম দিয়েছেন بَابُ مَا يَقُوْلُ اِذَا خَافَ السِّبَاعَ ইমাম, ফকীহ, মুহাদ্দিস কামাল উদ্দীন দামইয়ারী (রহ.) কিতাবু হায়াতিল হাইওয়ান-এ উক্ত হাদিস লিখার পর ইবনু আবীদ্ দুনিয়া ও বায়হাকীর সুয়াবুল ঈমানের হাদিস বর্ণনা করেছেন। হযরত দানিয়াল (আ.) জন্ম লাভ করলে বাদশার পক্ষ থেকে হত্যার ভয় ছিল।জ্যোতিষবিদরা হযরত দানিয়াল আলাইহিস সালাম'র জন্ম গ্রহন সম্পর্কে বলেছিলেন যে, এ বছর এমন একটি সন্তানের জন্ম হবে যার হাতে তোমার রাজত্ব খর্ব হবে। তাই সে দুষ্ঠ বাদশা সে বছর যত সন্তান জন্ম লাভ করে তাদেরকে হত্যা করেছিল। সেই ভয়ে তাঁকে জঙ্গলে ফেলে আসলে বাঘ-বাঘিনী তাঁর শরীর মোবারক চাঁটতে থাকে। বড় হলে বখতে নসর বাদশা তাঁকে কূপে ফেলে দু'টি ক্ষুধার্ত বাঘ সে কূপে ছেড়ে দেয়। বাঘ দু'টি তাঁকে দেখে পাগলা কুকুরের মত লেজ হেলায়ে আত্মসমর্পন করে। এ হাদিস লিখে হযরত দামইয়ারী (রহ.) বলেছেন-

فَلَمَّا ابْتَلٰى دَانِيَالَ عليه الصلاة والسلامُ بِالسِّبَاعِ اَوَّلًا وَاٰخِرًا جَعَلَ اللّٰه تَعَالٰى
الِاسْتِعَاذَةَ بِهِ فِى ذَالِكَ تَمْنَعُ شَرَّ السِّبَاعِ الَّتِى لَاتُسْتَطَاعُ

'যখন হযরত দানিয়াল (আ.)কে জীবনে শুরু শেষে হিংস্র প্রাণী দ্বারা পরীক্ষা করা হল তখন আল্লাহর তায়ালা বেপরোয়া হিংস্র প্রাণীর মন্দ থেকে তাঁর নামের দোহায় মুক্তি পাওয়ার উপায় বানায়ে দিলেন।' আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের নামের তাবীয ব্যবহার করার বড় দলীল এর চেয়ে আর কি হবে? স্বয়ং হযরত আলী রাদ্বিআল্লাহু তায়ালা আনহু

ফরমায়েছেন,হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস রাদ্বিআল্লাহু তায়ালা আনহুমা'র বর্ণনা পাওয়া যায় এবং ইমাম ইবনুস সুন্নী স্বীয় كِتَابُ عَمَلِ الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ পুস্তকে একটি অধ্যায়ও রচনা করেছেন।অপরাধী গাংগুহী সাহেব স্বীয় ফাতওয়ার তৃতীয় খন্ডের ১০ পৃষ্ঠায় অবৈধ হরকত করে বলেছে যে,

وہاں نہ دانیال ہیں نہ انکو کچھ علم ہے انکو مفید اعتقاد کرنا شرک ہے بلکہ اللہ نے اس کلام میں
تاثیر رکھدی ہے یہ مکروہ بوجہ ضرورت مباح کیا گیا جیسا اضطرار میں تو ریہ درست ہو جاتا ہے

এখানে দানিয়াল ও তাঁর জ্ঞান কিছুই নেই। তাঁদেরকে উপকার সাধনকারী মনে করা শিরক। তবে আল্লাহ তাঁর কথায় প্রভাব নিহিত রেখেছেন। এটা মাকরূহ, জরুরতের ভিত্তিতে বৈধ করা হয়েছে।যেমন বাধ্যবস্থায় কোন বস্তু বৈধ হয়ে যায়।

মুসলিম ভায়েরা! গাংগুহী সাহেবের অপচেষ্ঠা দেখুন।

প্রথমতঃ হযরত আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাম সম্পর্কে বলেছে যে, তাঁদের কোন জ্ঞান নেই। তাঁদেরকে উপকার সাধনকারী বিশ্বাস করা শিরক। এটা পুরানো রোগ যা আমরা অনেক পুস্তকে খণ্ডন করেছি। তাঁর (দানিয়াল আলাইহিস সালাম) দোহাই দেয়া প্রসংগে গাংগুহী শুধু মাকরূহ বলেছে। তাদের নেতা তাকবিয়াতুল ঈমান-এ লিখেছে, কোন মছিবতের সময় কারো দোহাই দেওয়া হিন্দুরা যেভাবে তাদের প্রতিমার সামনে করে তদানুরূপ। মিথ্যুক মুসলমানেরা নামে মাত্র মুসলমান দাবী করে নবী অলীগণের ব্যাপারে এরূপ করে থাকে। দেখুন! তাদের নেতা এখানে পরিস্কার ভাষায় কাফির মুশরিক বলে দিয়েছে আর গাংগুহী সাহেব মাকরূহ বলেছে। উভয়ের কথায় গরমিল। বস্তুত: সেও পর্দার আড়ালে তাওরিয়া করত: কুফরি বলেছে।

দ্বিতীয়তঃ সে জরুরত কোথায় যে কারণে তাকবিয়াতুল ঈমান-এ স্পষ্ট কুফর শিরক বলা বৈধ হয়ে গেছে। একটু সহনশীলতার মাধ্যমে তোমাদের বড় বড় নেতাদের সাথে পরামর্শ করে বলো- আল্লাহ তায়ালার নামের দোহাই দেওয়াতে সে কুপ্রভাব পড়েছে কি না? মছিবত থেকে রক্ষা করো এবং বাঘের হামলা থেকে দূরে থাকো। এরূপ হলে অন্যের নামের দোহাই দেওয়ার প্রয়োজন পড়ে না। ইসলামের কালিমা পড়লে কি বিপদ দূর হয়ে যায়। যে ব্যক্তি কুফরী করে সেতো কুফরীতে বাধ্য হয়ে গেছে বলা হবে। সে কি কাফির হবে না? অবশ্যই কাফির হবে। অন্যথায় স্পষ্ট বলে দাও,আল্লাহর নামের দোহাই দিলে বিপদ দূর হয় আর দানিয়ালের দোহাই দিলে কি হবে? এটাতো এক তামাশা। আমরা তাদেরকে কুফরীর উর্দ্ধে আর কি বলব যা হারামাইন শরীফাইন থেকে তাদের ওপর আরোপিত হয়েছে।

তৃতীয়তঃ হাদিস শরীফে বিশেষ করে ঐ সময় এ তদবীর করতে বলা হয়নি। যখন বাঘ সামনে এসে হামলা শুরু করে। বরং সেই জঙ্গলে এ তদবীর অবলম্বন করতে বলা হয়েছে যেখানে বাঘের আশংকা থাকে। যদি কাফির সামনে না আসে ও ভয় প্রদর্শন না

করে তখনো কি হয়ত কোন কাফির ভয় দেখানোর আশংকায় মুখে কুফরী কালিমা বলতে থাকবে?

চতুর্থতঃ আল্লাহ তায়ালা হযরত দানিয়াল আলাইহিস সালামা'র কথায় বলা- মছিবত দূর করার প্রভাব রেখে দিয়েছেন। এটা বরকতময় প্রভাব যা যিকরে ইলাহীর মধ্যে রয়েছে। অথবা সে প্রভাব গযব ও অপছন্দমূলক হবে, যেমন যাদুতে রয়েছে। প্রথম অবস্থায় আল্লাহর বরকতময় প্রভাব পছন্দনীয়, উহাকে কে মাকরূহ, কুফর ও শিরক বলতে পারে?দ্বিতীয় অবস্থায় মাওলা আলী রাদ্বিআল্লাহু তায়ালা আনহু যাদুর শিক্ষা দাতা, ইবনে আব্বাস রাদ্বিআল্লাহু তায়ালা আনহু উহার নিদের্শনাদানকারী এবং ইবনুস সুন্নী উহার প্রচারক আর তাকবিয়াতুল ঈমান ওয়ালারা উহাকে কাফির মুশরিক বলে উড়ায়।

(ক) হযরত মাওলা আলী ও হযরত ইবনে আব্বাস রাদ্বিআল্লাহু তায়ালা আনহুমার মর্যাদা অনেক উর্ধ্বে, ইবনুস সুন্নী বা ইমাম দামইয়ারী কি গোত্রপতি দেহলভীর দাদা, পর দাদা জনাব শাহ অলী উল্লাহ সাহেবের মত? যে নেদা-ই আলী বা ইয়া আলী, ইয়া আলী বা ইয়া শায়খ আব্দুল কাদির জিলানী শাইয়ান লিল্লাহ বলাএবং কবর পুজারী বলে তাকবিয়াতুল ঈমানকে মুশরিকের কেন্দ্রে পরিণত করেছে। لَاحَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَظِيْمِ সে কুফরি পছন্দকারীকে পরামর্শ দিব- প্রিয়ভাজন ব্যক্তিদের কিছু তাবীয সেলাই করে নাও।

(খ) মাওয়াহিব শরীফে ইমাম আবু বকর আহমদ বিন আলী বিন সাঈদ নির্ভরযোগ্য হাফিযুল হাদিস থেকে বর্ণিত, আমার গায়ে জ্বর আসলে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রাদ্বি আল্লাহু তায়ালা আনহু খবর পেয়ে নিম্নলিখিত তাবীয লিখে আমার নিকট পাঠালেন,

بسم اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرحِيْمِ ـ بِسْمِ اللّٰهِ وَبِاللّٰهِ وَمُحَمَّدٍ رَّسُوْلِ اللّٰهِ يَا نَارُ كُوْنِىْ بَرْدًا وَّسَلَامًا الخ

অর্থাৎ 'আল্লাহর নামে আরম্ভ, যিনি পরম দয়ালু, করুণাময়। আল্লাহর নামে, আল্লাহর বরকতে এবং মুহাম্মদ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা'র বরকতে হে অগ্নি! তুমি ঠান্ডা ও শান্তিময় হয়ে যাও'।

(গ) ফতহুল মালিকিল মজীদ কিতাবে হযরত আবু হুরায়রা রাদ্বিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত,

سَارَ عِيْسَى بْنُ مَرْيَمَ وَيَحْيٰي بْنُ زَكَرِيَا عَلٰى نَبِيِّنَا الْكَرِيْمِ وَعَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالتَّسْلِيْمُ فِىْ بَرِيَّةٍ اَدْرَأَيَا وَحْشِيَّةً مَاخِضَنَا فَقَالَ عِيْسَى الْيَحْىٰ عَلَيْهِمَا الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ قُلْ تِلْكَ الْكَلِمَاتِ حَنَّةُ وَلَدَتْ مَرْيَمَ وَمَرْيَمُ وَلَدَتْ عِيْسٰى الْاَرْضُ تَدْعُوْكَ اِلَيْهَا الْمَوْلُوْدُ اُخْرُجْ اَيُّهَا الْمَوْلُوْدُ بِقُدْرَةِ اللّٰهِ تَعَالٰى

'হযরত ঈসা বিন মরিয়ম ও ইয়াহিয়া বিন যাকারিয়া আলাইহিমাস সালাম সফর করে এক জঙ্গলে গিয়ে হঠাৎ দেখতে পেলেন একটি হিংস্র প্রাণী গর্ভপাতের ব্যাথায় কাতর।

হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম- ইয়াহিয়া আলাইহিস সালামকে সম্বোধন করে বললেন-আপনি এ শব্দাবলী বলুন, হান্না বিনতে ফাকুযা হযরত মরিয়মকে প্রসব করেন এবং মরিয়ম আলাইহাস সালাম, ঈসাকে প্রসব করেন। হে নবজাত! জমি তোমাকে আহ্বান করছে। হে নবজাত! তুমি আল্লাহর কুদরতে বের হও।'

হাদিসের নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী হাফিযুল হাদিস ইমাম হাম্মাদ বিন যায়েদ রাদ্বিআল্লাহু তায়ালা আনহু বলেছেন মানুষ, ছাগল ও যে কোন প্রাণী প্রসব বেদনায় কষ্ট ভোগ করলে উক্ত দোয়া পড়তেই বাচ্চা প্রসব হয়ে যাবে।

(ঘ) ইমাম দামইয়ারী রহমাতুল্লাহি আলাইহি সাপ থেকে বিষ বের করার দোয়া লিখেছেন এবং অভিজ্ঞতার আলোকে অনেক উপকারিতা বর্ণনা করে এ দোয়া বলেছেন,

سَلٰمٌ عَلٰى نُوْحٍ فِى الْعٰلَمِيْنَ وَعَلٰى مُحَمَّدٍ فِى الْمُرْسَلِيْنَ نُوْحٍ نُوْحٍ قَالَ لَكُمْ نُوْحٌ مَنْ ذَكَرَنِىْ فَلَا تَلْدَغُوْهُ

'সারা জাহানে হযরত নুহ আলাইহিস সালামা'র ওপর এবং রাসুলদের মধ্যে হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা'র ওপর শান্তি বর্ষিত হোক। নুহ.. নুহ..! হযরত নুহ আলাইহিস সালাম বললেন-যে আমাকে স্বরণ করে তাকে দংশন করো না।'

(ঙ) ইমাম আবু ওমর বিন আব্দিল বার্‌র রাদ্বিআল্লাহু তায়ালা আনহুমার কিতাবুত তামহীদ এ শ্রেষ্ঠ তাবেয়ী সায়্যিদুনা সাঈদ বিন মুসায়্যিব রাদিআল্লাহু তায়ালা আনহু বর্ণনা করতঃ বলেছেন, আমার কাছে পৌঁছেছে-

مَنْ قَالَ حِيْنَ يُمْسِىْ سَلٰمٌ عَلٰى نُوْحٍ فِى الْعَالَمِيْنَ لَمْ تَلْدَغُوْهُ عَقْرَبٌ

'যে ব্যক্তি সন্ধ্যাবেলা সালামুন আলা নূহিন ফীল আলামীন বলবে তাকে বিচ্ছু দংশন করবে না।'

(চ) হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস রাদ্বিআল্লাহু তায়ালা আনহুমা'র ছাত্র ইমাম আমর বিন দীনার তাবেয়ী রাআিল্লাহু তায়ালা আনহু একই আমল ভিন্ন শব্দ দিয়ে নিম্নরূপ বর্ণনা করেছেন।

قَالَ فِىْ لَيْلٍ اَوْنَهَارٍ سَلَامٌ عَلٰى نُوْحٍ فِى الْعَالَمِيْنَ

(ছ) ইমাম আবুল কাসেম কুশাইরী রাদ্বিআল্লাহু আল্লাহু তায়ালা আনহু স্বীয় তাফসীরে একই দোয়া নিম্ন বর্ণিত শব্দাবলী দ্বারা বর্ণনা করেছেন,

حِيْنَ يُمْسِىْ وَحِيْنَ يُصْبِحُ سَلَامٌ عَلٰى نُوْحٍ فِى الْعَالَمِيْنَ

এগুলো' কিতাবুল হাইওয়ান'রয়েছে।

(জ) ইমাম দামইয়ারী রহমাতুল্লাহি আলাইহি কতেক নেক্কার লোকদের থেকে বর্ণনা করেছেন-

اِنَّ اَسْمَاءَ الْفُقَهَاءِ السَّبْعَةِ الَّذِيْنَ كَانُوا بِالْمَدِيْنَةِ الشَّرِيْفَةِ اِذَاكُتِبَتْ فِى رُقْعَةٍ وَجُعِلَتْ فِى الْقَمْحِ فَاِنَّهُ لَايَسُوسُ مَادَامَتِ الرُّقْعَةُ فِيْهِ ٠

'মদিনা শরীফে বসবাসকারী সাতজন ফকীহ্র নাম এক ঠুকরা কাগজে লিখে গমের মধ্যে রাখা হলে যতদিন ঐ কাগজের ঠুকরা থাকবে ততদিন পর্যন্ত তা নষ্ঠ হবে না।' সে সাতজন হলেন হযরত উবাইদুল্লাহ, উরওয়াহ্, কাসিম, সাঈদ, আবু বকর, হাসান ও খারেজা রাদ্বিয়াল্লাহু তায়ালা আনহুম।

(ঝ) সে কিতাবে কতেক বিশ্লেষক বর্ণনা করেছেন-

اِنَّ اَسْمَائَهُمْ اِذَا كُتِبَتْ وَ عُلِّقَتْ عَلَى الرَّاسِ اَوْ ذُكِرَتْ عَلَيْهِ اَزَالَتِ الصَّدَاعَ

'তাঁদের নাম লিখে মাথায় ঝুলিয়ে দেয়া হলে বা মাথার ওপর তাঁদের নাম পড়ে ফুঁক দিলে মাথা ব্যাথা দূর হয়ে যাবে।'

(ঞ) কতেক ওলামা কেরাম বিজাজ কিতাব এ বর্ণনা করেছেন, যে ব্যক্তি বেশি খানা খেয়েছে আর তার বদহযম হলে পেটের ওপর হাত বুলায়ে বলবে-

اَللَّيْلَةُ لَيْلَةُ عِيْدِىْ يَاكَرْشِىْ وَرَضِىَ اللّٰهُ عَنْ سَيِّدِ ىْ اَبِىْ عَبْدِ اللّٰهِ الْقُرَيْشِى

'হে আমার নাড়ী! আজকে আমার ঈদের রাত। আল্লাহ আবু আব্দুল্লাহ কুরাইশীর প্রতি সন্তুষ্ট হোন।'

সায়্যিদুনা আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ বিন আহমদ ইব্রাহীম কুরাইশী হাশেমী রহমাতুল্লাহি আলাইহি মিশরের বড় আউলিয়া কেরামের অন্তর্ভুক্ত। হুযুর গাউছে আযম রাদ্বিআল্লাহু তায়ালা আনহু সে সময় ষোল-সতের বছর বয়ঙ্ক ছিল ৬ই জিলহজ্ব ৫৯৯ হিজরী সালে বায়তুল মোকাদ্দাসে ইন্তিকাল করেছেন। দিনে اَللَّيْلَةُ لَيْلَةُ عِيْدِىْ এর স্থলে اَلْيَوْمُ يَوْمُ عِيْدِىْ বলা হয়।

(ট) হযরত মাওলানা আব্দুর রহমান আল-জামী রহমাতুল্লাহি আলাইহি 'নাফহাতুল ইনস' শরীফে হযরত আলী বিন হায়তী রহমাতুল্লাহি আলাইহি সম্পর্কে বলেছেন,

مِنْ جُمْلَةِ كَرَامَاتِهٖ مَنْ ذَكَرَهُ عِنْدَ تَوَجُّهِ الْاَسَدِ اِلَيْهِ اِنْصَرَفَ عَنْهُ مَنْ ذَكَرَهُ فِى اَرْضٍ مَبْقَاتَةٍ اِنْدَ فَعَ الْبَقُّ بِاِذْنِ اللّٰهِ تَعَالٰى ٠

'তাঁর একটি কারামত- যদি কোন ব্যক্তি বাঘের হামলার সময় হযরত আলী বিন হায়তী রহমাতুল্লাহি'র নাম উল্লেখ করে সে বাঘ সরে দাঁড়াবে। যে ব্যক্তি ছারপোকার স্থানে তাঁর নাম উল্লেখ করবে আল্লাহর হুকুমে সে ছারপোকা দূর হয়ে যাবে।' হযরত আলী বিন হায়তী রহমাতুল্লাহি হুযুর গাউছে আযম রাদ্বিআল্লাহু তায়ালা আনহু'র একজন খাদেম। তিনি হুযুর গাউছে পাকের পর কুতুব হয়েছেন, ৫৬৪ হিজরী সালে ইন্তিকাল করেছেন।

(ঠ) শাহ ওয়ালী উল্লাহ সাহেবের কতিপয় উক্তি তার 'কাওলুল জমীল' কিতাব থেকে

লিখছি। উহার আরবী ইবারতসহ শ্রেষ্ঠ তরজমা 'শিফাউল আলীল' এ নাসীহাতুল মুসলিমীন'র মুসান্নিফ মৌলভী খরম আলীর জীবনালেখ্য উল্লেখ করছি যাতে সে ওহাবীর বর্ণনা দ্বারা সাক্ষ্য প্রমাণ হয়ে যায়। শাহ ওয়ালী উল্লাহ সাহেব ফরমায়েছেন আমি আমার শ্রদ্ধেয় পিতাকে বলতে শুনেছি আসহাবে কাহফের নাম ডুবে যাওয়া, জ্বলে যাওয়া, ছিনতাই ও চুরি ইত্যাদি থেকে নিরাপত্তা দানকারী।

(ড) সেখানে রয়েছে, আসহাবে কাহফের নাম ঘরের দেওয়ালে রাখলে জিন জাতি দূর হয়ে যায়।

(ঢ) উক্ত কিতাবে তাবীয অধ্যায়ে রয়েছে -

يَا اُمَّ مِلْدَمٍ اِنْ كُنْتَ مُوْمِنَةً فَبِحَقِّ مُحَمَّدٍ صلى الله تعالى عليه وسلم وَاِنْ كُنْتَ يَهُوْدِيَّةً فَبِحَقِّ مُوْسَى الْكَلِيْمِ عليه السلام وَاِنْ كُنْتَ نَصْرَانِيَّةً فَبِحَقِّ الْمَسِيْحِ عِيْسَى بْنِ مَرْيَمَ عليهما السلام وَاِنْ لَا اَكَلْتَ لِفُلَانِ بْنِ فُلَانَةٍ لَحْمًا الخ

'হে জ্বর! যদি তুমি মু'মিন হও তাহলে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা'র বদৌলতে, যদি ইয়াহুদী হও তবে মুসা আলাইহিস সালাম'র অসীলায়, নাসারা হলে ঈসা বিন মরিয়ম আলাইহিমাস সালাম'র বদৌলতে এ রোগীর মাংস, রক্ত, হাড্ডী খেয়ো না। তুমি তাকে ছেড়ে যারা আল্লাহ ব্যতীত অন্যকে খোদা মেনে নেয় তাদের দিকে চলে যাও।'

(ণ) এতে আরো রয়েছে- যে মহিলার ছেলে সন্তান জন্মে না তার গর্ভ তিন মাস অতিবাহিত হওয়ার পূর্বে হরিণের ঝুলিতে জাফরান ও গোলাপের দ্বারা উক্ত আয়াত লিখার পর بِحَقِّ مَرْيَمَ وَعِيْسَى اِبْنًا صَالِحًا طَوِيْلَ الْعُمْرِ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ وَآلِهٖ লিখবে। والله تعالیٰ اعلم

প্রশ্ন-একশ দ্বিতীয়ঃ

হাজিরা দেখে অবস্থা জানা বৈধ কিনা ?

উত্তরঃ আমি বলছি সৎ উদ্দেশ্যে শয়তানের সাহায্য ব্যতীত আসমানী আমল দ্বারা হাজিরা দেখা বৈধ। হযরত সৈয়্যদ শায়খ মুহাম্মদ আত্তারী শাত্তারী কুদ্দিসা সিররুহুল আযীয 'কিতাবুল জাওয়াহির'এ উহার অনেক পদ্ধতি লিখেছেন। হযরতুল আল্লামা শায়খ আহমদ সানাদী মাদানী কুদ্দিসা সিররুহুল আযীয 'যামায়িরুস সারায়িরিল ইলাহিয়া' কিতাবে এ সম্পর্কে বিশ্লেষণ করেছেন। কিতাবুল জাওয়াহির ঐ কিতাব যার ইজাযত দিয়েছেন শাহ ওয়ালি উল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী নিজের ওস্তাদদের পক্ষ থেকে। এ সম্পর্কে 'আনওয়ারুল ইন্তিবাহ' পুস্তিকায় বর্ণনা করেছি। ইমাম আবুল হাসান নুরুদ্দীন আলী ইবনে ইউসুফ লাখমী রহমাতুল্লাহি আলাইহির লিখিত বাহজাতুল আসরার শরীফে হযরত আবু বকর আব্দুর রাজ্জাক, হযরত আবু আব্দিল্লাহ্ আব্দুল ওহাব, হযরত ওমর কীমাতী, হযরত ওমর বায্যায এবং হযরত আবুল খায়র বশীর বিন মাহফুয

রহমাতুল্লাহি আলাইহি থেকে সহীহ সনদে বর্ণনা করেছেন হযরত গাউছুল আযম দস্তগীর রাদ্বিআল্লাহু তায়ালা আনহুর বেছাল শরীফের সাত বছর পূর্বে ৫৫৪ হিজরী সালে হযরত আবু সাঈদ আব্দুল্লাহ বিন আহমদ বিন আলী বিন মুহাম্মদ বাগদাদী আযজী রাদ্বিআল্লাহু তায়ালা আনহু প্রাগুক্ত বুযর্গদের নিকট বর্ণনা করেছেন-৫৩৭ হিজরী সালে তার ষোড়সী মেয়ে ফাতেমা ঘরের ছাদে চড়লে একটি জিন তাকে ধরে নিয়ে যায়। নিজ কন্যাকে ফিরে পাওয়ার জন্য হযরত গাউছুল আযমের দরবারে নালিশ করলে তিনি সমাধান কল্পে ফরমালেন -

اِذْهَبِ اللَّيْلَةَ اِلٰى خَرَابِ الْكَرْخِ وَاجْلِسْ عَلٰى التَّلِّ الْخَامِسِ وَخُطَّ عَلَيْكَ دَائِرَةً فِى الْاَرْضِ وَاتْلُ وَاَنْتَ تَخُطُّهَا بسم الله على نيةِ عبدِ القادر ·

'আজ রাত করখ নামক ধ্বংসস্তুপে গিয়ে পঞ্চম টিলায় বসে একটি বৃত্ত আঁক। জমির সে বৃত্তে بسم الله عَلٰى نِيَّةِ عَبْدِ الْقَادِرِ পড়তে পড়তে রেখা আঁক।'

রাতের প্রথম প্রহরে বিভিন্ন আকৃতির জিন দলে দলে তোমার কাছে আসবে। সাবধান! তুমি তাদের দেখে ভয় করোনা। পিছে এক দল জিনসহ বাদশা এসে তোমার থেকে জিজ্ঞাসা করবে তোমার কি কাজ? তুমি উত্তর দিবে আমাকে সায়্যিদুনা আব্দুল কাদির রাদ্বিআল্লাহু তায়ালা আনহু আপনার নিকট পাঠায়েছেন এবং তার নিকট তোমার হারানো মেয়ের ঘটনা বর্ণনা করবে। হযরত আবু সাঈদ রহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেছেন, আমি সেখানে গিয়ে কথা মত আমল করলে আমার নিকট ভয়ানক আকৃতির জিন দলে দলে আসতে থাকে। কেউ বৃত্তে ঢুকছে না। অবশেষে ঘোড়ায় চড়ে বাদশা আগমন করলেন। আগে পিছে জিনের বিরাট এক দল। বাদশা বৃত্তের সামনে এসে বললেন, হে মানব! তোমার কি কাজ? তদুত্তরে আমি বল্লাম-আমাকে সায়্যিদুনা আব্দুল কাদির জীলানী আপনাদের নিকট পাঠায়েছেন একথা বলতেই বাদশা তৎক্ষণাত সওয়ার থেকে নেমে মাটি চুমু খেয়ে বৃত্তের বাইরে বসে গেলেন। সাথেই সাঙ্গোপাঙ্গ বসে গেলে বাদশা উদ্দেশ্য কি জানতে চাইলেন। তিনি মেয়ে উধাও হওয়ার ঘটনা বর্ণনা করলেন। বাদশা সাঙ্গোপাঙ্গকে জিজ্ঞাসা করলেন এ অনাকাঙ্খিত কাজ কে করেছো? ইতোমধ্যে এক শয়তানকে আনা হল। তারই সাথে ছিল সে হারানো মেয়ে। তাকে হুসিয়ারী দিয়ে বাদশা জিজ্ঞাসা করলেন কি কারণে তুমি কুতুবুল আউলিয়ার ছায়াতলে রক্ষিত মেয়ে নিয়ে এসেছো? তদুত্তরে বলল, সেটা আমার ভাল লেগেছে। বাদশা নির্দেশ দিলেন- সে শয়তাদের গর্দান নাও। কথা মত গর্দান কেটে ফেলা হল। আমার মেয়ে ফেরত পেলাম। এ ব্যাপারটি থেকে সহজে বুঝা যায় হুযুর গাউছে পাক(রা.) এমন এক অলী যার ভয়ে জমির কোণায় অবস্থানরত জিনেরা পালিয়ে যায়। আল্লাহ তায়ালা যাকে কুতুব বানায়েছেন। মানব দানব তাঁর কাছে কাবু হয়ে যায়।

গায়রে আসমানী আমল ও শয়তানের সাহায্য চাওয়া অবশ্যই হারাম। যে কথা কাজ

www.AmarIslam.com

কুফরীকে শামিল করে তা স্পষ্ট কুফরী। শরহে ফিক্হ আকবর এ রয়েছে-

لَايَجُوْزُ الِاسْتِعَانَةُ بِالْجِنِّ فَقَدْ ذَمَّ اللّٰهُ الْكَافِرِيْنَ عَلٰى ذَالِكَ فَقَالَ وَاَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْاِنْسِ يَعُوْذُوْنَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ فَزَادُوْهُمْ رَهَقًا وَقَالَ تَعَالٰى وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيْعًا يٰمَعْشَرَالْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُمْ مِنَ الْاِنْسِ وَقَالَ اَوْلِئكُهُمْ مِنَ الْاِنْسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ الاية فَاسْتِمْتَاعُ الْاِنْسِى بِالْجِنِّى فِىْ قَضَاءِ حَوَائِجِهٖ وَامْتِثَالِ اَوَامِرِهٖ وَاِخْبَارِهٖ بِشَىْءٍ مِنَ الْمُغِيْبَاتِ وَنَحْوِ ذَالِكَ وَاسْتِمْتَاعُ الْجِنِّى بِالْاِنْسِى تَعْظِيْمُهُ اِيَّاهُ وَاسْتِعَانَتُهُ وَاسْتِغَاثَتُهُ بِهٖ وَخُضُوْعُهُ لَهُ

'জিনের কাছে সাহায্য চাওয়া বৈধ নয়। এ জন্যে আল্লাহ তায়ালা কাফিরদের নিন্দা করেছেন। মানুষের মধ্যে কিছু পুরুষ,জিন পুরুষের আশ্রয় নিতো। এর ফলে তাদের অহংকার আরো বৃদ্ধি পেলো। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন সেদিন আমি তাদেরকে একত্রিত করব। হে জিন জাতি! মানবরূপী জিন বৃদ্ধি পাবে। বলবে এ মানুষেরা তাদের বন্ধু। হে প্রভু!আমাদের একজন অন্য জনের কথা শুনে। আল কুরআন। মানুষ স্বীয় হাজত পূরণে,নির্দেশ প্রতিপালনে এবং অদৃশ্য বিষয়ের সংবাদ দানে ইত্যাদিতে জিন জাতি থেকে উপকৃত হয়। জিন জাতি (শয়তান)কে সম্মান করা, সাহায্য চাওয়া, ফরিয়াদ করা ও মাথা ঝুকানোর ব্যাপারে মানব জাতি থেকে তারা উপকার লাভ করে। মানুষ জিন জাতির তোষামোদ না করা উচত। কেননা মানুষকে আল্লাহ সমস্ত সৃষ্টির ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। তাই ফাতওয়া-ই সিরাজিয়া, ফাতওয়া-ই হিন্দিয়া, মুনিয়্যাতুল মুফতি, শরহুদ্দুরার ও হাদিকা-ই নাদিয়া কিতাবে আছে,

اِذَا اُحْرِقَ الطَّيِّبُ اَوْ غَيْرُهُ لِلْجِنِّ اَفْتٰى بَعْضُهُمْ بِاَنَّ هٰذَا فِعْلُ الْعَوَامِ الْجُهَّالِ

'জিনের জন্য লবনবাতি ইত্যাদি জ্বালানোকে কতেক ফোকাহা মুর্খ সাধারণ মানুষের কাজ বলে ফাতওয়া দিয়েছেন।' তবে আয়াত শরীফ, আসমা-ই ইলাহী এবং ফিরিশতাদের সম্মানে লবনবাতি জ্বালানো মুস্তাহাব। এর জ্বলন্ত উদাহরণ এক্ষণি বাহজাতুল আসরার কিতাব থেকে অতিবাহিত হয়েছে। জিন জাতির সাথে সুসম্পর্ক গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে এ সব করা ভাল নয়। হযরত শেখ আকবর রাদ্বিআল্লাহু তায়ালা আনহু ফুতুহাত কিতাবে বলেছেন, মানুষ জিনের সংস্পর্শে আসলে অহংকারী হয়ে যায় আর অহংকারীর শেষ ঠিকানা জাহান্নাম। নাউযু বিল্লাহ! অবস্থা জানার জন্য জিনের আশ্রয় নেয়া সম্পর্কীয় প্রশ্নে উল্লেখিত মাসআলা বৈধ-অবৈধ উভয়ের অবকাশ রাখে। যদি এমন অবস্থা জানা উদ্দেশ্য হয় যা দৃশ্যমান (গায়েব নয়) এবং সরাসরি নিজে গিয়ে অবগতি হওয়া যায় তবে তা জায়েয। যেমন হযরত আবু সাইদ বাগদাদীর ঘটনা। যদি গায়বের বিষয় জানতে চায় যেমন অনেকে হাজিরা বসায়ে মুয়াক্কিল জিন থেকে জিজ্ঞাসা

www.AmarIslam.com

করে অমুক মুকাদ্দমা কি ধরনের হবে এবং অমুক কাজের পরিণাম কি? এ সব হারাম এবং গণকের কাজের সাদৃশ বরং তার চেয়ে জঘন্য। গণকদের যুগে জিন আসমানে গিয়ে ফিরিশতাদের কথা চুরি করে শুনতো। ঐ সত্যবাণীর সাথে মিথ্যা ভ্রান্ত কথা মিলায়ে গণকদের কাছে বলে দিতো। সত্য কথাগুলো বাস্তবে রূপায়িত হতো। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম'র যমানায় সে সুযোগ বন্ধ হয়ে যায়। আসমানে পাহারা বসানো হল। জিন জাতি আসমানবাসীদের আলাপ আলোচনা শুনার উদ্দেশ্যে প্রথম আসমান পর্যন্ত পৌছলে ফিরিশতারা তাদেরকে উল্কা পিন্ড মারতেন। যার আলোচনা সূরা জিন শরীফে আছে। বর্তমানে জিন জাতি অদৃশ্য বিষয় থেকে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। ভবিষ্যতের বিষয়াদি তাদের থেকে জিজ্ঞাসা করা অযুক্তিক ও শরীয়তের দৃষ্টিতে হারাম। তাদেরকে অদৃশ্য জ্ঞানের অধিকারী মনে করা কুফরী। মুসনাদে আহমদ ও সুনানে আরবা'তে হযরত আবু হুরায়রা রাদ্বিআল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত,

مَنْ اَتٰى كَاهِنًا فَصَدَّقَهٗ مَايَقُوْلُ اَوْاَتٰى اِمْرَاَةً حَائِضًا اَوْاَتٰى اِمْرَاَةً فِىْ دُبُرِهَا فَقَدْ بَرِئَ مِمَّا اُنْزِلَ عَلٰى مُحَمَّدٍ صلى الله تعالىٰ عليه وسلم ۔

'যে ব্যক্তি কোন গণকের কাছে এসে তার কথা সত্য মনে করে বা ঋতুস্রাব অবস্থায় স্ত্রী সহবাস করে বা স্ত্রীর সাথে পায়ুসঙ্গম (মহিলার পিছনের রাস্তা দিয়ে সহবাস) করে নিশ্চয় সে ব্যক্তি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা'র ওপর অবতীর্ণ শরীয়ত থেকে দায়মুক্ত। মুসনদে আহমদ ও সহীহ মুসলিম শরীফে উম্মুল মু'মিনীন হযরত হাফসা রাদ্বিআল্লাহু তায়ালা আনহা থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন-

مَنْ اَتٰى عَرَّافًا فَسَاَلَهٗ عَنْ شَيْءٍ لَمْ تُقْبَلْ لَهٗ صَلَاةُ اَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً

'যে ব্যক্তি কোন ভবিষ্যত কথকের কাছে এসে কোন কিছু জিজ্ঞাসা করে চল্লিশ দিন তার নামায কবুল হয় না।' মুসনদে আহমদ, সহীহ মুস্তাদরাকএ বিশুদ্ধ সূত্রে এবং মুসনদে বায্যায এ হযরত ইমরান বিন হোসাইন রাদ্বিআল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

مَنْ اَتٰى عَرَّافًا اَوْكَاهِنًا فَصَدَّقَهٗ بِمَا يَقُوْلُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا اُنْزِلَ عَلٰى مُحَمَّدٍ صلى الله تعالىٰ عليه وسلم

'যে ব্যক্তি কোন ভবিষ্যত কথক বা কোন গণকের কাছে এসে তার কথা বিশ্বাস করে নিশ্চয় সে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা'র ওপর অবতীর্ণ বিষয়কে অস্বীকার করেছে।'

ত্ববরানীর মু'জম কবীর কিতাবে হযরত ওয়াছিলা বিন আসকা রাদ্বিআল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমায়েছেন,

من اتى كاهنا فساله شئ حجبت عنه التوبة اربعين ليلة فان صدقه بما قال كفر

'যে ব্যক্তি গণকের কাছে এসে কোন বিষয়ে জিজ্ঞাসা করে চল্লিশ দিন তার তাওবা নসীব হয় না। গণকের কথা বিশ্বাস করলে কাফির হয়ে যাবে।' জিন থেকে অদৃশ্য বিষয়ে প্রশ্ন করাও উক্ত বিধানের অন্তর্ভুক্ত।হাদিকা-ই নাদিয়া কিতাবে হযরত ইমরান বিন হোসাইন রাদ্বিআল্লাহু তায়ালা আনহু'র হাদিসের অধীনে রয়েছে,

اَلْمُرَادُهٰنَا الِاسْتِخْبَارُ مِنَ الْجِنِّ عَنْ اَمْرٍ مِنَ الْاُمُوْرِ كَعَمَلِ الْمِنْدِلِ فِىْ زَمَانِنَا

'এখানে গণনা দ্বারা উদ্দেশ্য জিন থেকে কোন বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা যেমন রুমালের আমল।'

আমি বলছি প্রথমোক্ত দু'টো হাদীস হারামের সাথে সম্পর্কিত। তাই প্রথম হাদীস উহাকে ঋতুস্রাব অবস্থায় সহবাস ও পায়ুসঙ্গম করার মধ্যে গণ্য করা হয়েছে। আর তাসদীক (বিশ্বাস করা) দ্বারা সন্দেহজনকভাবে মেনে নেওয়া। তৃতীয় ও চতুর্থ হাদীস কুফরীর সাথে সম্পর্কিত। এখানে তাসদীক দ্বারা ইয়াকীন করা উদ্দেশ্য। পঞ্চম হাদীসে উভয়াবস্থাকে সন্নিবেশিত করা হয়েছে। হারামের বিধান দু'টি (ক) চল্লিশদিন তাওবা কবুল না হওয়া (খ) কুফরের বিধান আরোপ। এ হাদীস থেকে এ কথাও বুঝা যায় যে, শুধু জিজ্ঞাসা করলে ইলমে গায়বে বিশ্বাসী ধরে নেয়া যায় না। কাফির বলার জন্য কাউকে জিনকে অদৃশ্য জ্ঞানের অধিকারী দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করা শর্ত। জিজ্ঞাসা করা সন্দেহজনকভাবে হতে পারে। সন্দেহজনকভাবে কেউ বিশ্বাস করলে তাকে কাফির বলা যাবে না। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামা'র মাধ্যম ব্যতীত কাউকে অদৃশ্য জ্ঞানের অধিকারী বলে বিশ্বাস করা কুফরী। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন,

عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلٰى غَيْبِهٖ اَحَدًا اِلَّامَنِ ارْتَضٰى مِنْ رَّسُوْلٍ

'তিনি অদৃশ্যের জ্ঞাতা, সুতরাং আপন অদৃশ্যের ওপর কাউকে ক্ষমতাবান করেন না নিজ মনোনীত রাসূল ব্যতীত। জামেউল ফুসূলিয়্যীন-এ রয়েছে, اَلْمَنْفِى هُوَ الْجَزْمُ بِهٖ لَا الْمَظْنُوْنُ এখানে অদৃশ্যজ্ঞানকে অকাট্যভাবে নফী (না) বলা হয়েছে; সন্দেহজনকভাবে নয়। তাতার খানীয়া-তে রয়েছে,

يُكَفَّرُ بِقَوْلِهٖ اَنَا اَعْلَمُ الْمَسْرُوْقَاتِ اَوْاَنَا اُخْبِرُ بِاَخْبَارِالْجِنِّ اِيَّاىَ

'যে ব্যক্তি বলে আমি চুরিকৃত সম্পদ সম্পর্কে জানি বা জিনের জানানোর মাধ্যমে খবর রাখি সে কাফির।' অকাট্য ইয়াকিনী জ্ঞানের দাবীদার হলে, অন্যথায় কুফরী নয়। এ মাসআলা সম্পর্কে অন্যত্র বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে। والله تعالىٰ اعلم

প্রশ্ন-একশ তৃতীয় ও চতুর্থঃ

যাকাত দাতার ওপর কোরবানী ওয়াজিব। একই ঘরে যদি আমর এবং তার দু'চার জন ভাই এক সাথে থাকে। সকলের রুজগার ও যাকাত প্রদান এক সাথে হয়। সে সব ভাইয়েরা মিলে একটি ছাগল কুরবানী দিলে বৈধ হবে কিনা? তারা এতটুকু ক্ষমতাও

যদি না রাখে তবে পৃথক পৃথক কুরবানী করার হুকুম বর্তাবে কখন? তার পরিমাণ কতটুকু? যেমন যাকাত কর্জ ব্যতীত যে বিবেকবান প্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তির কাছে সাড়ে বায়ান্না তোলা রূপা থাকবে তাতে প্রতি একশতে আড়াই টাকা হারে প্রদান করতে হবে। সেভাবে কি পরিমাণ সম্পদ থাকলে পৃথকভাবে প্রত্যেক ভাইয়ের ওপর কুরবানী ওয়াজিব?

উত্তরঃ কুরবানী ওয়াজিব হওয়ার জন্য এতটুকু প্রয়োজন যে, মৌলিক চাহিদা ব্যতীত অতিরিক্ত ছাপ্পান্ন রুপিয়া পরিমাণ সম্পদের মালিক হতে হবে। তার ওপর এক বছর অতিবাহিত হোক বা না হোক; যে প্রকারের সম্পদ হোক না কেন? যাকাত ফরয হওয়ার জন্য শর্ত হল সে সম্পদ বিশেষ করে স্বর্ণ, রূপা, ব্যবসায়ী সম্পদ বা বছরের অধিকাংশ সময় জঙ্গলে বিচরণ করে পালিত পশু হতে হবে। শরিকদার মালের মধ্যে যার যে সম্পদ রয়েছে তা এবং বিশেষ মালিকানাধীন সম্পদ মিলে ছাপ্পান্ন রুপিয়া হলে, তা যদি মৌলিক চাহিদার অতিরিক্ত হয় তাহলে তার ওপর কুরবানী ওয়াজিব। যে শরিকদারের নিজস্ব সম্পদসহ ছাপ্পান্ন রুপিয়ার কম বা কর্জ ইত্যাদির কারণে মৌলিক চাহিদা মিটানোর পর কিছু না থাকে সে ব্যক্তির ওপর কুরবানী ওয়াজিব নয়। দু' বা ততোধিক শরিকদার যাদের ওপর কুরবানী ওয়াজিব তারা একটি ছাগল কুরবানী করলে যথেষ্ট হবে না। কারো কুরবানী আদায় হবে না। কারণ ছাগল, ভেড়ায় এক ভাগ হয়। উট, গাভী দিয়ে কুরবানী করলে, শরিকদার সাতজনের চেয়ে বেশি না হলে সকলের কুরবানী আদায় হয়ে যাবে। শরিকদার আটজন হলে কারো কুরবানী আদায় হবে না। শেষকথা- এ অবস্থায় প্রত্যেকে একেকটি পৃথকভাবে কুরবানী দিতে হবে। যাকাত এক সাথে দিলে অসুবিধা হয় না। কারণ একত্রিত সম্পদের চল্লিশভাগের এক ভাগ যে পরিমাণ হবে প্রতিজন সম্পদের এক চল্লিশাংশের মোট সে পরিমাণ হবে। তদুপরি পৃথক করতে গেলে ভগ্নাংশ হয়ে যায় একত্রে যাকাত দিলে সেরূপ হয় না। এ সম্পর্কীয় মাসআলা আমার তাজাল্লীল মিশকাত লিইনারাতে আসআলাতিয্ যাকাত (تجلى المشكوة الانارة اسئلة الزكوة) কিতাবে রয়েছে। والله تعالى اعلم

প্রশ্ন-একশত পঞ্চম ঃ

পূর্ণ একটি দুম্বা, ছাগল দিয়ে কুরবানী করা শর্ত। সে পশু কিয়ামতের দিন পুলসিরাতের সওয়ারি হবে। যায়েদ যদি কুরবানীর ছাগল যবেহ না করে সে পরিমাণ মূল্য অন্য শহরে মসজিদ বা মাদরাসা পৌঁছায়ে দেয় বৈধ হবে কিনা? যায়েদ বলেছে বৈধ হবে। হজ্বের সময় মক্কা মুয়াযযামায় কোটি কোটি কুরবনী হয় আর এক সাথে সবগুলোকে যবেহ করে ফেলে রাখা হয়। তৎপরিবর্তে কুরবনীর মূল্য হারামাইন শরীফাইনে কেন দেওয়া হয় না? অন্য শহরে জায়েয; সেখানে কি কুরবানীর মূল্য দেওয়া জায়েয নেই?

উত্তরঃ যার ওপর কুরবানী ওয়াজিব সে কুরবানী দিনসমূহে তৎপরিবর্তে দশ লক্ষ

www.AmarIslam.com

আশরাফিয়া সাদকা করলেও কুরবানী আদায় হবে না। কুরবানী ত্যাগ করার কারণে গুনাহগার ও শাস্তিযোগ্য। দুররুল মুখতার এ রয়েছে,

رُكْنُهَا ذَبْحٌ فَتَجِبُ اِرَاقَةُ الدَّمِ وَفِى النِّهَايَةِ لِاَنَّ الْاُضْحِيَّةَ اِنَّمَا تَقُوْمُ بِهٰذَا الْفِعْلِ فَكَانَ رُكْنًا

'কুরবানীর রুকন হল পশু যবেহ করতঃ রক্ত প্রবাহিত করা আবশ্যক। নেহায়ার রেফারেন্সে দুররুল মুখতার-এ আরো রয়েছে, কারণ কুরবানী করার কাজ পশু যবেহের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠা লাভ করে বিধায় তা রুকন।' বর্তমানকালে ন্যাচারীরা নিজেদের চাঁদা বৃদ্ধির জন্য শরীয়তের বিধানে হেরফের করতঃ বলে কুরবানী না করে আমাদের চাঁদা বাড়িয়ে দাও। এটা পবিত্র শরীয়তের ওপর এক মস্তবড় অবিচার। আমাদের ফাতওয়ায় তা দৃঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে। আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত।

প্রশ্ন-একশত ছয়ঃ

কম-বেশি যাই হোক রক্ত খাওয়া হারাম। কুরবানী পশুর রক্ত খাওয়া হারাম কিনা? যায়দ বলেছে কুরবানী পশুর রক্ত স্বীয় হাতের কোষে নিয়ে খাওয়া বৈধ। যায়দের এ উক্তি বাতিল কিনা?

উত্তরঃ যায়দের উক্তি বাতিল। রক্ত সাধারণভাবে হারাম, কুরবানী পশুর রক্ত হোক বা অন্য পশুর কম হোক বা বেশি হোক; শিরার রক্ত কুরআন করীমের অকাট্য দলীল দ্বারা হারাম প্রমাণিত। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন اَوْ دَمًا مَسْفُوْحًا অর্থাৎ আল্লাহ তোমাদের ওপর হারাম করেছেন প্রবাহিত রক্ত। যে রক্ত-মাংস থেকে বের হয় তাও না-জায়েয। অনুরূপভাবে কলিজা বা হৃৎপিন্ড থেকে নিস্কৃত রক্ত হারাম। যেমন বাহরুল মুহীত্ব ও জামেউর রুমূয ইত্যাদিতে রয়েছে। হৃদয় থেকে নিঃসৃত রক্ত নাপাক। আর প্রত্যেক নাপাক হারাম। হুলিয়া, ক্বানিয়া, তাজনীস, আতাবিয়্যা এবং খাযানাতুল ফাতওয়া ইত্যাদিতে আছে دَمُ قَلْبِ الشَّاةِ نَجَسٌ ছাগলের হৃদয় থেকে গৃহিত রক্ত নাপাক। আল্লাহই সর্বাধিক জ্ঞাত।

প্রশ্ন-একশত সাত ও আটঃ

এক মসজিদের সম্পদ অন্য মসজিদে ব্যয় করা বৈধ কিনা? মসজিদের পয়সা মাদরাসায় ব্যয় করলে বৈধ হবে কিনা?

উত্তরঃ উভয় পদ্ধতি হারাম। মসজিদ আবাদ থাকা অবস্থায় উহার সম্পদ অন্য মসজিদে ও মাদরাসায় ব্যয় করা যায় না। কোন মসজিদে একশ চাটাই বা বদনা থাকে আর অন্য মসজিদে একটিও না থাকলে তবুও অপর মসজিদের চাটাই বা বদনা ব্যবহার করা জায়েয নেই। দুররুল মুখতার- এ রয়েছে,

اِتَّحَدَ الْوَاقِفُ وَالْجِهَةُ وَقَلَّ مَرْسُوْمُ بَعْضِ الْمَوْقُوْفِ عَلَيْهِ جَازَ لِلْحَاكِمِ اَنْ

www.AmarIslam.com

يَّصرف مِنْ فَاضِلِ الْوَقْفِ الْاٰخرِ عَلَيْهِ لِاَنَّهُمَا حِيْنَئِذٍ كَشَيْئٍ وَاحِدٍ وَاِنْ اخْتَلَفَ اَحَدُهُمَا بِاَنْ بَنٰى رَجُلَانِ مَسْجِدَيْنِ اَوْ رَجُلٌ مَسْجِدًا اَوْ مَدْرَسَةً وَ وَقَفَ عَلَيْهَا اَوْقَافًا لَا يَجُوْزُ لَهُ ذَالِكَ

ওয়াক্‌ফকারী ও ওয়াক্‌ফকৃত বস্তু এক হলে এবং একটির আয় অপরটির চেয়ে কম হলে তখন একটির উদ্বৃত্ত অপরটির জন্য খরচ করা প্রশাসকের জন্য বৈধ। কেননা সে সময় উভয়টি একই বস্তু। যদি দু'টিই ভিন্ন হয় এভাবে যে, দু'জনে দু'টি মসজিদ নির্মাণ করেছে কিংবা এক ব্যক্তি একটি মসজিদ ও একটি মাদরাসা নির্মাণ করেছে এবং তজ্জন্যে সম্পদ ওয়াক্‌ফ করেছে তখন সেটা জায়েয নেই। রাদ্দুল মুহতার এ আছে, اَلْمَسْجِدُ لَايَجُوْزُ نَقْلُ مَالِهِ اِلٰى مَسْجِدٍ اٰخَرَ 'একটি মসজিদের সম্পদ অন্য মসজিদের দিকে স্থানান্তর করা বৈধ নয়।' والله تعالى اعلم

প্রশ্ন-একশত নবম ঃ

মসজিদের কোন সম্পদ নষ্ট হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকলে তা বিক্রি করে মসজিদ ফান্ডে মূল্য দিয়ে দেওয়া এবং কোন ব্যক্তি মূল্য দিয়ে খরিদ করে তা নিজের ঘরে ব্যবহার করা বৈধ কিনা?

উত্তরঃ বৈধ, তবে বেয়াদবি হয় এমন কোন জায়গায় ব্যবহার করা যাবে না। দুররুল মুখতার-এ আছে, حَشِيْشُ الْمَسْجِدِ وَكُنَاسَتُهُ لَا يُلْقٰى فِىْ مَوْضَعٍ يُخِلُّ بِالتَّعْظِيْمِ 'মসজিদের ঘাস বা ঝাড়ুকৃত ময়লা সম্মানহানি হয় এমন স্থানে ফেলা যাবে না।' والله تعالى اعلم

প্রশ্ন -একশত দশম ঃ

আমর তার সন্তানের আকীকা করেছে। ছাগলের হাড্ডি ছেঁটে নেওয়া ব্যতীত টুকরা টুকরা করে কেটে ফেলেছে। এরূপ বৈধ কিনা? কতেক ওলামা কেরাম ছেঁটে নেওয়া ব্যতীত আকীকার ছাগলের হাড্ডি ভেঙ্গে চুর্ণবিচুর্ণ করা নিষেধ বলেছেন। ইহার বিধান কি?

উত্তরঃ আকীকার পশুর হাড্ডি ভেঙ্গে ফেলা জায়েয, কোন নিষেধাজ্ঞা নেই। তবে হাড্ডি না ভাঙ্গা উত্তম। এতে শুভ লক্ষণের কারণে সন্তানের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নিরাপদ থাকে। তাই বলা হয় বাচ্চা মিষ্টভাষী হওয়ার জন্য শুভ লক্ষণ হিসেবে গোস্ত মিষ্টি করে পাকানো উত্তম। সিরাজ ওয়াহ্‌হাজ এ রয়েছে,

اَلْمُسْتَحَبُّ اَنْ يَّفْصِلَ لَحْمَهَا وَلَا يُكَسِّرَ عَظْمَهَا تَفَاؤُلًا بِسَلَامَةِ اَعْضَاءِ الْوَلَدِ

'গোস্ত খসে নিয়ে হাড্ডি না ভাঙ্গা মুস্তাহাব। সন্তানের অঙ্গসমূহ নিরাপদ থাকার শুভ লক্ষণ হিসেবে।' শরয়াতুল ইসলাম ও ফুসূলে আলায়ীতে রয়েছে- لَايُكَسَّرُ لِلْعَقِيْقَةِ

عَظْمٌ আকীকার হাড্ডিকে ভাঙ্গা যায় না। আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারীর লিখিত শরহে হিসনে হাসীন এ আছে, يَنْبَغِىْ اَنْ لَايُكَسَّرَ عِظَامُهُ تَفَاؤُلًا - শুভ লক্ষণ হিসেবে আকীকার পশুর হাড্ডি না ভাঙ্গা উচিত। আল্লামা ইবনে হাজরের ব্যাখ্যাসহ উকুদ দুররিয়াও ফাতওয়া-ই হামেদিয়া'র মধ্যে রয়েছে,

حُكْمُهَا كَاَحْكَامِ الْاُضْحِيَّةِ اِلَّا اَنَّهُ يُسَنُّ طَبْخُهَا وَيَحْلُوْ تَفَاؤُلًا بِحَلَاوَةِ اَخْلَاقِ الْمَوْلُوْدِ وَ لَايُكَسَّرُ عَظْمُهَا وَاِنْ كُسِّرَ لَمْ يُكْرَهْ ،

'আকীকার হুকুম কুরবনীর হুকুমের মত। তবে ইহা পাকানো সুন্নাত। সন্তান সুমিষ্টভাষী সচ্চরিত্রবান হওয়ার জন্য শুভ লক্ষণ হিসেবে মিষ্টি করে পাকাতে হয়। আকীকায় হাড্ডি ভাঙ্গা যাবে না, যদি ভেঙ্গে ফেলা হয় মাকরূহ হবে না।' আশিয়াতুল লুমা'আতে রয়েছে,

در کتب شافعیہ مذکور است کہ اگر پختہ تصدق کنند بہتر است واگر شیرین پزند بہتر بجہت تفاؤل بحلاوت اخلاق مولود

প্রশ্ন-একশত এগারতম ঃ

কোন শহরে সকলে একত্রে নামায পড়ার জন্য একটি স্থানকে নির্ধারিত করে তার নাম রাখল ইবাদাত খানা, মসজিদ নাম রাখা হয়নি। এ উদ্দেশ্যে যে, কোন মানুষ নামায না পড়লেও যাতে তা বদ্‌দোয়া না করে। সেখানে বসে মানুষ দুনিয়ার কথা বলা জায়েয হবে কিনা? সেখানে জুমা ও ঈদের নামায অনুষ্ঠিত হয়, লাকড়ীর মিম্বর ও পেশ ইমাম আছে, তবে মিহরাব নেই। সে স্থানটি মসজিদের মর্যাদা রাখে কিনা এবং তাতে দুনিয়াবী কথা বৈধ কিনা?

উত্তরঃ যেহেতু ঐ স্থানটি সাধারণ মুসলমানেরা সর্বদা নামায পড়ার জন্য নির্মিত। এক মাস, দু'মাস, এক বছর, দু'বছর এ ধরনের কোন সময়ের সাথে শর্তযুক্ত নয়, তাতে নামাযের অনুমতি রয়েছে এমনকি জুমা-ঈদের নামাযও অনুষ্ঠিত হয়।কাজেই উহা মসজিদ হওয়ার ক্ষেত্রে সন্দেহ কিসের? ইহা মসজিদেরই হুকুম রাখে এবং তাতে দুনিয়াবী কথা বলা না-জায়েয। মসজিদ হওয়ার জন্য মুখে মসজিদ বলা এবং মিহরাব থাকা শর্ত নয়। মিহরাব না থাকলে কি মসজিদ হতে পারে না? মসজিদে হারাম শরীফে কোন মিহরাব নেই। খালি জায়গা মসজিদের জন্য ওয়াক্‌ফ করলে তাও মসজিদ হয়ে যাবে। মিহরাব তো নেই এবং এটা মসজিদ করা হয়েছে তা না বললেও। যখীরা-ই হিন্দিয়া, খানিয়া, বাহর এবং ত্বাহত্বাভী কিতাবে রয়েছে,

رَجُلٌ لَهُ سَاحَةٌ لَابِنَاءَ فِيْهَا اَمَرَ قَوْمًا اَنْ يُّصَلُّوْا فِيْهَا بِجَمَاعَةٍ فَهٰذَا عَلٰى ثَلٰثَةِ اَوْجُهٍ اِنْ اَمَرَهُمْ بِالصَّلٰوةِ فِيْهَا اَبَدًا نَصًّا بِاَنْ قَالَ صَلُّوْا فِيْهَا اَبَدًا اَوْ اَمَرَهُمْ بِالصَّلٰوةِ مُطْلَقًا وَنَوَى الْاَبَدَ صَارَتِ السَّاحَةُ مَسْجِدًا وَاِنْ وَقَّتَ الْاَمْرَ بِالْيَوْمِ

وَالشَّهرِ اَوِ السَّنَةِ لَاتَصِيْرُ مَسْجِدًا لَوْمَاتَ يُوْرَثُ عَنْهُ-

'কোন ব্যক্তির ঘরের আঙ্গিনা আছে। সে এক সম্প্রদায়কে নির্দেশ দিল-তোমরা তাতে জামাতের সাথে নামায পড়। ইহার তিনটি পদ্ধতি। যদি সে মানুষকে হুকুম করে তোমরা সর্বদা এখানে নামায পড়তে থাক অথবা সে মানুষকে সাধারণভাবে নামায পড়ার নির্দেশ দিল আর সর্বদা নামায হওয়ার নিয়ত করল। সে আঙ্গিনা মসজিদ হয়ে যাবে। একদিন, এক মাস বা এক বৎসরের শর্তযুক্ত নির্দেশ প্রদান করলে মসজিদ হবে না। মারা গেলে সে জায়গা উত্তরাধিকারীদের মধ্যে বণ্টিত হবে। দুররুল মুখতার-এ আছে, يَزُوْلُ مِلْكُهُ عَنِ الْمَسْجِدِ بِالْفِعْلِ وَيَقُوْلُ جَعَلْتُهُ مَسْجِدًا অর্থাৎ দু'ভাবে মসজিদ থেকে মালিকের মালিকানা দূর হয়ে যায়। (ক) অনুমতি প্রদান করত: বাস্তবে নামায পড়া আরম্ভ করলে (খ) আমি উহাকে মসজিদ বানিয়েছি বললে। মসজিদের পদ্ধতিতে নামায একবার হলেও মসজিদ হয়ে যাবে। বুঝা যায়-মসজিদ বলা শর্ত নয়। বাহরুর রায়িক এ উল্লেখ আছে-

لَايَحْتَاجُ فِىْ جَعْلِهِ مَسْجِدًا قَوْلُهُ وَوَقَفْتُهُ وَنَحْوُهُ لِاَنَّ الْعُرْفَ جَارٍ بِالْاِذْنِ فِىْ الصَّلٰوةِ عَلٰى وَجْهِ الْعُمُوْمِ وَالتَّخْلِيَةُ بِكَوْنِهِ وَقْفًا عَلٰى هٰذِهِ الْجِهَةِ فَكَانَ كَالتَّعْبِيْرِبِهِ

'আমি উহা মসজিদের জন্য ওয়াক্‌ফ করেছি ইত্যাদি বাক্য দ্বারা মসজিদে পরিণত করার প্রয়োজন হয় না। কেননা সাধারণভাবে নামাযের অনুমতি পাওয়া গেলে এবং ওয়াক্‌ফ করার জন্য নিজের মালিকানা থেকে মুক্ত করে দিলে পরিভাষায় মসজিদ হয়ে যায়। এটা সুস্পষ্টভাবে আমি মসজিদ নির্মাণ করেছি বলার মত।'

بَنٰى فِىْ فَنَائِهِ فِى الرَّسْتَاقِ دُكَانًا لِاَجْلِ الصَّلٰوةِ يُصَلُّوْنَ فِيْهِ بِجَمَاعَةٍ كُلَّ وَقْتٍ فَلَهُ حُكْمُ الْمَسْجِدِ

'ঘরের আঙ্গিনায় অবস্থিত বাংলা ঘরে নামাযের জন্য কোন স্থান নির্মাণ করতঃ লোকেরা জামাতের সাথে প্রত্যেক ওয়াক্তে সেখানে নামায আদায় করলে সেটা মসজিদের হুকুম রাখে।'

কোন ব্যক্তি নামাযের জন্য জায়গা ওয়াক্‌ফ করতঃ স্পষ্টভাবে উহা মসজিদে পরিণত করার অস্বীকার করে যায়। উদাহরণ স্বরূপ-আমি এই জায়গা মুসলমানেরা নামায পড়ার জন্য ওয়াক্‌ফ করেছি তবে উহাকে মসজিদ বানায়নি এবং কেউ উহাকে মসজিদ মনে করো না। তখনো সেটা মসজিদ হয়ে যাবে। ঐ ব্যক্তি সেটাকে মসজিদ বলতে অস্বীকার করলে তা বাতিল। কেননা নামাযের জন্য জায়গা ওয়াক্‌ফ হয়ে যাওয়াতে সেটা মসজিদ হয়ে গেছে। তার অস্বীকার ব্যর্থ। অস্বীকার করাটা ওয়াক্‌ফকে প্রত্যাবর্তন করার নামান্তর। ওয়াক্‌ফ পরিপূর্ণ হয়ে যাওয়ার পর তা ফিরিয়ে নেয়া যায় না। এর

একটি সাদৃশ্যপূর্ণ মাসআলা হল-কেউ যদি স্বীয় স্ত্রীকে বলে আমি ছেড়ে দিলাম, ছেড়ে দিলাম, ছেড়ে দিলাম। কিন্তু আমি তাকে তালাক দিইনি। তাকে তালাকপ্রাপ্ত মনে করবে না। তালাক প্রদান করেছে অস্বীকার করলে কোন কাজ হবে না। তবে যদি বলতো-আমি এ জমি ওয়াক্‌ফ করিনি শুধু নামায পড়ার অনুমতি দিচ্ছি। জমি আমার মালিকানাধীন থাকবে আর লোকেরা নামায পড়বে তাহলে ওয়াক্‌ফ ও মসজিদ কিছু হবে না। এটা বোধগম্য বিষয় যে, যে স্থানকে শহরবাসীরা সর্বসম্মতিক্রমে নামাযের স্থান বানিয়েছে বা সাধারণ জমি যা রাষ্ট্রীয় কোষাগারের মালিকানাধীন আর সেখানকার মুসলমানের ঐক্যমত বাদশার হুকুমের স্থলাভিষিক্ত হয় অথবা সেই মুসলমানের মালিকানাধীন অথবা মূল মালিকও সে মুসল্লীদের অন্তর্ভুক্ত হয় অথবা তার অনুমতিক্রমে নামায অনুষ্ঠিত হয় অথবা মালিক পরে উহার অনুমতি প্রদান করে। অন্যথায় শহরবাসী সকলে মালিকের অনুমতি ব্যতীত কোন জায়গা নামাযের জন্য ওয়াক্‌ফ করলে আর মালিক অনুমোদন না দেয় তাহলে ওয়াক্‌ফ ও মসজিদ কিছুই হবে না। যদি ও শহরবাসী ঐক্যমতের ভিত্তিতে বলে-আমরা উহাকে মসজিদ বানায়েছি। বাহরুর রায়িক- এ আছে,

فِىْ الْحَاوِىْ الْقُدْسِى مَنْ بَنٰى مَسْجِداً فِىْ اَرْضٍ مَمْلُوْكَةٍ لَهُ الخ فَا فَادَاَنَّ مَنْ شَرْطَهُ مِلْكَ الْاَرْضِ وَلِذَا قَالَ فِىْ الْخَانِيَةِ لَوْاَنَّ سُلْطَانًا اَذِنَ لِقَوم اَنْ يَّجْعَلُوا اَرْضًا مِنْ اَرَاضِى الْبَلْدَةِ حَوَانِيْتَ مَوْقُوْفَةً عَلٰے الْمَسْجِدِاَ وْاَمَرَهُمْ اَن يَّزِيْدُوْافِى مَسْجِدِ هِمْ قَالُوْا اِنْ كَانَتِ الْبَلْدَةُ فُتِحَتْ عُنْوَةً وَذَالِكَ لَايَضُرّ بِالْمَارَّةِ وَالنَّاسِ يَنْفُذُ اَمْرُ السُّلْطَانِ فِيْهَا وَاِنْ كَانَتْ فُتِحَتْ صُلْحًا لَايَنْفُذُ اَمْرُ السُّلْطَانِ لِاَنَّ فِىْ الْاَوْلِ تَصِيْرُ مِلْكًا لِلْغَانِمِيْنَ فَجَارَ اَمْرُ السُّلْطَانِ فِيْهَا وَفِىْ الثَّانِىْ تَبْقٰے عَلٰى مِلْكِ مَلَاكِهَا فَلَا يَنْفُذُ اَمْرُهُ فِيْهَا-

'হাভী কুদসী- তে রয়েছে যে ব্যক্তি তার মালিকানাধীন জমিতে মসজিদ বানায় ইবারত শেষ পর্যন্ত। উহার শর্ত জমির মালিক হতে হবে। তাই তা-তার খানিয়া-তে বলেছেন যদি বাদশা প্রজাদের অনুমতি দেয় যে,তারা যেন শহরের কোন জায়গায় মসজিদের জন্য ওয়াক্‌ফযোগ্য দোকান নির্মান করে। অথবা বাদশা কোন জায়গাকে মসজিদের অন্তর্ভুক্ত করার নির্দেশ দেয়। ওলামাগণ বলেছেন ঐ শহর যদি জবরদস্তিমূলক বিজিত হয় আর তা চলাচলের রাস্তা বিঘ্নতা সৃষ্টি ও মানুষের ক্ষতি না করে তাহলে বাদশার হুকুম বাস্তবায়িত হবে। যদি সন্ধিমূলক বিজিত হয় বাদশার নির্দেশ বাস্তবায়িত হবে না। কেননা প্রথমাবস্থায় রাষ্ট্রীয় কোষাগারের মালিকানাধীন হবে বিধায় বাদশার হুকুম প্রযোজ্য। দ্বিতীয়াবস্থায় মালিকের মালিকানাধীন অবশিষ্ট থাকে বিধায় তাতে বাদশার নির্দেশ বাস্তবায়িত হবে না।' রাদ্দুল মুহতার-এ আছে,

شرطُ الوقفِ التائيدُ والارضُ اذا كانتْ ملكًا لغيرهِ فلِلّمالكِ اِستردادُها

'ওয়াক্‌ফের শর্ত হল-স্থায়ীত্ব। কোন জমি অপরের মালিকানাধীন থাকলে মালিক তা ফেরত নিতে পারে।' এ বর্ণনাগুলো উক্ত মাসআলার আহকামকে পরিপূর্ণতা দানের উদ্দেশ্যে ছিল। প্রশ্নের সমাধান ঐ প্রথম পদ্ধতিতে বিদ্যমান- যাতে বলা হয়েছে উহা মসজিদ হওয়ার ক্ষেত্রে কোন সন্দেহ নেই এবং তার আদব রক্ষা করা প্রয়োজন।

وَاللّٰه تعالى اعلم

=০=